গিরিশ রচনাবলী

প্রথম খণ্ড



সম্পাদনা
রমেন চৌধুরী

ধ্রুপদী সাহিত্য সংসদ
১৪, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড : কলিকাতা-৩৭

রচনাবলী সংস্করণ
প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬

প্রকাশক
শ্রীরবি চৌধুরী
ধ্রুপদী সাহিত্য সংসদ
১৪, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদপট
শ্রীসন্তোষ দাস

মুদ্রক
শ্রীধনঞ্জয় রায়
মুদ্রণশ্রী প্রেস
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৬

জ্যাকেট মুদ্রণ
অনুশীলন প্রেস
৫২, ইণ্ডিয়ান মিরার স্ট্রীট
কলিকাতা-১৬

বাঁধিয়েছেন
বেঙ্গল বুক বাইণ্ডিং কোম্পানী
৩৪/১ বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সম্পাদকের নিবেদন

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-চূড়ামণি নটগুরু মহাকবি গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব আমাদের সাহিত্যে ও রঙ্গালয়ে—এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বহু যুগের ব্যবধানে এহেন সার্থক সম্ভাবনার সুযোগ সূচিত হইয়া থাকে—যাহার কল্যাণে ভাবের ও ভাষার মরা গাঙে বান ডাকিয়া যায়। সকল দেশে সর্বকালে এই রীতিই আবর্তিত হইয়াছে—ইতিহাসে আছে তাহারই জলন্ত প্রমাণ। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের জন্মকাল (২৮ শে ফেব্রুয়ারী ১৮৪৪—৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯১২) আঠারো বৎসর পূর্বেই শতাব্দীসীমা অতিক্রম করিয়াছে। তাঁর তিরোধানও বর্তমান বর্ষে অর্ধ শতক পূর্ণ করিল। কাল-সমুদ্রের অনাদি অনন্ত বক্ষে এই সময়টুকু বুদ্বুদবৎ প্রতীয়মান হইলেও তদীয় অমূল্য সাহিত্য-সম্ভার আজ কালের কবলিতপ্রায়। তাঁর সুদীর্ঘ সাধনালব্ধ সাহিত্য-কীর্তি সমুদয় প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ অমুদ্রিত থাকায় পাঠকবর্গের সাহিত্য-ক্ষুধা মিটাইতে অক্ষম। অথচ প্রতি বৎসর উচ্চ পাঠক্রম তালিকায় গিরিশচন্দ্রের রচনাবলী সন্নিবিষ্ট আছে। জাতীয় সম্পদ এই ধ্রুপদী নাট্যরাজির যথারীতি সংরক্ষণ আমাদের অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু অতীব দুঃখের তথা হতাশার বিষয়, বর্তমান সময় পর্যন্ত কেহই এদিকে অগ্রসর হন নাই। অন্য পরে কা কথা, আমাদের জাতীয় সম্পদের অছি সরকার বাহাদুরও এদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। আমরা সীমিত সাধ্য লইয়াই মহাকবির সমগ্র রচনা খণ্ডে খণ্ডে গ্রন্থাবলীর আকারে প্রকাশের ভার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছি। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পদারবিন্দ আমাদের ভরসা।

বাঙ্লার নাট্য-সাহিত্যের শৈশব সময়েই বিস্ময়কর প্রতিভার অবিস্মরণীয় সৃজনী শক্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র—সামাজিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাট্য-প্রতিভার পূর্ণ উন্মেষ তাঁহাতে হইয়াছিল, মৌলিকতার রত্নপ্রভায় নাট্য-সাহিত্যের সমুদয় বিভাগই হইয়াছিল ভাস্বর। দর্শক সাধারণের অতৃপ্ত অন্তরের ক্ষুধা সেই অলোকসাধারণ প্রতিভাধরের লেখনী-প্রসাদে পরম পরিতৃপ্তি লাভের সুযোগ পায় এবং রাতারাতি নাট্য-সাহিত্য শৈশব হইতে যৌবনে উপনীত হইয়াছিল দৃঢ় পদক্ষেপে। গিরিশচন্দ্রই

আজিকার সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার আগমনের পূর্বে নটনাথের আরাধনা হইত অভিজাত-সমাজের নাট-মন্দিরে। গিরিশ ছিলেন একাধারে নট, অভিনয় শিক্ষক, রঙ্গালয় সংস্কারক এবং নাট্যকার।

পার্কার কোম্পানীর বুক-কীপার গিরিশচন্দ্র প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে তখন উপনীত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণায় পরবর্তীজীবনে বাঙ্‌লা নাট্য-সাহিত্য ও রঙ্গালয়ের পথিকৃৎরূপে উদিত হইলেন। দুশ্চর সাধনায় এবং অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ে দেবী ভারতী ও নটনাথের যুগপৎ করুণাকিরণে ভক্ত প্রধান হইলেন অভিষিক্ত। তাঁহার জীবনে নররূপী দেবতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অবারিত আশীর্বাদ অজস্র ধারায় বর্ষিত হইয়াছিল। এহেন ভাগ্যধর নট-নাট্যকার বাঙ্‌লার মাটিতে আজিও জন্মলাভ করেন নি।

মহাকবি তাঁহার জীবিতকালে প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকাররূপে এই বাঙ্‌লা দেশে তিনি ভাগ্যবান যে তাঁহার বিবিধ রচনা-নিচয় সুষ্ঠুভাবে পাঠকবর্গের নিকট পরিবেশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবদ্দশায় তদীয় অনুজ অতুলকৃষ্ণ ঘোষ সর্বপ্রথম ছয় খণ্ডে 'গিরীশ গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন। তৎপরে প্রায় তিরিশ বৎসরকাল বসুমতী সাহিত্য মন্দির 'গিরিশ গ্রন্থাবলী' বার খণ্ডে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ রচনা পৃথক গ্রন্থ আকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তাঁহার সমগ্র গীতাবলী (দুই খণ্ডে), স্বরলিপি পুস্তক পৃথক খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রয়াণের প্রায় পনেরো বৎসর পরে পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (স্বনামধন্য নট দানিবাবু) ও অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে সামগ্রিক ভাবে গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হইলেও বহু রচনা অমুদ্রিত থাকিয়া যায়। আমাদের রচনাবলী সংস্করণে গিরিশচন্দ্রের সমুদয় সাহিত্য-সৃষ্টি একত্রিত হইবে। পুরাতন সংস্করণের লুপ্তপ্রায় গ্রন্থাদি দেখিয়া এই রচনাবলীর পাঠ নির্ণীত হইতেছে এবং প্রতি খণ্ডে রচনাবলী সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য তথ্যাদি পরিশিষ্টে পরিবেশিত হইতেছে। শেষ খণ্ডে গিরিশচন্দ্রের জীবনী ও রচনাবলীর পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইবে।

পরিশেষে বিভিন্ন চলচ্চিত্র ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সহৃদয়তার কথা ধন্যবাদের সহিত উল্লেখ করিতেছি। মহাকবির অমর স্মৃতির উদ্দেশে

তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা-নিবেদন সময়োপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই, অপিচ তাঁহাদের অর্থানুকূল্যে এই ব্যয়বহুল প্রচেষ্টা কিঞ্চিৎ সহজতর হইয়াছে। সুধী-পাঠক সমাজের প্রতি একান্ত নিবেদন, আমাদের এই প্রয়াস সার্থক করিতে তাঁহারা যথাসাধ্য সহায়তায় পরাঙ্মুখ যেন না হন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র বাঙ্‌লার নাট্য-সাহিত্যে কী পরিমাণ মণিমুক্তা সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন সে পরিচয়ের পূর্ণ প্রকাশ আমরা যেন দেশের এবং জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে কৃতকার্য হই।

রমেন চৌধুরী

সূচীপত্র



মহাকবি গিরিশচন্দ্র

প্রফুল্ল

চরিত্র

পুরুষ

যোগেশচন্দ্র ঘোষ	··· ···	ধনাঢ্য ব্যক্তি
রমেশচন্দ্র	··· ···	ঐ মধ্যম ভ্রাতা (এটর্ণি)
সুরেশচন্দ্র	··· ···	ঐ কনিষ্ঠ
যাদব	··· ···	ঐ পুত্র
পীতাম্বর	··· ···	ঐ কর্ম্মচারী
কাঙ্গালীচরণ	··· ···	ডাক্তার
শিবনাথ	··· ···	সুরেশের বন্ধু
মদন ঘোষ	··· ···	বিয়ে-পাগলা বুড়ো
ভজহরি	··· ···	কাঙ্গালীর ভাগিনেয়

অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যাঙ্কের দেওয়ান, ইনেস্‌পেক্টার, জমাদার, পাহারা-ওয়ালাগণ, ইণ্টারপ্রেটার, অন্নদা পোদ্দার, উকিলগণ, মেট, কয়েদিগণ, জেল-ডাক্তার, ব্যাপারিদ্বয়, শুঁড়ি, মাতালগণ, মুটে, ডাক্তার, সহিস, ভৃত্য, দরোয়ান, সার্জ্জন, জনৈক লোক, টারণ্‌কি (জেলদ্বার-রক্ষক) ইত্যাদি

স্ত্রী

উমাসুন্দরী	··· ···	যোগেশের মাতা
জ্ঞানদা	··· ···	ঐ স্ত্রী
প্রফুল্ল	··· ···	রমেশের স্ত্রী
জগমণি	··· ···	কাঙ্গালীর স্ত্রী

ঘোম্‌টাওয়ালীদ্বয়, বাড়ীওয়ালী, পরিচারিকা, একজন ইতর-স্ত্রীলোক ইত্যাদি

সংযোগ-স্থল—কলিকাতা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদা

উমা। মা, এতদিন লক্ষ্মীর কৌটটী আমার কাছে ছিল, আজ তোমায় দিলুম, তুমি যত্ন করে রেখো; মা লক্ষ্মী ঘরে অচলা থাক্‌বেন। তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হ'লে; দেওর দুটীকে পেটের ছেলের মত দেখো। জান্‌বে, তোমার যাদবও যেমন—রমেশ, সুরেশও তেমনি। মেজবৌমাকে যত্ন ক'রো। মা, আপনার পর সব যত্নের, তুমি মেজবৌমাকে যত্ন ক'ল্লে তোমাকে মা'র মতন দেখ্‌বে। আর নিত্য নৈমিত্তিক পাল-পার্ব্বণ বার-ব্রত যেমন আছে, সকলগুলি বজায় রেখো। এখন গিন্নী হ'লে, সব দিকে বুঝে চলো, বরং দু' কথা শুনো, তবু কারুকে উঁচু কথা বোলো না, কারুর মনে দুঃখ দিও না, সকলের আশীর্ব্বাদ কুড়িও; আর কি বল্‌ব মা, পাকা চুলে সিঁদুর পরে নাতির নাতি নিয়ে সুখে ঘর-ঘরকন্না কর!

জ্ঞানদা। হ্যাঁ মা, তুমি কি আর বৃন্দাবন থেকে আস্‌বে না?

উমা। কেমন ক'রে বল্‌বো মা, গোবিন্‌জী কি পায়ে রাখ্‌বেন!

জ্ঞানদা। না, মা, তুমি ফিরে এস, তুমি গেলে বাড়ী খাঁ খাঁ কর্‌বে। আর আমি কি মা, সব গুছিয়ে কর্‌তে পার্‌বো, তোমার আদরে আদরেই বেড়িয়েছি, ঘর-ঘরকন্নার কি জানি মা!

উমা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী! তোমায় ঘরে এনে আমার যোগেশের বাড়-বাড়ন্ত; তোমায় কচি বেলা থেকে যে দিকে ফিরিয়েছি, সেই দিকে ফিরেছ। তুমি মা একেলে মেয়ের মত নও, তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি, তোমা হ'তে আমার ঘর-ঘরকন্না সব বজায় থাক্‌বে।

(প্রফুল্লর প্রবেশ)

প্রফুল্ল। মা, তুমি হেথায় রয়েছ, আমি তেল নিয়ে সৃষ্টি খুঁজ্‌ছি, তুমি রোজই বেলা করবে ; আমি ভাত চাপা দিয়ে এয়েছি, তোমার পাতের ডালবাটা নিয়ে তবে খাবো ; তা তুমি তো নাইবে না ; এস নাইবে এস।

উমা। তোর ডালবাটা খেয়ে আর আশ মিটল না।

প্রফুল্ল। তুমি খেতে দাও বুঝি ? যে দিন চাই, সেই দিন বল, পেটের অসুখ করবে।

উমা। তা এইবার আমি ম'লে খুব একমাস ধ'রে ডালবাটা খাস্।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ মা, তুমি যদি বৃন্দাবনে যাও, আমিও যাব।

উমা। আগে তোর নাতি হোক্, তার পর যাবি।

প্রফুল্ল। নেই নিয়ে গেলে, তোমায় তেল মাখাবে কে ? উনুন ধরাবে কে ? পাথর মেজে দেবে কে ? মনে কচ্ছো ঝি রাখ্‌বে ? সে বাসনে সগড়ি রেখে দেবে, কেমন মজা জান তো ? সেই আমায় মাজ্‌তে দাও নি— একদিন ডালের খোসা, একদিন শাকের কুচি ছিল ;—আমায় নিয়ে চল।

জ্ঞানদা। তুই যাদবকে ফেলে যেতে পার্‌বি ?

প্রফুল্ল। মা কি যাদবকে ফেলে যাবে না কি ? ও মা, তুমি কি নিষ্ঠুর মা ! ওঃ হরি ! তবেই তুমি আমায় নিয়ে গেছ ! তুমি যার যাদবকে ফেলে যাচ্ছ ! এই মাসেই আস্‌বে, তুমি তো একুশে যাবে ?

উমা। আঃ ! দাঁড়া বাছা, আগে যাওয়াই হোক্।

প্রফুল্ল। ওমা, শীগ গির এস, বটঠাকুরের গলা পাচ্ছি।

উমা। তুই যা, ভাত খেগে যা, তার পর আমার পাতে খাস এখন ; আমি যোগেশকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে যাচ্ছি।

প্রফুল্ল। না না, তুমি শীগ্‌গির এস, আমি তেল নিয়ে বসে রইলুম।

[প্রফুল্লর প্রস্থান।

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। মা, রমেশ গাড়ী ঠিক ক'রে এল, একখানা গাড়ীই নিলুম ; তুমি মেয়ে গাড়ীতে থাকবে, আমরা আলাদা গাড়ীতে থাক্‌ব, সে নানান্ লটখটি, ঐ এক গাড়ীতেই সব যাব।

উমা। এখনও খাওনি ?

যোগেশ। না একটু কাজ ছিল।

উমা। খাওয়া দাওয়া হ'লে একবার আমার কাছে যেও। আমি দেনা-পাওনাগুলো তুলে দেব। আর বল্‌ছিলুম কি, চাটুয্যে ঠাকুরপোর তো কিছু নেই, ঢের সুদ খেয়েছি, ওর বন্ধক জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিও।

যোগেশ। তা বেশ তো।

উমা। আর বাবা, বল্‌ছিলুম কি, বামনগিন্নীর বড় সাধ আমার সঙ্গে যায়, হাতে কিছু নেই, একজন বামুনের মেয়ে আমার সঙ্গে থাক্‌তো—

যোগেশ। মা, তুমি 'কিন্তু' হ'য়ে বল্‌ছো কেন ? যাকে সঙ্গে নিতে হয় নাও, যা ইচ্ছা হয় বল। বাবার কিছু কত্তে পারি নি, তুমিও কখন কিছু ভার দাও নি, তুমি 'কিন্তু' হ'লে আমার মনে দুঃখ হয়।

উমা। বাবা, আমি তোদের পেটে ধরেছিলুম বটে, কিন্তু আমি মা নই, তোরাই আমার বাপ, আমি কখন তোদের একটা ভাল সামগ্রী কিনে খাওয়াতে পারি নি, কিন্তু বাবা তোমাদের কল্যাণে আমার যাকে যা ইচ্ছা হয়েছে, দিয়েছি। আমার আর কিছু সাধ নেই। যারা যারা ধারে, তাদের যদি ঋণে মুক্তি দিতে পারি, এইটী আমার ইচ্ছে। শুনেছি বাবা, দেনা দিতেও আস্‌তে হয়, পাওনা নিতেও আস্‌তে হয়। গোবিন্‌জী যেন এই করেন, তোমাদের রেখে যাই, আর না ফির্‌তে হয় ! তা বেশী পাওনা নয়, সব জড়িয়ে সড়িয়ে হাজার টাকা।

যোগেশ। তা তুমি যাকে যা দিতে হয়, দিয়ে দিও।

উমা। তাই বল্‌ছি বাছা, তুমি উপযুক্ত সন্তান, তোমায় না ব'লে কি কিছু পারি ; তবে আমি তাদের ডাকিয়ে বলে দিই গে, আর যার যা জিনিস বন্ধক আছে, ফিরিয়ে দিই গে।

যোগেশ। মা, সে পাগলা মদন ঘোষ ফিরে এসেছে।

উমা। কোথায়, কোথায় ?

যোগেশ। আমি তারে বাইরে একটা ঘর দিয়েছি, সে তেমনই পাগল আছে ?

উমা। বাবা সে পাগল নয়, অমনি পাগ্‌লামো করে বেড়ায়। ও সব লোক কি ধরা দেয়।

(মদন ঘোষের প্রবেশ)

মদন। এই যে যোগেশের মা আছ, যোগেশ আছ।

উমা। বাবা, প্রণাম হই।

মদন। আমি বল্‌ছিলুম কি বংশটা লোপ হ'ল—যা হয় ক'রে একটা বে থা দাও না। যেমন মেয়ে হয়, একটা পুত্র সন্তান নিয়ে দরকার। শুন্‌ছি, তোমার ছোট ছেলের সম্বন্ধ কচ্ছো, আমারও ঐ সঙ্গে একটা সম্বন্ধ কর। বয়স আমার বেশী নয়, কিসের বয়স!

যোগেশ। মদন দাদা, তোমার ক'নে গড়াতে দিয়েছি, মোটা মোটা সুঁদরীর চেলা দিয়ে!

মদন। ওই ঠাট্টা কর, ওই ঠাট্টা কর, বংশটা লোপ হয় যে!

উমা। বাবা, ওর কথায় রাগ করো না। তোমার নাত বোয়েদের আশীর্ব্বাদ করবে এস। তোমার মেজ নাত্‌বো'র আজও ব্যাটা হয় নি, আর একটা মাদুলী দিতে হবে।

মদন। ব্যাটা হয় নি, সে কি? চল তো, চল তো।

উমা। বাবা, তবে জিনিসগুলো বার করে দিও।

যোগেশ। আচ্ছা মা।

[উমাসুন্দরী ও মদন ঘোষের প্রস্থান।

জ্ঞানদা। ঠাকুরুণের এক কথা—ওরে পাগল বল্লে বড় রাগেন।

যোগেশ। ঐ যে ওঁরে মাদুলী দিয়েছিল, তার পর আমরা হ'য়েছি।

জ্ঞানদা। ও মা! তুমি এখন আবার কাগজ নিয়ে বস্‌লে কি গো! নাইবে টাইবে না?

যোগেশ। এই যাচ্ছি, এই চাবিটে নিয়ে মা যে সব জিনিসপত্র বন্ধক রেখেছিলেন, মাকে দিয়ে এস তো, ছোট সিন্দুকে আছে।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা, তোমাদের কদ্দিন হবে?

যোগেশ। মাকে রেখেই চলে আস্‌বো; তার পর যা হয়—

জ্ঞানদা। যা হয় কি, একটা মুখের কথাই খসাও, কাজ তো বারমাসই আছে। নাও, খাও দাও, মন নিবিষ্টি ক'রে কাগজ নিয়ে বসো এখন।

যোগেশ। মাকে রেখে এসে ভাবছি, দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌ব, তুমি যাবে? যাও তো, নিয়ে যাই।

জ্ঞানদা। আর অতোয় কাজ নেই, মাকে রেখে এসে উনি আবার বেড়াতে যাবেন! আজ সাত বচ্ছর বেড়াতে যাচ্ছ, আর আমায় সঙ্গে নিচ্ছ।

যোগেশ। না, এবার সত্যি বেড়াতে যাব।

জ্ঞানদা। তা খেয়ে দেয়ে তো বেড়াতে যাবে? স্নান কর গে; বাবা ভ্যালা কাজ শিখেছিলে কিন্তু? কাজ! কাজ! কাজ! মনিষ্যির শরীরে একটু সক্ নেই!

যোগেশ। সক্ করবো কি, সক্ করবার কি দিন পেয়েছিলুম! তুমি তো জান না, দুটী অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি ক'রে চালিয়ে এসেছি; বাবা মরে গেলেন, বাড়ীখানা পাওনাদারে বেচে নিলে, মাকে নিয়ে দুটী অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধ'রে খোলার ঘর ভাড়া ক'রে রইলুম। সে এক দিন গেছে, এখন ঈশ্বর-ইচ্ছায় একটু কুঁড়েও করেছি, খাবারও সংস্থান করেছি। এক দুঃখ সুরেশটা মানুষ হ'ল না; তা ভগবান্ সকল সুখ দেন না। দাও তো বোতলটা।

জ্ঞানদা। তুমি আপনি নাও, আমি এখনও পুজো করি নি; তোমার সব গুণ—ঐ একটু ঢুক করে খাওয়া কেন? আগে দিনে ছিল না, এখন আবার দিনে একটু হয়েছে, ঐ এক কাঁচ্চা চন্নামেত্তর মুখে না দিলেই নয়!

যোগেশ। আমি তো আর মাত্‌লামো ক'রতে খাইনি, হাড়ভাঙা মেহনত হয়, গা-গতর কামড়াতে থাকে, খেলে একটু সবল হওয়া যায়, ঘুম হয়—এ কি জান, বিষ বল বিষ,—অমৃত বল অমৃত।

জ্ঞানদা। অত হাড়ভাঙা মেহনতেই দরকার কি? একটু কম ক'রে কর, ও খাওয়ায় কাজ নেই, ও খেলেই বেড়ে যায় শুনেছি।

যোগেশ। পাগল!

জ্ঞানদা। পাগল কেন, এই দিনে খাওয়া ছিল না, দিনে খাওয়া হ'য়েছে।

যোগেশ। ক'দিন ভাবনায় ভাবনায় ক্ষিদে হচ্ছে না, তাই একটু একটু খাচ্ছি; রমেশ ব্যস্ত আছ?

(রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। আজ্ঞা না।

যোগেশ। বেরোবে না?

রমেশ। আজ আদালত বন্ধ, বেরুব না।

যোগেশ। বেরিও হে, আদালত বন্ধই হোক আর যাই হোক, বেরুনো ভাল। শোনো একটা কথা বলি, যদিচ আমরা পৈতৃক সম্পত্তি কিছু পাই নি, কিন্তু আমি তোমাদের পেয়েছিলুম, নইলে আমি এত উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম্ম কর্‌তে পাত্তেম না; সমস্ত দিন খেটে যখন রাত্তিরে কাজ কর্‌তে আলস্য বোধ হ'ত, তোমরা সেই খোলার ঘরের ভেতর শুয়ে—ফিরে দেখ্‌তুম আর আমার দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়্‌তো; সেই উৎসাহই আমার উন্নতি মূল। আমার যা বিষয় আশয়, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ অংশী, এই কাগজখানি দেখ, একখানি বাড়ী আমার স্ত্রীর নামে করেছি, কি জানি, পরে যদি ছেলের সঙ্গে না বনে, তীর্থ-ধর্ম্ম করুন তারিই ভাড়া থেকে চল্‌বে; আর মার নামে খানকতক কাগজ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি, মাসে মাসে তারই সুদ বৃন্দাবনে পাঠান যাবে, আর বাকী বিষয় তিন বখরা করেছি, এই কাগজ দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বে, তুমি এটর্ণি হয়েছ, উকিল পাড়ার বাড়ী তোমার ভাগে রেখেছি। তুমি দেখ যে ভাগ তোমার ইচ্ছা হয় আমায় বল, সেই ভাগ তোমার। আর সুরেশের কি করা যায়? ওতো বিষয় পেলেই উড়িয়ে দেবে, এখন কিছু হাতে না পায় তার একটা উপায় ঠাওরাও।

রমেশ। দাদা, আমাদের কি পৃথক করে দিচ্ছেন?

যোগেশ। না ভাই তা নয়, এত দিন মা ছিলেন, এখন বৌয়ে বৌয়ে বন্‌তি হোক্ না হোক্; তুমি পরে বুঝ্‌বে যে সম্পত্তি বিভাগ হওয়াই ভাল; এক বখ্‌রা যা আমার থাক্‌বে, তা থেকে আমার চল্‌বে; একটা ছেলে—আর আমি কাজকর্ম্ম করবো না, ঈশ্বর ইচ্ছায় তোমাদের বাড়্-বাড়ন্ত হোক, যাদবকে দেখো, আমি দিনকতক বেড়িয়ে আসি, এক অন্নেই রইলুম তবে চিহ্নিতনামা হ'য়ে রইল, এইমাত্র। ব্যাপারীদের দিয়ে নগদ টাকা যা ব্যাঙ্কে থাক্‌বে, তা তিন ভাগ কত্তে ব্যাঙ্ককে এড্‌ভাইস (Advice) করেছি।

রমেশ। দাদা মহাশয়! সুরেশকে দিচ্ছেন দিন; আপনার স্বোপার্জ্জিত বিষয়, ছেলে :আছে; আমায় মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি কোথায় আপনাকে রোজগার করে এনে দেব, আমায় ও সব কেন! তবে আপনি দিচ্ছেন. আমি. 'না' বলতে পারিনি।

যোগেশ। রোজ্‌গার করে দিতে চাও দিও, তোমার ভাইপো রইলো, তুমি এ নিতে কুন্ঠিত হয়ো না। আর একটী কথা, আমার বিবেচনায় কলিকাতায় গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী, এই পাড়ায় দেখ, চাকুরী বাকুরী করে আন্‌ছে—নিচ্ছে, খাচ্ছে, যেই একজন চোখ বুজ্‌লো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল; কি খায় তার আর উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তা বল্‌বো কি! ভাই রে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। আমি টালায় যে একখানি দেবোত্তর বাড়ী করেছি, সেটী অতিথশালা নয়, তাতে এইরূপ অনাথা গৃহস্থরা এক একটী ঘর নিয়ে থাকৃতে পারে, আর পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রেখেছি, তারই সুদ থেকে কোন রকমে শাক-অন্ন খেয়ে দিনপাত কর্‌বে, তুমি তার ট্রাষ্টি (Trustee)। আজকে একটা লেখাপড়া করো, আমি সই করে দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌বো। ত্রিশ বছর খেটেছি একদিনও একটু বিশ্রাম করিনি, একটু আলস্য হয়েছে।

রমেশ। আজ্ঞে, এ সব এত তাড়া কেন? আপনি বেড়িয়ে আস্‌তে চান, বেড়িয়ে আসুন।

যোগেশ। না, কাজ শেষ করে যাওয়া ভাল। আমি সমস্ত ভারতবর্ষ বেড়াব, কি জানি শরীরের ভদ্রাভদ্র আছে।

রমেশ। আজ্ঞে, যে রকম অনুমতি। আমি তা হলে বাড়ীতেই একটা ড্রয়েব ক'রে রাখি।

[রমেশের প্রস্থান।

জ্ঞানদা। ও মা! আবার ঢাল্‌ছ কেন?

যোগেশ। বড় বৌ, আজ বড় আমোদের দিন!

জ্ঞানদা। তা ওঠ না, নাইতে হবে না?

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। বাবু, মাঝ দরজায় সরকার মশাই দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছেন। আমায় বল্লেন, বাবুকে খবর দে।

যোগেশ। কে, পীতাম্বর? কাঁদছে কেন?

ঝি। আমি তো তা জানি নি, আমায় খবর দিতে বল্লেন।

যোগেশ। তারে এইখানেই ডাক্।

[ঝিয়ের প্রস্থান।

বড় বৌ, একটু সরে যাও।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

ওর কি বাড়ী থেকে কিছু খপর এলো নাকি—

(পীতাম্বরের প্রবেশ)

কি হে পীতাম্বর ?

পীতা। আজ্ঞে বাবু সর্ব্বনাশ হয়েছে ! ব্যাঙ্ক বাতি জ্বেলেছে !

যোগেশ। কি, কি, কি,—কোন্ ব্যাঙ্ক ?

পীতা। আজ্ঞে, রিইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। ব্যাপারীদের চেক দিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসেছে।

যোগেশ। অ্যাঁ ! অ্যাঁ ! আমার যে যথাসর্ব্বস্ব সেথা ! "আজ বড় আমোদের দিন !" "আজ বড় আমোদের দিন !" আবার ফকির হলুম !

পীতা। বাবু ! বাবু ! আবার সব হবে, ব্যস্ত হবেন না—

যোগেশ। (মদ খাইয়া) না না, আমি ব্যস্ত হইনি। যাও পীতাম্বর, যাও—খাতা তয়ের করগে, ইনসল্‌ভেণ্ট কোর্টে দিতে হবে। আমি এখন জেলে বেড়াতে যাই !

পীতা। বাবু, আপনিই রোজ্‌গার করেছিলেন, গিয়েছে, আবার রোজ্‌গার কর্‌বেন।

যোগেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি যাও আমি সব বুঝি। পীতাম্বর ! সব আছে, কিন্তু সে দিন আর নাই, সে উৎসাহ নাই। ত্রিশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় রোজগার করিছি, গেল একদিনে গেল, ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল ! (মদ্যপান)

পীতা। বাবু, বাবু, করেন কি ! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ করবেন না,—

যোগেশ। না না যাও, তুমি যাও—পীতাম্বর দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, কার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছ ? কাল আমি তোমার বাবু ছিলুম, আজ পথের ভিখারী। (মদ্যপান)

পীতা। বড় মা, আসুন—সর্ব্বনাশ হয়।

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

(জ্ঞানদার প্রবেশ)

যোগেশ। বড় বৌ "আজ বড় আমোদের দিন!" আজ থেকে আমার ছুটি, আর আমার কাজ নাই, আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে!

জ্ঞানদা। গিয়েছে, আবার হবে ভাবনা কি?

যোগেশ। ভাবনা কি! অনেক ভাবনা, ভাবনা আমি, ভাবনা তুমি, ভাবনা তোমার ছেলে যাদব; কিন্তু অনেক ভেবেছি, আর ভাব্‌বো না—ফুরুলো, আবার হবে! ত্রিশ বৎসরে হ'ল, এক কথায় গেল, এক কথায় হবে, হবে ত? হবে ত? আবার হবে, বাঃ বাঃ ক্যা ফুর্‌তি! কুচ্‌পরওয়া নেই, মদ লেয়াও, ওই যা ফুরিয়ে গেল। (বোতল নিক্ষেপ) মদ লেয়াও, মদ লেয়াও;—বাঃ বাঃ এমন মজা—কোন্ শালা খেটে মরে, বড় বৌ কি আমোদের দিন! কি আমোদের দিন! আমি মদ আনি গে।

[যোগেশের প্রস্থান।

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! শীগ্‌গির এস, সর্ব্বনাশ হ'ল!

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর ডাক্তারখানা

সুরেশ ও জগমণি

সুরেশ। কি বহুরূপী বিদ্যাধরি, বিদ্যাধর কোথায়?

জগ। এ দিকে তো খুব চালাকী হয়, কাজের চালাকী তো কিছু দেখ্‌তে পাইনি; সে চালাকী থাক্‌লে এতদিন জুড়ী চড়্‌তিস্!

সুরেশ। চালাকী কি এক দিনেই শেখে বিদ্যাধরি? তোমার বিদ্যাধরের কাছে থাক্‌তে থাক্‌তে দুটো একটা শিখ্‌বো বৈকি। একছিলিম তামাক সাজো, বেশীক্ষণ বস্‌বো না, নগদ পয়সা, দু'ছিলিম তামাক দিও। আর বিদ্যাধরকে ডাক।

জগ। সে এখন পূজো কচ্ছে। বসো, তামাক খাও।

সুরেশ। বাবাঠাকুরের নিষ্ঠেটুকু আছে, পূজোর মন্তর কি?—কন্তং গলাং কাটিতং—কার গলা কাট্‌বো?

জগ। আমরা গলা কেটেই বেড়াচ্ছি কি না; যাও, তুমি বাড়ী থেকে বেরোও।

সুরেশ। তা শীগ্‌গির বেরোচ্ছি নি, তুমি ইন্দ্রের সভায় নাচ্‌তে যাও কি পোষাকে না দেখ্‌লে আমি যাচ্ছি নি। সে দিন যে চাপ্‌রাসী সেজেছিলে,—বাঃ বিদ্যাধরি, চমৎকার!

জগ। তামাক খাবে খাও, মেলা বক্‌ বক্‌ কচ্ছো কেন?

সুরেশ। আচ্ছা, চাপরাসীরূপে তো বিল সাধো, খান্‌সামারূপে তো তামাক দাও, খাস বিদ্যাধরীরূপে তো টাকা ধার দাও,—আর ক'টী রূপ আছে বিদ্যাধরি, আমায় প্রকাশ ক'রে বল দেখি? (সুর করিয়া)

"ঘুচাও মনভ্রান্ত লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ।
তোমার লক্ষ্মীরূপা কোন্‌ রমণী,
রুক্মিণী কি কমলনী,
চিন্তামণি কর চিন্তা নিবারণ॥"

জগ। চোপ্‌ ষ্টুপিড।

সুরেশ। বিদ্যাধরি আবার বল, তোমার ইংরেজি বুক্‌নীতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল; আর এই দা-কাটাতে বুক ঠাণ্ডা হ'ল।

জগ। শোন্‌! গাধা ছোকরা তোরে বলি শোন্‌! রোজ রোজ দু'চার টাকা ধার করিস্‌ কি ক'ত্তে? আমি কিন্তু চার টাকায় চল্লিশ টাকা না লিখিয়ে দেবো না। সুদ শুদ্ধ তোর ভাইকে দিতে হবে, তার চেয়ে কেন বিষয়টা ভাগ করে নেনা।

সুরেশ। বাহবা বাঃ বহুরূপিণী বিদ্যাধরি, সাবাস! এ দোকান তুলে দিয়ে, এবার জেলায় মোক্তারীতে বেরোও, আমি তোমায় চাপ্‌কান পাগড়ী দিচ্ছি।

(নেপথ্যে কাঙ্গালীচরণ) জগা, কার সঙ্গে কথা ক'চ্চিস্‌?

সুরেশ। খুড়ো, আমি,—বিদ্যাধরীর বক্তৃতা শুন্‌ছি, আর খরসান খেয়ে কাস্‌ছি।

(কাঙ্গালীচরণের প্রবেশ)

কাঙ্গালী। কেও সুরেশ, কতক্ষণ বাবা, কতক্ষণ?

জগ। আমি বলছিলুম দু'চার টাকা ক'রে ধার করছিস্ কেন? বিষয় বখরা করে নে, উকিলের চিঠি দে, আমরা থেকে মকদ্দমা ক'রে দিচ্ছি, তা বাবুর ঠাট্টা হচ্ছে।

কাঙ্গালী। হঁ্যা হঁ্যা, ক্রমে বুঝ্বে, ক্রমে বুঝ্বে। কি বাবা, কি মনে ক'রে?

সুরেশ। তোমার বিদ্যাধর আর বিদ্যাধরীর যুগল দর্শন, আর গোটা কতক টাকা কর্জ্জন।

জগ। একশো টাকার নোট কর্ত্তন তো?

সুরেশ। রূপসি, তার কি আর অন্যথা হবে।

জগ। তাতে আজ হচ্ছে না, দু শো টাকা লিখে দাও তো হয়।

সুরেশ। এ যে বাবা বাড়াবাড়ি বিদ্যাধরি!

(নেপথ্যে রমেশ) কাঙ্গালী বাবু বাড়ী আছেন?

কাঙ্গালী। কে!—বকেয়া নাম ধ'রে ডাকে কে? আমি তো হরিহর ডাক্তার জগা, বল—"এ হরিহর বাবুর বাড়ী, কাঙ্গালী বাবুর বাড়ী নয়।"

সুরেশ। ও বিদ্যাধরি, আমায় খিড়্কি দোর দিয়ে বা'র ক'রে দাও, মেজ দা!

জগ। যাও বাড়ীর ভিতর দিয়ে পালাও, রান্না-ঘরের জান্লা ভাঙ্গা আছে, সেই খান দিয়ে বেরিয়ে পড়।

[সুরেশের প্রস্থান।

(নেপথ্যে রমেশ) বাড়ীতে কে আছে গা, কাঙ্গালী বাবু বাড়ী আছেন?

জগ। এ কাঙ্গালী বাবুর বাড়ী না, হরিচরণ বাবুর বাড়ী।

(নেপথ্যে রমেশ) আচ্ছা হরিচরণ বাবু, হরিচরণ বাবুই সই।

কাঙ্গালী। আমি সরে থাকি, শীগ্গির তাড়াস।

[কাঙ্গালীর প্রস্থান।

(জগমণির দরজা খুলিয়া দেওন ও রমেশের প্রবেশ)

জগ। আপনি কা'কে খুঁজছেন?

রমেশ। ডাক্তার বাবুকে।

জগ। তা আমায় বলে যান, আমি তাঁর কম্পাউণ্ড।

রমেশ। আপনি মেয়েমানুষ, কম্পাউণ্ডার!

জগ। ও মা তাও ত বটে।

রমেশ। তাও ত বটে' কি?

জগ। আমি বাবুর বাড়ীর ঝি, তা বাবু বাড়ী নেই, আপনি এখন আসুন।

রমেশ। বাবু বাড়ী আছেন বৈকি। তুমি যখন কম্পাউণ্ডার আবার ঝি, বাবুকে ডাক গে, বিশেষ দরকার আছে ; কোন ভয় নাই, বল তাঁর ভাল হবে।

(নেপথ্যে কাঙ্গালী) কেরে ঝি কেরে ?

(কাঙ্গালীর পুনঃ প্রবেশ)

কাঙ্গালী। আমি এই প্রাকৃটিস (Practice) ক'রে খিড়কি দো'র দে ফিরে এলুম।

রমেশ। বসুন বসুন, কাঙ্গালী বাবু বলবো না হরিচরণ বাবু বলবো ? আপনি যে নামে প্রচার হ'তে চান, আমার আপত্তি নেই।

কাঙ্গালী। আপনি তো রমেশ বাবু ?

রমেশ। হঁ্যা, আমি সম্প্রতি এটর্ণি হয়েছি। আপনি রাণাঘাটে একটা মাগীর সঙ্গে ফেরাবি ক'রেছিলেন, তার ভাইপো আমার এই কাগজ পত্র-গুলো দিয়েছে, আপনার নামে জালের ওয়ারিণ বার করবার জন্য।

কাঙ্গালী। কি, আপনি ভদ্রলোককে বাড়ীতে বসে অপমান করেন ? চাপরাসী—

রমেশ। আপনার চাপরাসী তো ঐ রূপসী, তা উনি তো হেথা হাজিরই আছেন ; ব্যস্ত হবেন না, কি বলতে এসেছি শুনুন, সে কাগজপত্র দেখে আপনি যে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি তা আমার ধারণা হয়েছে, ক্রমে সন্ধান পেলুম কলিকাতাতে আপনি এটর্ণির ক্লার্কগিরিও ক'রে গিয়েছেন। আমি নূতন আপিস করবো আপনার মত একজন মহাশয়ের আবশ্যক ; আপনার ভয় নেই, আমি সেই ভাইপো ব্যাটাকে তাড়িয়েছি, সে বেটাকে কাগজও ফিরে দিচ্ছিনি, তারে ধাপ্পা দিয়ে দিয়েছি যে চারশো টাকা নিয়ে আয়, সে এখন বিশ বাঁও জলে ; এই দেখুন সে কাগজ আমার হাতে।

কাঙ্গালী। কই দেখি কই দেখি ?—

রমেশ। এই দেখুন, এতো চিনতে পেরেছেন ? তবে কাগজগুলো আমার ঠেঁয়ে থাকবে, আপনার ঠেঁয়ে দিচ্ছিনি। আমি নূতন উকিল বটে, তবে নেহাত কাঁচা নই ; পাঁচবার একজামিনে ফেল হয়ে তবে পাশ হয়েছি। আপনি

যখন ক্লার্ক হবেন, আপনার হাতে অনেক আমায় যেতে হবে, আপনিও হাতে থাকা চাই, বন্ধুত্বের নিয়মই এই।

জগ। তা বটে তো বাবা, তা বটে তো বাবা, —মুখপোড়া, মানুষ চেন না? এঁর সঙ্গে আলাপ কর তোর কপাল ফিরবে। কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি বল্লে, যেন ভাগবত পড়্‌লে কি বাবা কি করতে হবে আমায় বল? তুমি যা বলবে, টুপিডের কান ধরে আমি করাব।

রমেশ। বাঃ রূপসি! আপনার নাম কি? আপনি সাক্ষাৎ বুদ্ধিরূপিণী।

জগ। আমায় বিদ্যাধরী বল, জগা বল, মাসী বল, খুড়ী বল, যা তোমার ইচ্ছে হয়; এখন কাজের কথা বল।

রমেশ। সুরেশ ব'লে একটী ছোক্‌রা তোমার এখানে আসে?

কাঙ্গালী। কে সুরেশ?

জগ। আ মর, বুড়ো হলি কাকে বিশ্বাস কত্তে হয়, কাকে অবিশ্বাস কত্তে হয় জানিস্ নি? এসো বাবা এসো।

রমেশ। তোমার কাছে টাকা ধার করে?

জগ। হ্যাঁ, তা করে।

রমেশ। তার নোটগুলো আমি কিন্‌বো, আর এবার এলে তারে বুঝিয়ে ঠিক্ ক'রতে হবে, যাতে একখানা (Bond) সই করে। বলো, পাঁচশো টাকা পাবে। খানকতক কোম্পানীর কাগজ তোমাদের হাতে থাক্‌বে, তাতে এণ্ডোর্‌স্ (Endorse) করিয়ে নেবে। কথাটা এই, তার বিষয়ের স্বত্ব আমি কিনে নেব।

কাঙ্গালী। বুঝেছি বুঝেছি।

রমেশ। বুঝেছ তো?

জগ। বুঝলে কি হবে, তাকে বাগানো বড় শক্ত। তাকে আজ ছ' মাস বোঝাচ্ছি নালিস কত্তে, সে বলে, আমি দাদার নামে নালিস কর্‌বো না।

রমেশ। তোমাদের নোট আছে কত টাকার?

কাঙ্গালী। সে প্রায় চার পাঁচশো টাকা হবে।

রমেশ। তারে ভয় দেখাও—নালিস কর্‌ব।

জগ। সে তো তাই চায়, বলে, দাদা কি আমায় জেলে দেবেন? দাদা না

দেয়, বৌ সব দেবে। এ হতচ্ছাড়াকে নিয়ে তুমি কি করবে? একটু বুদ্ধি ঘটে নেই।

রমেশ। আচ্ছা, ও বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে। আপনি আমার ক্লার্ক হবেন? কাল থেকে বেরোবেন, মাইনে পাবেন, আপনি যা ক্লায়েণ্ট (client) জোটাবেন, তারই কস্ট (cost)য়ের দশ-আনা ছ-আনা আপনার মাহিনার হিসাবে জমা-খরচ হবে।

কাঙ্গালী। তা বাবা, আমার হাতে তো ক্লায়েণ্ট নেই, আমি একটা বদনামী হ'য়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। কিছু মাইনে না দিলে চল্‌বে না। যা হোক্‌, ডিস্পেন্সারি খুলে নিকিরীপাড়া, ডোমপাড়া বেড়িয়ে গড়ে আনা আষ্টেক ক'রে দিন পোষায়, আরো আরো সব কার্য্য আছে, তাতেও কিছু কিছু পাই। গোটা কুড়িক ক'রে টাকা দিও তার পর কস্‌টের দশ-আনা ছ-আনা বল্‌ছো, চার আনা বার আনাতেও রাজী আছি।

রমেশ। আচ্ছা, তার জন্য আট্‌কাবে না।

জগ। তোমার ত একটা পেয়াদা চাই?

রমেশ। তা আমি দেখে নেব এখন।

জগ। কেন, নূতন আপিস ক'চ্ছ, আমায় কেন রাখ না, আমি তোমার চিঠি নিয়ে যাব।

রমেশ। তা রূপসি, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি পানাউল্লার ঠাকুরদাদা, এখানে তো ডিস্পেন্সারি চালাতে হবে, আর আর কাজ আছে, তোমায় দেব।

জগ। ডিস্পেন্সারিও চল্‌বে?

রমেশ। চল্‌বে না কেন, খুড়ো সকাল বিকেল নিকিরীপাড়া ঘুরে আস্‌তে পারবে, দিনের বেলা তুমি ওষুধ দেবে।

জগ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। দেখ্‌লি ষ্টুপিড, মানুষ চিনিস্‌ নি।

রমেশ। তবে আসি, কাল থেকে বেরোবেন, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। রূপসি, চলুন।

কাঙ্গালী। এগারটার সময় বেরুলে চল্‌বে?

রমেশ। হাঁ, তা চল্‌বে।

[রমেশের প্রস্থান।

কাঙ্গালী। জগা, এইবার বরাত ফির্‌লো আর কি! আবার যখন এটর্ণি পেয়েছি, আর কিছু ভাবিনি, এই পাশের জমীতে মাগীকে ঠকিয়ে ঠাকিয়ে দেড়শো টাকা ক'রে কাঠা কিনে নেব। এই দিশী মিস্ত্রীকে দিয়েই একখানা গাড়ী তয়ের ক'রে নেব, আর চিৎপুর থেকে দুটো ঘোড়া; বাগান একখানা কর্‌তেই হবে, যা হ'ক, তরীটে তরকারীটে আস্‌বে; জগা, কথা কচ্ছিস্‌ নি যে?

জগ। বল্‌ বল্‌, তোর আক্কেলের দৌড়টা শুনি; তুই মুখ্যু কি না, গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল দিয়ে বসেছিস্‌। ও দেখ্‌তে ছোঁড়া, বুদ্ধিতে বুড়োর বাবা, কোন রকম ক'রে সুরেশটাকে হাত ক'রে রাখ্‌, ওদের ঘরোয়া বিবাদ বাধলো বলে; মকদ্দমা বাধিয়ে দিয়ে সুরেশকে নিয়ে আর এক উকিলের কাছে যাস্‌, যে খরচা আদায় কর্‌তে পার্‌বি।

কাঙ্গালী। তোর ত বুদ্ধি বড়, আমার নামে জালিয়াতের নালিস ক'রে চৌদ্দ বৎসর ঠেলুক,—সেই মাগীর সব কাগজপত্র নিয়ে রেখেছে।

জগ। আমি চ'খে দেখ্‌লুম, আর আমায় পরিচয় দিচ্ছিস্‌ কি? মকদ্দমা কি আজ বাধাতে পার্‌বি? দু-বছরে বাধে তো ঢের। ও যে উকিল দেখ্‌ছি, তত দিন বিশটা জাল কর্‌বে। আর আমার কথা তুই দেখিস যখন ডাক্তারখানা রাখ্‌তে বল্লে, কারুকে বিষ খাওয়াবার মতলব যদি না থাকে তো, কি বলেছি। ওকে আমি দু'দিনে হাত ক'রে ওর পেটের কথা সব নেব।

(সুরেশের পুনঃ প্রবেশ)

সুরেশ। বিদ্যাধরি, মেজ্‌দা এসেছিল কেন হে?

জগ। ওরে তোর কপাল ফিরেছে, ওরে তোর কপাল ফিরেছে— (পদধূলি প্রদান)

সুরেশ। আরে যাও বিদ্যাধরি, আমার সিঁথে খারাপ হবে।

জগ। পাঁচ পাঁচশো টাকা! একটা সই কল্লেই—বস্‌

সুরেশ। পাঁচ পাঁচশো টাকা চাই নি, আমায় দশটা টাকা দাও,—আমি হ্যাণ্ডনোট লিখে এনেছি দেখ।

জগ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি,—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি!

কাঙ্গালী। তাই তো হে খুড়ো, তুমি অমন বোকা কেন?

সুরেশ। দেখ কাঙ্গালী খুড়ো, বিদ্যাধরী শোন,—এ যে দু' দশ টাকা ধার করি, এ দিতে দাদা মারা যাবে না, আর দেবেও। পাঁচশো টাকা দিতে চাচ্ছ বাবা, পঞ্চাশ হাজারে ঘা দেবে তবে; ভাব্‌ছো, বোকারাম টাকার লোভে একটা সই ক'রে দেবে এখন; আমার নিজের টাকা থাকতো, ঠকিয়ে নিলে আপত্তি ছিল না, দাদার যে সর্ব্বনাশ করবে, তা রূপসী বিদ্যাধরী পাচ্চো না। চিরকাল দাদার খেলুম, দাদা বকেন আমার গুণে, কিন্তু অমন দাদা কারুর হবে না।

জগ। আমি আর টাকা দিতে পারবো না, যে টাকা ধার নিয়েছিস্ দে, নইলে আমি নালিস করবো।

সুরেশ। আমি তোমায় দুবেলা সাধ্‌ছি বিদ্যাধরি, জজ সাহেবও ইন্দ্রের অপ্সরী দেখ্‌বে, আর আমারও টাকা ক'টা শোধ যাবে; শুধু তাই না, আমার একটা বাজারে নাম বেরুবে, বিদ্যাধর খুড়োর মতন মহাজনও দু-একটা জুটবে। তোমার চন্দ্রবদন যত না দেখ্‌তে হয়, ততই ভাল। বুঝ্‌লে বিদ্যাধরি? টাকা দেবে কি না বল?

জগ। না, আমার টাকা-কড়ি নেই।

সুরেশ। তবে চল্লুম, সেলাম পৌঁছে বিদ্যাধর খুড়ো, বিদেয় হলেম। একগুণ নিয়ে চারগুণ লিখে দিলে তোমার মত ঢের মহাজন পাব।

[সুরেশের প্রস্থান।

জগ। বুঝ্‌লি পোড়ারমুখো! একে সোজা দিক্ দিয়ে হবে না, এরে উল্টো প্যাঁচ কস্‌তে হবে। সই ক'রে দিলে ওর দাদার উপকার হবে যদি বুঝ্‌তে পারে, তখনি সই করবে।

কাঙ্গালী। কি রকম—কি রকম?

জগ। রোস্, এখন দাঁড়া, আমি মনে মনে ঠাওরাই। খাই গে আয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দরদালান

প্রফুল্ল ও সুরেশ

সুরেশ। হ্যাঁরে মেজো, দাদার না বড় অসুখ ক'রেছে ?

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, আমার হাত-পা পেটে সেঁদিয়ে যাচ্ছে, ঠাকরুণ কাঁদছেন। বট্‌ঠাকুরকে কে কি খাইয়েছিল।

সুরেশ। তা এখন দাদা কোথা ?

প্রফুল্ল। এখন ভাল হয়েছেন, ঘরে শুয়ে আছেন। তোমায় তাড়াতাড়ি আমি ঝিকে পাঠিয়ে দিলুম খুঁজতে ; সে যদি চিকুরি দেখতে! ডাক্তার এল, মাথায় জলটল দে তবে ভাল হ'ল। ছেলেটাও যত কাঁদে, আমিও তত কাঁদি। এমন সর্ব্বনেশে জিনিসও খাইয়েছিল! দিদিকে লাথি মেরেছেন, ছেলেটাকে চড় মেরেছেন, মাকে গালাগালি দিয়েছেন।

সুরেশ। দাদা খেয়েছেন ?

প্রফুল্ল। ডাক্তার পাঁঠার কৎ খেতে বলেছিলেন, তাই খেয়েছেন ; এ বেলা মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খাবেন। ঠাকুরপো, অমনি ক'রে আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায়। মা বলেন, চারিদিকে শত্তুর, শত্তুর হাসছে।

সুরেশ। এখন ভাল আছেন তো ?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, সরকার মশাইকে ডেকে কি কাজ বলেছেন, চিঠি লিখেছেন, আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায় ? আমার ভাই কান্না পাচ্ছে।

সুরেশ। আমিও তাই ভাবছি, হাতে টাকা নেই, তা নইলে একটা মাদুলী আনতুম। বৌদিদি, সেই মাদুলী পরলে আর কেউ কিছু করতে পারতো না।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ ঠাকুরপো, এমন মাদুলী ?

সুরেশ। সে মাদুলীর কথা বলবো কি, ওই সরকারদের বাড়ীর অমনি একজনকে খাওয়াতো—সরকারদের বৌ মাদুলী যেই পরলে, আর কেউ কিছু করতে পারলে না। কি খাওয়ায় জান, রাঙ্গা জল পড়া। ভাগ্‌গিস ভালয় ভালয় কেটে গেল, নইলে লোক পাগল হয়। এমন জল পড়া নয়, তুমি যদি খাও তো, অমনি ধেই ধেই করে নাচ।

প্রফুল্ল। ও মা! সে নাচাই বটে, সে যে হাত পা ছোঁড়া! তা তুমি সে মাদুলী এনে দাও, আমি দিদিকে বলে টাকা দেওয়াব এখন।

সুরেশ। তা হলে আর ভাবনা ছিল কি, বৌদিদির টাকায় আনলে ওষুধ ফল্‌বে না।

প্রফুল্ল। তবে কি হবে, আমার ঠেঁয়ে আট গণ্ডা পয়সা আছে।

সুরেশ। আর সেই যে মাকড়ীগুলো আছে, তাতো তুমি আর পর না।

প্রফুল্ল। না, সে তুলে রেখেছি, দিদি বলেছে, কাণবালা গড়িয়ে দেবে।

সুরেশ। তা সেইগুলো পেলেই হতো—

প্রফুল্ল। তা নাও, আমি দিচ্ছি, দুটো মাদুলী এনো, আমিও একটা চুপি চুপি পরে থাকবো, যদি ওঁকে কিছু খাওয়ায়।

[প্রফুল্লর প্রস্থান।

সুরেশ। দেখি কতদূর হয়। (লিখন) "মেজ দাদা, মেজ বৌদিদির মাকড়ী লইয়া অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা দিয়েছি।" ভায়ার দেখে অঙ্গ শীতল হবে! বলবেন,খুব করেছ। কিরে যেদো, কাঁদ্‌ছিস কেন?

(যাদবের প্রবেশ)

যাদব। কাকাবাবু, বাবার অসুখ করেছে।

সুরেশ। অসুখ করেছিল, দেখ গে যা, ভাল হয়ে গিয়েছে; তার কান্না কিসের? তোর অসুখ করে না?

যাদব। বাবা আমায় রোজ ডাকেন, আজ ডাকেন নি।

সুরেশ। ডাক্‌বেন এখন, যা, তুই কাছে যা দেখি।

যাদব। তুমি বাইরে যেও না, যদি আবার অসুখ করে।

সুরেশ। না, আর অসুখ কর্‌বে না।

(প্রফুল্লর পুনঃ প্রবেশ)

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, এই নাও।

সুরেশ। মেজ বৌদিদি, যাদবকে দাদার ঘরে দিয়ে এস তো, আর এই চিঠিখানা মেজদাদাকে দিও।

যাদব। কাকী মা, আমার কান্না পাচ্ছে, আবার যদি বাবার অসুখ হয়?

প্রফুল্ল। না, বালাই! আর অসুখ হবে কেন। চল্, তোরে আমি নিয়ে যাই।

সুরেশ। যেদো, যা তোর বাপের কাছে যা, কাঁদিস্নি। আমি কেমন সুন্দর ব্যাটম্বল কিনে এনে দেব এখন। কাল তোকে গড়ের মাঠে খেল্‌তে নিয়ে যাব।

[যাদবকে লইয়া প্রফুল্লর প্রস্থান।

এই যে, আমার বুদ্ধিমান মেজদাদা উপস্থিত; সইসের মাথায় যে ব্রাণ্ডীর কেস দেখ্‌ছি, এঁর জন্যে মাদুলী গড়াতে হবে। দাদা যখন ক্যানেস্তারা থেকে বার ক'রে একটু একটু খান, তখনি আমি জানি; ও এমন জলপড়া না, আমি আর যা করি তা করি, এ জলপড়া ছোঁব না। ইস্! আমায় দেখে বামাল সামলাচ্ছে!

(রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। সুরেশ, এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস্?

সুরেশ। তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল, তাই দিতে এসেছি।

রমেশ। কৈ দে।

সুরেশ। মেজ বৌদির হাতে দিয়েছি।

রমেশ। তোর হাতে কি?

সুরেশ। সুপুরি; ও মুটের ঠেঁয়ে কি গা?

রমেশ। ও কৌন্‌সুলি সাহেব সওগাত পাঠাতে হবে।

সুরেশ। কৌন্‌সুলি, ঢুকু ঢুকু ঢালি?—

[সুরেশের প্রস্থান।

রমেশ। ওরে এদিকে আয়, ওইদিকে রাখগে যা।

[সইসের প্রবেশ ও বাক্স রাখিয়া প্রস্থান।

যাতে পরের অপকার, তাতে আপনার উপকার। ভাইয়ের চেয়ে পর কে? প্রথমে মা বখরা, তারপরে বাপের বিষয় বখরা, ভাই-পো হবেন জ্ঞাতি-শত্রু! এই মদে দাদার অপকার, আমার উপকার। এ বিষয়গুলো যে ব্যাপারী ব্যাটারা বেচে নেবে, তা তো প্রাণে সইছে না। দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকান চাই। যখন মদ ধরেছে, সই

ক'রে নেবার ভাবি নি, আজই হ'ক্ কালই হ'ক্, মর্টগেজ (Mortgage) সই ক'রে নিচ্ছি। ভাবনা রেজেষ্ট্রীর—তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়; জুড়ুতে দেওয়া হবে না, আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে; একবার দাদার কাছে যাই।

[রমেশের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

যোগেশ ও জ্ঞানদা

জ্ঞানদা। ছেলেটাকে চড় মেরেছিলে, কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, একবার ডাক।

যোগেশ। ডাক্‌বো কি, আমার ছেলের কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে, এই সর্ব্বনাশ, তার উপর এই ঢলাঢলি!

জ্ঞানদা। ও আর মনে কর' না। ও ছাই আর ছুঁয়ো না।

যোগেশ। আবার!

জ্ঞানদা। একবার যাদবকে ডাক।

যোগেশ। যাদব! এদিকে এস।

(যাদবের প্রবেশ)

কাঁদছ কেন? কেঁদ না বাবা, মেরেছিলুম, লেগেছে?

যাদব। না বাবা, তোমার যে অসুখ করেছে।

যোগেশ। অসুখ করেছিল, ভাল হয়ে গিয়েছে।

যাদব। আর অসুখ কর্‌বে না বাবা?

যোগেশ। না, আর অসুখ কর্‌বে না; আবার কাঁদছ?

যাদব। বাবা, আর অসুখ কর' না, মা কাঁদবে, ঠাকুরমা কাঁদবে, কাকীমা কাঁদবে।

যোগেশ। না, আর অসুখ কর্‌বে না, তুমি ঠাকুরমার কাছে গে গল্প শোন গে।

যাদব। না বাবা, আমি গল্প শুনবো না, তোমার কাছে বস্‌বো।

জ্ঞানদা। না না, গল্প শুন্‌গে ও ঘুমুগে। হ্যাঁগা খানকতক রুটী গড়ে আনি না, দুধ দিয়ে খাও, ভাতে হাতে করেছ—

যোগেশ। না না, পোড়ারমুখে আজ আর কিছু উঠবে না।

জ্ঞানদা। তবে শোও গে।

যোগেশ। এই যাই রমেশকে ডাকতে পাঠিয়েছি, একটা কথা বলে শুইগে।

জ্ঞানদা। আয় যাদব, আয় খাবি আয়।

যাদব। হ্যাঁ মা বাবার যদি আবার অসুখ করে ?

জ্ঞানদা। আর অসুখ করবে কেন ?

[যাদবকে লইয়া জ্ঞানদার প্রস্থান।

যোগেশ। একদিনে কি কাণ্ড হয়ে গেল ! মদের কি আশ্চর্য্য মহিমা ! এই ঢলাঢলি কল্লুম তবু মনে হচ্ছে, একটু খেয়ে শুলে হ'ত। এই সর্ব্বনাশটা হয়ে গিয়েছে, বোধ হচ্ছে যেন স্বপ্ন ; শেষটা কি দেন্‌দার হব ! মাগ ছেলে তো পথে বস্‌লোই। উঃ, ইচ্ছা হচ্ছে আবার মদ খেয়ে অজ্ঞান হই। ওঃ ! এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয় !—

(রমেশের প্রবেশ)

ভাই, সব শুনেছ ?

রমেশ। আজ্ঞে, শুনলুম বৈ কি।

যোগেশ। ঢলাঢলি করেছি, শুনেছ ?

রমেশ। বলেন কি ! হঠাৎ এ সর্ব্বনেশে খবর এলে লোকে জলে ঝাঁপ দেয় ; আপনি খুব ভাল করেছিলেন, নইলে একটা ব্যামো স্যামো হ'ত।

যোগেশ। আর ভাল করেছি ছাই ! মা'র উপোস গিয়েছে, ছেলেটাকে মেরেছি, বাড়ী শুদ্ধ কান্নাহাটী শত্রুর মুখ উজ্জ্বল !

রমেশ। না না, আপনি বুঝছেন না, সাড্‌ন সক (Sudden shock)য়ে একটা ব্যামো হ'তে পাত্তো।

যোগেশ। না, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন উপায় কি ? কারবার ক্লোজ করেছি, ব্যাপারীর দেনা প্রায় দেড় লাক টাকা। বিষয় বেচে তো না দিলে নয় ; আমি ব্যাপারীদের ঠেঁয়ে সময় নিয়ে দালাল ধরিয়ে দিই।

রমেশ। মা একটা কথা বল্‌ছিলেন,—বলেন, এখন বেচলে কি দাম হবে? আধা ধরে যাবে। তিনি বল্‌ছিলেন, বৌয়ের নামে কল্লে হয় না? তার পর ক্রমে ক্রমে বেচা যাবে।

যোগেশ। ছিঃ! তিনি যেন মেয়েমানুষ বলছেন, তুমি ও কথা মুখে আন? লোকের কাছে জোচ্চোর হব? সুনাম থাক্‌লে খেটে খাওয়া চল্‌বে। আর চলুক আর নাই চলুক, আমায় বিশ্বাস ক'রে মাল ছেড়ে দিয়েছে—বিশ্বাসঘাতক হব।

রমেশ। তা তো বটেই, তা তো বটেই, তবে একটা কথা, দরে না বিকুলে তো সব দেনা শোধ যাবে না।

যোগেশ। আমি সকলকে ডেকে বলি যে, আমার আওহাল, তোমরা সব আপনারা রয়ে বসে বেচে কিনে নাও। না রাজী হয়, জেল খেটে শোধ দেবো। এখন আর আমার বিষয় না, পাওনাদারদের; তাদের যেমন ইচ্ছে, তাই হবে। আমার সর্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা ক'রে বল্‌তে পারি, কখনো প্রবঞ্চনার দিক্ দিয়ে চলি নি। যারা প্রবঞ্চক, তারা কখন ব্যবসাদার হ'তে পারে না। বিশ্বাস ব্যবসার মূল, দেখ্‌ছ না, আমাদের জাতে পরস্পর বিশ্বাস নাই, ব্যবসাতেও প্রায় কেউ উন্নতি লাভ ক'ত্তে পারে না; লোকের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলুম, তাইতে যা মনে করেছি, তাই করেছি; সে বিশ্বাস কখন' ভাঙ্‌বো না, এতে জেলে যাই, স্ত্রী রাঁধুনি হয়, ছেলে অনাহারে মরে, সেও ভাল।

রমেশ। আমিও তো তাই বলি, তবে মা বল্‌ছেন, এই জন্যেই শোনালুম।

যোগেশ। মা বলুন, যিনি অধর্ম্মে মতি দেবেন, তিনি মা'ই হ'ন আর বাপই হ'ন তাঁর কথা শুন্‌তে নেই। তুমি আজ রাত্রেই ব্যাপারীদের ডাকাও, আমি একটা বিলি করি, তা নইলে হবে না।

রমেশ। কাল সকালে ডাকব। দাদা, ময়রাদের একটা ছেলের ওলাওঠা হয়েছে, ব্র্যাণ্ডি একটু দিলে হয় না? আমার কাছে ওষুধ চাইতে এসেছে; আপনি ডাক্‌লেন, চ'লে এসেছি।

যোগেশ। তা আমাদের ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও না।

রমেশ। কে ডাক্তার না কি একটু ব্র্যাণ্ডি খেতে বলেছে।

যোগেশ। তবে ডিস্পেন্সারিতে লিখে দাও।

রমেশ। লিখে দিতে হবে না, আমার ঠেঁয়ে আছে, ওর তাপ দেবার জন্যে একটা এনেছিলুম ; আমি দিয়ে আসিগে ।

যোগেশ। শীগ্‌গির এস, আমি স্থির হতে পাচ্ছি নি, যা হয় একটা রাত্রেই শেষ কর্‌বো ।

[রমেশের প্রস্থান ।

পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে, মন না মতিভ্রম, বিশেষ মা'র কথা ঠেলা বড় মুস্কিল ।

(রমেশের পুনঃ প্রবেশ)

রমেশ। দাদা, এইটুকু দিই ? না, আর একটু ঢাল্‌ব ?

যোগেশ। বেশী না হয় ।

রমেশ। দাদা আজ আমি ব্যাপারীদের খপর দিয়ে পাঠাই, কাল সকালে সব আস্‌বে, আজ হিসাব পত্র মিলুচ্ছে, সকলে তো আস্‌তে পারবে না ।

যোগেশ। তা বটে, কিন্তু আজ আমার ঘুম হবে না ।

[রমেশের মদের বোতল রাখিয়া প্রস্থান ।

(যাদবের পুনঃ প্রবেশ)

কি রে যাদব, আবার এলি যে ?

যাদব। বাবা, ঠাকুরমা কাঁদ্‌ছে ।

যোগেশ। কেন রে ?

যাদব। ছোট কাকা বাবু চোর হ'য়েছে, কাকী মা'র মাক্‌ড়ী নিয়ে গিয়েছে ।

যোগেশ। সে কি ? এ আবার কি সর্বনাশ ! শেষ দশায় কি আমার এই হ'ল ? আমার মনে মনে স্পর্দ্ধা ছিল যে, পরিশ্রমে চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল । চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না ; চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না । আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম, কি ফল পেলেম ? চিন্তা ! চিন্তা ! চিন্তায় চিরকাল গেল !

যাদব। বাবা, তুমি কি কচ্ছো ? আমার মন কেমন করে।

যোগেশ। করুক, আমার কি ? আর কোন কথার তত্ত্ব করবো না, যা হয় হ'ক, আজ থেকে আমার চেষ্টা রহিত। এই যে সুরাদেবী! যখন কৃপা ক'রে এসেছ, আমি পরিত্যাগ করবো না; আজ থেকে তোমার দাস! (মদ্যপান)

যাদব। বাবা, কি কচ্ছো ? আমার মন কেমন করে। তুমি অমন ক'র না।

যোগেশ। তুমি যাও, আমি তোমার বাবা নই। বিস্মৃতি! বিস্মৃতি! আমায় বিস্মৃতি দান কর!

যাদব। বাবা তোমার অসুখ হবে, ঠাকুর মা বলেছে; বোতল খেয়ে অসুখ হয়েছে, আর খেয়ো না বাবা!

যোগেশ। যা তুই যা। আজ থেকে গা ঢেলে দিলুম, যে যা বলুক। লোক-নিন্দা, কিসের ভয় ?

(সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। দাদাবাবু, কি কচ্ছেন ?

যোগেশ। কে ও সুরেশ ? যা খুশী কর ভাই, আর তোমায় আমি কিছু বল্‌বো না। নেচে বেড়াও খালি আমোদ ক'রে বেড়াও, কিছু চেষ্টা ক'র না। আমি অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি,—কিছু না, কিছু না, ঠেকে শিখেছি! আর কি ভাবি, যা হবার হবে, ক'দিক্ ভাববো ? সব দিক্ ফাঁক! খালি জমাট নেশা চলুক্।

সুরেশ। ও মা! শীগ্‌গির এস, দাদা আবার মদ খাচ্ছে।

যোগেশ। মাকে ডাক্‌ছিস্ ? ডাক্ কিছু ভয় করি নি, আর মাকে ভয় করি নি। আমি যে লক্ষ্মীছাড়া! লক্ষ্মীছাড়ার ভয় কি ? কিছু ভয় নেই, বস্! যা, এই আংটিটা নিয়ে যা, দু-বোতল মদ নিয়ে আয়। এক বোতল তুই নিস্, এক বোতল আমায় দিস্।

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। ও বাবা যোগেশ, আবার কি সর্বনাশ কচ্ছো ?

যোগেশ। কিছু না, তুমি যাও মা, ঘুমের ওষুধ খাচ্ছি। (মদ্যপান)

উমা। ও সুরেশ, দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস কি ? কেড়ে নেনা।

যোগেশ। খবর্‌দার,—মার্‌ডালেগা।

(রমেশের পুনঃ প্রবেশ)

উমা। ও রমেশ, যোগেশ কি সর্ব্বনাশ করে দেখ্।

রমেশ। মা, তুমি স'রে যাও; যত মানা করবে, তত বাড়াবে, মাতালের দশাই ওই!

যোগেশ। বাড়াবই তো! ভয় কিসের? ত্রিশ বৎসর ভয় ক'রে চলেছি, লোকনিন্দে? বড় বয়েই গেল!

রমেশ। ও সুরেশ, মাকে নিয়ে যা; আমি দাদাকে ঠাণ্ডা কচ্ছি। যত ঘাঁটাবি, তত বাড়াবে। যাদবকে নিয়ে যা।

সুরেশ। আয় যাদব আয়, মা এস।

উমা। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে!

রমেশ। মা চেঁচিও না, চারিদিকে শত্রু হাস্‌ছে।

সুরেশ। চল মা চল, মেজদাদা ঠাণ্ডা করবে এখন।

রমেশ। যাও, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

[সুরেশ, যাদব ও উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

দাদা, তুমি তো খুব খেতে পার?

যোগেশ। হাঁ, বিশ বোতল খাব। যা, আর দু-বোতল নিয়ে আয়।

রমেশ। খেয়ে ঠিক থাক, তবে তো—

যোগেশ। ঠিক আছি, বেঠিক্ পাবে না। তবে কি জান, বড় সর্ব্বনাশ হয়েছে, প্রাণটা কেমন কচ্ছে, তাই খাচ্ছি, মাতাল হই নি।

রমেশ। হয়েছ বৈ কি।

যোগেশ। চোপ্‌রাও!

রমেশ। চোপ্‌রাও?—কৈ লেখ দেখি?

যোগেশ। আচ্ছা, দাও দোয়াত কলম দাও।

রমেশ। অমন লেখা না, ঠিক্ সই কত্তে পার, তবে—

যোগেশ। ঠিক্ করবো, দাও।

(রমেশের কলম, দোয়াত ও কাগজ প্রদান)

যোগেশ। (সই করিয়া) বাঃ! বাঃ! কেয়া জবর সই হয়া! শুধু সই? সই-মোহর করে দিই, আন।

রমেশ। কই দাও। (মোহর প্রদান)

(যোগেশের মোহর করণ)

রমেশ। (স্বগত) একটা কাজ তো হলো, রেজেষ্ট্রী করি কি করে? দেখা যাক্।

যোগেশ। কি, কি, কি ভাবছ? কাজ গুছিয়েছ: আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। যা খুশী কর, আমায় মদ দাও।

(উমাসুন্দরীর পুনঃ প্রবেশ)

উমা। ও রমেশ, এখন যে ঠাণ্ডা হ'ল না।

রমেশ। আবার এয়েছ? তোমরা যা জান কর, আমি চল্লুম!

[রমেশের প্রস্থান।

যোগেশ। মা, তুমি মানা ক'ত্তে এয়েছ। আর মদ খাব না, কেন খাব না? এই যে ত্রিশ বৎসর খেটে মলুম কেন? কি কাজ কল্লুম? তুমি বুড়ো মা, আজন্ম বাঁদীর মত খাটলে, তোমার কি কল্লুম? পরের মেয়ে যে ঘরে এনেছিলে, যে বাঁদির অধম হয়ে সংসার ক'ল্লে, তার কি ক'ল্লুম? একটা ছেলে—তার হিল্লে কি রাখলুম? ভাইটে চোর হলো, তার কি কল্লুম? রমেশ মাতাল দেখে সই ক'রে নিয়ে গেল। কে জানে কিসে—চেষ্টা করে তো এই ক'ল্লুম! মনে ক'চ্ছো মাত্‌লামো ক'চ্ছি? না মনের দুঃখে বল্‌ছি, বল্‌তে বল্‌তে আগুন জ্ব'লে উঠে, জল দিই—(মদ্যপান) মা, তুমি কিছু বলো না, তোমার বড় ছেলে আজ মরেছে!

[যোগেশের প্রস্থান।

উমা। ও বাবা, কোথায় যাস্—ও বাবা কোথায় যাস? ও সুরেশ, তোর দাদাকে দেখ।

[উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর চক

ব্যাঙ্কের দেওয়ান ও রমেশ

দেও। রমেশ বাবু, আপনার দাদা কোথা ?

রমেশ। তাঁর ভারি অসুখ, তিনি শুয়ে আছেন।

দেও : ডাকুন, ডাকুন, শুন্‌লে অসুখ ভাল হ'য়ে যাবে : আই ব্রিং গুড নিউস (I bring good news.)।

রমেশ। ডাক্‌বার যো নেই ; কাল মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, ডাক্তার বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছে, কোন রকম এক্‌সাইটমেণ্ট (excitment) না হয়।

দেও। বটে, তা হ'তেই তো পারে, বড্ড শক্ (shoock)-টা লেগেছে। তা আপনাকেই ব'লে যাচ্ছি, আপনারা ডেস্‌পেয়ার (despair) হবেন না, কালকে লেটেষ্ট প্রাইভেট টেলিগ্রাম টু এজেন্ট (Latest private Telegram to agent)-য়ের কাছে এসেছে,—দি ব্যাঙ্ক মে রিকভার (The Bank may recover)। বোধ করি, দিন পোনেররই ভেতর ফের পেমেণ্ট (payment) আরম্ভ হবে, কেউ এ খবর জানে না, সেক্রেটারি (Secretary), আমি আর আপনি এই শুনলেন, আপনার দাদা আমার ইন্টিমেট ফ্রেণ্ড (intimate friend), তাঁর মাইণ্ড (mind)-টা কতকটা রিলিভ্ (relieve) করবার জন্যে এসেছিলাম।

রমেশ। এ খবর তো তাঁকে এখন দিতে পার্‌বো না, বেশী এক্‌সাইট্‌মেণ্ট (excitement) হবে, তাঁর হার্ট অ্যাফেক্ট (heart affect) ক'রেছে কি না।

দেও। নেভার মাইণ্ড (Never mind)! আপনি জেনে থাকুন, দিন পনের না দেখে কিছু নূতন অ্যারেঞ্জমেণ্ট (arrangement) ক'রবেন না। ইট ইজ্ অল্‌মোষ্ট সারটেন্ দ্যাট উই উইল রিকভার (It is almost certain that we will recover)।

রমেশ। থ্যাঙ্ক ইউ, মাচ ওব্লাউজড ফর্ ইয়োর ইন্‌ফরমেশন। (Thank you, mnch obliged for your information)

দেও। আমি বড় ব্যস্ত আছি, সকাল সকাল বেরুতে হবে। চল্লুম, গুড মর্ণিং (Good morning)।

রমেশ। গুড মর্ণিং (Good morning)।

[দেওয়ানের প্রস্থান।

ইস্! আজ না রেজেষ্টারি ক'রে নিতে পারলে তো নয়। দাদার সঙ্গে দেওয়ান ব্যাটার দেখা হ'লেই সব দিক্ মাটী! আজ যদি রেজেষ্টারি না ক'ত্তে পারি, আর ব্যাঙ্ক যদি পে (pay) করে, সুরেশের ওয়ান্-থার্ড শেয়ার (One-third share) তো বাগিয়ে নিতেই হবে। যদি দাদা টের পায়? টের পায়, টের পাবে। আমার ওয়ান্-থার্ড (One-third) কে ঘুচ'বে? জয়েণ্ট হিন্দু-ফ্যামিলি (Joint-Hindu family)। আমি মাকৃড়ি চুরির নালিসটে আঁধারে ঢিল ফেলেছিলুম। দেখছি, এটা কাজে আস্‌বে, ওর ঠেঁয়ে ওর শেয়ার (share)-টা লিখিয়ে নেবার সুবিধে হ'তে পারে, জেলের ভয়ে লিখে দিলেও দিতে পারে। দিক্ না দিক্, নাড়া দেওয়া উচিত। এই যে কাঙ্গালী—

(কাঙ্গালীর প্রবেশ)

কাঙ্গালী। আমায় ডেকেছেন কেন?

রমেশ। দেখ, আমি মাকড়ি চুরি গিয়েছে ব'লে পুলিসে জানিয়ে এসেছি। কে ক'রেছে, কি বৃত্তান্ত, তা কিছু বলিনি। তুমি এখন গিয়ে ইন্‌ফরমেশন (Information) দাও যে, অন্নদা পোদ্দারের হোথা মাল আছে, পুলিস সন্ধান ক'রে বার ক'র্‌বে। আর অন্নদাও সুরেশের নাম ক'র্‌বে। তুমি আজ তোমার স্ত্রীকে দিয়ে যোগাড় ক'রে সুরেশকে বাড়ীতে আটক কর।

কাঙ্গালী। আর ও তো মর্টগেজ (mortgage) ক'রে নিচ্ছেন, আর সুরেশকে আটক ক'রে কি দরকার? মর্টগেজ হ'লে তো আর ওর ওয়ান্ থার্ড শেয়ার (One-third share) থাকছে না যে, ভয় দেখিয়ে লিখে নেবেন?

রমেশ। না, তবু লিখে নেওয়া ভাল।

কাঙ্গালী। মর্টগেজ যদি সাজস্ প্রমাণ হয়?

রমেশ। এ তো আমি আপনার নামে ক'রিনি।

কাঙ্গালী। তবে কার নামে ?

রমেশ। তবে আর তোমায় অ্যাসাইনমেণ্ট (assignment) কাপি ক'ত্তে ব'লেছি কি ? এ সব হ্যাঙ্গাম মিটে যাক, এক ব্যাটাকে শালের জোড়া টোড়া পরিয়ে অ্যাসাইনমেণ্টে সই ক'রে রেজিষ্টারি ক'রে নেব।

কাঙ্গালী। কার নামে মর্টগেজ ক'র্‌লেন, রেজেষ্টারি ক'রে দেবে কে ?

রমেশ। এটা আর বুঝ্‌তে পার্‌লে না ? মর্টগেজ রাখ্‌ছে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া বাড়ী এলাহাবাদ; যে হয় এক ব্যাটা খোট্টা একশো টাকা পেয়ে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া হবে এখন, সে জন্যে ভাবিনি, যা হয় ক'র্‌বো। এখন আজকে রেজেষ্টারি ক'রে নিতে পার্‌লে হয়। একটা ব্রাণ্ডি, পোর্টের মতন লাল রঙ ক'রে রাখ্‌বো, একটু লাল রঙ পাঠিয়ে দিও তো। থাকুক্ একটা, দাদার খোঁয়ারির মুখে পোর্ট ব'লে দিলে চল্‌তে পার্‌বে।

কাঙ্গালী। আপনি বেশ ঠাউরেছেন, আমার একটা বয়াটে ভাগ্‌নে পশ্চিমে ছিল, ঠিক হিন্দুস্থানীব মতন চাল-চলন। সে কিছু টাকা পেলেই আবার পশ্চিম চ'লে যায়, তাকেই মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া সাজান যাবে।

রমেশ। সে পরের কথা পরে, পুলিসে জানিয়ে এস গে।

কাঙ্গালী। যে আজ্ঞে।

[কাঙ্গালীর প্রস্থান।

রমেশ। এখন পীতাম্বরে ব্যাটাকে হাত ক'ত্তে পার্‌লে হয়।

(পীতাম্বরের প্রবেশ)

পীতা। ছি ছি ছি! কি আক্কেল! মেজবাবু, কোথায় ঘরের কলঙ্ক ঢাক্‌বেন, না ব্যাপারীদের সাম্‌নে বল্লেন কি না, বাবু মদ খেয়ে প'ড়ে আছেন।

রমেশ। ও সব না ব'লে কি রফায় রাজী ক'ত্তে পার্‌তুম ? ব্যাপারীরা যদি দেখে, দাদা ঘর-বাড়ী বেচে দেনা দিতে রাজী, তা হ'লে কি এক পয়সা কমাতে চাইবে ? মর্টগেজ দেখেও নরম হ'ত না, পাকা কলা পেয়ে বস্‌তো। তুমি তো বোঝ না, ব'ল্‌তো টাকা দাও, নইলে জেলে দেব। দাদাও বিষয় বেচে দিতেন। রক্ষা হয় কিসে বল দেখি ?

পীতা। তা'ই ব'লে কি দেশ জুড়ে বাবুর কলঙ্কটা কল্লেন ? এ ছাইয়ের বিষয়

থাক্‌লেই বা কি, না থাক্‌লেই বা কি—যখন মান গেল, জোচ্চোর ব'লে গেল, মাতাল জেনে গেল! আমি বড়বাবুকে তুলি গে; তুলে বলি যে, মেজবাবু এই ক'রে বিষয় বাঁচাচ্ছেন।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি দাদাকে না মেরে নিশ্চিন্ত হ'চ্ছ না। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না, দাদা টাকার শোকে মদ খাচ্ছেন। আমি বিষয় বাঁচাচ্ছি সাধে? আজ দেখ্‌ছো এই,—যে দিন বাড়ী বেচে ভাড়াটে-বাড়ীতে যাবেন, সেই দিন গলায় দড়ি দেবেন। মাতাল বলে—মদ ছাড়্‌লেই গেল, জোচ্চোর বলে—দেনা দিলেই ফুরুলো; সব ফিরে পাওয়া যায়, প্রাণ গেলে তো আর প্রাণ ফির্‌বে না! পীতাম্বর, তা তোমার কি বল,—তোমার তো মা'র পেটের ভাই নয়, তোমার এক চাক্‌রী গেল, আর এক চাক্‌রী হবে। তুমি ধর্ম্মতঃ বল দেখি, দাদাকে অমন বেহেড্‌ কখন দেখেছ কি? এ টাকার শোকে না কি?

পীতা। আপনি মাতাল ব'লে পরিচয়টা দিলেন কেন?

রমেশ। মনের দুঃখে বেরিয়ে গেল পীতাম্বর! আমাতে কি আর আমি আছি? আমি মর্ম্মে ম'রে গেছি! তোমায় বল্‌ছি, কথা শুন,—দাদা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বল্‌বো, সবাই কিস্তিবন্দীতে রাজী হ'য়ে গিয়েছে। তুমিও ব'ল, হঁ্যা।

পীতা। আজ যেন বল্লুম, তার পর?

রমেশ। আজ বিকেলে সব বেটাকে রাজী কর্‌বো—কেন ভাব্‌ছ?

পীতা। যা ভাল হয় করুন, দেড় লাখ টাকা পাওনা, পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্চেন, আমার তো বোধ হয় হবে না।

রমেশ। পীতাম্বর, তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আমি যা বলি, শুনো,—দাদার প্রাণটা রক্ষা কর, দাদাকে বাঁচাতে পার্‌লে সব বজায় থাক্‌বে।

পীতা। তা সত্য, টাকার শোকেই এ ঢলাঢলি হ'ল। তা মেজ বাবু, না ব'ল্লেই হ'ত, মাতাল জেনে গেল, কথাটা ভাল হ'ল না।

রমেশ। তুমি একটী উপকার কর, ঐ মদনা পাগ্‌লার কথা মা শোনেন; ওকে দিয়ে মাকে বলাও, যেন দাদাকে বলেন, রেজেষ্টারি ক'রে দিতে। একবার রেজেষ্টারিটে ক'ত্তে পার্‌লে বুঝ্‌তে পারি, ব্যাপারী ব্যাটারা রাজী হয় কি না।

পীতা। আমি, বলাচ্ছি, কিন্তু গিন্নী মা ব'ল্লেও বড়বাবু রাজী হবেন না।

রমেশ। চেষ্টা তো ক'ত্তে হয়।

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

বড় বৌ, বড় বৌ!

(জ্ঞানদার প্রবেশ)

জ্ঞানদা। কি গা?

রমেশ। এই দিকে এস না।

জ্ঞানদা। কি বল্‌বে বল না? ওখানে গেলে বকেন।

রমেশ। এখানে আর কেউ নেই, শোনো,—বড় বৌ, বিষয় যাক্, সব যাক্, আমি ভাবি নি, সংসারের জন্যেও ভাবি নি; আমি মোট ব'য়ে সংসার ক'র্‌বো; কিন্তু দাদাকে বাঁচাই কিসে? দেখ্‌ছো তো শিবতুল্য মানুষ! টাকার শোকে মদ খেয়ে ঢলাঢলিটা ক'রেছেন। ব'লেছেন, বাড়ী বেচে দাও। কিন্তু বড় বৌ বাড়ী বেচ্‌লে আর দাদাকে পাব না, দম ফেটেই মারা যাবেন!

জ্ঞানদা। তা ঠাকুরপো, আমি কি ক'র্‌বো বল? আমার তো ভাই, আর হাত-পা আস্‌ছে না।

রমেশ। না, এই সময় বুক বাঁধ, তুমি অমন ক'র্‌লে আমরা ভাস্‌ব।

জ্ঞানদা। আমি কি ক'র্‌বো বল? ঠাকুরপো, আমার ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে। কাল সমস্ত রাত ছুটি চক্ষের পাতা এক করি নি। ছেলেটা সমস্ত রাত ফুলে ফুলে কেঁদেছে—আর যদি ভাই, সে ছট্‌ফটানি দেখ্‌তে—জল দাও বুক যায়! এই ভোর বেলা এক গেলাস্ জল খেয়ে ঘুমিয়েছে।

রমেশ। এক উপায় আছে, যদি দাদাকে রেজিষ্টারি ক'রে দিতে রাজী ক'ত্তে পার, তা হ'লে সব দিক বজায় থাক্‌বে।

জ্ঞানদা। রেজেষ্টারি কি?

রমেশ। বিষয়টা বেনামি করছি; সইও করেছেন, রেজেষ্টারি করে দিতে নারাজ হচ্ছেন। এ না ক'ল্লে পাওনাদারেরা সব বেচে নেবে।

জ্ঞানদা। দেনা শোধ হবে কি ক'রে?

রমেশ। র'য়ে ব'সে বন্দোবস্ত করবো। এই নূতন রাস্তাটা যাচ্ছে, অনেক বাড়ী পড়্‌বে, বাড়ীর দর তিন গুণ হবে। খান দুই বাড়ী ছেড়ে দিলেই সব শোধ যাবে।

জ্ঞানদা। ও দেনা রাখ্‌তে রাজী হবে না।

রমেশ। উনি বল্‌ছেন তো, আবার টাকার শোকে মদও তো খাচ্ছেন, বাড়ী বেচে তা'র পর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলুন।

জ্ঞানদা। আর বলো না ঠাকুরপো, আর বলো না!

রমেশ। তা শেওরালে হবে কি? বাড়ী বেচ্‌লে একটা না একটা কাণ্ড হবে। মা অনুরোধ করুন, তুমি অনুরোধ কর, আমি অনুরোধ করি—

জ্ঞানদা। মাকে দিয়েই বলাই, আমায় ধম্‌কে তাড়িয়ে দেবেন!

রমেশ। মা থাক্‌বেন, তুমিও থাক্‌বে। যাও, মাকে বুঝিয়ে বল গে। দাদা উঠ্‌লে মাকে নিয়ে যেও, আমিও থাক্‌ব এখন।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

নেপথ্যে ইনেস্‌পেক্টার। রমেশ বাবু, রমেশ বাবু—

রমেশ। কেহে, হাবুল? এ দিকে এস।

(মঙ্গল সিং জমাদার ও ইনেস্‌পেক্টারের প্রবেশ)

কি? মাক্‌ড়ির কিছু তদন্ত হ'ল?

ইনেস্‌। ওহে সর্ব্বনাশ!

রমেশ। সর্ব্বনাশ কি?

ইনেস্‌। অন্নদা পোদ্দারের দোকানে মাল ধরা পড়েছে, তাকে অ্যারেষ্ট (arrest) ক'রে এনে তদন্ত ক'রে দেখ্‌লুম, তোমার গুণধর ভাই স্বরেশ চুরি ক'রেছে!

রমেশ। সে কি! স্বরেশ চুরি ক'রেছে?

ইনেস্‌। এ সাপে ছুঁচো ধরা হ'ল। কি করি বল দেখি? পোদ্দার ব্যাটাকে ছেড়ে দিলে তো ডিপুটি কমিশনারের কাছে রিপোর্ট ক'র্‌বে।

রমেশ। সে কি! স্বরেশ চুরি ক'রেছে? সে পোদ্দার ব্যাটার দম।

ইনেস্‌। না হে—দম না, মঙ্গল সিংয়ের সামনে বাঁধা দিয়েছে। এ আজ কলুটোলার থানা থেকে এসেছে, নালিসের কথা কিছু শোনে নি। শুনেই বল্লে, স্বরেশ বাবু বাঁধা দিয়েছে। স্বরেশ বাবু না হ'লে যখনই বাঁধা দিতে গিয়েছিল, তখনই ধ'র্‌তো। ওর ইউনিফরম্‌ (uniform)

ছিল না কি না, দাঁড়িয়ে শুনেছে, সুরেশ বলেছে, দাদার মাকড়ি বৌদিকে ফাঁকি দিয়ে এনেছি।

জমা। হাঁ বাবু সব সাচ্ হ্যায়, হাম্ শুনা।

রমেশ। আঁ্যা! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! সুরেশ চোর হ'ল!

ইনস্। এখন কিছু খরচ কর; রামা স্যাক্‌রা ব'লে এক ব্যাটা আছে, সে টাকা শো চার পাঁচ পেলে কবুল দেবে, বাক্স ভেঙে চুরি ক'রেছি। বল তো, আমি সেই ব্যাটাকে চালান দিয়ে মকদ্দমা সাজিয়ে দিই।

রমেশ। বল কি হাবুল! আমি একজন নির্দ্দোষী লোককে সাজা দেওয়াব? আমার প্রাণ থাকৃতে হবে না। আই হ্যাব টেকেন্ মাই ওথ টু এড্ জষ্টিস্ (I have taken my oath to aid justice)।

ইনেস্। তবে উপায় কি?

রমেশ। লেট জষ্টিস্ টেক ইট্‌স্ কোর্স (Let justice take its course)। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না, যা জান কর।

ইনেস্। সে কি হে? মেয়াদ হ'য়ে যাবে!

রমেশ। লেট জষ্টিস্ বি ডন্, ওঃ হেল্প মি মাই গড (Let justice be done, Oh! help me my God)! ওহো! হো হো হো!

জমা। (জনান্তিকে) বাবু, মত্‌লব হ্যায়।

ইনেস্। দেখ্‌তা। তবে রমেশ বাবু, চল্লুম।

রমেশ। আর কি বল্‌বো! ওহো হো হো হো!

জমা। বাবু, শালা বদ্‌মাস হ্যায়!

[ইনেস্‌পেক্টার ইত্যাদির একদিকে ও অপর দিকে রমেশের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

জ্ঞানদা ও যোগেশ

জ্ঞানদা। অসুখ ক'রেছে, শোবে এস না, উঠ্‌লে কেন?

(রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। দাদামশাই, গায়ে কাপড় দিয়েছেন যে, জ্বরভাব ক'রেছে না কি?

যোগেশ। কে জানে ভাই, ঘামও হ'চ্ছে, শীতও ক'চ্ছে।

রমেশ। সে কি! আমি ডাক্তার ডেকে আমি।

যোগেশ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যাপারীদের সঙ্গে কি হ'ল বল?

রমেশ। আজ্ঞে, সব খবর ভাল—আমি এসে বল্‌ছি। ঘামও হ'চ্ছে, শীতও ক'চ্ছে—এ কি!

[রমেশের প্রস্থান।

যোগেশ। বড় বৌ, কাছে এস; আমার যেন ভয় ভয় ক'চ্ছে, যেন কে আশে পাশে র'য়েছে।

জ্ঞানদা। ও মা! সে কি গো?

যোগেশ। চট্ ক'রে—না, কিছু না, ঝিম্ ঝিম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্—এ সব কি এ! এখনও কি নেশা রয়েছে? মাথা টল্‌ছে, বুকটায় হাত দাও। বড় বৌ, কাল কিছু হাঙ্গাম ক'রেছিলুম? কিছু মনে নাই।

জ্ঞানদা। না, কিছু কর নি, তুমি শোবে এস।

যোগেশ। না, চোখ্ বুজ্‌লে ভয় হয়, আমি ব'সে থাকি। শরীর ঝিমুচ্ছে! শরীর ঝিমুচ্ছে—

নেপথ্যে রমেশ। বড় বৌ, স'রে যাও, ডাক্তার বাবু যাচ্ছেন।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

(কাঙ্গালীকে লইয়া রমেশের প্রবেশ)

যোগেশ। ও বাবা! এ কে?

রমেশ। দাদা, আমি ডাক্তার এনেছি; মশাই দেখুন দেখি, ঘামও হ'চ্ছে, শীতও ক'চ্ছে।

কাঙ্গালী। ইনি কি অ্যাল্‌কোহল (Alcohol)-ব্যবহার ক'রে থাকেন?

রমেশ। আজ্ঞে, একটু হ'য়েছিল।

কাঙ্গালী। তারই রি-অ্যাক্‌সান্ (reaction), আর কিছু না, ভয় নেই। আপনি যে ক'রে গিয়ে প'ড়্‌লেন, আমি মনে ক'র্‌লুম, য়্যাপোপ্লেক্‌সি (Apoplexy) কি, কি হ'য়েছে, একটু মাইল্‌ড় ডোজ (mild dose)-রে খেতে দিন।

যোগেশ। না, মদ আর ছোঁব না।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, তা আপনাকে একেবারে পরিত্যাগ ক'ত্তে হবে বৈ কি। রমেশ বাবু, বাড়ীতে কুইনাইন থাকে তো পোর্টের সঙ্গে একটু একটু দিন। রি-অ্যাক্‌সান্ (Reaction)-টা বড় বেশী হয়েছে। মশাই, একটু ভয় ভয় ক'চ্ছে কি?

যোগেশ। আজ্ঞে, শরীরটে কেমন যেন ছম্‌ছমে হ'য়েছে।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, কোলাপ্স (collapse) আনতে পারে। এক কাজ করুন, টুয়েল্‌ভ আউন্স পোর্ট, আর থ্রি গ্রেণ কুইনাইন, (Twelve ounce port and three grain Quinine) সোডাওয়াটারের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু একটু দিন। বড্ড রি-অ্যাক্‌সান্ (reaction)-টা হ'য়েছে। ভয় পাবেন না, সেরে যাবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, আর অ্যাল্‌কোহল না ছোঁন্;—

রমেশ। তা ওষুধটা আপনার ঐখান থেকেই পাঠিয়ে দিন।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, আপনার লোক পাঠিয়ে দিন।

রমেশ। আসুন।

[রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান।

যোগেশ। একটু পোর্ট খেলে বোধ হয় উপকার হবে। গা-গতর যেন লাঠিয়ে ভেঙেছে। এক ডোজ (dose) খেয়ে শুয়ে প'ড়বো। মানুষটা বিজ্ঞ, ঠিক্ ধ'রেছে।

(জ্ঞানদার প্রবেশ)

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা, ডাক্তার কি ব'লে গেল?

যোগেশ। ওষুধ পাঠিয়ে দেবে।

জ্ঞানদা। কোন ভয় নেই তো ?

যোগেশ। না।

(রমেশের পুনঃ প্রবেশ)

রমেশ। দাদা, আমার ঠেঁয়েই আছে, একটু কুইনাইন আর সোডাওয়াটার দিয়ে খান, দু' ডোজ হবে, তার পর পাঠিয়ে দিচ্ছে। বড়বৌ, মাকে এই বেলা ডেকে আন।

যোগেশ। কি ব'ল্‌ছো ?

রমেশ। ব'ল্‌ছি, ভয় নেই।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

যোগেশ। হ্যাঁ হে, এ ব্রাণ্ডীর গন্ধ যে ?

রমেশ। এখনকার ঐ বেষ্ট পোর্ট (Best port)। দেখ্‌ছেন না, একটু রঙেরও তফাৎ ; এড্‌ভোকেট্ জেনারেল (Advocate General)-য়ের জন্যে ফ্রান্স থেকে এসেছিল। আমি একটা নিয়ে এসেছিলুম, দু' একজন চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর এই টুকু আছে।

যোগেশ। খেতে একটু নেশাও হ'ল, কিন্তু ইমিজিয়েট রিলিফ (Immediate relief) বোধ হ'চ্ছে. টেষ্ট (taste)-ও ব্রাণ্ডীর মতন।

রমেশ। ব্রাণ্ডীর ও রকম রঙ্ হয় কি ?

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ ও ঔষধ দিয়া প্রস্থান)

যোগেশ। কি রকম খেতে ব'লেছে ?

রমেশ। মাঝে মাঝে একটু একটু খান, এই যে দু' শিশি ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে, দেখুন ঠিক এক রকম রঙ, এই এখন চলিত হ'য়েছে।

যোগেশ। ব্যাপারীদের কি হ'ল ?

রমেশ। আজ সে কথা থাক্, আপনার শরীর অসুখ।

যোগেশ। না, সে কথা না শুন্‌লে আমার আরও অসুখ বাড়বে।

রমেশ। ব্যাপারীদের কথা তো—টাকা চায়। আপনার অসুখ, আমরা তো ঘরোয়া একটা পরামর্শ করি নি।

যোগেশ। আর পরামর্শ কি, বেচে কিনে তো দিতে হবে, একটা সময় নাও।

(জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

রমেশ। বৌ, দাদা ব'ল্‌ছেন, সব বেচে কিনে ব্যাপারীদের দাও। মাস দুই বাদে বেচ্‌লে তিন গুণ দর হ'ত, চাই কি, খান দুই বাড়ী বেচেই সব দেনা শোধ যেতো ; তা ওঁর সামগ্রী উনি বেচ্‌তে চাচ্ছেন, তা আমি কি ব'ল্‌বো বল ?

জ্ঞানদা। হঁ্যা গা, কেন, দু' দিন তর নেই ? সব তাড়াতাড়ি! সাত গুষ্ঠীকে পথে বসাবে কেন বল দেখি ?

উমা। বাবা যোগেশ, আমারও ইচ্ছে, রয়ে বসে বেচা। ছেলেটা পুলেটা হ'য়েছে, ঐ অপোগণ্ড ভাইটে, আমি বুড়ো মা,—এ বয়সে কোথায় বাড়ী ভাড়া ক'রে থাক্‌বো বল ?

যোগেশ। মা, তুমি ঐ কথা ব'ল্‌ছো ?

উমা। বাবা, সাধে ব'ল্‌ছি, দু'দিন বাদে যদি দর হয়, ভদ্রাসনটা থাকে ; ব্যাপারীদের টাকার সুদ ধ'রে দিলেই হবে।

রমেশ। তা বৈ কি, আমি টুয়েলভ পারসেণ্ট (Twelve percent)-য়ের হিসাবে দেব।

যোগেশ। রমেশ, তোমারও কি ঐ মত ?

রমেশ। দাদা, সাধে মত! কোথায় যাই বলুন দেখি, বুড়ো মাকে নিয়ে আজ কার দ্বারস্থ হব ? যাদবের কি হবে ? ঐ সুরেশটার কি হবে ? এমন নয় যে কারুকে বঞ্চিত ক'চ্ছি, দু'দিন আগু আর পিছু।

যোগেশ। ব্যাপারীরা থাম্‌বে ?

রমেশ। কৌশল ক'রে থামাতে হবে।

যোগেশ। কৌশল কি ? সোজায় বল, থামে—আমার আপত্তি নেই, আমি কৌশল ক'ত্তে চাই নি।

রমেশ। তবে মা, আমি কি ক'র্‌বো বল ? ব্যাপারীরা যদি টের পায়, দাদা বেচে দিতে ব'ল্‌ছেন, তারা ব'ল্‌বে আজই বেচ। আর বেচ্‌তেই যে যাচ্ছেন, তাও কিছু একদিনে হয় না। কেউ কেউ বদমায়েসী ক'রে একটা অ্যাটাচ্‌মেণ্ট (attachment) বা'র ক'ত্তে পারে, তার পর তারে বোঝাও সোঝাও, তার মন নরম কর, না হয় ডিগ্রী ক'রে কোর্ট থেকে আধা কড়িতে বেচে নেবে।

যোগেশ। কি কৌশল ক'র্ত্তে বল ?

রমেশ। আমি পীতাম্বরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেছি, সে ঠিক ঠাউরেছে। সে বলে, বেনামী করুন।

যোগেশ। কি, বেনামী ? এ তো জুচ্চুরি !

রমেশ। দাদা, জুচ্চুরি না ক'র্‌লে জুচ্চুরি। এই যে বো'র নামে বাড়ী ক'রেছেন, বৌ কি টাকা দিয়েছিল, না আপনার রোজগার ? এও বলুন জুচ্চুরি ! আপনি বল্‌বেন, আমি রোজগার ক'রে দিয়েছি। ঐ সুরেশটা বদমায়েস, ও যদি বলে, জয়েণ্ট ফ্যামিলি (Joint family)—দাদা আমাদের ফাঁকি দেবার জন্য ক'রেছেন। বলুন, এত দিন আমাদের খাওয়ালেন, পরালেন, বলুন জুচ্চুরি ক'রেছেন !

যোগেশ। হুঁ ! (মদ্যপান)

উমা। ও কি খাচ্ছ ?

রমেশ। ও ওষুধ। তা দাদা, আমায় জেলে দেন দিন ; সর্ব্বস্ব যাবে, আমি প্রাণ থাক্‌তে দেখ্‌তে পার্‌বো না। যেদো ভিখিরী হবে, বৌ রাঁধুনী হবে,—মাকে আবার মামার বাড়ী রেখে আস্‌বো, তা আমার প্রাণ থাক্‌তে হবে না। আমি বল্‌ছি, কাল রাত্রে আপনার কাছ থেকে মর্টগেজ (mortgage) লিখিয়ে নিয়েছি, রেজিষ্টার (Registrar) ডাকিয়ে আনি, আপনি বলুন মিছে, আমায় বাঁধিয়ে দিন, আপদ চুকে যাক ; দ্বীপান্তর যাই, এ সব দেখ্‌তেও আস্‌বো না, ব'ল্‌তেও আস্‌বো না। দেখ দেখি মা, দু'দিন তর নেই। ওঁর মা ব'ল্‌ছে, স্ত্রী ব'ল্‌ছে, পুরাণো চাকর পীতাম্বর—সে ব'ল্‌ছে, আধা কড়িতে সর্ব্বস্ব বেচ্‌বেন, আর দেনাদার হ'য়ে থাকবেন।

যোগেশ। রমেশ, রমেশ, শোন শোন—আমি সই ক'রেছি ?

রমেশ। আজ্ঞে, আপনি ক'রেছেন কি—আমি সই করিয়ে নিয়েছি, আমি তো ব'ল্‌ছি।

যোগেশ। তবে জোচ্চোর হ'য়েছি।

উমা। বাবা যোগেশ, আমার এই কথাটী রাখ্‌, আমি তোরে গর্ভে ধ'রেছি, তোর মাতৃঋণ শোধ হবে, এই কথাটী রাখ্‌ ; রমেশ যা ব'লছে শোন, তোমার ভাল হবে। এই দেখ দেখি বাবা, তুমি টাকার শোকে মদ

খেয়েছ ; যখন বাড়ী বেচে যাবে, তখন কি আর তোমায় তুমি থাক্‌বে ? তুমি জান, আমি ঋণ কত ডরাই ! আমি তোমার ভালর জন্য বল্‌ছি, সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিও। আজ দিচ্ছ, না হয় কাল দেবে।

রমেশ। মা, ঋণশোধ যাচ্ছে কৈ ? তা হ'লেও তো বুঝ্‌তুম, মোট ব'য়ে সংসার চালাতুম।

যোগেশ। মর্টগেজ (mortgage) কি ব্যাপারীদের দেখিয়েছ ?

রমেশ। দেখিয়েছি, না দেখালে আজ সাতখানা এনতাকাল এসে পড়্‌তো।

যোগেশ। তবে তো কাজ অনেক এগিয়ে রেখেছ। ভাই, একটা কথা আছে, 'বিষম সমস্যা' তার মানে আমি বুঝতুম না—আজ বুঝ্‌লুম, আমার বিষম সমস্যা ! মার অনুরোধ, স্ত্রীর অনুরোধ ; হয় ভাই জোচ্চোর, নয় আমি জোচ্চোর, তা একজনের উপর দিয়েই স'ক ! কুনাম র'টতে দেরি হয় না, মাতাল নাম র'টেছে, এতক্ষণ জোচ্চোর নামও বাজ্‌লো। মা, তুমি জান, ছেলেবেলা থেকে আমার উপর দিয়ে অনেক সয়েছে ; আজও স'ক। বড় বৌ, খুব কোমর বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছ,—জুচ্চুরি ক'রে বিষয় রাখ্‌বে ! পার ভাল, আমি বাধা দেব না। আমার—আমার সব ফুরিয়েছে ! যখন সুনাম গেছে—সব গেছে, আর কিসের টানাটানি ? আর মমতাই বা কিসের ? ভায়া তো রেজেষ্টারি কর্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে আছে ; চল, 'শুভস্য শীঘ্রং'। আমি কাপড় ছেড়ে আসি, পথে শিখিয়ে দিও, কি বল্‌তে হবে। মা, তোমার না ওষুধ নিয়ে ছেলে হ'য়েছিল ? বেশ ওষুধ নিয়েছিলে,—একটা মাতাল, একটা জোচ্চোর, একটা চোর।

রমেশ। দাদামশাই, কি ব'লছেন ?

যোগেশ। আর 'দাদামশাই' না, ভয় নেই—আর আমি কথা ফেরাচ্ছি নি, রেজিষ্টারি ক'রে দেব, ভয় নেই। বড় বৌ, আমি বলেছিলুম, দিনকতক নিশ্চিন্ত হব, তার দেরি ছিল ; কিন্তু তোমরা আজ আমায় নিশ্চিন্ত ক'রলে।

জ্ঞানদা। অমন ক'র্‌ছো কেন ? তোমার মত হয়, বেচেই দাও।

যোগেশ। আর গোড়া কেটে আগায় জল কেন ? সুনাম খুইয়েছি ! সুনাম খুইয়েছি ! জীবনের সার রত্ন হারিয়েছি ! পিতৃবিয়োগে দরিদ্র হ'য়েছিলুম,

কিন্তু পরেশমণি সুনাম ছিল; সেই পরেশমণি যাতে ঠেকেছে, সোণা হ'য়েছে,—সে রত্ন আমার নেই! রমেশ, তবে তয়ের হও।

[যোগেশের প্রস্থান।

উমা। না বাবা রমেশ, ও বেচে কিনেই দিক্।

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো, ও যখন অমন ক'র্‌ছে—

রমেশ। মা, ছেলেটার মাথা না খেয়ে আর নিশ্চিন্ত হ'চ্ছো না, বেচে কিনে দিয়ে গলায় দড়ি দিক্, এই তোমার ইচ্ছে! যাও, তোমাদের কথা আমি শুনিনি, যেদোকে আমি ভাসিয়ে দিতে পার্‌বো না। আমি পই পই ক'রে বারণ ক'রেছিলুম, দাদা,—ও ব্যাঙ্কে টাকা রেখো না, শুন্‌লেন না। ওঁর কি এখন বুদ্ধিশুদ্ধি আছে যে, ওঁর কথা শুন্‌তে হবে? কত দুঃখে রোজগার হয়, তা তো কেউ জান না, তা হ'লে বুঝ্‌তে, মানুষটার প্রাণে কি ঘা লেগেছে! এই ডাক্তার ব'লে গেল কি, রমেশ বাবু সাবধান! যে ঘা লেগেছে হঠাৎ একটা খারাপ হ'তে পারে। সর্ব্বস্ব খোয়াবেন, আবার জেলে যাবেন, আবার ঋণকে ঋণ রইলো, এই কি তোমাদের ইচ্ছে? আঃ! আমার মরণ নেই!

উমা। বাবা, রাগ করিস্ নি, রাগ করিস্ নি।

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো, দেখ, ও বড় অভিমানী।

রমেশ। এই আমিই তাই বলি, উঁচু মাথা হেঁট হবে, পাঁচজন হাস্‌বে, তা হ'লে কি বাঁচ্‌বে?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর বাড়ীর উঠান

সুরেশ ও শিবনাথ

সুরেশ। বিদ্যাধরি, বিদ্যাধরি, দোর খোলো—

(জগমণির প্রবেশ)

জগ। কে ও—সুরেশ! আমি বিল সেধে টাকা নিয়ে এলুম। এই নাও, এই পাঁচ টাকার নোটখানা নাও।

শিব। কে বাবা, তোমার এ মহাজন কে বাবা! (জগমণির প্রতি) লক্ষ্মী, আপনি অপ্সরী কি কিন্নরী? আ মরি মরি! চাপকানের কি বাহার হ'য়েছে! আবার এই যে তক্‌মা দেখ্‌ছি! বিবি, পাগ্‌ড়ীটে পর, কি বাহার দেখি; সুরেশ এ হিজ্‌ড়ে বেটীকে পেলি কোথা?

সুরেশ। চল চল, মজা আছে, মদন দাদা এসেছে?

জগ। সে অনেকক্ষণ ব'সে আছে।

সুরেশ। শিবে, সে বেটীরা পেছিয়ে পড়্‌লো নাকি?

শিব। পেছিয়ে পড়্‌বে কেন? ঐ যে সিদ্ধেশ্বরীর বাচ্ছা দেখা দিয়েছে! কিন্তু বাবা, তুমি যে পেটেণ্ট বার ক'রেছ, বলিহারি যাই।

জগ। কি বলছ, পাঁঠা? আমি পাঁঠা রেঁধে রেখেছি, আমোদ ক'র্‌বে ব'লে গেলে—

সুরেশ। বিদ্যাধরি, আজ ব্যাপারটা কি? না চাইতে চাইতেই টাকা, পাঁঠা রেঁধে রেখেছ,—আজ গলায় ছুরি দেবে, না বাঁধিয়ে দেবে?

জগ। চোপ্‌ শূয়ার!

শিব। বাঃ—বাঃ, বুলিদার!

জগ। এ ইষ্টুপিড কে?

শিব। ফের জিতা, পড় বাবা পড়—

জগ। চোপ্‌! কাণ ম'লে দেব।

শিব। এ কে বাবা? দিনেতে অশ্বিনী হ'তে, রেতে কামিনী!

(ঘোম্‌টাওয়ালীদ্বয়ের প্রবেশ)

বাবা মেয়েমানুষ, দেখ, মনে ক'রেছ, তোমরাই চেহারাবাজ, তোমাদের বাবার বাবা দাঁড়িয়ে !

জগ। যা যা, ভেতরে যা, আমোদ ক'র্ গে যা।

শিব। রূপসি, তুমি না এলে রাজচটক হবে না।

জগ। আমি যাচ্ছি, তোরা যা, আমার একটু কাজ আছে।

শিব। রূপসি, এস, মাথা খাও তা নইলে এক তিল আমোদ হবে না।

সুরেশ। আরে আয় না, এর চেয়ে মজা হবে আয়।

শিব। হ্যাঁরে, তুই বলিস্ কি, এর চেয়ে মজা হয়? আমি আধ ঘণ্টায় ভঙ্গী ঠাওর ক'ত্তে পার্‌লেম না। যেন কামিখ্যের হিজ্‌ড়ে ভা'ন। রূপসি, গাছচালা জান ?

সুরেশ। আয় না, আর এক চেহারা দেখ্‌বি আয় না।

শিব। বাবা, এর উপর যদি তোমার ফর্‌মেসে চেহারা থাকে, তা হ'লে তুমি হোসেন খাঁ। সব ক'ত্তে পার, ইন্দ্রের শচী আন্‌তে পার।

সুরেশ। আয়, মজা দেখ্‌বি আয়।

শিব। রূপসি, ভুলে থেকো না, আমোদ হবে না, তোমার নাচ দেখ্‌তে হবে ; এস হে।

১ম ঘোম্‌টা। হ্যাঁ মিতে, ওকি দাড়ি-গোঁপ কামিয়েছে।

শিব। এই মুরুব্বিকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তত্ত্ব পাইনি বাবা !

[জগমণি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জগ। মড়ারা সব ম'রেছে ! কারুর দেখাটি নেই। ওদের ইয়ারের মন, এ কোটরে যদি না ট্যাঁকে, তা হ'লে তো ফক্কালো ; কাজ করে, তার বাঁধন নেই।

(জনৈক দরোয়ানের প্রবেশ)

তোম কে হায় ?

দরো। বাবু ঘরমে আছে ?

জগ। কেন ?

দরো। ভিতর যাব, একঠো কথা আছে।

জগ। কি কথা আছে, হাম লোককো বল।

দরো। আরে এতো বড় ঝামিল! তোম্ নোকর হায়, তোম্‌সে ক্যা বোলে?

জগ। নোকর হায় তো কি হুয়া হায়? কোন্ বাবুসে কথাবাত্রা হায়?

দরো। জগ বাবুসে।

জগ। হাম লোক হ'চ্ছি জগ বাবু।

দরো। আরে! এ আওরাৎ ক্যা চাপরাসী!

জগ। তুমি তো সন্ধান নিতে আয়া হায়, সুরেশ বাবু আয়া কি না?

দরো। আরে, এ তো ঠিক হুয়া, আওরাৎ তো বাবু বন্ গিয়া। বাঙ্গালা কা বহুৎ তামাসা, সেলাম, বাবু সেলাম!

জগ। বাত্‌কা জবাব দিতে পার্‌তা নেই?

দরো। হাঁ হাঁ, ওহি বাত।

জগ। তুমি যাও, পোড়ারমুখো মিন্‌সেকে জল্‌দী কর্‌কে পাহারাওয়ালা নিয়ে আস্‌তে বল।

দরো। সেলাম বাবু সাব।

[দরোয়ানের প্রস্থান।

(মদন ঘোষ, সুরেশ, শিবনাথ ও ঘোম্‌টাওয়ালীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

শিব। ছিঃ বিদ্যাধরি! এমন ফাঁকা জায়গা থাক্‌তে অমন কোটরে জায়গা ক'রেছ?

জগ। তা এইখানেই ব'স—তা এইখানেই ব'স। আমি আস্‌ছি, এইখানে একটু কাজ সেরে আস্‌ছি।

শিব। দোহাই সুন্দরি! অনাথ হব—অনাথ হব!

জগ। আমি এলুম ব'লে।

[জগমণির প্রস্থান।

সুরেশ। মদন দাদা, এই তো সব ক'নে এনে হাজির ক'রেছি, একটা পছন্দ ক'রে নাও।

মদন। কই—কই? তা ভাই, তোমরা ক'র্‌বে না তো ক'র্‌বে কে? যাকে হয় দাও, যাকে হয় দাও; কি জান, বংশরক্ষা—বংশরক্ষা—

সুরেশ। মদন দাদা, গোটা দুই বে কর, কি জানি, একটা যদি বাঁজা হ'ল ?'

মদন। তা ভাই, তোমার কথায় আমার অমত নেই, তোমার কথায় আমার অমত নেই।

সুরেশ। দেখ, দাদার আপত্য নেই।

১ম ঘোম্‌টা। আমাদের ভাগ্‌গি।

মদন। তবে দাদা, আজকে বে হ'লে হয় না ?

সুরেশ। তা হবে না কেন, পুরুত ডাকাই।

শিব। সুরে—সুরে, বিদ্যাধরী আসুক, যুগল দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা কর্‌বে।

মদন। ভায়া, এরা সব ওড়না গায়ে দিয়ে এসেছে, এরা তো বেশ্যা নয় ?

সুরেশ। মহাভারত! এদের চোদ্দপুরুষ কুলীন, ঘটকের কাছে কুলুজী আছে।

মদন। তাই বল্‌ছি ভাই, তাই বল্‌ছি। কি জান দাদা, দত্তপুকুরে একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। আমি দাঁতে কুটো ক'রে তবে জাতে উঠি।

সুরেশ। দাদা, ক'নেদের একবার গান শোন।

মদন। ক'নে গাইবে ?

সুরেশ। গাইবে না ? ওরা সব কি যেমন তেমন ক'নে ? এরা সব রাত্রের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (Deputy Magistrate)। গাও হে ক'নেরা গাও।

খেম্‌টাওয়ালীদ্বয়ের গীত।

(ও আমার) ঘরে থাকা এই চোটে মুস্কিল।
ড্যাগ্‌রা নাগর বরণ দু-পোড়, বদনখানি বাদার বিল।
মরি কি আঁকা বাঁকা, চেপ্টা নাকে নয়ন ঢাকা,
আকর্ণ হাঁ, দু' মেড়ে ফাঁকা,
গন্তে গেছে বাছার দাড়ী; উল্টো ঠোঁটে মজায় দিল॥

সুরেশ; দাদা, বাহবা দিলে না ? চুপ ক'রে কি ভাব্‌ছ ?

মদন। হ্যাঁ, দাদা, হ্যাঁ দাদা—

শিব। কি ব'ল্‌ছো ?

মদন। বলি, এরা তো যাত্রাওয়ালার ছেলে নয় ?

শিব। রামঃ!

মদন। তাই ব'ল্‌ছি, তাই ব'ল্‌ছি ; কি জান, বোসেরা একটা যাত্রাওয়ালার ছোঁড়ার সঙ্গে বে দিয়েছিল, সেই অবধি আঁশঙ্কা আছে—

(জগমণির পুনঃ প্রবেশ)

শিব। না, কাজ নেই, কাজ নেই, তোমার সন্দেহ হয়, এই ক'নে বে কর।

মদন। এ কে? এ যে সেই চাপরাসী।

শিব। সে কি? চাপরাসী কিসের?

মদন। তবে কি বৌরূপী?

শিব। বহুরূপী কেন? ক'নে দেখছো, আ মরি মরি!

২য় খেমটা। তোমার বরাত ভাল, বরাত ভাল।

শিব। (মদনের প্রতি) গালে হাত দিয়ে কি দেখ্‌ছো?

মদন। কি জান ভাই, আশঙ্কা হয় ; দেখছি গোঁপ-টোপ তো কামায় নি?

শিব। চল্‌ সুরে চল্‌, তোর দাদার পছন্দ হবে না।

সুরেশ। তাই তো, দেখছি, এমন বিদ্যাধরী ছেড়ে দিলুম—

মদন। পছন্দ হবে না কেন, পছন্দ হবে না কেন, যেমন হয় হ'লেই হ'ল ; কি জান, বংশরক্ষা—বংশরক্ষা!

সুরেশ। এস বিদ্যাধরি, আমার দাদার বাঁয়ে এস।

জগ। (স্বগত) আঁটকুড়ীর ব্যাটা ম'রেছে!

সুরেশ। কি বিদ্যাধরি চুপ করে আছ যে? বর পছন্দ হ'চ্ছে না, না কি?

জগ। (স্বগত) আ মর্‌!

শিব। কি বাবা ডাকিনি, কি মন্তর আওড়াচ্ছ?

সুরেশ। দাদা কনের সঙ্গে কথা কও।

মদন। ভায়া, এই তো আমোদ-প্রমোদ হ'ল, এখন বাসরঘর হবে না?

সুরেশ। সে কি দাদা? আগে বে হ'ক্‌।

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে পুরুত ডাক।

সুরেশ। ক'নে পছন্দ হ'য়েছে তো?

মদন। তা হয়েছে তা' হয়েছে, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

সুরেশ। শিবে, মন্তর পড়্‌।

শিব। "অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা, যঃ প্রদগ্ধা কুলে মম"—

সুরেশ। বল হরি, হরিবোল—

ঘোম্‌টাদ্বয়। উলু উলু উলু—

(কাঙ্গালীর প্রবেশ)

কাঙ্গালী। জগা, সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্! ঘরে চোর পুষে রেখেছিস্। পাহারা-ওয়ালা জমাদারে বাড়ী ঘেরোয়া ক'রে রেখেছে।

জগ। ও মা! সে কি গো?

কাঙ্গালী। এই ত্যাখ্, এই সার্জ্জন আস্‌ছে।

(ইনেস্‌পেক্টার, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ)

ইনেস্। সুরেশবাবু, এ মাকৃড়ী কার?

সুরেশ। এ মাকৃড়ী মেজ বো'র।

ইনেস্। আপনি কোথায় পেলেন?

সুরেশ। আমি তাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।

ইনেস্। ভুলিয়ে, না বাক্স ভেঙ্গে?

জমা। (ঘোমটাওয়ালীদ্বয়ের প্রতি) আরে, তোম লোক খাড়া রহো।

ইনেস্। কি, বাক্‌স ভেঙ্গে?

জমা। আপ্ চালান দিজিয়ে, বহু যেসা গাওয়া দে। (জনান্তিকে) বাবু, এসমে কুচ্ মিলেগা।

সুরেশ। কি! বৌকে সাক্ষী দিতে হবে?

জমা। নেই তো কা, পুলিসমে সব কইকো চালান দেগা।

সুরেশ। তবে আমি বলছি, বৌ কিছু জানে না, আমি বাক্স ভেঙ্গে চুরি করেছি।

জমা। কবুল দেতা?

ইনেস্। সুরেশবাবু, সত্যি কথা বলুন। আপনার তাতে লাভ হবে। শুনুন, আপনি বৌকে জড়ান, বেঁচে যেতে পারেন।

সুরেশ। সে কি ইনেস্‌পেক্টারবাবু, আমার প্রাণ যায়, সেও কবুল, আমি আপনার কুলবধূকে পুলিসে হাজির করবো? আমি কবুল দিচ্ছি, আপনি লিখে নিন;—দাদার বাক্স দাদার বাইরের ঘরে ছিল, আমি ভেঙ্গে চুরি করেছি।

জমা। আরে বাবু, শুনিয়ে তো, মারা যাওগে কাহে?

সুরেশ। মারা যাই যাব আমার এই কথা জমাদার সাহেব। আমি আমোদ করে বেড়াই, কিন্তু কাপুরুষ নই। আমার যদি ট্রান্সপোর্টেশন (Transportation) হয়, তবু আমার এই এক কথা। আমিই কুলাঙ্গার, আমি কোন্ বংশে জন্মেছি, তা জানেন? আমাদের সাত পুরুষে মিথ্যা কথা জানে না।

ইনেস্। আপনি আপনাদের বৌকে বাঁচাবার চেষ্টা কচ্ছেন, কিন্তু আপনি ছেলেমানুষ, বুঝতে পারছেন না। আপনাদের বৌয়েতে আর আপনার মেজ-দাদাতে ষড়যন্ত্র করে আপনাকে ধরিয়ে দিচ্ছে; বল্লেন তো রিপোর্টে লিখে নিই,—আপনাদের বৌ আপনাকে বাঁধা দিতে দিয়েছিল।

সুরেশ। কি, মেজদাদা আমায় বাঁধিয়ে দেবেন? মিথ্যা কথা! আর যদিও দাদা আমায় শাসিত ক'রবেন মনে করে থাকেন, বৌ যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! যার মুখ দেখলে প্রাণ শীতল হয়, যার সরলতার তুলনা হয় না, যার মিষ্ট কথা শুন্‌লে আমারও প্রাণ নরম হয়, ইনেস্‌পেক্টার সাহেব, তুমি সে স্বর্গীয়মুর্ত্তি দেখনি, তাই ও কথা বল্‌ছো। আর অমন কথা মুখে এনো না, তোমার মহাপাতক হবে।

কাঙ্গালী। অ্যাঁ, আমার চিঠি ছিঁড়ে কে পাঁচ টাকার নোট বার করে নিয়েছে? (শিবুকে ধরিয়া) দেখি, তোর হাতে কি দেখি? এই আমার নোট! এই আল্‌পিন গাঁথা! ইনেস্‌পেক্টার সাহেব, ধর, এ চোর!

সুরেশ। সে কি বিদ্যাধরি, চুপ করে রইলে যে? তুমি যে ধার দিলে?

কাঙ্গালী। ধার দিলে বৈ কি? আবার জবরদস্তি! এই দেখ জমাদার সাহেব ভাইপোকে পাঠাব বলে গালাটালা এঁটে সব ঠিক করে রেখেছিলুম, ছিঁড়ে বার করে নিয়েছে।

সুরেশ। শিবে, তুই ভাবিস্ নি, আমি মজেছি না মজ্‌তে আছি! দেখছি ষড়যন্ত্রই বটে! জমাদারসাহেব আমার বন্ধুর কিছু দোষ নেই, যা দোষ সব আমার, আমি ওকে ডেকে এনেছি।

জমা। বাহার গিয়া চিঠি লেকে গিয়া নেই? রেজেষ্টারি নেই করকে ঘরমে রাখকে গিয়া কাহে?

কাঙ্গালী। আমার কম্পাউণ্ডারকে বলে গিয়েছিলুম, রেজেষ্টারি কত্তে।

জমা। আচ্ছা, নালিস কিয়া, হাম লোক চালান দেতা। খোদাবন্দ, লে চলে ?

সুরেশ। ইনেস্‌পেক্টার সাহেব, আমি সত্য বল্‌ছি, আমার বন্ধুর কোন অপরাধ নেই। এই মাগী আমায় ঐ নোট ধার দিয়েছিল, আমি ওর ঠেঁয়ে রেখেছি, এ চুরি নয়। যদি চুরির দাবী হয়, সে দাবী আমার উপর দিন। ওকে ছেড়ে দিন। ও আস্‌তে চায়নি ; আমি ওর মার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। ইনেস্‌পেক্টোর সাহেব, এ ভদ্রলোকের ছেলেকে খামকা খামকা অপমান কর্‌বেন না। চোর ধরা আপনাদের কাজ, আপনি অনায়াসে বুঝতে পার্‌ছেন, আমি সত্য বলচি কি মিথ্যা বল্‌ছি। বাবু, আপনার পায়ে ধচ্ছি, মিনতি কচ্ছি, একে ছেড়ে দিন, আমাকেই দুই চুরির দাবী দিয়ে চালান দিন।

ইনেস্‌। কাঙ্গালী বাবু, মাম্‌লা সাজিয়েছেন বটে, টেঁকবে না।

কাঙ্গালী। (জনান্তিকে) ইনেস্‌পেক্টার বাবু, ওর মার হাতে ঢের টাকা, কিছু আদায় করে নিন না। একবার ওর বাড়ীর সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেই কিছু পাবেন ; আর নালিস-বন্ধ হতে মানা করেন, আমি চেপে যাচ্ছি।

ইনেস্‌। চল্‌, এন্‌লোককে লে চল্‌, আওরাৎলোককে ছোড়্‌ দেও।

মদন। বাবা, আমি নই, আমি নই, আমার বে দিতে এনেছিল।

সুরেশ। হায় হায়, আমি এত লোককে মজালুম! বন্ধুকে মজালুম, এই পাগ্‌লাটাকে মজালুম! নরাধম বিটলে বামুন, তোর মনে এই ছিল ? কেন ভদ্রলোককে মজাস্‌? ছেড়ে দিতে বল। কাঙ্গালী খুড়ো, রাগ থাকে, আমার উপর দাবী দাও, শিবু, ভয় ক'র না, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমি সব সত্যকথা বল্‌বো।

মদন। হায় হায়, বে ক'ত্তে এসে মজ্‌লুম !

ইনেস্‌। এ আবার কে ? এরে ছেড়ে দাও !

জমা। শিবু বাবু, ইনেস্‌পেক্টার সাবকো কুচ্‌ কবলায়কে ছুট্টী লেও।

শিব। যা বলেন, আমি মা'র ঠেঁয়ে নিয়ে দেব।

জমা। তোম্‌বি আও, রিপোর্ট লেখ্‌নে হোগা।

[জগমণি ও কাঙ্গালী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জগ। তুই ভারি গাধা! সুরেশকে ফাঁসাবার কথা, ওকে নিয়ে টানাটানি ক'র্‌লি কেন?

কাঙ্গালী। আরে জানিস্‌ নি, ও বড় পাজী! ওর মা'র হাতে ঢের টাকা আছে। সে দিন বল্লুম, হ্যাণ্ডনোট সই ক'রে দে, তা আমায় বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চ'লে গেল।

জগ। আ মুখ্যু, আ মুখ্যু! যখন ওর মা'র হাতে টাকা আছে ব'ল্‌ছিস, ওকে অমনি ক'রে চটাতে হয়? দেখ দেখি, আলাপ হয়ে'ছিল, আমায়ও পছন্দ ক'রেছিল—আজও রাগ বরদাস্ত ক'ত্তে পার্‌লি নি,—কাজ কর্‌বি? দূর! যা, রমেশ বাবুকে খবর দি গে যা, আমি রাঁধি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বাটীর দরদালান

যোগেশ ও পীতাম্বর

পীতা। বাবু, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সুরেশ বাবু চুরির দাবীতে গ্রেপ্তার হ'য়েছে! জামিন নিলে না, মেজ বাবুকেও খুঁজে পাচ্ছি না; কি হবে, কি করি, বাবু, বাবু—

যোগেশ। কি, কারে ডাক্‌ছো?

পীতা। আজ্ঞে—

যোগেশ। আমায়?—আমায় কি ব'ল্‌তে এসেছ? যাও, মেজ বাবুর কাছে যাও, যাও মা'র কাছে যাও, যাও বড় বো'র কাছে যাও। যারা বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে, তাদের কাছে যাও, আমি রেজেষ্টারি আফিসে এককলমে বিষয়, মান, মর্য্যাদা তোমাদের মেজ বাবুকে দিয়ে এসেছি। বাকী প্রাণ, তার ওষুধ এই! (বোতল প্রদর্শন)

পীতা। আজ্ঞে, সুরেশ বাবু ফৌজদারীতে প'ড়েছেন।

যোগেশ। আমি তো শুনেছি, এ আর বিচিত্র কি? চুরি, জুচ্চুরি, বাট্‌পাড়ী, দাগাবাজী যে পুরে বিরাজমান, সেথায় ফৌজদারী হওয়া আশ্চর্য্য

কি? আমায় আর কিছু শুনিও না, আমার কাছে কেউ এস না; আমি কিছু শুনবো না ব'লেই মদ খাচ্চি, ভুলে থাকবো ব'লে মদ খাচ্চি, প্রাণ বেরুবে ব'লে মদ খাচ্চি। আমার মহাজন শুঁড়ী, কারবার মদ খরিদ, লাভ জ্ঞান-বিসর্জ্জন, এইতে যদ্দিন যায়। যখন ম'র্‌বো, ইচ্ছে হয়, টেনে ফেলে দিও। যাও, ততদিন আর আমার কাছে এস না।

(জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। ও বাবা, সুরেশকে নাকি পাহারাওয়ালায় ধ'রেছে?

যোগেশ। শুনেছি, আর দু'বার শোনাতে চাও, শোনাও। বড়বৌ শোনাতে চাও, শোনাও। সকলে মিলে বল, সুরেশকে ধ'রেছে, সুরেশকে ধ'রেছে সুরেশকে ধ'রেছে। আমার উত্তর শুনবে? আমি কি ক'র্‌বো, আমি কি ক'র্‌বো, আমি কি ক'র্‌বো! মা, সে দিন ছিল, যেদিন আমার এক কথায় লাখ টাকা আস্‌তো; বোধ হয়, খুনী আসামীও আমি জামিন্ হ'লে ছেড়ে দিত; সে দিন ছিল, যে দিন জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার আমার অনুরোধ রক্ষা ক'ত্ত; দিন ছিল, যখন আমি সত্যবাদী ছিলেম, যখন আমি বাঙ্গালীর আদর্শ ছিলেম, যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্ত্তি আমায় লোকে জান্‌তো; আজ সে দিন নেই, আজ মদ আমার প্রিয়সঙ্গী, জোচ্চোর আমার খেতাব!

উমা। ও বাবা, সুরেশের অদৃষ্টে যা আছে হবে, তুই মদ বন্ধ কর্; আমি বুড়ো মা—আর আমায় দগ্ধাস্ নি।

যোগেশ। তুমি মা? ভাল, তোমার ঋণ তো শোধ দিয়েছি; রেজেষ্টারি ক'রে দিয়েছি, আর তোমার অনুরোধ কি? যা কারুর হয় না, তা আমার হয়েছে, মাতৃঋণ শোধ গিয়েছে!

উমা। আমার কপালে কি মরণ নেই! যম কি আমায় ভুলে র'য়েছে! যোগেশ, তুই এ কথা বল্লি? তোর যে আমি বড় পিত্তেস্ ক'রি!

যোগেশ। মা, তুমি মাতালের পিত্তেস্ কর? জোচ্চোরের পিত্তেস্ কর? বিশ্বাসঘাতকের পিত্তেস্ কর? এমন পিত্তেস্ রেখ না; যাও, তোমার মেজ ছেলের কাছে যাও, যে বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে, সে সব দিক রক্ষা ক'র্‌বে! মা, বড় প্রাণ কাঁদছে, তাই একটা কথা তোমায় বল্‌ছি,—মনে ক'রে দেখ, যখন আমি কাজ-কর্ম্ম ক'রে সন্ধ্যার পর ফিরে আস্‌তুম্, আমার মন

উৎসাহে পরিপূর্ণ হ'ত, মনে হ'ত আবার মাকে প্রণাম করবো, আবার ভায়েদের মুখ দেখ্‌বো, আবার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবো, আবার ছেলের মুখচুম্বন করবো; সমস্ত দিন কাজে ভুলে থাকতুম, আসবার সময় মনে হ'ত যে, আমার জুড়ি চলতে পারছে না, আমি উড়ে বাড়ীতে যাই! দশ মিনিট দেরী আমার দশ ঘণ্টা বোধ হ'ত। গাড়ী থেকে নেবে দোরে ছেলেকে দেখতেম্, উপরে উঠে ভায়েদের দেখতেম্, বাড়ীর ভেতর তোমাদের দেখ্‌তেম্; বাড়ী আস্তেম—স্বর্গে আস্তেম! আজ সেই বাড়ী আমার নরক! বাড়ী আমার না, জুচ্চুরি ক'রে এ বাড়ীতে র'য়েছি। মা আমায় চান না বিষয় চান; পরিবার আমায় দেখেন না, বিষয় দেখেন; ভাই আমায় দেখেন না, বিষয় বাগিয়ে নেন। বাঃ! কি সুখের সংসার! তবে আমায় কাকে দেখ্‌তে বল? আমার আর শক্তি কই? জোচ্চোর, জোচ্চোর, জোচ্চোর! মা, আমি জোচ্চোর! ছি ছি ছি!

উমা! বাবা, আমায় তুমি কেন তিরস্কার ক'চ্ছ? আমি তোমার বিষয় দেখি নি, আমি প্রাণ রক্ষায় জন্য অনুরোধ ক'রেছিলেম; তুমি টাকার শোকে মদ ধ'ল্লে, সকলে ব'ল্লে, তুমি বাড়ী বেচ্‌লে প্রাণে মারা যাবে।

যোগেশ। প্রাণের জন্য, তুচ্ছ প্রাণ যেতই বা! মা তুমি কাঞ্চন ফেলে কাঁচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ ক'রেছ। সমস্ত বেচে যদি আমার দেনা শোধ না হ'ত, যদি আমি জেলে যেতেম, যদি টাকার শোকে আমার মৃত্যু হ'ত, আমার মনে এই শান্তি থাক্‌তো, এ জীবনে আমি কারুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করি নি। সে শান্তি আজ বিদায় দিয়েছি, আর ফিরবে না, বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে তার দোর খুলে দিয়েছি।

পীতা। বাবু, আপনি প্রতিপালক, অন্নদাতা, আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয়; আপনি বিবেচক, বিবেচনা ক'রে দেখুন, সপরিবার ডোবাবেন না।

যোগেশ। পীতাম্বর, আবার নূতন কথা! সপরিবার ডোবাব না ব'লেই রেজেষ্টারি ক'রে দিয়েছি, সপরিবার রক্ষা হ'ক, আমায় ছেড়ে দাও। মান গিয়েছে, মান গিয়েছে, বুঝেছ পীতাম্বর, দুর্নাম র'টেছে!

জ্ঞানদা। ওগো, আমাদের গলায় ছুরি দিয়ে তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।

যোগেশ। কেন, আমার গরজ কি? ইচ্ছা হয়, গঙ্গা আছে, ঝাঁপ দাও; আগুন আছে পুড়ে মর; বঁটী আছে, গলায় দাও; বিষ আছে, কিনে

খাও ; আমায় কেন ব'ল্‌ছো ? আমার উপায় আমি ক'চ্ছি, তোমাদের উপায় তোমরা কর।

পীতা। বাবু, একটু ঠাণ্ডা হ'ন, সব ফিরবে, সব পাবেন।

যোগেশ। কি ফিরবে, কি পাব ? স্বীকার করি, টাকা ফিরে পেতে পারি, (কিন্তু কলঙ্ক কখনই ঘুচ্‌বে না ; কারুর কখনও ঘ'চেনি। রাজা যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যাবাদী বলে।) এ দুঃখের সংসারে ভগবান্‌ একটী রত্ন দেন, সে রত্ন যা'র আছে, সেই ধন্য ! সুনাম ! রাজার মুকুট অপেক্ষাও সুনাম শোভা পায়, দীন-দরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে ধনী অপেক্ষাও উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্খ বিদ্বান্‌ অপেক্ষাও পূজ্য হয়। সে রত্ন আমার নাই, আছে মদ—চল হে যাই।

[যোগেশ ও মদনদার প্রস্থান।

উমা। ওরে, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল !

পীতা। গিন্নি মা, গিন্নি মা, কাঁদবার দিন পাবেন ! একটী কথা বলি শুনুন, থানায় শুন্‌লেম, মেজ বাবু ছোট বাবুকে ধ'রিয়ে দিয়েছেন।

উমা। অ্যাঁ ! বল কি ! রমেশ কোথায় ? তা'রে ডাক।

পীতা। আমি তো তাঁরে খুঁজে পাচ্ছি নি।

উমা। দেখ,—খুঁজে দেখ ; শীগ্‌গির আমার কাছে নিয়ে এস। দীনবন্ধু ! এ কি আবার শুন্‌লেম্‌ !

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

(প্রফুল্লর প্রবেশ)

প্রফুল্ল। ও মা ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়ে দাও মা,—মা, শীগ্‌গির আন্‌তে পাঠিয়ে দাও।

উমা। তুই বাছা, আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিস নি।

প্রফুল্ল। ওমা, তোমার পায়ে প'ড়ি মা, বট্‌ঠাকুরকে ব'লে ঠাকুরপোকে আন, ঠাকুরপো খেয়ে যায় নি। আন্‌তে পাঠাও মা, আন্‌তে পাঠাও, নইলে আমি বাঁচ্‌বো না মা, তোমার পায়ে প'রি।

উমা। আন্‌তে পাঠিয়েছি, তুই চুপ্‌ কর্‌।

প্রফুল্ল। মা, তুমি ভাঁড়িও না, তোমরা পরামর্শ ক'রেছ, ঠাকুরপোকে শাসিত ক'র্‌বে ; আমি ভুল্‌বো না, আমি এইখানেই ব'সে রইলেম, আমি খাব না, কিচ্ছু না।

উমা। যাই, একবার বাবার কাছে যাই, তিনি কি উপায় করেন দেখি। তুই আয়, এখানে একলা ব'সে কি ক'র্‌বি ?

প্রফুল্ল। না, আমি যাব না, ঠাকুরপোকে না দেখে উঠ্‌বো না। আমার মাকড়ীর জন্যে ঠাকুরপোকে ধ'রেছে, আমি সব গয়না খুলে বাক্সয় পুরেছি, যদি ঠাকুরপো না ফিরে আসে, বাক্স শুদ্ধু জলে ফেলে দেব, আর আমিও জলে ঝাঁপ দেব।

[উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

(রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। ওরে তুই এখানে ব'সে র'য়েছিস্‌ ?

প্রফুল্ল। ওগো ঠাকুরপোকে ধ'রেছে, তুমি শীগ্‌গির ঠাকুরপোকে নিয়ে এস।

রমেশ। শোন্‌, আমি সেইখান থেকেই আস্‌ছি, কাল যদি কেউ সাহেব টায়েব জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে আসে—

প্রফুল্ল। ওমা ! সাহেব আস্‌বে কি গো ? আমি সাহেবের সাম্‌নে বেরুব কেমন ক'রে ?

রমেশ। দোরের পাশ থেকে কথা কইতে হবে।

প্রফুল্ল। ওমা ! আমি তা পার্‌বো না।

রমেশ। শোন্‌, ন্যাকামো করিস্‌ এখন। তোকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে যে, সুরেশকে মাকড়ী তুমি দিয়েছিলে ? তুই বলিস্‌ না, বাক্স ভেঙ্গে নিয়েছে।

প্রফুল্ল। না, তাতো না, আমি মাদুলী আন্‌তে দিয়েছিলুম !

রমেশ। তুই বল্‌বি, বাক্স ভেঙ্গে নিয়েছিল।

প্রফুল্ল। ও মা, কি ক'রে ব'ল্‌বো ?

রমেশ। কি ক'রে বল্‌বি কি ? যেমন ক'রে কথা ক'চ্ছিস্‌, তেম্‌নি ক'রে ব'ল্‌বি। এই কথা ব'ল্‌তে আর পার্‌বি নি ?

প্রফুল্ল। না, আমি তা পার্‌বো না।

রমেশ। পার্‌বি নি, তবে তোকে সাহেব ধ'রে নিয়ে যাবে।

প্রফুল্ল। আমি মাকে ডাকি, আমি মা'র কাছে যাই।

রমেশ। শোন্ শোন্, তুই এ কথা না ব'ল্লে সুরেশের মেয়াদ হ'য়ে যাবে, মেয়েমানুষের ঠেঁয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে শুন্‌লে, সাহেব বড় রাগ ক'র্‌বে, সুরেশকে কয়েদ দেবে।

প্রফুল্ল। ওগো, তুমি আমার সব গহনা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এস, ঠাকুরপোর জন্যে আমার বড় প্রাণ কেমন ক'র্‌ছে, আমি মিছে কথা ব'ল্‌তে পার্‌বো না, ঠাক্‌রুণ বলেন, দিদি বলেন, মিছে কথা কইলে নরকে যায়।

রমেশ। তবে সুরেশ জেলে যাক্।

প্রফুল্ল। না গো, তুমি নিয়ে এস।

রমেশ। আমার কথা শুন্‌বি নি? আমি তোর স্বামী, মা তোরে শিখিয়ে দিয়েছেন জানিস্, স্বামী গুরুলোক, স্বামীর কথা শুন্‌তে হয়।

প্রফুল্ল। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি।

রমেশ। খবরদার কেটে ফেল্‌বো, দূর ক'রে দেব। শোন্, যা শিখিয়ে দিলুম ব'লিস্ তো ব'ল্‌বি, নইলে আর তোর মুখ দেখ্‌বো না।

প্রফুল্ল। আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও।

(যাদবের প্রবেশ)

যাদব। ও কাকাবাবু, তুমি ছোট কাকাবাবুকে কেন ধ'রিয়ে দিয়েছ? ও কাকাবাবু, ছোট কাকাবাবুকে ধ'রিয়ে দিও না।

রমেশ। চোপ্।

যাদব। না কাকাবাবু, আর ব'ল্‌বো না কাকাবাবু, ঘাট হ'য়েছে কাকাবাবু, ও কাকীমা তুমি বল না, ছোট কাকাবাবুকে আন্‌তে বল না?

রমেশ। যেদো, এখান থেকে বেরো।

যাদব। যাচ্ছি কাকাবাবু, যাচ্ছি।

[যাদব ও প্রফুল্লর প্রস্থান।

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। ভালো মোর ভাই রে! চাঁদ রে! তোমায় পাঁচ পাঁচ বৎসর জেল ক'রেছিল!—কি অবিচার কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীটে শ্মশান

ক'র্‌তে পার্‌তে! সুরেশকে জেলে দাও, যেদোর গলায় পা দাও, আমার জন্য ভেব না,—আমি মদ খেয়েই থাক্‌বো।

রমেশ। কি মাতলামো ক'র্‌ছো?

যোগেশ। সাবাস্‌ সাবাস্‌, উকিল কি চিজ্‌! ও দেরি না, দেরি না, শুভকর্ম্মে বিলম্ব না; যেদোর গলায় পা দাও, আর বুড়ো মাকে চালকুম্‌ড়ী কর, আর মা আমার রত্নগর্ব্ভা, একটি মাতাল, একটি উকিল, একটি চোর!

রমেশ। মাত্‌লামোর আর জায়গা গেলে না?

[রমেশের প্রস্থান।

যোগেশ। যেদো, ধর্‌ ধর্‌ তোর কাকাবাবুকে ধর্‌।

[যোগেশের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর সম্মুখ

মদন ঘোষ

মদন। বরাত্‌ বরাত্‌! ক'নে জুটেছিল, সবই হ'য়েছিল, বংশরক্ষাটা হ'ল না। বরাত্‌ বরাত্‌! আর কি ক'র্‌বো! দিন দিন যৌবনটা ব'য়ে গেল, কি ক'র্‌বো! বরাত্‌ বরাত্‌! ও বাবা, আবার পাহারাওয়ালা আসে যে! আমি না, আমি না—

(জগমণি ও কাঙ্গালীচরণের প্রবেশ)

জগ। কি বর, আমায় চিন্‌তে পার্‌ছো না? অমন ক'র্‌ছো কেন? আমি যে ক'নে।

মদন। তুমি ক'নে, না পাহারাওয়ালা? তোমার সঙ্গে কে, উটিও কি ক'নে?

জগ। ও ক'নে কেন? ও পুরুষমানুষ, ও আমার—

মদন। ও কি তোমার বড় দিদি?

জগ। হ্যাঁ, একটা কথা বলি শোন।

মদন। হ্যাঁগা, তোমাদের কোন্‌ দেশে বাড়ী? তোমাদের মেয়ে মদ্দের গোঁপ বেরোয়?

জগ। গোঁপ বেরুবে কেন? শোন না—

মদন। তবে যে তোমার দিদির গোঁপ বেরিয়েছে?

জগ। দিদি কেন? ও আমার মাস্‌তুতো ভাই।

মদন। মেসো, না বোন্‌পো?

জগ। কথা শোন, তা নইলে আমি চ'লে যাব।

মদন। না, যেও না, যেও না, কি জান, বংশরক্ষা—কি জান, বংশরক্ষা!

কাঙ্গালী। ও তোর বাপের পিণ্ডি, কি কথা ব'লছে, শোন্ না।

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ, পিণ্ডির স্থল, পিণ্ডির স্থল! বংশরক্ষা! বংশরক্ষা!

জগ। তুমি যদি ক'নে চাও, একটি কথা ব'লতে হবে, এই কথা, তুমি ঘরে ছিলে, তুমি দেখেচ যে, চিঠি ছিঁড়ে নোট বার ক'রে নিয়েছে। সাহেব যখন জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে, তুমি ব'ল্‌বে যে, চিঠি ছিঁড়ে নিয়েছে।

মদন। ও বাবা, সাহেব!

জগ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমায় জমাদার এখনি নিতে আস্‌বে।

মদন। ও বাবা! আমি না—আমি না—

জগ। শোন না, ব্যাটাছেলে, অত ভয় পাচ্ছো কেন?

মদন। দোহাই জমাদার সাহেব! আমি না—আমি না—

[মদন ঘোষের প্রস্থান।

কাঙ্গালী। জগা, তোর যেমন বিছে, পাগ্‌লার কাছে এসেছিস্ সাক্ষী ক'ত্তে, দেখ্ দেখি, কত কত বড় অপমানটা হ'ল? আমার সাম্‌নে তোরে ক'নে ব'লে।

জগ। তোর মতন গাধা শুওর আর জন্মায় না; যদি পাগ্‌লাটাকে দে বলাতে পার্‌তুম, তা হ'লে মাজিষ্টারের কি বিশ্বাস জন্মাত বল্ দেখিন্?

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। কে বাবা তোমরা যুগলে! তোমরা কি রমেশ ভায়ার ইষ্টদেবতা? যাও কেন, যাও কেন, যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিলে, প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রে যাও; যেও না, যেও না, যেদোকে এনে দিচ্ছি, আছ্‌ড়ে মার।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পুলিশ-কোর্ট

ম্যাজিষ্ট্রেট, ইণ্টারপ্রেটার, উকিলগণ, সুরেশ, শিবনাথ, অন্নদা পোদ্দার, পীতাম্বর, জমাদার, কন্‌ষ্টেবলগণ, পাহারাওয়ালা ও কোর্ট-ইনেস্‌পেক্টার ইত্যাদি

পাহারা। এই চোপরাও, চোপ।

ইণ্টার। সুরেশচন্দ্র ঘোষ, অন্নদা পোদ্দার, শিবনাথ লাহিড়ী আসামী—

পাহারা। সুকলাস গুঁই আসাম—শিবলক্ষ্মী বেওয়া আসাম—

১ম উকিল। আই অ্যাপিয়ার ফর্ দি ফার্ষ্ট প্রিজ্‌নার (I appear for the first prisoner)।

২য় উকিল। আই ফর্ দি সেকেণ্ড প্রিজ্‌নার (I for the second prisoner)।

৩য় উকিল। আই অ্যাপিয়ার ফর্ শিবনাথ (I appear for Sivnath)।

জমা। খোদাবন্দ্‌! ঘর্‌সে বাকস্ তোড়কে আসামী সুরেশ, মাক্‌ড়ী চুরি কর্‌কে অন্নদা পোদ্দারকা দোকানমে বেচা।

ইণ্টার। ব্রেকিং বক্‌স, ষ্টিলিং ইয়ারিং (breaking box, stealing ear-ring)—

ম্যাজিষ্ট্রেট। আই আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড (I understand)।

ইণ্টার। গাওয়া লে আও—

(রমেশের প্রবেশ)

ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি—

রমেশ। ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি, যাহা বলিব, সব সত্য, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না, কোন কথা গোপন করিব না।

ইণ্টার। কি নাম?

রমেশ। রমেশচন্দ্র ঘোষ।

সুরেশ। মেজদাদা, মিথ্যা হলপের প্রয়োজন নাই। আমায় সাজা দেওয়াবেন

দেওয়ান, আমিই স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। ধর্ম্ম-অবতার! দাদার ঘরে কাঠের বাক্সতে এই মাকৃড়ীগুলি ছিল, আমি বাটালি দিয়ে বাক্স ভেঙ্গে এ মাকৃড়ীগুলি অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা রেখেছিলেম।

[রমেশের প্রস্থান।

পীতা। হুজুর, ধর্ম্ম-অবতার। আমার একটি আরৃজি শুনতে আজ্ঞা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট। টোম্ কোন্ হ্যায়।

(ইণ্টারপ্রেটার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কানে কানে কথা)

ও ইজ ইট্ (Oh, is it)? ক্যা আরৃজ বোলো।

পীতা। হুজুর, এ আসামী অতি সদাশয়। ওঁর ভাজ, রমেশ বাবুর স্ত্রী, এই মাকৃড়ীগুলি ওঁকে দেন, কিন্তু পাছে ওঁর ভাজকে সাক্ষী দিতে হয়, এই ভয়ে আসামী দোষ স্বীকার ক'রে নিচ্ছে। ইনি চুরি করেন নি, মাকৃড়ীগুলি ওঁকে দিয়েছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আচ্ছা, বাই-জরুকা গাওয়া ডেও।

সুরেশ। হুজুর, ধর্ম্ম-অবতার, আমার নিবেদন শুনুন, আমার ভাজ আমায় দেন নি, আমি ফাঁকি দিয়ে—চুরি ক'রে নিয়ে এসেছি; আমার কথা সত্য, মিথ্যা নয়, আপনি আমায় সাজা দিন। এই পীতাম্বর আমাদের বাড়ীর পুরাণ লোক, আমার মায়ায় মিথ্যা কথা ব'লছে। ধর্ম্ম-অবতার আর একটি আমার নিবেদন, আমার বন্ধু শিবনাথের নামে চুরির দাবি হ'য়েছে, শিবনাথ নির্দ্দোষী, আমিই নোট নিয়েছিলেম।

ম্যাজিষ্ট্রেট। ইয়ংম্যান্, ইউ উইল বি পানিশ্ড্ ফর্ ইওর্ কন্‌ফেসন্ (Young man, you will be punished for your confession)।

ইণ্টার। তোমার কবুল দেওয়াতে সাজা হবে।

সুরেশ। সাজা হয় হ'ক্, আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ! যখন আমার ভাই আমায় মেয়াদ দেবার জন্যে মিথ্যা সাক্ষী দিলেন, না না—হলপ্ ক'ত্তে প্রস্তুত, যখন আমার এই বিপদ জেনে দাদা মেজদাদাকে বারণ করেন নি, তিনিও আসেন নি, তখন আমি বুঝতে পারৃছি যে, আমিই ঘরের কণ্টক, সে কণ্টক দূর হওয়াই আবশ্যক। আমার বাড়ীর কথা জানেন না, মা আমার সাবিত্রী! আমার দাদা সাক্ষাৎ সদাশিব! বড় ভাজ অন্নপূর্ণা! ছোট

ভাজ সরলা সোনার প্রতিমা! মেজদা' উকিল, আমি নির্গুণ, আমার দূর হওয়াই উচিত।

১ম উকিল। হি ইজ স্পিকিং আণ্ডার পুলিস পারসুয়েসন্ (He is speaking under Police persuasion)।

ম্যাজিষ্ট্রেট। নো হেল্‌প, আই হ্যাব্ ওয়ারন্‌ড হিম (No help, I have warned him)। টুমি যাহা বলিটেছ, ফিরাইয়া না লইলে তোমার সাজা হইবে।

সুরেশ। ধর্ম্ম-অবতার! সাজা দিন এই আমার প্রার্থনা। আমার মত নরাধমের চোর-ডাকাতের সঙ্গে বাস হওয়া ভিন্ন আর কি হ'তে পারে! আমি একজন পোদ্দারকে মজাতে ব'সেছি, আমার নির্দ্দোষী বন্ধুকে মজাতে ব'সেছি, অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক এনেছি—কুলাঙ্গারকে দণ্ড দিন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। নোট-চুরির কঠা কি ব'লো?

জমা। ইস্কা কিছু গাওয়া নেই হ্যায় খোদাবন্দ্।

সুরেশ। ধর্ম্ম-অবতার! এ মকদ্দমায়ও আমি দোষী। যে বন্ধু আমার মুখ থেকে খাবার দেয়, তা'কে আমি নীচাশয় নরাধমদের কাছে নিয়ে গিয়ে চোর অপবাদ দিয়েছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট। টোমার পোনের ডিব্স কঠিন পরিশ্রমের সহিট কারাগার হইল। মিষ্টার পিয়ারসন্, আই ডিস্‌চার্জ্জ ইয়োর ক্লায়েণ্ট (Mr. Pearson, I discharge your client)।

৩য় উকিল। থ্যাঙ্ক ইয়োর ওয়ারসিপ (Thank your Worship)।

জমা। তোম এসা বেকুব, যাও, জেল্‌মে যাও!

শিব। জমাদার সাহেব, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার বন্ধুকে একবার দেখি! সুরেশ, ভাই, তোমার এই দশা হ'লো! তুমি সদাশয় আমি জানতেম, কিন্তু যে বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তা কখনও আমি জানি নি। তোমার কাছে আমি বন্ধুত্ব শিখ্‌লেম; তোমার বন্ধুত্ব আমি এ জন্মে ভুল্‌ব না, আর যদি পারি, এ ঋণের এক কণা শোধ্‌বার চেষ্টা পাব। সুরেশ, ভাই, একবার কোল দাও! আমার কোন গুণ নাই, তোমার কিছুই ক'ত্তে পারবো না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জেন যে, আমার প্রাণ দিয়েও যদি তিলমাত্র উপকার হয়, আমি এই দণ্ডে প্রস্তুত। যদি আমার ক্ষুদ্র কুটীর

থাকে—আধখানি তোমার, যদি একখানি বস্ত্র থাকে—আধখানি ছিঁড়ে তোমায় দেব, যদি একমুঠো অন্ন থাকে—আধমুঠো তোমায় দেব। ভাই রে, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার ভাই-ই তোমার শত্রু! কিন্তু দাদা, আজ থেকে আমি তোমার ছোট ভাই! তোমার নফর!

পাহারা। চল্! চল্! হড়্‌বড়াও মৎ!

জমা। আরে রও রও—

সুরেশ। শিবনাথ, আমার একটি অনুরোধ রেখ'—আমার মত লোকের কুসঙ্গ ছেড়ে সৎ হও, লেখাপড়ায় মন দাও, মানুষ হবার চেষ্টা পাও; আমি আমার বুড়ো মা'র বুকে বজ্রাঘাত ক'রে চ'ল্লেম, কুলে কলঙ্ক দিলেম! তুমি ভাই, তোমার মাকে সদ্‌গুণে সুখী ক'রো, যদি কখন আমার সঙ্গে দেখা হয়, মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেও, কখন আমার ছায়া মাড়িও না। আমার দাদাদের দোষ নেই, তাঁরা বার বার আমায় শোধ্‌রাবার চেষ্টা ক'রেছেন, আমি নির্ব্বোধ, তাঁদের উপদেশ শুনি নি; আমার এক অনুরোধ, তোমার মাকে একবার আমার বুড়ো মা'র কাছে পাঠিয়ে দিও, যেন তিনি গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করেন, মেজকে বুঝিয়ে বলেন, তার কোন দোষ নেই, আমি নিজের দোষে সাজা পেয়েছি। সে অন্নজল পরিত্যাগ ক'র্‌বে, তোমার মা যেন তাকে ভুলান। আমার বাড়ীতে হাহাকার উঠ্‌বে, কেউ দেখবার লোক থাক্‌বে না, পার যদি এক একবার যেদোকে আদর ক'রো। ভাই, বিদায় দাও। জমাদার সাহেব, নিয়ে চল। পীতাম্বর, তোমার ঋণ আমি শুধতে পার্‌বো না, তুমি এ অকর্ম্মণ্যের জন্য কেঁদ না।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পীতাম্বরের বাসা-বাটীর সম্মুখ

কাঙ্গালী ও পীতাম্বর

কাঙ্গালী। আপনাকে আমি যে দিন অবধি প্রদর্শন ক'রেছি, সেই দিন অবধি আপনার প্রতি মন আড়ষ্ট হ'য়েছে, আপনি অতি সজ্জন ও প্রকাণ্ড অজ্ঞ।

পীতা। ম'শায়ের আমার নিকট প্রয়োজন।

কাঙ্গালী। আপনার বন্ধুত্ব যাজনা করি, আপনার সৌহার্দ্দ্য জন্ম আমি একান্ত সুললিত, আপনি ভদ্রলোক এবং বিশিষ্ট ধৃষ্ট।

পীতা। ম'শায়ের কিছু আবশ্যক আছে কি?

কাঙ্গালী। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাজলক্ষ্মী আপনার ঘরে বিচলা হ'ন।

পীতা। যে আজ্ঞে, তারপর?

কাঙ্গালী। আপনি তো বহুদিন বিষয়কার্য্য ক'রে মাথার কেশ অসিত ক'র্লেন, এখন যা'তে আপনি খোস্ মেজাজে নিরুদ্বেগে কিঞ্চিৎ অর্থ সংযম ক'রে প্রদেশে গিয়ে ব'সতে পারেন, আর নিরুদ্বেগে কাল-কবলিত হন, তার উপায় আপনাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'ত্তে এসেছি।

পীতা। কি উপায় 'উদ্‌ভ্রান্ত' ক'র্লেন?

কাঙ্গালী। আপনি আপনার ভবনে পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রস্তুত?

পীতা। প্রস্তুত অপ্রস্তুত পরে ব'ল্‌ছি, আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

কাঙ্গালী। উর্ত্তম উর্ত্তম, আমি অভিপ্রায় বিখ্যাত ক'র্‌ছি; আপনাকে আমি পাঁচ শত টাকা প্রাপ্ত করাতে পারি।

পীতা। প্রাপ্ত করান।

কাঙ্গালী। উর্ত্তম উর্ত্তম, কিন্তু পরিলোচনা ক'রে দেখুন, অমনি তো কিছু হয় না, আপনাকে একটি কার্য্য ক'র্‌তে হবে, কোন কষ্ট নাই।

পীতা। কি কাজটা শুনি?

কাঙ্গালী। শাদা কাজ, অতি গলিজ কাজ, কোন কষ্ট না, আপনার প্রতি আড়ষ্ট হ'য়েছি, এই নিমিত্তই প্রস্তাব করা।

পীতা। কাজ যে গলিজ, তা আপনার দর্শনেই বুঝেছি।

কাঙ্গালী। বুঝবেনই তো—বুঝবেনই তো, আপনি অতি অজ্ঞ।

পীতা। পাঁচশো টাকা কে দেবে?

কাঙ্গালী। আমি আপনাকে দেব, আপনি আমার বন্ধু হলেন, আপনার সহিত প্রবঞ্চনা ক'র্‌বো না, আমার কথা সর্ব্বথাই অনটল পাবেন।

পীতা। কাজটা কি বলুন না?

কাঙ্গালী। আপনি আপনার প্রদেশে পর্যবেক্ষণ করুন, আর কিছুই না, জায়গা-জমি কিনুন, ভোগদখল করিতে রহুন।

পীতা। কথাটা তো এই, যোগেশ বাবুকে ছেড়ে চ'লে যাই? তা হ'চ্ছে না, আমি তাঁর পরিবারকে দিয়ে নালিশ রুজু করাচ্ছি। রমেশ বাবুকে ব'ল্‌বেন, কিছু না পারি, তাঁর জুচ্চুরি আমি আদালতে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি।

কাঙ্গালী। এই কথাটি আপনি অবিভীষিকার মত বল্লেন।

পীতা। অবিভীষিকা কেন? ঘোরতর বিভীষিকা সাম্‌নে দেখছি, আবার অবিভীষিকা কোথায়!

কাঙ্গালী। একার্য্যে আপনার লাভ কি?

পীতা। লাভ এই, অন্নদাতা প্রতিপালককে রক্ষা ক'র্‌বো, দুর্জ্জনকে সাজা দেব।

কাঙ্গালী। ভাল, পাঁচশত টাকায় না রাজী হ'ন, হাজার টাকা দেওয়া যাবে।

পীতা। আপনি 'পর্য্যবেক্ষণ' করুন, 'পর্যবেক্ষণ' করুন, এখানে মতলব খাট্‌বে না।

কাঙ্গালী। ম'শয়, মোচড় দিচ্চেন মিছে, আর বাড়্‌বে না; যে টাকা মকদ্দমায় পড়্‌তো, সেইটে না হয় আপনাকে দেওয়া যাবে, দুশো একশো বলেন, তাতে আটক খাবে না।

পীতা। কেন ব্যাজ্‌ ব্যাজ্‌ কচ্চেন, চলে যান না।

কাঙ্গালী। তুমি তো নেহাৎ নির্ব্বুদ্ধি হে, কেন টাকাটা ছাড়?

পীতা। আরে কোত্থেকে এ বালাই এল! ভাল চাও তো বেরিয়ে যাও; দুর্গা দুর্গা, সকাল বেলা!—

কাঙ্গালী। আচ্ছা চল্লেম, দে'খে নেব, উকিলের সঙ্গে লেগেছ, শেষটা বুঝ্‌বে। সিভিল—ক্রিমিনেল (Civil—Criminal) দুইরকম স্থট (Suit)য়ে মারা যাবে।

(রমেশের প্রবেশ)

রমেশবাবু, ইনি বেগোড় ক'র্‌তে চান।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি কি ক'রে বেড়াচ্চ? শুন্‌ছি নাকি বৌকে দিয়ে আমার নামে নালিস করাবে? তুমি যে মার চেয়ে দরদী দেখ্‌তে পাই, দাদা মদে ভাঙ্গে সব উড়িয়ে দিক্, তার পর ছেলেটা পথে বসুক্।

পীতা। ম'শায়, যার বিষয় সে ওড়াবে, আপনি কেন ফিরিয়ে দিন না।

রমেশ। ফিরিয়ে নিতে চাও, নাও, ওয়ান থার্ড পাবে বৈ তো না। আমি রিসিভার অ্যাপয়েন্ট (Receiver appoint) ক'রেছি, যেদো সাবালক হ'লে রিসিভারের ঠেঁয়ে নিয়ে নেবে।

পীতা। মেজবাবু, ভাল চান তো ফিরিয়ে দিন, নইলে আপনার ব্যাভার আমি আদালতকে জানাব। আপনি অতি দুর্জ্জন, নইলে ভাইকে মেয়াদ খাটান।

রমেশ। শোন, কাঙ্গালী শোন। আমি দুর্জ্জন বটে?

পীতা। রমেশ বাবু, আপনি লোকালয়ে মুখ দেখান কেমন ক'রে, আমি তাই ভাবি। এক ভাইকে জেলে দিলেন, বড় ভাই—যে বাপের মতন প্রতিপালন ক'রে এল, তারে দারোয়ান দিয়ে বাড়ি ঢুকতে দিলেন না।

রমেশ। তোমার এমনি আক্কেলই বটে, বাড়ীর ভেতর মাতলামো ক'র্‌বেন, আর আমি কিছু ব'লবো না। আর বাড়ীতে ওঁর অধিকার কি? উনি তো কন্‌ভে (convey) ক'রে দিয়েছেন, আমি আমার ক্লায়েন্টস্ বিহাফ (Client's behalf)-য়ে দখল ক'রেছি।

পীতা। টাকা দিলেন না, কিছু না, অমনি কন্‌ভে (convey) হ'য়ে গেল।

রমেশ। টাকা দিই নি—তুমি এমন কথা বল? তোমার নামে ডিফামেসন স্থট (Defamation suit) হ'তে পারে। রেজেষ্টারি আফিসে মর্টগেজের কাপি দে'খে এস, বরাবর হ্যাণ্ডনোট কেটে এসেছেন, তাই হ্যাণ্ডনোটের টাকা জড়িয়ে মর্টগেজ দিয়েছেন।

পীতা। আপনার সঙ্গে আমার তর্কের দরকার নেই, আপনি যা জানেন করুন, আমি যা জানি ক'র্‌বো।

রমেশ। পীতাম্বর, আমার কথা বোঝ'।

পীতা। আর বুঝ্‌তে চাইনি ম'শায়, আপনাকে তো তাড়িয়ে দিতে পার্‌বো না, আমিই চল্লুম।

রমেশ। পীতাম্বর শোন, আমি তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি।

পীতা। আপনি নরাধম।

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

কাঙ্গালী। আপনি এর এত খোসামোদ ক'র্‌ছেন কেন? শুন্‌ছি তো আপনাদের বড়বৌ আপনার মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে গেছেন, এখন তো আপনার দখলে সব, দখল ক'রে ব'সে থাকুন, তারপর যা হয় হবে। ভাড়াটে বাড়ীর খাজনা সেধে আদায় করুন, দখলে তো থাক্‌। আপনার দাদার দফা নিশ্চিন্ত করুন, তিনি দিনরাত মদ খাচ্চেন; এক নাবালক, আর বৌ। এক পীতাম্বরকে যে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্চেন, সেই টাকা খরচ ক'রে ওর জ্ঞাতকে দিয়ে ওর দেশে এক মাম্‌লা রুজু ক'রে দিন। আমি খবর নিয়েছি, ওর জাস্‌তুতো ভায়েদের সঙ্গে ভারি বিবাদ।

রমেশ। যা হয়, এক রকম ক'র্‌তে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রেসিডেন্সি জেল

কয়েদীগণ, সুরেশ ও মেট

১ম কয়েদী। কাঁদ্‌ছো কেন? ছ'টা বচ্ছর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে। এই আমি পাঁচ বচ্ছর আছি, দিনকতক একটু ক্লেশ, তার পর স'য়ে যাবে, আমার মত মোটা হবে।

২য় কয়েদী। ওরে, ও শালার আটদিন হ'য়েছে।

৩য় কয়েদী। দে শালার মাথায় চাঁটি।

মেট। তুই শালা কি হাঁ ক'রে দেখ্‌ছিস্? পাথর ভাঙ্। (সুরেশকে প্রহার)

সুরেশ। উঃ মা!

মেট। হাঃ হাঃ! এখানে মাও নেই, বাবাও নেই, ভাঙ্ শালা, ভাঙ্ পাথর জোরে ঘা দে, এই কাঁড়িটি সাবাড় ক'ত্তে হবে।

সুরেশ। ও ভাই, আর যে পারিনি, হাতে ফোস্‌কা হ'য়েছে!

৩য় কয়েদী। ওরে, ওরে, গোপালের হাতে ফোস্‌কা হ'য়েছে, হাঃ হাঃ হাঃ!

১ম কয়েদী। তোর অর্দ্ধেকগুলো যদি ভেঙ্গে দিই, তুই কি দিস্?

সুরেশ। আমার ঠেঁয়ে তো কিছু নেই, পাঁচটা টাকা ছিল, কেড়ে নিয়েছে।

মেট। তুই শালা যে ব'ল্লি তোর ভাই আছে, তোর মা আছে, ঘর থেকে টাকা আনা না, যোগাড় ক'রে হাঁসপাতালে থাক্ না।

সুরেশ। বাড়ীতে কি ক'রে খবর পাঠাব?

মেট। তার যোগাড় ক'র্‌ছি। আমায় ষোলটা টাকা দিবি, তার পর এখানে যদি আমাদের সঙ্গে মিশিস আর টাকা ছাড়তে পারিস্, কি মজায় থাক্‌বি, তা বুঝতে পার্‌বি। শ্বশুরবাড়ী তো শ্বশুরবাড়ী! মদ খাও, গাঁজা খাও, যা খুসী কর, আর যদি ভদ্র-আনার জারি কর, পাথর ভাঙ্গো, আর মেটের বেত খাও।

(টারণ্‌কি (Turnkey), রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রবেশ)

টারণ্‌কি। এ আসামী, তোমারা উকিল আয়া হ্যায়।

সুরেশ। মেজদাদা, আমায় কি এম্‌নি ক'রে শাসিত ক'ত্তে হয়? আমায় বাঁচাও, আমার প্রাণ গেল!

রমেশ। চুপ ক'রে শোন্, তুই যদি কথা শুনিস্ তো আমি কালই খালাস ক'রে নিয়ে যাই।

সুরেশ। আমায় যা ব'ল্‌বে, শুন্‌বো, আমি রোজ স্কুলে যাব, আর বাড়ী থেকে বে'রব না।

রমেশ। দেখিস্, খবরদার।

সুরেশ। না মেজদাদা, দেখো, আর আমি কখন কিছু দুষ্টুমী ক'র্‌বো না।

রমেশ। আচ্ছা, এইটেতে সই ক'রে দে দেখি, আপীল ক'রে তোরে ছাড়িয়ে নিতে হবে। কৌন্সুলির টাকা যোগাড় ক'ত্তে হবে, সই কর্।

(সুরেশের সহি করণ)

রমেশ। কাঙ্গালি, কোথায় গেলে? সাক্ষী হও।

সুরেশ। দাদা, তোমার সঙ্গে কাঙ্গালী কেন?

রমেশ। সাক্ষী হবে।

সুরেশ। কিসের সাক্ষী? র'সো, যাতে কাঙ্গালী আছে, তাতে অবশ্যই জুচ্চুরি আছে, আমায় জেলে দিয়েছ, বোধ করি, ট্রান্সপোর্ট (Transport) দেবার চেষ্টা করছো।

রমেশ। না না, কাঙ্গালীকে না সাক্ষী হ'তে বলিস্, নেই নেই। দে, আর একজনকে সাক্ষী ক'র্‌বো এখন।

সুরেশ। আগে তুমি বল, এ কিসের লেখাপড়া?

রমেশ। আর কিছু না, তোর বখ্‌রা বাঁধা রেখে টাকা তুলতে হবে। সেই টাকা কৌন্সুলিকে দিয়ে আপীল ক'র্‌বো।

সুরেশ। আমর বখ্‌রা কি?

রমেশ। তুই জানিস্ নি, দাদা আমাদের দু'ভাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয় ক'রেছে, এ বিষয়ে তোরও বখ্‌রা আছে, আমারও বখ্‌রা আছে।

সুরেশ। দাদা ফাঁকী দিয়েছেন! তোমার মিথ্যা কথা। মেজদা', আমার ক্রমে চক্ষু খুলছে, তোমায় কাঙ্গালীর সঙ্গে দেখে, তোমায় আর এক চক্ষে দেখছি, আমি এখন বুঝ্‌তে পারছি যে, তুমি আমায় শোধ্‌রাবার জন্যে জেলে দাও নি, এ কষ্ট মা'র পেটের ভাই কখন দিতে পারে না; মা'র পেটের ভাই কেন, অতি বড় শত্রুকেও দেয় না। আমি এখন ভাবছি যে, তুমি আমায় জেলে দিয়ে মাকে কি ব'লে বোঝালে? দাদাকে কি ব'লে বোঝালে? মেজবৌকে কি ব'লে বোঝালে? বড়বৌকে কি ব'লে বোঝালে? না, তুমি আপনি ষড়যন্ত্র করে আমায় জেলে দিয়েছ; তুমি আমার ভাই নও—শত্রু! বোধ হয়, দাদা বেঁচে নেই, কিম্বা তোমার ষড়যন্ত্রে কোন বিপদে প'ড়েছেন, তা নইলে আপীলের টাকার জন্য আমার বখ্‌রা বাঁধা দেবার কোন আবশ্যক হ'ত না। তুমি সত্য বল, তাঁদের কি হ'য়েছে?

রমেশ। সুরেশ, তুই কি পাগল হ'য়েছিস্? দে, দে, কাগজখানা দে।

সুরেশ। ক্রমে আরও আমার চক্ষু খুলছে, তুমি আমায় জেল থেকে খালাস ক'ত্তে এস নি, আপনার কাজ ক'ত্তে এসেছ, আমার বখ্‌রা লিখে নিতে এসেছ; কিন্তু মেজদা' শোন—আমার তো বখ্‌রা নেই, যদি থাকে, তার এক কড়াও তুমি পাবে না। আমি জেলে প'চে মরি, দ্বীপান্তর যাই, ফাঁসী যাই, সেও স্বীকার—তবু যে কাঙ্গালীর বন্ধু, তাকে আমি বখ্‌রা লিখে দেব না। পরমেশ্বর জানেন, আরও কি ষড়যন্ত্র তোমার মনে আছে! পরমেশ্বর জানেন, দাদার কি সর্ব্বনাশ তুমি ক'রেছ। যাও মেজদা, ফিরে যাও, এ কাগজ তুমি পাবে না।

রমেশ। সুরেশ, ভাই, তুমি কি শোন নি, যে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, ব্যাঙ্ক ফেল হ'য়ে গিয়েছে, দাদার হাতে টাকা নাই, আমার হাতে টাকা নাই!

সুরেশ। মেজদা, বড় চমৎকার বোঝাচ্ছ! দাদার টাকা নাই, তোমার টাকা নাই! তোমরা কৃতী! আর আমি, যে কখনও এক পয়সা রোজকার করি নি, আমার সইয়ে টাকা পাবে? মেজদা, তুমি আমার চেয়ে মিথ্যাবাদী! আমার চেয়ে কেন, বোধ করি, কাঙ্গালীর চেয়েও মিথ্যা-বাদী! তুমি যে দাদার মা'র পেটের ভাই—এই আশ্চর্য্য!

কাঙ্গালী। বাবাজী, অবুঝ হয়ো না, অবুঝ হয়ো না, তোমার দাদা তোমার ভালর জন্য এসেছে।

সুরেশ। বুঝেছি কাঙ্গালীচরণ, আমার ভালর জন্য পুলিশে নালিস ক'রে ছিলেন, আমার ভালর জন্য আমায় তোমার বাড়ী পুরে গ্রেপ্তার ক'রে দিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য জেলে দিয়েছেন, আমার ভালর জন্য বখ্‌রা লিখে নিতে এসেছেন—আর ভালয় কাজ নেই, আমি কাগজ ছিঁড়ে ফেল্লুম, তোমাদের পদার্পণে জেলও কলুষিত!

রমেশ। তবে জেলে প'চে মর্।

সুরেশ। দাদা, বড় নিরাশ হ'লে,—জোচ্চোর, জোচ্চোরের বন্ধু! জেলে জুচ্চুরি ক'ত্তে এসেছ? তোমার জেল হয় না কেন, তা জান? আজও তোমার যোগ্য জেল তয়ের হয় নি!

রমেশ। আমার কথা হ'য়েছে, এরে নিয়ে যাও।

[রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান।

টারণ্‌কি। চল্‌ বে চল্‌।

মেট। থাট্‌ না শালা, ব'সে রয়েছিস্‌? (সুরেশকে প্রহার)

সুরেশ। ও মাগো, তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না! (মূর্চ্ছা)

(ডাক্তারের প্রবেশ)

মেট। বাবু, দেখুন তো, মুখ দে রক্ত উঠ্‌ছে।

ডাক্তার। ইঃ! তাই তো, হাঁসপাতালে নিয়ে যাও।

[সুরেশকে লইয়া মেটের প্রস্থান।

টারণ্‌কি। থানেকা ঘণ্টা হুয়া, চল্‌—লাইন্‌ হো!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ীর উঠান

উমাসুন্দরী ও পীতাম্বর

উমা। পীতাম্বর, তুমি সত্যি বল, আমার সুরেশের তো ভাল-মন্দ কিছু হয় নি? তুমি আমায় এনে দেখাও, আমার রাত্রে বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে, মন হু হু করে, যদি একবার চোখ বুজি, নানান্‌ স্বপ্ন দেখি, কত কি, তোমায় কি বল্‌বো; পীতাম্বর, লক্ষ্মী বাপ, আমায় বল, সে প্রাণে বেঁচে আছে তো?

পীতা। গিন্নী মা, তোমায় বোঝাতে পার্‌লেম না বাছা, আমি কটু দিব্যি গেলে বল্লেম, তবু তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না? পুলিস থেকে খালাস পেয়েই রেলগাড়ী চ'ড়ে মার দৌড়! আমি কত বোঝালেম যে, গিন্নীমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাও, তা বল্লে যে—'না'; সব ছোঁড়ার দল নিয়ে আমোদ

ক'ত্তে বেরিয়ে গেল। ন'দে শান্তিপুরে যে মেলা আছে, সেই মেলা দেখে আস্‌বে।

উমা। তা বাবা, তুমি লোক পাঠাও, শীগ্‌গির তা'রে নিয়ে এস। তা'রে যদি আর তিন দিন না দেখি, তা হ'লে আর বাঁচ্‌বো না।

পীতা। দেখ দেখি, গিন্নী মা কি বলে! আমি লোক পাঠাই নি গা? বড় বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমার ভাইকে পাঠিয়েছি; সে পত্র লিখেছে, আর দিন চেয়েক সেখানে হবে, মেলা শেষ হ'লেই চলে আস্‌বে।

উমা। বাবা পীতাম্বর, তুমি আমায় নিয়ে চল, আমি একবার দেখে আসি, তারপর সে পোনের দিন থাকুক!

পীতা। দেখ দেখি গিন্নীমার কথা! সে নেড়া-নেড়ীর কাণ্ড, তুমি কোথা যাবে বল দেখি?

উমা। বাবা, তোমার বাড়-বাড়ন্ত হো'ক্ তোমার ব্যাটার কল্যাণে আমায় একবার নিয়ে চল, আমার বড় আদরের সুরেশ! মেজটা হবার পর, ন'বছর আমার ছেলেপুলে হয় নি, তার পর বাছাকে পেয়েছিলেম। চা'র বচ্ছর অবধি দন্তি রোগে ভুগেছিল, মা কালীকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে তবে হারানিধিকে পাই। লোকে বলে দুরন্ত হয়েছে, কিন্তু বাছা আমার কিছু জানে না। আমি কাছে না ব'সলে আজও খেতে পারে না। সুরেশ একলা শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে, আমি রেতে উঠে উঠে দে'খে আসি, সেই সুরেশকে আমি পাঁচ দিন দেখি নি, আমার বুক খালি হ'য়ে গিয়েছে! পীতাম্বর, তুমি আমার এ কথাটি রাখ, একবার আমায় দেখিয়ে নিয়ে এস।

পীতা। আচ্ছা, আজ 'তারে' খবর লিখি, যদি না আসে, কাল তখন নিয়ে যাব। এদিকে নানান্ ঝঞ্চট প'ড়েছে, আমার মাথা চুল্‌কোবার সাবকাশ নেই।

উমা। তা বাবা, তুমি না যেতে পার, একজন লোক ক'রে দিও, তার সঙ্গে আমি যাব।

পীতা। আচ্ছা, তাই হবে গো, তাই হবে. তুমি এখন পূজো করগে।

উমা। বাবা, পূজো কর্‌বো কি! পূজো ক'ত্তে যাই, সুরেশকে দেখি; খেতে বস্‌তে যাই, সুরেশকে মনে পড়ে; চোখ বুজ্‌তে যাই, সুরেশকে দেখি! হ্যাঁ বাবা, সুরেশ আমার আছে তো, সত্যি বল্‌ছিস্?

হ্যাঁ বাবা, তোর চোখ ছল্ ছল্ ক'র্‌ছে কেন? তবে বুঝি আমার সুরেশ নাই!

পীতা। বুড়ো হ'লে ভীমরথী হয়, চোখে বালি প'ড়েছে, চো'খ ছল ছল্ ক'র্‌ছে—

উমা। বাবা আমি যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বিমর্ষ হয়, যোগেশের কাছে ভয়ে যাইনি, সে আমায় দেখ্‌লে নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়, বড় বৌমা কথা চাপা দেয়, আমি আর ভাব্‌তে পারিনি! বাবা, আমি কি কুক্ষণেই মেজটার পরামর্শ শুনেছিলেম! কেন আমি যোগেশকে ব'ল্লুম যে, রেজেষ্টারি ক'রে দে। আমার ধর্ম্মভীতু ছেলে, লোকে জোচ্চোর বল্‌বে, এই অভিমানেই মদ খাচ্ছে। আমি আবাগী এই সর্ব্বনাশের গোড়া। যদি যোগেশ না মনের দুঃখে অমন হ'ত, তা হ'লে কি মেজটা সুরেশকে ধ'রিয়ে দিতে সাহস ক'ত্ত? আহা! বড় বৌমা কচি ছেলের হাত ধ'রে বেরিয়ে এল; দুধের বাছা কিছু জানে না, বলে, 'মা, আমরা বাড়ী ছেড়ে কেন যাব?' গোবিন্‌জী কেন আমায় এ মতি দিলেন? মা হ'য়ে কেন আমি যোগেশকে ধর্ম্ম খোয়াতে ব'ল্লেম! আমি আজন্ম তামাসা ক'রেও মিথ্যা কথা বলি নি, মা হ'য়ে কেন কালসাপিনী হ'লেম? ধর্ম্ম খুইয়েই আমার এ দশা হ'ল! আমার ধর্ম্মের সংসারে পাপ সেঁধিয়েছে, তাই বাছা আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি। ভাল মন্দ যা হয় একটা সত্যি কথা বল, তার কি মেয়াদ-টেয়াদ হ'য়েছে?

পীতা। দেখ্‌লে সে দিন কালীঘাটে পূজো দিয়ে এলুম; মেয়াদ হ'য়েছে,— মেয়াদ হ'লে কেউ পূজো দেয়? তোমার যেমন কথা, এ নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়, ও কথা চাপা দেয়। তুমি রাত-দিন ব্যাজ্ ব্যাজ্ ক'রবে, কাঁহাতক লোকে তোমার কথার জবাব দেয়? এখন তো বাপু কথা হ'য়ে গেল, কা'ল তো তোমায় নিয়ে যাব।

উমা। নিয়ে যাবে তো বাবা?

পীতা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ! ভাল যন্ত্রণা! এ বুড়ী ম'রবে কবে গা?

উমা। বাছা, মরণ হ'লেই বাঁচি রে, মরণ হ'লেই বাঁচি!

পীতা। ম'রো এখন, এখন পূজো করগে।

উমা। যাই বাবা, তবে নিয়ে যাস্। [উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

(জ্ঞানদার প্রবেশ)

জ্ঞানদা। পীতাম্বর, কাঁদছো কেন ?

পীতা। বড়মা গো, বুড়োর কথা শুন্‌লে পাষাণ ফেটে যায় ! মাগীকে ধ'মকে ধাম্‌কে তাড়িয়ে দিলুম। খায় দায় তো ? ও যে বাঁচে, এমন বোধ হয় না ! এ দশটা দিন কি ক'রে কাটাই ?

জ্ঞানদা। বাছা, আমি যে কি কর্‌বো, কিছু ভেবে পাইনি ; একবার ভাতে হাতে করেন, রাত্রে তো দুটি চক্ষের পাতা এক করেন না, কখন বুক ধড়্ ফড়্ করে, কখন নিশ্বাস পড়ে না, বুকে তেলে-জলে দিই, পুরাণ ঘি মালিস্ করি। একটু নিথর হ'য়ে থাক্‌লে আমি মনে করি ঘুমুলেন, তা নয়' সেটা আমায় ভুলোনো যে ঘুমুচ্ছেন ; আবার ঘরের দোরে এসে দেখি যে নিশ্বাস ফেল্‌ছেন—কাঁদছেন।

পীতা। তাই তো বড়মা, কি হবে ? দশটা দিন কি ক'রে কাট্‌বে ? আমি তো বাপু বড় বড় কৌন্সুলিকে কাগজ পত্র দেখালেম, আপীল হবে না।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ বাবা, পাথরভাঙ্গা মোকুব করাতে পার্‌লে না ?

পীতা। কই আর পার্‌লেম ? চার হাজার টাকা নিয়ে চেষ্টা-বেষ্টা কর্‌লুম, কিছুই তো ক'ত্তে পার্‌লেম না ! দুঃখের কথা কি ব'লবো, জমাদারের ঠেঁয়ে শুন্‌লেম, কে উকিল এসে জেলারকে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে, যাতে খাটুনি মোকুব না হয়। সে উকিল আর কেউ নয়, আমার বোধ হয় মেজবাবু।

জ্ঞানদা। সেকি ! সে কি চণ্ডাল ? তুমি আরও টাকা কবলাও, সে ডব্‌কা ছেলে, পাথর ভাঙ্গ্‌লে বাঁচবে না।

পীতা। চণ্ডালের অধম ! আর তো টাকা হাতে নাই মা ! মাগো, তুমি গহনা খুলে দিলে, আমার বুক ফেটে গেল ! সেইগুলি বাঁধা দিয়ে তাড়াতাড়ি চার হাজার টাকা নিয়ে গেলুম। মা, মহাজনে আর টাকা দিতে চায় না, কে নাকি ব'লেছে যে ঝুটো গহনা।

জ্ঞানদা। আমার আরও গহনা আছে, তোমায় দিচ্ছি, যেদোর ভাতের গহনা আছে, সেগুলোও নাও।

পীতা। দেখি, বোধ হয়, তা নিতে হবে না, একটা খবর পাচ্ছি—

জ্ঞানদা। কি খবর বাবা ?

পীতা। সেটা এখন পাঁচকান কর্‌বেন না, বোধ হয়, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ফিরে পাওয়া যাবে।

জ্ঞানদা। পাওয়া যায় ভালই, কিন্তু তুমি আর দেরি ক'রো না, যাতে পাথর-ভাঙ্গা মোকুব হয়, আগে কর ; আমি গহনা পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাবা, তোমায় বল্‌বো কি, তুমি পেটের ছেলের চেয়ে বেশী, কিন্তু তোমার সাম্‌নে আমি একদিনও বেরুই নি, আজ আমার ইচ্ছে কর্‌ছে, জেলদারগার পায়ে গিয়ে ধরি। বাবা, আমার ওঁর চেয়ে সুরেশের জ্বালা বড় হ'য়েছে!

পীতা। তবে তাই পাঠিয়ে দেবেন, আমি চট্‌ ক'রে খেয়ে নিই।

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

(প্রফুল্লর প্রবেশ)

জ্ঞানদা। মেজবৌ, কি ক'রে এলি ? পালিয়ে আসিস্‌ নি তো ?

প্রফুল্ল। না দিদি, আমায় পাঠিয়েছে ; ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছাড়িয়ে আন্‌বে। একবার মা নাকি গেলেই ছেড়ে দেয়।

জ্ঞানদা। মা যাবে কি লো ?

প্রফুল্ল। হঁ্যা দিদি, ঠাকুরপো একখানা কাগজ সই ক'র্‌লেই হয় ; ওর উপর নাকি রেগে আছে, যদি ওর কথায় না সই করে, মা সই ক'ত্তে ব'ল্লেই সই ক'র্‌বে, তা হ'লেই ঠাকুরপো আস্‌বে। দিদি গো, তোমরা চ'লে এলে গো, আমার ঠাকুরপোর জন্যে মন কেমন ক'র্‌ছে গো! ছাই খেয়ে কেন মাক্‌ড়ী দিয়েছিলেম গো!

জ্ঞানদা। কাঁদিস্‌ নি, কাঁদিস্‌ নি, চুপ কর্‌, মা শুন্‌বেন।

প্রফুল্ল। মাকে বল্‌বো না ?

জ্ঞানদা। না না, খবরদার বলিস্‌ নি।

প্রফুল্ল। তবে দিদি, ঠাকুরপো কেমন ক'রে আস্‌বে ?

জ্ঞানদা। মা শোনে নি, তার জেল হ'য়েছে, শুন্‌লেই ম'রে যাবে।

প্রফুল্ল। মা ম'রে যাবে! ভাগ্‌গিস দিদি তোমায় ব'লেছিলেম ; আমায় চুপি চুপি মাকে বলতে ব'লেছিল, তোমায় ব'ল্‌তে বারণ ক'রেছিল ; না দিদি, আমায় ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছেড়ে দেবে , আমায় ভুলিয়ে রাখ্‌তো আজ আন্‌বো কাল আন্‌বো ; আমি কা'ল পরশু দু'দিন ঘরে দোর দিয়ে উপোস

ক'রে রইলেম। আমায় বল্লে, ঠাকুরপোকে এনে দেবে, তবে আমি বেরিয়েছি—এখনও কিছু খাই নি, ঠাকুরপো না এলে আমি না খেয়ে ম'র্‌বো। দিদি, মাকে তেল মাখাতে পাই নি, তোমায় দেখতে পাই নি, যেদোকে দেখ্‌তে পাইনি, তাতেও তবু খেতুম, ঠাকুরপোকে না. দেখ্‌লে আমি বাঁচ্‌বো না।

জ্ঞানদা। কি প্রতারণা! সে কি চণ্ডাল! আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও প্রতারণা! রামায়ণে শুনেছিলেম, কে একজন রাক্ষস চোখে ঠুলি দিয়ে থাক্‌তো, স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখ্‌তো না, সেই এসে কি জন্মেছে? এ কারুর নয়।

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি ওঁর নিন্দা ক'রো না, মা যে বলেন ওঁর নিন্দে শুন্‌তে নেই, হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপোর কি হবে?

জ্ঞানদা! তুই খাবি আয়, আমি ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়েছি।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো এলে তোমরা সকলে ও বাড়ীতে যাবে? ও আমায় বাপের বাড়ী না পাঠিয়ে দিলে আমি তোমাদের আসতে দিতেম না, দেখ্‌তেম দেখি, কেমন ক'রে আস্‌তে; আমি যেদোকে কোলে নিয়ে মায়ের দু'টো পা জড়িয়ে ব'সে থাক্‌তেম।

জ্ঞানদা। আর যাব' কেমন ক'রে ভাই? আমাদের তাড়িয়ে দিলে, আর কোথায় যাব?

প্রফুল্ল। তোমাদের তাড়িয়ে দিলে? তবে যে ব'ল্লে, তোমরা চ'লে এলে,—ও কি সব মিছে কথা কয়? তবে আমি ওর কথা শুনবো কেমন ক'রে? মা আমায় কি ব'লে দিয়েছেন—স্বামীর কথা কি ক'রে শুন্‌বো—মিথ্যা কথা কি ক'রে শুন্‌বো?—দিদি, আমি খাব না, কিছু কর্‌বো না, আমি ম'র্‌বো।

জ্ঞানদা। না, তুই খাবি আয়, আমরা আবার সে বাড়ীতে যাব।

প্রফুল্ল। তাড়িয়ে দিয়েছে, যাবে কেমন ক'রে?

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো হয়, তামাসা ক'চ্ছিলেম।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বল। দিদি আমি এখন খাব না, আমি মাকে তেল মাখিয়ে দিয়ে যেদোকে খাইয়ে দেব, আর খাব।

জ্ঞানদা। মা'র এখন ঢের দেরি, তুই আয়।

প্রফুল্ল। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—ও মা! বট্‌ঠাকুর আস্‌ছে। দিদি, যেদোকে পাঠিয়ে দিও। [প্রফুল্লর প্রস্থান।

(যোগেশ ও যাদবের প্রবেশ)

যাদব। বাবা, ছোট কাকাবাবু কখন আস্‌বে, বল না? বাবা, আমার মন কেমন ক'চ্ছে বাবা।

যোগেশ। তুই স্কুলে যাস্ নি?

যাদব। না বাবা, আমি পড়া ভুলে যাই, মাষ্টার ম'শায় মারেন; ছোট কাকাবাবু না এলে আমার পড়া মুখস্থ হবে না। বল না বাবা, কখন্ আস্‌বে?

যোগেশ। রাত্রে আস্‌বে।

যাদব। বাবা, আমি ঘুমিয়ে পড়ি যদি, তুলে দিও; আমি তা নইলে রাত্রে কেঁদে উঠি। আমার ভয় করে বাবা, ও বাবা, কাঁদছো কেন বাবা?

জ্ঞানদা। ও যেদো, তোর কাকীমা এয়েছে রে!

যাদব। ছোট কাকাবাবু?

জ্ঞানদা। সে রাত্রে আস্‌বে।

যাদব। আমি আজ শোব না মা, আমি দেখ্‌বো মা!

জ্ঞানদা। তা দেখিস্, তোর কাকীমার সঙ্গে খাবি, যা।

যাদব। কাকীমা, কাকীমা—

[যাদবের প্রস্থান।

যোগেশ। মেজবৌমা এসেছেন?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ, তোমার গুণধর ভাই মাকে খবর দিতে পাঠিয়েছেন! মতলব ক'রেছেন, মাকে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরপোর ঠেঁয়ে কি সই করিয়ে নেবেন।

যোগেশ। এই কথা ব'ল্‌তে এসেছেন, ওঁকেও কি বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে ত'য়ের ক'রেছে নাকি?

জ্ঞানদা। রাম রাম, এখন কথা মুখে আন? চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, তবু মেজবৌয়ে কলঙ্ক নাই; ঠাকুরপোর জন্য ও তিনদিন খায় নি। ছেলেমানুষ, বুঝিয়েছে ঠাকুরপো আস্‌বে—আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ব'ল্‌তে এসেছে।

যোগেশ। তুমি জান না, জান না, ছেলেকে বিষ খাওয়াতে এসেছে।

জ্ঞানদা। ছি! অমন কথা মুখে আন? আবার সকালে সুরু ক'রেছ নাকি?

যোগেশ। উঃ! সব ভুল্‌তে পারছি, সুরেশটাকে ভুল্‌তে পারছি নি!

জ্ঞানদা। তা সুরেশের একটা উপায় কর।

যোগেশ। কি উপায় কর্‌বো? আমা হতে কোন উপায় হবে না। পীতাম্বর আছে, যা জানে করুক্।

জ্ঞানদা। ছি ছি! কি হলে?

যোগেশ। কি হয়েছি আগাগোড়াই তো জান।

জ্ঞানদা। ভগবতী! তোমার মনে এই ছিল মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গরাণহাটার মোড়—শুঁড়ির দোকানের সম্মুখ

ব্যাপারীদ্বয়

১ম ব্যাপারী। এমন মানুষটা এমন হয়ে গেল?

২য় ব্যাপারী। ম'শয়, টাকার শোক বড় শোক! পুত্রশোক নিবারণ হয়, টাকার শোক যায় না!

১ম ব্যাপারী। আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, পীতাম্বর যা ব'ল্লে সত্যি—মদ খাইয়ে লিখে নিয়েছে? না আমাদের ঠকাবার জন্য সাজস্ ক'রে এইটে ক'রেছে?

২য় ব্যাপারী। কি বল্‌বো ম'শয়, সাজসও হ'তে পারে, মদেরও অসাধ্যি কাজ নাই। রমেশ বাবু কা'ল এসেছিলেন, আমার পাওনাটা কিনে নিতে, আমায় কি না সর্ব্বেশ্বর সাধ্‌খাঁ পেয়েছেন? দশ হাজার টাকা পাওনা, পাঁচশো টাকায় বেচে ফেল্‌বো? ব্যাঙ্ক খুল্‌বে সন্ধান পেয়েছে, সব কিনে নিতে এসেছে; জুচ্চুরি মত্‌লবটা দেখ! ও সাজস, সাজস।

১ম ব্যাপারী। শুন্‌ছি, যোগেশকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

২য় ব্যাপারী। সেও সাজস।

(ব্যাঙ্কের দেওয়ানের প্রবেশ)

দেও। ওহে, তোমরা যাও না, সকাল সকাল টাকাগুলো নিয়ে এস না!

১ম ব্যাপারী। আর ম'শয় যে হুজুকি দেখিয়েছিলেন।

দেও। আর ভয় নেই হে! আর ভয় নেই।

২য় ব্যাপারী। "আর ভয় নেই" ব'ল্লেই হ'ল, না, বাতী জ্বালালেই হ'ল!

১ম ব্যাপারী। ম'শয়, আপনার তো যোগেশ বাবুর সঙ্গে খুব আলাপ; শুন্‌ছি নাকি রমেশ বাবু সবফাঁকি দে লিখে প'ড়ে নিয়েছেন, এ সাজস্, না সত্যি?

দেও। সাজস্ না, সত্য; রমেশটা ভারী জোচ্চোর!

২য় ব্যাপারী। কি ক'রে জান্‌লেন ম'শয়?

দেও। আমি তার পরদিনই যোগেশকে খবর দিতে যাই যে, ব্যাঙ্ক পেমেণ্ট ক'রবে, তুমি কিছু বন্দোবস্ত করো না। রমেশটা আমার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে দিলে না, ওর এই সব মতলব ছিল।

২য় ব্যাপারী। মদ খাইয়ে যেন লিখে নিয়েছে, রেজেষ্টারি হ'ল কি করে? ঠকানও বটে, সাজস্‌ও বটে; উনি আমাদের ঠকাতে বেনামী ক'ত্তে গিয়েছেন, শোনেন নি যে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে, আর ইনি সবাইকে ফাঁকি দেবেন মত্‌লব ক'রেছেন।

[ব্যাপারীদ্বয় ও দেওয়ানের প্রস্থান।

(যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ)

পীতা। বাবু, এসে যত মদ খেতে পারেন খাবেন, শুদ্ধ একবার ব্যাঙ্কে যাবেন আর একটা এফিডেবিট ক'রে আস্‌বেন চলুন। আমি ব'লছি, আস্‌বার সময় চার কেশ মদ নিয়ে আস্‌বেন।

যোগেশ। ব্যাঙ্কে আবার কি ক'ত্তে যাব?

পীতা। চেক্‌বইখানা ছিঁড়ে ফেলেছেন কি না; একখানা চেক্-বই নিয়ে আস্‌বেন, আমাদের দেবে না। আর রমেশ বাবুর নামে যে টাকা জমা দেবার অ্যাডভাইস ক'রেছিলেন, সেইটে ক্যান্‌সেল ক'রে আস্‌বেন। আর হাজার তুচ্চার টাকার একখানা চেক কেটে দেবেন, দেখি যদি জেলে কিছু সুবিধা ক'ত্তে পারি।

যোগেশ। কিছু সুবিধা ক'ত্তে পার্‌বে? ঐটে হ'লে আমি আর কিছু চাই নি, সুরেশটাকে ভুল্‌তে পার্‌ছি নি! পীতাম্বর, তা নইলে আর আমি লোকালয়ে মুখ দেখাতেম্ না, ও ছেলেবেলা থেকে আমা বৈ আর জানে না। কত মেরেছি ধ'রেছি, কখনও একবার মুখ তুলে চায় নি। আহা!

কি দুর্ব্বুদ্ধিই ঘটলো! কারে দুষ্‌ছি, আমরাই বা কি? গাড়ী আন, ওখানে ব্যাপারীরা র'য়েছে, আমি যাব না।

পীতা। আচ্ছা, এ গাড়ীরই কি হ'য়েছে, একখানা গাড়ী নেই? বোধ হয় সব খড়দায় বেরিয়ে গিয়েছে; আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি গাড়ী ক'রে নিয়ে আসছি।

(শিবনাথের প্রবেশ)

শিব। পীতাম্বর বাবু, শুনেছি নাকি জেলে ঘুস্‌ দিলে খাটা বন্ধ হয়?

পীতা। আপনি কে?

শিব। আমি সেই শিবনাথ! যাকে সুরেশ বাঁচিয়েছিল, আমি হাজার টাকা নিয়ে দু'দিন জেলের দোরে ফিরেছি; কাকে দিতে হয় জানি নি, আপনি যদি এই টাকা নিয়ে ঘুস্‌ দিতে পারেন।

পীতা। বাপু, তুমি চিরজীবী হও। তোমার টাকা দেবার দরকার নাই, আমি দেখ্‌ছি।

শিব। না পীতাম্বর বাবু, আপনি নিন্‌, আমি মার ঠেঁয়ে চেয়ে এনেছি, মা ইচ্ছে ক'রে দিয়েছেন।

[শিবনাথ ও পীতাম্বরের প্রস্থান।

(ব্যাপারীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

২য় ব্যাপারী। এই যে যোগেশ বাবু! লুকুবেন না—লুকুবেন না, আমরা দেখেছি! খুব কৌশলটা শিখেছেন বটে! এমনি জুচ্চুরিটে ক'ত্তে হয়? ঘর থেকে মাল দিয়ে আমরা চোর? আপনি রইলেন বাড়ীতে দোর দিয়ে, ভাইকে আমাদের ঠেকিয়ে দিলেন। আমাদের হক্কের টাকা ডোব্বার নয়, কারুর তো জুচ্চুরি ক'রে নিই নি।

[ব্যাপারীদ্বয়ের প্রস্থান।

যোগেশ। এই অদৃষ্টে ছিল! রাস্তায় গালাগালগুলো দিয়ে গেল! ওদেরই বা দোষ কি? জুচ্চুরি ক'রেছি; দূর হ'ক, আর মুখ দেখাবো না, চলে যাই।

(একজন ইতর স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

গীত

মা, তোমার এ কোন্ দেশী বিচার।
আমি ডেকে বেড়াই পথে পথে, দেখা দাও না একটী বার।
মদ খেয়ে বেড়াস ধেয়ে, কে জানে কেমন মেয়ে,
কোলের ছেলে দেখ্‌লি নি চেয়ে ;
আমিও মাত্‌বো মদে, মা ব'লে ডাক্‌বো না আর।

স্ত্রী। কি ইয়ার, আড় নয়নে চাচ্ছ' যে? এক গ্লাস মদ খাওয়াবে?

যোগেশ। যা যা, সরে যা, দেক্ করিস্ নি।

স্ত্রী। সরে যাব? কেন বল দেখি? জোর! জোর না কি? বটে, ঢের দেখেছি—জুচ্চুরির আর জায়গা পাওনি? থাক, আমি চ'ল্লেম।

[স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

যোগেশ। ধিক্ আমায়! এ ছোটলোক মাগীও জেনেছে, এও আমায় জোচ্চোর ব'লে গেল! আর কারুর মুখ চাব না, যার যা অদৃষ্টে আছে, তাই হবে। সুরেশ জেলে গেল কেন—আমি কি কর্‌বো? আমি যে মদ খাই, সে কি তার দোষ? না সে জেলে গিয়েছে, আমার দোষ? যাক্— কে কার জন্যে মরে, কে কার জন্যে বাঁচে? যে মরে মরুক্, আমার আর পেছু ফের্‌বার দরকার নাই। যে পথে চ'লেছি, সেই পথেই যাব। এই যে কাছেই শুঁড়ীর দোকান! কিসের লজ্জা? টাকা তো সঙ্গে নেই— বাঃ, এই যে ঘড়ী ঘড়ীর চেন্ র'য়েছে! (দোকানে প্রবেশ পূর্ব্বক) ভাই, এই ঘড়ী ঘড়ীর চেন্ রেখে এক বোতল ব্রাণ্ডী দাও তো, বিকেল বেলা ছাড়িয়ে নে যাব।

শুঁড়ি। আমাদের সে দোকান না, আমরা জিনিস বাঁধা রেখে দিই নি।

যোগেশ। দাও ভাই দাও, নিদেন আধ বোতল দাও।

শুঁড়ি। দাও হে একটা ব্রাণ্ডী দাও। ম'শায় নগদ খাবার বেলা অন্য দোকান খান, আর ঝুঁকির বেলায় আমার হেথা? নিন, ভদ্রলোক—চাচ্ছেন, ফেরাবে না; পেছনে বেঞ্চি আছে, ব'সে খান গে।

[যোগেশের প্রস্থান।

ওরে মস্ত খদ্দেরটা, দু'পয়সার চাট কিনে দিগে যা, তামাক টামাক যা চায় দিস্।

(মাতালগণের মদ খাইতে খাইতে গীত)

রাণী-মুদিনীর গলি, সরাপের দোকান খালি,
যত চাও তত পাবে'পয়সা নেবে না।
ঠোঙ্গা ক'রে শাল পাতাতে, চাট দেবে হাতে হাতে,
তেলমাখা মটর ভাজা, মোলাম বেদানা।

(রাস্তায় পীতাম্বরের প্রবেশ)

পীতা। কই ছাই গাড়ী তো পেলেম না! বাবু কোথায় গেলেন? শুঁড়ির দোকানে ঢুক্‌লেন নাকি? কৈ না, হেতা তো নেই, বাড়ী চ'লে গেছেন।

শুঁড়ি। ম'শায়, যান কেন? ভাল মাল আছে, যা চান, তাই আছে।

পীতা। দুর্গা দুর্গা!

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

১ম মাতাল। আয় আবার গাই আয়, আবার গাই আয়।

২য় মাতাল। বেশ! বেশ! খুব আমোদ হ'বে।

চুচ্চুরে হ'য়ে মদে, এলো চুলে কোমর বেঁধে,
হর্ ঘড়ী তামাক দেয় সেধে ;—

(যোগেশের প্রবেশ ও মাতালগণের সহিত নৃত্য)

বাপের বেটী মুদীর মেয়ে, ঘুঙুর বেঁধে দেয় সে পায়ে,
নাচ গাও যত পার তার কি ঠিকানা।
মুদিনীর এমনি কেতা, প'ড়ে থাক যেথা সেথা,
জমাদার পাহারা'লার নাইক নিশানা।

(পীতাম্বরের পুনঃ প্রবেশ)

পীতা। কি সর্ব্বনাশ! এও দেখ্‌তে হ'ল! হাড়ী বাগ্‌দীদের সঙ্গে বাবু নাচ্চেন! বাবু, বাবু, কি ক'চ্চেন? আসুন।

যোগেশ। পীতাম্বর, পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না—

পীতা। ওরে মুটে, তোদের আট আট আনা পয়সা দেব, ধ'রে নিয়ে আসতে পারিস্ ?

মুটে। নেই বাবু, হামি লোক পার্‌বে না,মাতোয়ালা হুয়া।

পীতা। ওহে, তোমরা দু'জন লোক দাও ভাই, বড়মানুষ লোকটা বে-ইজ্জত হয়, আমি তোমাদের পাঁচ টাকা দেব।

শুঁড়ি। ও সেধো, যা তো, তোতে আর গঙ্গাতে নিয়ে যা।

যোগেশ। নাচ, নাচ, নাচ, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না।

১ম লোক। চলুন বাবু চলুন, খুব আমোদ হবে এখন।

যোগেশ। আয় আয়, খুব মদ খাব এখন।

মাতালগণ। আয় আয়, বাবু ডাক্‌ছে আয়, খুব মদ খাওয়া যাবে।

[যোগেশ ও মাতালগণের প্রস্থান।

দোকানের মধ্যে। ওহে, আর একটা ব্রাণ্ডী নিয়ে এস।

শুঁড়ি। যাচ্ছি বাবু।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাটীর উঠান

জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল

জ্ঞানদা। মধুসূদনের ইচ্ছায় আজ সকালটা মানুষের মতন আছেন, পীতাম্বরের সঙ্গে বেরুলেন, আবার কাজ কর্ম্ম দেখ্‌বেন ব'ল্‌ছেন। যদি এই ছাই না খান, তা হ'লে কি ওঁর তুল্য মানুষ আছে!

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি খেতে দাও কেন দিদি ?

জ্ঞানদা। আমি কি ক'র্‌বো বোন্, সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ির দোকান, কিনে খেলেই হ'ল। । আহা! কোম্পানীর রাজ্যে এত হ'চ্ছে, যদি মদের দোকানগুলো তুলে দেয়, তা হ'লে ঘরে ঘরে আশীর্ব্বাদ করে আর লোকে ভাতার-পুত নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, কোম্পানী কেন দিক্ না।

জ্ঞানদা। ও বোন্, তোমার আমার কথায় কি তুলে দেবে? শুনেছি শুঁড়ি পোড়ারমুখোরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়। অত টাকা কি ছাড়্‌বে বোন্?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, আমরা যদি টাকা দিই, তুলে দেয় না?

জ্ঞানদা। পাগল, কত টাকা দেব বোন?

প্রফুল্ল। কেন দিদি, তুমি বল তো গহনা বেচে দিই; একশো দু'শো টাকায় হবে না?

(জগমণির প্রবেশ)

জগ। কি গো মায়েরা, কি হ'চ্ছে গো?

প্রফুল্ল। তুমি কে গা?

জগ। আমায় চেন না বাছা? আমি যে তোমাদের খুড়ী হই। আহা, বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রফুল্ল। ও দিদি, কে এয়েছে দেখ গো, ও দিদি কে গো!

জ্ঞানদা। কে গা তুমি? তোমার কেমন আক্কেল গা, পুরুষমানুষ মেয়ে সেজে বাড়ীর ভেতর এসেছ? ভাল চাও তো স'রে যাও।

জগ। সে কি বাছা, আমি যে তোমাদের খুড়ী হই।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা বাছা, তুমি কে গা?

জগ। আমার বাছা বাড়ী এখানে! আহা, তোমাদের সোনার সংসার ছারখার গেল, তাই দেখ্‌তে এলুম। বলি, মা'রা কেমন আছেন, বাবা কেমন আছেন?

প্রফুল্ল। ও দিদি, এ ডা'ন! তুমি স'রে এস।

জ্ঞানদা। না বাছা, আর এক সময় এস, এখন আমরা বড় ব্যস্ত আছি।

জগ। মা, বাড়ী এসেছি, অমন ক'রে বিদায় ক'ত্তে আছে কি? আহা, সুরেশ আমায় জান্‌তো, আমার বাড়ীতে যেতো, কত আব্‌দার ক'রৃত। আহা, বাছা আমার কোথায় রইলো।

জ্ঞানদা। ও বাছা, চুপ কর চুপ কর, ঠাকুরুণ শুন্‌বে।

জগ। চুপ কর্‌বো কি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! অমন ডব্‌কা ছেলে, তা'র কপালে এই হ'ল!

জ্ঞানদা। ও বাছা ক্ষমা দাও।

প্রফুল্ল। ও দিদি—ও দিদি, ওকে তাড়িয়ে দাও।

জগ। হ্যাঁ বাছা, সুরেশের কি ক'র্‌লে? বাছাকে আন্‌তে পাঠালে না? তোমরা পেটে অন্ন দিচ্ছ কেমন ক'রে? বাছা জেলে র'য়েছে, আর তোমরা নিশ্চিন্তি র'য়েছ?

জ্ঞানদা। র'য়েছি, র'য়েছি, বাছা তুমি বেরোও, দাঁড়িয়ে রইলে যে, তুমি কেমন মানুষ?

জগ। আহা, সুরেশ রে!

জ্ঞানদা। বেরুবে তো বেরোও, নইলে অপমান হবে; ঝি—ঝি, মাগীকে তাড়িয়ে দে তো।

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। কি বড়বৌমা, কি বড়বৌমা?

জগ। কে, দিদি? আমায় চিন্‌তে পার্‌বে না, সুরেশ আমায় খুড়ী খুড়ী বল্‌তো।

জ্ঞানদা। তা ব'লতো ব'লতো, দূর হবি তো হ'; ঝি মাগী কোথায় গেল, দূর ক'রে দিক্ না গা।

উমা। ছি মা ছি, দুর্ব্বাক্য কারুকে ব'ল্‌তে নাই, মানুষ বাড়ীতে এসেছে। এস দিদি এস, মেজবৌমা, একখানা পিঁড়ি এনে দাও।

প্রফুল্ল। ও মা, ও ডা'ন! ওকে তাড়িয়ে দাও মা।

উমা। চুপ কর্ আবাগী, পিঁড়ি নিয়ে আয়। এস দিদি এস।

জগ। আহা দিদি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে; তোমাদের সোনার সংসার কি হ'য়ে গেল!

উমা। আর দিদি, সব গোবিন্দজীর ইচ্ছা! আমার তো হাত নেই।

জগ। দিদি, তোমায় একটা কথা ব'লতে এসেছিলুম, নিরিবিলি বল্‌তুম।

জ্ঞানদা। (জনান্তিকে) ওগো বাছা, তোমায় আমি পাঁচ টাকা দেব, তুমি কোন কথা ব'লো না।

জগ। না, আমি কি সুরেশের কথা বলি! আমি আর একটা কথা বলতে এসেছিলুম। গিন্নীর সঙ্গে দেনা পাওনা আছে, তাই ব'ল্‌তে এসেছিলুম। দিদি, শুন্‌ছো—একটা কথা ব'ল্‌তে এসেছিলুম।

উমা। তা বল না।

জগ। তুমি অন্যমনস্ক হ'চ্ছো।

উমা। আর বোন, আমাতে কি আমি আছি; সুরেশকে না দেখে আমি দানো পেয়ে র'য়েছি।

জগ। আহা, তা বটেই তো, কোলের ছেলে!

জ্ঞানদা। তুমি কি কর?

জগ। ভয় নেই মা ভয় নেই। দিদি, নিরিবিলি ব'ল্‌বো, বৌমাদের যেতে বল।

জ্ঞানদা। কেন গা, আমরা রইলেমই বা।

জগ। না বাছা সে একটা গোপন কথা।

উমা। বৌমা এসতো গা; কি ব'ল্‌ছে শুনি।

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি যেয়ো না এ মাগী ডা'ন, মাকে খাবে!

উমা। দাঁড়িয়ে রইলে কেন গা? তোমরা এস, একটা কি ব'ল্‌ছে মানুষ, শুনে যাই।

জ্ঞানদা। আয় মেজবৌ, মধুসূদনের মনে যা আছে হবে!

প্রফুল্ল। ও দিদি, লুকিয়ে থাকি এস, মাগী মাকে ধ'রে নিয়ে যাবে।

জ্ঞানদা। ব'ল্‌ছে কিছু মিছে না, মাগী যেন রাক্ষসী!

(প্রফুল্ল ও জ্ঞানদার অন্তরালে অবস্থান)

জগ। আমি তো দিদি বড় মুস্কিলে প'ড়েছি। সুরেশ মাঝে মাঝে এর চুরি ক'র্‌ত, ওর চুরি ক'র্‌ত; আমি কি ক'রবো, চৌকিদারকে ঘুষ দিয়ে, জমাদারকে ঘুষ দিয়ে, কত রকম ক'রে বাঁচিয়ে বেড়াতেম; এই ক'রে প্রায় শ-পাঁচেক টাকা খরচ ক'রে ফেলেছি।

উমা। বল কি গো, বল কি! সুরেশ চুরি ক'রে বেড়াতো? বাবা তো আমার তেমন নয়।

জগ। ও দিদি, সঙ্গগুণে হয়; ঐ যে, শিবে বলে একটা ছোঁড়া, সেই সব শিখিয়েছে।

উমা। তার পর, তারপর?

জগ। আমি দিদি, এ টাকার কথা ধরি নি; কিন্তু কর্ত্তা, সে পুরুষমানুষ, বড়

টাকার মায়া; আমায় ধমক ধামক ক'রে ব'লে, "টাকা কি ক'রেছিস্?" আমি ভয়ে ব'লে ফেল্লুম, "সুরেশকে দিয়েছি।" এই সুরেশের ঠেঁয়ে হ্যাণ্ড-নোট লিখে নিয়েছে। আমি দিদি, এদ্দিন টেলে রেখেছিলুম, আর তো টাল্‌তে পারি নি। সে বলে, "নালিস ক'রবো।" বলে কেন? ওর ভায়েরা রয়েছে, টাকা দেবে না কেন?" কি ক'র্‌বো দিদি, বড় দায়ে প'ড়ে এসেছি।

অন্তরালে জ্ঞানদা। এত কথা কি হ'চ্ছে?

অন্তরালে প্রফুল্ল। মাগী মন্তর প'ড়্‌ছে, ঐ দেখ না, চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে!

উমা। দেখ বোন, তুমি আর দিন-কতক রাখ, আমি সুরেশের দেনা এক কড়া রাখ্‌বো না, যেমন ক'রে পারি, শোধ দেব। আমি বড় বিপদে পড়েছি, গোবিন্‌জীর ইচ্ছায় শুন্‌ছি, একটু হিল্লে লাগ্‌ছে; একটা কিছু সুবিধা হ'লেই সুদ শুদ্ধ চুকিয়ে দেব, ওর ভায়েরা না দেয়, আমি যাদের ধার দিয়েছি, আদায় হ'লেই তোমায় ডেকে চুকিয়ে দেব।

জগ। কর্ত্তা তো আর রাখতে চায় না; সে বলে, "কেন, ওর মেজভাই চুকিয়ে দিক না, ও একটা সই ক'র্‌লেই চুকে যায়।"

উমা। কিসের সই? আবার সই কিসের!

জগ। কে জানে বোন, রমেশ বাবু নাকি ব'লেছে।

উমা। না বোন, আর সই ট'য়ে কাজ নাই, আমি সবই চুকিয়ে দেব, বেটা তো নয় আমার পেটের কণ্টক! কি একটা সই ক'রে নিয়ে আমার যোগেশকে উন্মাদ ক'রেছে। সুরেশ ফিরে আসুক, কত টাকা শুনি, হিসেব ক'রে সব চুকিয়ে দেব।

জগ। দিদি, সে কথাও ব'ল্‌তে এসেছি, অমন ডব্‌কা ছেলে, এখনও দশ দিন রয়েছে।

উমা। দশ দিন নয় বোন চিঠি লিখেছে, পরশু দিনে আসবে।

জগ। কে চিঠি লিখেছে গো?

উমা। পীতাম্বরের ভাই নবদ্বীপ থেকে তাকে আনতে গিয়েছে।

জগ। নবদ্বীপ কি গো?

উমা। তবে কোথা গিয়েছে?

জগ। ও মা, তুমি কিছু শোন নি? না বোন, ব'ল্‌বো না, আমার বৌমায়েরা বারণ ক'রেছে।

উমা। তুমি বল, শীগ্‌গির বল, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে! সে কি নেই? সুরেশ কি আমার নেই?

জগ। নেই কেন, বালাই!—কর্ত্তা তো ঠিক ব'লেছে, আহা, মাগী জানে না, সেকেলে মানুষ ভুলিয়ে রেখেছে।

উমা। কি, কি, আমায় বল. আমায় শীগ্‌গির বল?

জগ। ও বোন, তুমি কারুর কথা শুনো না, তুমি তোমার মেজ বেটার সঙ্গে চল। সুরেশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সই ক'ত্তে ব'ল্‌বে চল। যা হবার হবে, কারুর কথা শুনো না, ছেলে যদি বাঁচে, সব পাবে।

উমা। শীগ্‌গির বল, শীগ্‌গির বল, আমার সুরেশ কোথায়, শীগ্‌গির বল? আমার প্রাণ থাক্‌তে থাক্‌তে বল; বল, বল, তোমার পায়ে পড়ি বল? দেখ্‌ছো কি, আমার প্রাণ যায়,—বল, বল?

অন্তরালে প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কেমন ক'চ্ছে!

অন্তরালে জ্ঞানদা। ওরে তাই তো!

(জ্ঞানদা ও প্রফুল্লর অন্তরাল হইতে প্রবেশ)

জ্ঞানদা। মা, মা, অমন ক'চ্ছো কেন মা? তুমি চ'লে এস; দূর হ মাগী, দূর হ!

উমা। বল—বল, শীগ্‌গির বল, কেন স্ত্রীহত্যা দেখছো; তুমি সেকেলে মানুষ, স্ত্রীহত্যা ক'র না। বল দিদি বল, আমার প্রাণ রাখ, সুরেশের কি হ'য়েছে বল? আমার সুরেশকে পাব তো?

জগ। দিদি, কি ব'লব বল, তার যে জেল হ'য়েছে; সে পাথর ভাঙ্‌ছে।

উমা। অ্যাঁ! জেল হ'য়েছে?

জ্ঞানদা। না মা না, মিছে কথা, ও মাগী রাক্ষসী; দূর হ।

উমা। অ্যাঁ! জেল হ'য়েছে? পাথর ভাঙ্‌ছে? মধুসূদন! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞানদা। ও মা! কি হ'ল গো! কি সর্ব্বনাশ হ'ল! মা, মা, মিছে কথা, মা শোন মা,—দূর হ মাগী!

জগ। (স্বগত) না, কিছু হ'ল না, আমার কাজ হ'ল না, মাগী মূর্চ্ছো গেল—,

কা'ল আবার আস্‌বো। মাগী যেন ন্যাকা, মূচ্ছো যাবার আর সময় পেলেন না! কাজের কথা শোন্, তবে মূচ্ছো যাবি।

জ্ঞানদা। বেহারা, বেহারা, মাগীকে গর্দ্দানা দে তাড়িয়ে দে তো।

জগ। দূর হোক্‌গে ছাই, মাগী গঙ্গা নাইতে যায় না? সেইখানে গিয়ে ধ'রবো।

[জগমণির প্রস্থান।

প্রফুল্ল। ও মা, ওঠো মা, ওঠো।

উমা। আ মর্! ঘুমুচ্ছি, ঘুম ভাঙ্গাচ্ছিস্ কেন? গোল ক'চ্চিস্ কেন? আমি উঠ্‌বো না।

প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কি বলে গো!

জ্ঞানদা। মা, মা, কি ব'ল্‌ছো? মা, ওঠো না।

উমা। যা পোড়ারমুখী, আমি এখন খাব না।

জ্ঞানদা। ও মা, কি ব'ল্‌ছো মা, ওঠো না।

উমা। আ মর্! ঘুমুতে দেবে না, বাবাকে গিয়ে ব'ল্‌বো, এমন ঝিও সঙ্গে দিলে, আমায় ত্যক্ত ক'রে মারলে।

জ্ঞানদা। হায়, হায়! মেজ বৌ রে, সর্ব্বনাশ হ'ল! মা বুঝি ক্ষেপ্‌লো!

উমা। কৈ রে, সুরেশ আমার কৈ? সুরেশ রে—বাপ রে, তোরে কি আমি পাথর ভাঙ্‌তে পেটে স্থান দিয়েছিলেম! বাবা রে, তুই কি আর ফিরবি! আর কি মা ব'ল্‌বি। তুই যে আমার হারানিধি! আমি বুক চিরে মা কালীকে রক্ত দিয়ে তোরে পেয়েছি। আমার সেই সুরেশ, সুরেশ পাথর ভাঙ্‌ছে! ও মা বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞানদা। কি সর্ব্বনাশ! কি হবে! মেজবৌ, ঝিকে শীগ্‌গির পাঠিয়ে দে, ডাক্তার ডেকে আনুক।

[প্রফুল্লর প্রস্থান।

ও মা, ওঠো মা, অমন ক'চ্ছো কেন? মা, ওঠো মা, ঠাকুরপো আবার ফিরে আস্‌বে, তারে পাথর ভাঙ্‌তে হবে না; আমি টাকা দিয়ে পাঠিয়েছি, তারে পাথর ভাঙ্‌তে হবে না; মা, মা, শুন্‌ছো মা? মা, মা!

উমা। হ্যাঁ মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না মা, আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিও না মা, আমি বাবা এলে যাব, আমি বাবাকে দেখে যাব!

জ্ঞানদা। ও মা, কাকে কি ব'ল্‌ছো? আমি যে তোমার বড়বৌ।

উমা। ওহো-হো-হো! কি হ'ল, কি হ'ল! বাপ রে, সুরেশ রে! ও বাবা, তোমায় ধ'রে রেখেছে বাবা? বাবা, তাই আস্‌তে পারছ না বাবা? তুমি যে মা নইলে থাক্‌তে পার না। আহা হা! হা! কি হ'ল, কি হ'ল! বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়, (মূর্চ্ছা)

নেপথ্যে যোগেশ। পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না,—"রাণী মুদিনীর গলি"।—

(যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ)

ছেড়ে দে শালা, আমি নাচ্‌বো! এই যে বড়বৌ, ও প'ড়ে কে, মা? তুলছো কেন, তুলছো কেন? ঘুমুক্; হয় মদ খাও, নয় ঘুম'ও, বস্। বড়বৌ, তুমি মদ খাও, আমি মদ খাই, পীতাম্বর মদ খাও···

পীতা। বড় মা, এ কি গো?

জ্ঞানদা। আর কি বল্‌বো বাছা, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! এক মাগী এসে মাকে খপর দিয়েছে।

যোগেশ। পীতাম্বর, পীতাম্বর মদ নিয়ে এস, খুব সর্‌গরম হ'ক; খেয়ে প'ড়ে থাকি।

পীতা। বাবু, একেবারে উচ্ছন্ন গেলে? গিন্নী মা যে মূর্চ্ছা গিয়েছেন, দেখ্‌ছো না?

যোগেশ। তোর কি? তুই কেন মূর্চ্ছা যা না।

পীতা। যান্, মাত্‌লামো ক'র্‌বেন না। বড় মা ধরুন্, গিন্নীমাকে বিছেনায় নিয়ে যাই, বড় মা, মাকে বিছেনায় নিয়ে যাই; গিন্নীমা গিন্নীমা—

উমা। কেরে রূপো? ঠাক্‌রুণ এ দিকে আস্‌ছেন নাকি? রান্নাঘরে যাই, রান্নাঘরে যাই।

[উমাসুন্দরী ও তৎপশ্চাৎ জ্ঞানদার প্রস্থান।

নেপথ্যে জ্ঞানদা। ও পীতাম্বর, ও পীতাম্বর, এদিকে এস, এখুনি আছাড় খেয়ে পড়্‌বে।

যোগেশ। কোথা যাস্ শালা? মেয়েদের পেছনে পেছনে কোথা যাচ্ছিস্?

পীতা। যান্ ম'শায়, মাত্‌লামীর সময় আছে।

যোগেশ। চোপ্‌রাও শূয়ার, আমি মাতাল? দেখ্‌, বাড়ীর ভেতর থেকে যা বল্‌ছি; ভাল চাস্‌ তো বাড়ীর ভেতর থেকে বেরোও। শালা, অন্দরে ঢুকে মেয়েদের পেছনে ফির্‌ছো?

পীতা। বাবু, গিন্নীমা যে মরে।

যোগেশ। মরে মরুক্‌, তোর বাবার কি?

নেপথ্যে জ্ঞানদা। ও পীতাম্বর, শীগ্‌গির এস—শীগ্‌গির এস।

পীতা।। যাই মা যাই; যাচ্ছি বড় মা, এখানে এক আপদে ঠেকেছি।

যোগেশ। শালা তবু যাবি? (ইট লইয়া পীতাম্বরকে প্রহার)

পীতা। ওরে বাপ্‌রে! খুন ক'র্‌লে রে, খুন ক'র্‌লে রে!—

যোগেশ। ধর শালাকে! চোর, চোর, চোর—

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবনাথের বাড়ীর ছাদ

সুরেশ ও শিবনাথ

সুরেশ। ভাই শিবনাথ, তুমি আমার মাকে এইখানে নিয়ে এস, আমায় দেখ্‌তে পেলেই তাঁর বাই-রোগ সেরে যাবে, আমি তো এখন সেরেছি।

শিব। তা আনব হে, তুমি এতো মিনতি ক'র্‌ছো কেন ? তোমায় যে বাঁচাতে পার্‌বো, এ আমার মনে ছিল না ; তাহ'লে কি তোমার মাকে রমেশ বাবুর বাড়ী যেতে দিই ? তুমি কিছু ভেবো না, মা রোজ দেখে আসেন ; আর তোমাদের মেজবৌ যে যত্নটা ক'র্‌ছে, তোমায় আর কি বল্‌বো। মা বলেন, অমন বৌ কারুর হবে না।

সুরেশ। শিবনাথ, তোমার ঋণ আমি কখনও শুধ্‌তে পার্‌বো না।

শিব। তুমি ঐ কথা একশোবারই বল। তোমার ধার আমি কখনও শুধ্‌তে পারবো না, তুমি আপ্‌নি জেলে গিয়ে আমার জেল বাঁচিয়েছ।

সুরেশ। ভাই শিবনাথ, তুমি বড়বোর কোন খপর পেলে ?

শিব। না ভাই, আমি সে খপর তো কিছুতেই পেলেম না ; সে যে বাড়ী বেচে কোথায় গিয়ে আছে, আমি অ্যাডভারটাইজ (advertise) ক'রে দিয়েছি, ডিটেক্‌টিভ পুলিস (Detective Police)-কে টাকা দিয়ে খপর নিচ্ছি, আমি আপনি রোজ ঘুর্‌ছি, কিছুতেই কিছু সন্ধান ক'র্‌তে পার্‌ছিনি।

সুরেশ। তারা বোধ হয় বেঁচে নাই ; দাদার কোন খপর পেয়েছ ?

শিব। সে কথা আর তোমায় কি ব'ল্‌বো ! রমেশ বাবু কতকগুলো মাতাল ঠেকিয়ে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে মদ খাচ্ছেন, আর পথে পথে বেড়াচ্ছেন। আমি এত আন্‌বার চেষ্টা ক,রেছি, কিছুতেই বাগ ফেরাতে পারি নি।

সুরেশ। আমাদের সোনার সংসার ছার্‌খার্‌ হ'ল। কি কুক্ষণেই মেজদাদা

জন্মেছিলেন! দাদার এ দশা হবে, আমি স্বপ্নেও জানি নি। কথনও একটা মিথ্যা কথা বলেন নি, কথনও পরস্ত্রীর মুখ দেখেন নি। ভাই রে, যদি ব্যামোতে আমার মৃত্যু হ'ত, সেও ভাল ছিল; আমি বেঁচে উঠে দাদার এই দশা দেখতে হ'লো!

শিব। সুরেশ, কেন আক্ষেপ ক'র্ছ, তুমি সব ফের পাবে; তুমি একটু ভাল ক'রে সেরে ওঠো, আমি টাকা খরচ ক'রে মকর্দ্দমা ক'রবো। তোমার মেজদার জোচ্চুরী আমি বার ক'রে দিচ্ছি। মা ব'লেছেন, বাড়ী বেচ্‌তে হয়, সেও কবুল, তবু যাতে তোমার মেজদা জব্দ হয়, তা ক'রবেন।

সুরেশ। হ্যাঁ হে, পীতাম্বরের কোন খপর পেয়েছ?

শিব। সে চিঠি লিখেছে, শীগ্‌গির আসবে, বড্ড কাহিল আছে, একটু সার্‌লেই আসবে; অমন লোক হবে না। তোমার দাদা মাথায় ইট মেরেছিল, জ্বরে কাঁপ্‌ছে, আমি এত বারণ ক'র্‌লেম, তবু তোমার খালাসের দিন আমার সঙ্গে গেল। আহা, বেচারা রাস্তায় ভির্‌মি গেল, আমি এক বিপদে প'ড়লেম; এ দিকে তোমায় নিয়ে সাম্‌লাব, না তাকে নিয়ে সাম্‌লাব।

সুরেশ। আমার সে সব কিছুই মনে নাই।

শিব। তুমি তিনমাস অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছ, কি ক'রে জান্‌বে।

সুরেশ। দেখ, তিন মাস যে কোথা দে কেটেছে—ভাই, আমার কিছুই মনে নাই। আমার স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়, কে আমায় জেল থেকে নিয়ে এল; তার পর জ্ঞান হ'য়ে দেখি, তোমায় মা কাছে ব'সে, তুমি কাছে ব'সে। ভাই শিবনাথ, আমি জেলে যাবার সময় একবার কোল দিয়েছিলে, আজ একবার কোল দাও; তোমার মত বন্ধু আমার যেন জন্ম-জন্মান্তরে হয়।

শিব। সুরেশ, আমরা বন্ধু নই; মা বলেন, তোরা দু'ভাই। আমার মায়ের পেটের ভাই নাই, তুমি আমার ভাই; আমার পুলিসের কথা মনে পড়্‌লে এখনও গা কাঁপে! তুমি আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে আমায় বাঁচিয়েছ। ভাই সুরেশ, আমি তোমার উপদেশ শুনেছি, আমি শুধরেছি, আমি আর কুসঙ্গে মিশি নি।

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার। সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, তোমার গুণধর ভাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিল,

সুরেশ কেমন আছে? আমি ব'ল্লেম, ম'রে গেছে, খুসী যে! পথে আবার কাঙ্গালে বেটা ধ'রেছে, তারেও ব'লেছি, তুমি ম'রেছ। সে বেটা বিশ্বাস ক'রেছে। তার মাগ বেটী—বেটীই বল আর বেটাই বল, মাথা চাল্‌তে লাগ্‌লো। অমন চেহারা কখন দেখি নি বাবা! মন্‌ষ্টার অব আগ্‌লিনেস্ (Monster of uglinsss)! শিববাবু, তোমার ফ্রেণ্ড্‌কে একটু একটু বেড়াতে বল।

শিব। বেড়াচ্ছে তো, রোজই একটু একটু ছাদে পাইচারী ক'র্‌ছে।

ডাক্তার। একটুর কর্ম্ম নয়; সেরে গিয়েছে তো, সকাল বিকেলে খানিক খানিক বেড়িয়ে আস্‌বে। চল, তিনজনে খানিক বেড়িয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর কম্পাউণ্ডিং রুম

রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণি

কাঙ্গালী। এখন নিশ্চিন্তি, রামরাজ্য ভোগ করুন্। কেমন বাবু ব'লেছিলেম, ও অকালকুষ্মাণ্ড পীতাম্বর, ও ঘোর আহম্মক, ওকে আপনি টাকা দিতে গিয়েছিলেন; পাঁচ হাজার টাকাও লাগ্‌লো না, দু'হাজার টাকাতেই ফৌজদারীতে গ্রেপ্তার ক'রে দিলেম। এখন যাক্, তার পর মকর্দ্দমা যা হয় হবে। ওর জাস্‌তুতো ভাইটে বড় ভদ্রলোক, ওটার মতন নয়। যখন টেনে নিয়ে যায়, সে যে তামাসা! আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বাঁচি নি।

রমেশ। কি রকম, কি রকম?

কাঙ্গালী। সেই তো আপনার দাদা মেরেছিল; বেটা এমনি পাজী, বিছানায় প'ড়ে, জর,—তবুও সুরেশের খালাসের দিন গাড়ী ক'রে চল্ল।

রমেশ। তা তো শুনেছি, তার পর?

কাঙ্গালী। সুরেশও মুদ্দোর, ও-ও মুদ্দোর, কে কাকে দেখে; ও বেটা তো গাড়ীর ভেতর ভির্‌মি গেল, সুরেশও ভির্‌মি যায় যায়—

রমেশ। সেই দিনেই ল্যাঠা মিট্‌তো, চৌরঙ্গীর মাঠ না পেরুতে পেরুতে মারা যেতো, কোত্থেকে শিবে বেটা জুট্‌লো।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, ঐ এক বেটা চামার! বেটা দু'জনকে মুখে জল দিয়ে বাতাস ক'রে, বাড়ী নিয়ে গেল।

জগ। হুঁ হুঁ, আমি তো বলেছিলেম যে, শিবেকে চটাস নি, হাতে রাখ্, তা হ'লে তো এ কাজ হয় না। সুরেশটা হাঁসপাতালে প'চ্‌তো। সকলকে হাতে রাখা ভাল, সকলের সঙ্গে মিষ্টি কথা বলা ভাল। ঐ যে তুই মদনাকে পাগল ব'লে অগ্রাহ্য ক'রেছিলি, কত বড় কাজটা পেলি বল্ দেখি? পাগল পাগল ব'ল্‌লে হয় না, দলিলের বাক্স তুই চুরি ক'ত্তে পারৃতিস্, না আমি পারৃতেম? বড়বৌটা যে খাণ্ডারণী, তোকে জায়গা দিতো, না আমায় জায়গা দিতো?

কাঙ্গালী। পাগ্‌লাটা খুব হুঁসিয়ার, কেমন সন্ধান ক'রে ক'রে, সিন্ধুক ভেঙে নিয়ে এসেছে।

জগ। রোজ কেন ওর কাছে যেতেম, এই বোঝ। রমেশ বাবু, তুমি উকিলই হও আর যেই হও, আমার বুদ্ধি একটু একটু নিও। বেটা ছেলে, ভয়েই সারা হও, মিছে ডিক্রী ক'রে যদি তোমার দাদাকে না ধর, তা না হ'লে কি তোমাদের বৌ হাজার টাকায় বাড়ী বেচে? গেছলো গেছলো দলিল চুরি, রেজেষ্টারি আপিসে তো নকল পেতো।

রমেশ। বাবা! তুমি তো মেয়ে নও, পুরুষের কান কাট। মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রী ক'রে দাদাকে ওয়ারিণ ধরান, আমার বুদ্ধিতে আস্‌তো না, বুদ্ধিতে এলেও সাহস হ'ত না। যদি ফল্‌স পারসনিফিকেশন (false personification)-এর চার্জ্জ আন্‌তো, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হ'ত।

জগ। চার্জ্জ আন্‌লেই হ'ল? তবে পয়সা খরচ ক'রে মাতাল লাগিয়েছ কি ক'ত্তে? পয়সা খরচ ক'রে মদ দিচ্চ কি ক'ত্তে? দিনে রেতে চোখ চাইতে পারৃলে তো আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে, তবে তো চার্জ্জ আন্‌বে।

রমেশ। আচ্ছা, বড়বৌ বাড়ী বেচে টাকা দেবে, কি ক'রে ঠাওর পেলে?

জগ। আমরা সব এক আঁচড়ে মানুষ চিনি; ওরা সব পতিপ্রাণা, পতিপ্রাণা!

কাঙ্গালী। বাড়ীটের খুব দর হ'য়েছিল, যদি দলিলগুলো হাত না হ'ত, ফ্যাঁসাদে ফেলেছিল; হাতে কতক টাকা পেতো। তোমাদের বড়বৌ

যে দস্তি, স্বচ্ছন্দে মকর্দ্দমা চালাতো। আপনার ঠেঁয়ে দলিল দে'খে খদ্দের বেটা ভারি দম্ খেয়ে গেল।

জগ। তা নইলে বাড়ী হাজার টাকায় বাগাতে পার্‌তেন না; পাগ্‌লাকে দিয়ে তো দলিল আনিয়েছি, আরও কি কাজ করি দেখ। বড়বৌ মনে ক'রেছে, চোরে চুরি ক'রেছে, পাগ্‌লার পেটে পেটে এত, তা ধ'ত্তে পারে নি। এখনও আন্দাজ হয়, মাগীর হাতে দু'তিনশো টাকা আছে, আর মদে খরচ ক'রো না, মদ বন্ধ ক'রে দাও, ঘরের টাকায় টান পড়ুক। ব্যাঙ্কের টাকা তো আটক হ'য়েছে?

রমেশ। সে আমি এড্‌মিনেষ্ট্রেটার জেনারেল (Administrator General)-এর হাতে দিয়েছি, ব্যাপারীর টাকা পেমেণ্ট ক'রে বাকী টাকা হাতে নিয়েছে, সে এখন বিশ বাঁও জলে! পীতাম্বরে যখন ধরা পড়েছে, আমি আর কিছু ভাবি নি।

জগ। হ্যাঁগা, ও সাহেবটাকে হাত ক'র্‌লে কি ক'রে?

রমেশ। ওরা তো তাই চায়, আস্‌তে কাটে, যেতে কাটে। দরখাস্ত ক'র্‌লেম, আমাদের যৌত টাকা, একজন মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে, পীতাম্বরে আপত্তি ক'রেছিল।

কাঙ্গালী। আর ধরাই প'ড়ে গেল, কে বা আপত্তি করে, "চাচা আপন বাঁচা"; তবে ও টাকার বড় কিছু পাওয়া যাবে না, একবার এড্‌মিনেষ্ট্রেটার (Administrator)-এর গর্ভে গেলে আর কিছু বা'র হয় না।

রমেশ। তা কি ক'র্‌বো, সব দিক্ সাম্‌লান ভার। ও টাকায় আর তেমন লোভ ক'র্‌লুম না, শেষ যা হয়, দেখা যাবে; এখন নগদ টাকা হাতে পড়্‌লে মকর্দ্দমা চল্‌তো, শুধু আমার ভয় পীতাম্বরে বেটাকে।

কাঙ্গালী। সে ভয় ক'র্‌বেন না, সে ভয় ক'র্‌বেন না। বেটাকে যখন ফৌজদারীতে ধ'র্‌লে, তখন বেটা মরণাপন্ন। ঐ শিবে বেটা ডাক্তার এনে আপত্তি ক'র্‌লে যে, পথে মারা যাবে। ওর জাসতুতো ভাই, দেখ্‌লেম ভারি ভদ্রলোক, হেড কন্‌ষ্টেবলকে টাকা গুঁজে ব'ল্লে যে, মারা যায়, আমার দায়, তুমি নিয়ে চল। চার্জ্জটি তো যে সে দেয় নি!

জগ। কি মকদ্দমাটা, আমায় তো একদিনও বল্লিনি, এর ভাল মন্দ বুঝ্‌বো কি ক'রে? মনে করিস্ আমি মেয়েমানুষ, তোরা পুরুষ, ভারি বুদ্ধি

তোদের! এই যাই দুটো কাটাতে পার্‌তেম তো বুঝ্‌তেম, কোথায় কে পুরুষ, কার কত ছাতি। পোড়া ভগবান্ যে মেরেছে, কি কর্‌বো।

রমেশ। রূপসি, তুমি সব পার।

জগ। কি কেশ্ (case)-টা ক'রেছিস্ শুনি ?

কাঙ্গালী। ঐ যে ছোট একখানা তালুক ক'রেছিল না? কিছু টাকা দিয়ে এক বেটা ডোমকে আদমারা ক'রে, ওর জাস্‌তুতো ভাই ফৌজদারী বাধিয়েছে, যে উনি নায়েবকে হুকুম দিয়ে মেরেছেন।

জগ। এই তো কাঁচিয়েছিস্, যাকে মেরেছে, সেই ওর হ'য়ে সাক্ষী দেবে; ওর জাস্‌তুতো ভাই প্যাঁচে পড়্‌বে।

কাঙ্গালী। আরে, সে টাকার লোভে ইচ্ছে ক'রে মার্ খেয়েছে, ঠিক্‌ঠাক সাক্ষী দেবে। আর যে অবস্থায় তাকে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে গেল, হয় তো পথেই মারা যাবে।

জগ। বটে, বটে, মফঃস্বলের লোক এমন! আহা হা হা। তারাই সুখী, তারাই সুখী! আমিও এ বুদ্ধি ক'রেছিলেম; কেমন বল্ পোড়ারমুখো, বলিনি যে, শিবকে জব্দ ক'ত্তে চাস, মাথায় লাঠি মেরে পুলিসে গে দাঁড়া, আপনি না পারিস্, আমি মারছি, তা তুই রাজী হ'লি কৈ ?

রমেশ। সুরেশের খবর কিছু শুনেছ ?

কাঙ্গালী। কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি; যে ডাক্তারটা দেখ্‌ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেম, সে বল্লে, আজ তিন দিন ম'রেছে; কিন্তু জগা বলে, আমার বিশ্বাস হয় না।

রমেশ। আমায়ও ডাক্তার বেটা ব'ল্লে, কিছু ভাব বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি।

জগ। ও মিছে কথা, আমি ডাক্তার ব্যাটার মুখ দেখেই বুঝেছি। কারুকে বিশ্বাস ক'রে কোন কাজ কর্‌বে না। এখন ধর, ও বেঁচেই আছে। আমার আর একটা বুদ্ধি নাও—আজই হ'ক, কালই হ'ক, আর দু'দিন বাদেই হ'ক, তোমাদের বড়বৌকে আর যেদোকে এনে বাড়ীতে পোরো।

কাঙ্গালী। কেন, তাদের এনে ফল কি ?

রমেশ। না না, ঠিক বল্‌ছে, এখনও সব দিক্ মেটে নি, কেউ যদি বড়বৌকে হাত ক'রে মকর্দ্দমা চালায়, সে এক ফ্যাসাদ হবে।

জগ। আরও আছে, এই ডাক্তারখানাটা রয়েছে, এতে কোন্ অষুধটা নেই? বল যদি, কিছু কাজই হ'ল না, ডাক্তারখানা রেখে লাভ?

রমেশ। ও কি কথা রূপসি!

জগ। ক্রমে বুঝ্‌বে, ক্রমে বুঝ্‌বে, আগে বাড়ী নিয়ে এস।

রমেশ। তারা কোথা আছে? বাড়ী বেচে রাতারাতি কোথায় উঠে গেল, তা তো সন্ধান ক'ত্তে পারি নি।

জগ। সে সন্ধান আমি ক'র্‌বো।

রমেশ। যাক্ পাঁচ কথায় কেটে গেল, একটা কাজের কথা হ'ক্,—তোমার ভাগ্‌নেকে শিখিয়ে রেখো, কাল এসাইনমেণ্ট রেজেষ্টারি (assignment registry) ক'রে নেব, রেজেষ্ট্রারটা ভারি বজ্জাত, সব খুঁটিয়ে না জেনে রেজেষ্টারি করে না, ভাল ক'রে শিখিয়ে রেখো।

কাঙ্গালী। আপনিই কেন শেখান না, সে এখানে রয়েছে। ওরে ভজা! ভজা! ম'রেছে, পড়্‌লো কি ঘুমুলো, ঘুমুলো কি ম'লো! ওরে ভজা!

(ভজহরির প্রবেশ)

ভজ। মর্ ঘুমুতে দেবে না, একটু যদি চোক বুজেছি,—ভজা ভজা, ভজা! ভজা যেন ওর বাপের খান্‌সামা।

জগ। ভজহরি, বাবা! কা'ল তোমায় রেজেষ্টারি আফিসে যেতে হবে।

ভজ। কুচ পরোয়া নেই, যাওয়েঙ্গে!

রমেশ। যখন রেজেষ্ট্রার জিজ্ঞাসা কর্‌বে যে, তুমি কি কাজ কর? তুমি বল্‌বে, তুমি জমীদার, সপ্তচর পরগণা তোমার জমীদারী। নাম বল্‌বে, মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া।

ভজ। জমীদার মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া রায় বাহাদুর।

রমেশ। না না, রায় বাহাদুর ব'লো না।

ভজ। খালি জমীদারী দিয়া? কুচ পরোয়া নেই, আজ রাত্‌কা ওয়াস্তে রূপেয়া লেয়াও।

কাঙ্গালী। কাল একেবারে টাকা পাবি।

ভজ। মামা, আমায় কচি ছেলে পেলে নাকি? রোজ রোজ টাকা চাই তবে এ কাজ হবে।

রমেশ। আচ্ছা, এই দু'টাকা নাও।

ভজ। কেয়া, জমীদারকা সাম্‌নে দো রোপেয়া নজর লেয়ায়া? তা হ'চ্ছে না, নিদেন ষোলটা টাকা আজ রাত্রে চাই। এই ধর না, পাঁটা একটা আড়াই টাকা, দু টাকার একটা মদ, আট টাকার কম একটা হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষ হবে না, এই তো ফুটকড়াই হ'য়ে গেল। ষোলটা টাকা বা'র কর, আর মামা মামীকে যা দাও, তা আলাদা,—তবে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া! তা নইলে বাবা যে ভজহরি; সেই ভজহরি! পোষাক, ঘড়ী-ঘড়ীর চেন, হীরের আংটী তো তোমায় দিতেই হবে, আমি খালি গোঁপে তা দিয়ে থাক্‌বো, বোধ হয়, এ থেকে এক পোয়া আতর নিতে পারি।

রমেশ। আচ্ছা, চারটে টাকা নাও।

ভজ। চার টাকার মতনও কাজ আছে; রামেশ্বর, বদ্দিনাথ সাজ্‌তে বল, দু'টাকাই বায়না নিচ্ছি। মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীদার, ষোল রূপেয়া নজর লেয়াও।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, আটটা টাকা নে।

ভজ। বকো মৎ বেকুব, হাম নিদ যায়, জমীদারকা সাত হড়্‌বড়াতে হো?

রমেশ। আচ্ছা আমার সঙ্গে এস, আমি ষোল টাকাই দিচ্ছি।

ভজ। এ তো বায়না, আসলের বন্দোবস্ত কি বলুন? আমি বেশী চাই নি, লক্ষ্ণৌয়ের পুঁটীয়া ব'লে আমার একটা মেয়েমানুষ আছে, সে বেটী টাকার জন্যে আমায় তাড়িয়েছে, শ-দুই টাকা নইলে ফের ঢুক্‌তে পার্‌বো না, এই দুশো, রেল ভাড়া, আর আমায় কি দেবে?

রমেশ। আচ্ছা, তার জন্য আটক খাবে না।

ভজ। জমীদারীর চাল-চুল সব ঠিক পাবেন, মোচ্‌মে তা চড়ায়গা এসাই, পায়ের ফেলেগা এসাই, বাত করেগা হোঁ হোঁ, যেসাই বেকুবি মাঙ্গো ওত্তাই বেকুবি হ্যায়। গাধ্‌ধাকা মাফিক কলম পাক্‌ড়েগা উল্টা, কাগজ উল্টাবি লেলেগা, জমীদার লোক যেসা বেকুব হোতা, ওসাই বন্‌ যাগা, কুচ পরোয়া নেই, রোপেয়া লেয়াও।

রমেশ। তোমায় যে গোটাকতক কথা শেখাব। (টাকা প্রদান)

ভজ। বাবু, আজ রাত্রে মদটা ভাঙ্‌টা খাবো, সব কথা কি মনে থাক্‌বে, কাল টাট্‌কা টাট্‌কা ব'লে দেবেন, কাজ ফতে ক'রে দেব,—বস্‌!

[ভজহরির প্রস্থান।

রমেশ। এ ছোকরা চালাক আছে।

কাঙ্গালী। তা খুব!

জগ। বাবা, আমাদের বন্দোবস্ত কি ক'ল্লে? একখানা বাড়ী আর দশ হাজার টাকা লিখে দিতে চেয়েছ, সেটাও অমনি এক সঙ্গে সেরে ফেল্লে হয় না?

রমেশ। তার জন্য ভাবনা নাই, তার জন্য ভাবনা নাই, সে হবে, হবে।

[রমেশের প্রস্থান।

জগ। ষ্টুপিড্‌কে এত দিন ধ'রে যে বল্‌ছি, বাড়ীখানা লিখে নে, হাতে থাকৃতে থাকৃতে কাজ গুছিয়ে নে, কাজ রফা হ'য়ে গেলে তোমার মুখে ঝাড় দিয়ে বিদায় ক'রবে।

কাঙ্গালী। না, তার যো কি; আজ না হয় কা'ল, কদ্দিন ভাঁড়াবে?

জগ। আচ্ছা, দেখি আর দিন কতক, তোর বুদ্ধি শুনেই চলি; যদি ফাঁকি পড়ি, তোকেও ধরিয়ে দেব, ওকেও ধরিয়ে দেব, আমি বাদশাজাদীর সাক্ষী হব, তা না হয়, ক'জনেই জেলে যাব; খেটে মর্‌বো। বুদ্ধি দেব আর ফাঁকে পড়্‌বো, সে বান্দা আমি নই; তুই ষ্টুপিড্ তখন দেখ্‌বি। ভজার ঘটে যা বুদ্ধি আছে, তোর তা নাই।

কাঙ্গালী। আরে ঠকাবে না ঠকাবে না।

জগ। আমি তোমাদের দু'জনকে বাঁধিয়ে দেব, এই আমার কথা। বিধাতা মরে না, দেখতে পেলে তার মুখে আগুন জ্বেলে দিই! এমন গোঁয়ার মুখ্যুর সঙ্গে আমায় জুটিয়েছে! আমার কতক যুগ্‌গি রমেশ।

কাঙ্গালী। চল্ চল্, ক্ষিদে পেয়েছে।

জগ। পিণ্ডি খাবি যা, আমি চল্লুম মদনমোহনের বাড়ী, আজ শুনেছি কি ভাল দিন আছে, দেখি যদি বৌটা মদনমোহন দেখ্‌তে যায়, তা হ'লে পেছু পেছু গিয়ে বাসার সন্ধান কর্‌বো, নয় তো আবার কাল ভোরে গঙ্গার ঘাট খুঁজতে হবে।

কাঙ্গালী। আচ্ছা ওদের খুঁজ্জিস্ কেন? তারা যেখানে হয় থাকুক না, তোর কি?

জগ। এ কাজটা চল্লিশ হাজার টাকার কাজ, তুই কি বুঝবি? আমি যা খুসী করি, তুই বকাস্ নি।

কাঙ্গালী। যা মর্‌গে যা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভগ্ন-গৃহ

যোগেশ ও জ্ঞানদা

যোগেশ। কি বাবা, এখানে পালিয়ে এসেছ? আমার সঙ্গে লুকোচুরি,—কেমন ধরেছি? ভালমানুষের মতন চাবিটি বা'র ক'রে দাও, আজ দুদিন আর বেটারা মদ খেতে দেয় না।

জ্ঞানদা। তুমি আবার কি কত্তে এসেছ? ছেলেটা কি ক'রে উপোস ক'রে মর্‌ছে, তাই দেখতে এসেছ?

যোগেশ। আমি কিছু দেখতে শুন্‌তে আসি নি, মদ ফুরিয়েছে, মদ চাই, টাকা বা'র ক'রে দাও, সুড় সুড় চ'লে যাচ্ছি। কারুর মুখ দেখতে চাই নি, কারুকে মুখ দেখাতে চাই নি, ঢুকু ঢুকু মদ খেতে চাই, বস্!

জ্ঞানদা। তোমার একটু লজ্জা হয় না? মাগছেলে অন্নাভাবে মরে, যার বাড়ী ভাড়া, সে আজ বাদে কাল ভাড়ার জন্যে তাড়িয়ে দেবে; বাড়ী বেচা তিনশো টাকা ছিল, তা চুরি করে নিয়ে গিয়েছ, আর কোথায় কি পাব, কি নিতে এসেছ? ধিক্ তোমায় ধিক্!

যোগেশ। ধিক্ একবার—ধিক্ লাখবার! আমাকে ধিক্, তোমাকে ধিক্, মাকে ধিক্, যেদোকে ধিক্, আর যে যে আছে, সবাইকে ধিক্, ধিক্ ব'লে ধিক্, ডবল ধিক্! কেমন বাবা, ধিকের ওপর দিয়েই একটা ছড়া বেঁধে দিলেম। নাও, বাপের সুপুত্র হ'য়ে বাক্সটি খোলো।

জ্ঞানদা। ওগো, একটু হুঁস কর; কোথায় দাঁড়াব, তার স্থল নাই। আগামী বাড়ী ভাড়া দেবার কথা, দিতে পারি নি, কখন্ তাড়িয়ে দেয়, ছেলেটা আধ পয়সার মুড়ি খেয়ে আছে, তোমার কি দয়া-মায়া নাই? পাখীতেও যে ছেলের আদার যোটায়। ঘরে চাল নাই, এখনি যেদো ক্ষিদে পেয়েছে ব'লে আস্‌বে, তুমি টাকা চাইতে এসেছ, তোমার লজ্জা নাই?

যোগেশ। বড় লম্বা লম্বা কথা ক'চ্ছো যে? কিসের লজ্জা! লজ্জা থাক্‌লে কেউ জুচ্চুরি করে? লজ্জা থাকলে কেউ মদ খায়? লজ্জা থাকলে কেউ ভিক্ষা করে? আজ তিন দিন ভিক্ষা ক'রে মদ খাচ্ছি, একটা ছোলা দাঁতে

কাটি নি, একটা পয়সার জন্য রাস্তার লোকের কাছে হাত পাতছি, আবার লজ্জা দেখাচ্ছ? তবে আর কি, কিসের লজ্জা? নিয়ে এস, টাকা নিয়ে এস!

জ্ঞানদা। বকো, আমি চল্লেম।

যোগেশ। যাবে কোথা? টাকা বা'র কর, না বা'র ক'ত্তে পার, চাবি দাও, আমি বা'র ক'রে নিচ্ছি; ঐ যে বাক্স রয়েছে, আমি ভেঙ্গে নিতে পারবো।

জ্ঞানদা। কি কর, কি কর? আজ যে ভাড়া দিতে হবে, নইলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমি বাসন বাঁধা দিয়ে তিনটে টাকা এনেছি, দুটি ঘর ভাড়া ক'রে আছি, দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে, রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

যোগেশ। তা আমার কি? কেউ আমার মুখ চেয়েছিলে? কেউ আমার মুখ চাচ্ছ? আমি এই যে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছি; বিষয় চিনেছিলে, বিষয় নিয়ে থাক। কেমন ঠকিয়ে নিয়েছে! হা, হা, হা! ছেড়ে দাও বল্‌ছি—

জ্ঞানদা। ওগো, একটু বোঝ, তোমার পায়ে পড়ি, একটু বোঝ।

যোগেশ। ছেড়ে দাও বল্‌ছি, ভাল চাও তো ছেড়ে দাও, নইলে খুন করবো।

জ্ঞানদা। খুন ক'রবে কর, আপদ চুকে যাক্।

যোগেশ। বটে রে হারামজাদী! (পদাঘাত)

জ্ঞানদা। ও বাবা রে!

যোগেশ। এখনও ছাড়্‌লি নি? ছাড় হারামজাদী—ছাড়।

[গলাধাক্কা দিয়া বাক্স লইয়া প্রস্থান।

(বাড়ীওয়ালীর প্রবেশ)

বাড়ী-। ওগো বাছা, ভাড়া দাও। ওগো, কথা কচ্ছো না যে? বাছা, ভাল চাও তো ভাড়া দাও—নইলে আমি আর বাড়ীতে জায়গা দিতে পারবো না। আমি পতিপুত্রহীন, এই ঘর-দুটি ভাড়া দিয়ে খাই—ও মা, তুমি কেমন ভালমানুষের মেয়ে গা? যেন কে কাকে বল্‌ছে; রাজরাণী শুয়ে ঘুমুচ্ছেন; ও মা, এ যে সিঁটকে মিটকে রয়েছে, মৃগী রোগ আছে নাকি। ও মা, এমন লোককে ভাড়া দিয়েছি, খুনের দায়ে প'ড়্‌বো নাকি!

জ্ঞানদা। ও মা!

বাড়ী-। কি গো কি, তোমার কি হয়েছে?

জ্ঞানদা। কিছু হয় নি বাছা।

বাড়ী-। না হয়েছে নেই নেই, এক দিনের ভাড়া দিয়ে তুমি উঠে যাও; কোন্ দিন দাঁত ছিরকুটে মরে থাকবে আমার হাতে দড়ি পড়বে।

জ্ঞানদা। মা, আমার হাতে কিছুই নেই, আমার ছেলে আসুক, নিয়ে চ'লে যাব।

বাড়ী-। হ্যাঁ গা, তুমি কেমন জোচ্চোরণী গা? এই যে থালা ঘটী বাঁধা দিয়ে ধার ক'রে নিয়ে এলে, আমার ভাড়া দাও বাছা, ভাড়া দিয়ে চ'লে যাও, জুচ্চুরীর আর জায়গা পাওনি?

জ্ঞানদা। ওমা, আমি যা এনেছিলেম, চোরে নিয়ে গেছে, ঘটী বাটী যা আছে, তুমি বেচে নিও, আমি ছেলেটি এলেই চ'লে যাচ্ছি।

বাড়ী-। ও মা, ঘটী বাটী তো ঢের, ভ্যালা জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলেম; তাই চ'লে যেয়ো বাছা, চ'লে যেয়ো।

[বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান।

(যাদবের প্রবেশ)

যাদব। মা, তুমি কাঁদছো কেন?

জ্ঞানদা। যাদব চল্, এখানে আর আমরা থাকবো না।

যাদব। কোথা' যাব মা?

জ্ঞানদা। কালীঘাটে যাব, চ' যাবি?

যাদব। ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত খেয়ে যাব।

জ্ঞানদা। না, সেইখানে গিয়ে খাবে।

যাদব। আজ ভাত কি নেই?

জ্ঞানদা। না, আজ রাঁধি নি।

যাদব। পথে চল্‌তে পার্‌বো না, বড্ড ক্ষিদে পাবে; আর এক পয়সার মুড়ি কিনে দিও।

জ্ঞানদা। হা ভগবান, অদৃষ্টে এই লিখেছিলে! ভিক্ষে ক'ত্তেও যে জানি নি, কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব?

(প্রফুল্লর প্রবেশ)

যাদব। কাকীমা এয়েছে, কাকীমা এয়েছে—

প্রফুল্ল। দিদি! যাদব, যা তো, এই সিকিটে নিয়ে যা, খাবার কিনে আন্, আমরা খাব।

যাদব। ও মা, দেখ মা দেখ, খাবার কিনে আনি গে মা।

জ্ঞানদা। যাও বাবা, যাও।

[যাদবের প্রস্থান।

প্রফুল্ল। দিদি! তোমার এমন দশা হয়েছে দিদি?

জ্ঞানদা। মেজবৌ, তুমি কেমন ক'রে এলে?

প্রফুল্ল। আমায় পাঠিয়ে দিলে;—ব'ল্লে, তোমাদের বড় দুঃখ হ'য়েছে, ওদের নিয়ে আয়। দিদি, এখন আমি মিছে কথা শিখেছি, আমি নিয়ে আসছি ব'লে এসেছি কিন্তু তোমাদের নিয়ে যাব না; কি তার মতলব আছে। আমি তোমাদের বল্‌তে এসেছি, নিতে এলে খবরদার যেয়ো না। সেই ডাইনী মাগী আর এক মিন্সে ডা'ন, "যেদো যেদো" ব'লে কি ফুস্‌ফুস্ করে, আমার বুক শুকিয়ে যায়; খবরদার দিদি, তোমাদের নিতে এলে যেয়ো না!

জ্ঞানদা। বোন্ তোমার কাছে আমার একটি মিনতি আছে, তুমি একদিন যাদবকে পেট ভরে খাইয়ে পাঠিয়ে দিও, তারপর আমি গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো। একদিন যদি পেট ভ'রে খাওয়াতে পারি, আমি ওকে মেরে ফেলে জলে গিয়ে ডুবি। আজ তিনদিন এক বেলাও পেট ভ'রে দিতে পারি নি। রাত্রে একটু ফেন খাইয়ে শুইয়ে রাখি। বোন্ আমার আর কিছু ক্ষোভ নাই। আমি মহাপাতকী, কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলেম, তাই এ দশা হয়েছে; কিন্তু দুধের ছেলে ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্ করে, এ যাতনা আর দেখ্‌তে পারি নি, আজ আমাকে বা'র ক'রে দিয়েছে, ভাড়া দিতে পারি নি, রাখ্‌বে কেন? মনে করেছিলেম, ভিক্ষা ক'রে দুটি খাইয়ে জলে গিয়ে উল্‌বো; আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি এলে।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কেঁদো না, আমার এ গহনাগুলি নাও, এই বেচে কিনে চালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌তুম, মাকে দেখ্‌বার কেউ নাই, না

খাইয়ে দিলে খায় না, কি করবো, আমায় ফিরে যেতে হবে। তুমি এগুলি নাও, আমি আবার এসে যেখান থেকে পাই, টাকা দিয়ে যাব।

জ্ঞানদা। বোন্, তোমার গহনা নিয়ে আমি কি করবো? এ তো থাকবে না, আমার স্বামী আমার শত্রু! সে দিন বাড়ীবেচা তিনশো টাকা বাক্স ভেঙ্গে চুরি ক'রে নিয়ে গেল; আজ বাসন বাঁধা দিয়ে ঘর-ভাড়ার টাকা এনেছিলেম, লাথি মেরে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কি আমায় পর ভাব্‌ছো? আমি তোমার পর নই, আমি তোমার সেই ছোট বোন্; আমার পেটের ছেলে নাই, যাদব আমার ছেলে, আমার যা আছে, সব যাদবের। আমি যাদবের জিনিস যাদবকে দিচ্ছি, তুমি কেন নেবে না দিদি?

জ্ঞানদা। মেজবৌ, পর ভাবি নি, আমি কি ছিলেম, কি হয়েছি! আমার বাড়ীর যে সব সামগ্রী কুকুর-বেড়ালের খেয়ে অরুচি হ'য়েছে, সে আমার যাদব খেতে পায় না, যে স্বামী আমার মুখে রোদের আঁচ লাগ্‌লে কাতর হ'ত, সে আমায় লাথি মেরে ফেলে গেল; যে কাপড়ে সলতে পাকাতুম, সে কাপড় যাদবের নেই; কখনও চন্দ্র সূর্য্য মুখ দেখে নাই, আজ নিরাশ্রয় হয়ে পথে চলেছি—

(যাদবের পুনঃ প্রবেশ)

যাদব। কাকীমা, কাকীমা, বাবা হাত মুচ্‌কে সিকি কেড়ে নিয়ে গেল!

জ্ঞানদা। দেখ বোন্—দেখ, আমার অদৃষ্ট দেখ! আমি কোথায় যাব, স্বামী কার শত্রু হয়? ভগবান্ কেন আমার এ পেটের বালাই দিয়েছেন, আমার কি মরণ নাই?

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? অমন কচ্ছো কেন?

জ্ঞানদা। কে জানে ভাই, আমার শরীর কেমন ক'চ্ছে, আমি কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। (উপবেশন)

(বাড়ীওয়ালীর পুনঃ প্রবেশ)

বাড়ী-। হ্যাঁ গো, এখনও ঘরে রয়েছ, এখনও বেরোও নি?

প্রফুল্ল। কে মা তুমি? তোমার কি এই বাড়ী? তুমি কি ভাড়ার জন্য বল্‌ছো? কত ভাড়া হ'য়েছে বল, আমি দিচ্ছি।

বাড়ী-। এ তোমার কে গা ?

প্রফুল্ল। আমার জা।

বাড়ী-। আহা, তোমার জা, ওর এমন দশা কেন গা ?

প্রফুল্ল। ওগো বাছা, সে ঢের কাহিনী! তুমি আমার মা, আমার দিদিকে আর ছেলেটিকে যদি যত্ন কর, তুমি বাছা যা চাও, আমি তাই দিই।

বাড়ী-। হুঁ হুঁ, বড়লোকের ঘরের মেয়ে, তা বুঝ্‌তে পেরেছি। কি কর্‌বো বাছা, কড়ি নেই, এই ঘর দুটি ভাড়া দিয়ে খাই, তা নইলে কি ভালমানুষের মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিই।

প্রফুল্ল। তা বাছা, তুমি এই হারছড়া রাখ, এই বাঁধা দিয়ে খরচপত্র চালিও; আমার সঙ্গে এস, আমি আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দেব, টাকা ফুরুলেই এক একখানা গহনা দেব, তুমি বেচে চালিও।

বাড়ী-। হ্যাঁ বাছা, আমার কাছে কেন রেখে যাচ্ছ ? তোমাদের বাড়ী কেন নিয়ে যাও না, আমি কোথায় গহনা বাঁধা দেব, কে কি বল্‌বে, আমি কাঙ্গাল মানুষ, আমি অত পার্‌বো না।

প্রফুল্ল। ওগো, বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই। আচ্ছা, তোমায় আমি টাকা দেব।

বাড়ী-। বাছা, আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি, তুমি ভাড়া দেও বাছা; তোমার দিদির কাছে টাকা দিয়ে যাও, এনে নিয়ে দিতে হয়, আমি দিতে পার্‌বো।

জ্ঞানদা। মেজবৌ, বোন্ তুমি কেন অমন ক'চ্ছো ? আমার দিন ফুরিয়েছে, আমি আর বাঁ'চ্‌বো না, যেদোর যদি কিছু ক'ত্তে পার, দেখ।

যাদব। কেন মা, কেন তুই বাঁচ্‌বি নি ? ও মা, বলিস্ নি মা, আমার ভয় করে।

জ্ঞানদা। মেজবৌ, প'ড়ে গিয়ে বুকে লেগেছে, আমার দম আট্‌কাচ্ছে।

প্রফুল্ল। ওগো বাছা, তুমি একজন ডাক্তার আন না।

বাড়ী-। না বাছা, আমি কব্‌রেজ ডাক্‌তে পার্‌বো না। ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না, তোমাদের খুন বিদায় কর। ও মা, মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌ছে যে গো, ওঠো গো ওঠো; ম'ত্তে হয় রাস্তায় গিয়ে মর।

প্রফুল্ল। হ্যাঁগা বাছা, তোমার দয়া নাই ? মানুষ মরে, তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

বাড়ী-। না বাছা, আমার দয়া-মায়া নাই। ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না, আমি ভাড়া চাই নি বাছা—তোমরা বিদায় হও।

প্রফুল্ল। ও বাছা, তুমি যা চাও, তাই দিচ্ছি, তাড়িও না বাছা!. আমি তোমায় সব গহনা দিয়ে যাচ্ছি।

বাড়ী-। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার গয়না নিয়ে আমি বাঁধা যাই।

প্রফুল্ল। কোথায় নিয়ে যাব, কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

জ্ঞানদা। মেজবৌ, তুই ভাবিস্ নি, আমি সেরে উঠেছি, আমার গা ঝিম্ ঝিম্ ক'চ্ছিল, সেরে গিয়েছে, তুই বাড়ী যা।

প্রফুল্ল! দিদি, কি হবে দিদি? কই দিদি, তুমি তো সার নি, তুমি যে এখনো কাঁপ্‌ছো।

জ্ঞানদা। না বোন্, তোর ভয় নেই, আমার অমন হয়, ঠাকরুণ পাগলমানুষ একলা আছেন, তুই দেখ্‌গে যা; তোর ঠেঁয়ে যদি টাকা থাকে, আমায় দিয়ে যা।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, সেরেছ তো? আমি তবে যাই, এই নাও; (টাকা দিয়া) তবে আসি দিদি। আমি পাল্কীর বেহারাদের দিয়ে তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেব, সর্দ্দারকে ব'লে দেব, তোমার রোজ খবর নেবে।

জ্ঞানদা। এস বোন্, এস।

[প্রফুল্লর প্রস্থান।

বাড়ী-। হ্যাঁগা, তুমি চোখ্ টিপ্‌লে যে? ওকে তো বিদায় ক'ল্লে, আমি বাছা তোমায় রাখ্‌তে পার্‌বো না।

জ্ঞানদা। আমি যাচ্চি মা, তোমায় কি ভাড়া দিতে হবে?

বাড়ী-! আমি এক পয়সা চাই নি বাছা, তুমি বিদায় হও।

জ্ঞানদা। এই নাও একটি টাকা নাও, আমি পাঁচ দিন এসেছি; তুমি যাও, আমি বাসন-কোসন নিয়ে বেরুচ্ছি।

বাড়ী-। নাও, শীগ্‌গির নাও, ঐ ধোপা-পাড়ার ভেতর খোলার ঘর আছে, সেইখানে গিয়ে থাক' গে।

[বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান।

জ্ঞানদা। যাদব,—যাদব, কাঁদিস্ নি—চল্। মা ভগবতি! তোমায় মনে

এই ছিল মা? আশ্রয়হীন ক'ল্লে? শরীরে বল নাই, রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে পথে প'ড়ে ম'রে থাকবো, মুদ্দফরাশে টেনে ফে'লে দেবে, এ অনাথ বালক কোথায় যাবে? লক্ষ্মীর কথায় শুনেছিলেম, আপনার ছেলেকে খাওয়াবার জন্যে সাপ রেঁধেছিল, আমারও তাই ইচ্ছে হ'চ্ছে, আমি ম'লে এর দশা কি হবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রমেশের ঘর

রমেশ ও জগমণি

রমেশ। প্রফুল্ল আন্‌তে পার্‌লে না।

জগ। আমার ওকে আর বিশ্বাস হয় না, ও তেমন শাদাটি আর নেই। আমি যোগাড় ক'রে রেখেছি, মদনাকে তার বাড়ীর দোর-গোড়ায় পাহারা রেখেছি, ছেলেটা বেরুবে আর ভুলিয়ে নিয়ে আস্‌বে। ছেলে হাতে হ'লেই হ'ল, বৌকে তো আর দরকার নাই।

রমেশ। বৌকে দরকার আছে বৈ কি। পীতাম্বরে বেটা শুন্‌ছি আস্‌ছে; সে বেটা এসেই একটা হাঙ্গাম বাধাবে, তার সন্দেহ নাই।

জগ। তা ছেলেকে আন্‌তে পার্‌লে বৌকে হাত করা শক্ত হবে না; ছেলেটা খেতে পায় না, খাবার দাবার দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে, বৌটাকে ছেলে দেখাবার নাম ক'রে আনা যাবে। একটা ভাবছি, বৌটা থাক্‌লে ছেলেটাকে মারা মুস্কিল; সে পরের কথা পরে, বাড়ী তো এনে প'রো; আমি চল্লেম, রাত হয়েছে।

রমেশ।' আমারও বেরুতে হবে। মা রাত্রে যে চেঁচায়, বাড়ীতে থাকতে ভয় করে।

জগ। তুমি তো বাগানে যাবে? আমায় অমনি নাবিয়ে দিয়ে যেও না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(প্রফুল্লর প্রবেশ)

প্রফুল্ল। আমি যা ঠাউরেছি, তাই। ছেলে এনে মেরে ফেল্‌বে! ক্ষুদ-কুঁড়ো খেয়ে বেঁচে থাকুক, আমি তারে দুধ-ঘি খাওয়াতে চাই নি, প্রাণে বেঁচে থাকুক, পরমেশ্বর করুন, প্রাণে বেঁচে থাকুক!

(সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। মেজ', মা কোথা?

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, তুমি কোত্থেকে এলে?

সুরেশ। আমি রাত্রিবেলা যে দিক দে বাড়ী সেঁধুতেম, সেই দিক দে সেই পাঁচিল টপকে এসেছি।

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, তুমি যেদোকে বাঁচাও।

সুরেশ। তারা কোথায়?

প্রফুল্ল। আড্ডায় বেয়ারাদের জিজ্ঞাসা কর, আমায় পাল্কী ক'রে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল, তুমি যেদোকে নিয়ে পালিয়ে যাও।

সুরেশ। এত রাত্রে তো বেয়ারাদের দেখা পাব না?

প্রফুল্ল। তবে কা'ল সকালে খবর নিও।

সুরেশ। তাই নে'ব; মা কোথায়?

প্রফুল্ল। শুয়ে আছেন।

সুরেশ। তুমি এত রাত্রে জেগে ব'সে আছ যে?

প্রফুল্ল। তিনি ঘুমুতে ঘুমুতে উঠেন।

সুরেশ। তা তুমি মা'র কাছে না থেকে এখানে র'য়েছ যে? যদি আর এক দিক দে চ'লে যান?

প্রফুল্ল। না, তিনি এই ঘরেই আস্‌বেন, যখন জেগে থাকেন, যেন ছেলেমানুষ হন, যেন নূতন শ্বশুরঘর ক'ত্তে এসেছেন, আমায় মনে করেন তাঁর বাপের বাড়ীর ঝি। এই খাওয়ালেম, তখনি ভুলে যান,—বলেন, "ঝি, ঠাকরুণ কি আজ আমায় খেতে দেবেন না?" আর ঘুমন্ত যেন সেই গিন্নী; কি বলেন, আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। ঐ দেখ, আস্‌ছেন, চক্ষের পল্লব পড়ছে না। মনে ক'চ্ছ জেগে আছেন, তা নয়, ঘুমুচ্ছেন।

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। সই কর, সই কর, মদ খাস্ খাবি; আমার বিষয় থাকুক, আমার বিষয়

থাকুক, সই করবি নি? রমেশ, রমেশ! ওকে খুন ক'রে ফেল্। ওহো? আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে, আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে।

সুরেশ। ও মা, মা, আমি যে তোমার সুরেশ।

উমা। শীগগির রেজেষ্টারি ক'রে নে, শীগগির রেজেষ্টারি ক'রে নে, ভাঙ,— ভাঙ পাথর ভাঙ; আমার সব ফুরুলো! গড় গড় গড় গড়, এই বৃন্দাবনে এয়েছি।

প্রফুল্ল। ও মা, অমন ক'চ্ছ কেন মা? ঠাকুরপো এসেছে, দেখ না মা!

উমা। উঃ! বৃন্দাবনে কি অন্ধকার! খালি ধোঁয়া, খালি ধোঁয়া কিছু দেখবার যো নেই! গড় গড় গড় গড়—ভাঙ পাথর ভাঙ, পাথর ভাঙ, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

প্রফুল্ল। এমনি মূর্চ্ছা যান, আমি ধরি, আমাকে নিয়ে পড়েন। এই দেখ না, আমার সর্ব্বাঙ্গ থেঁতো হ'য়ে গিয়েছে।

সুরেশ। ও মা, মা! আমি যে সুরেশ মা, কেন অমন ক'র্‌ছ? ও মা, ওঠো মা, আমি যে সুরেশ; মা, এই দেখ্‌তে কি আমায় গর্ভে ধ'রেছিলে? এই দেখ্‌তে কি আমায় বুক চিরে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছিলে? হায় হায়! এই দেখ্‌তে কি আমি জেল থেকে বেঁচে এলেম! মা গো, আর যে সয় না মা!

উমা। ও ঝি—ঝি! এত বেলা হ'ল, আমায় কিছু খেতে দিবি নি? আমি অপাট করেছি, তাই বুঝি ঠাক্‌রুণ খেতে দেবে না?

সুরেশ। ও মা, মা, আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না? আমি যে তোমার সুরেশ, দেখ মা।

উমা। ও ঝি, শ্বশুর মিন্‌সের আক্কেল দেখেছিস্, স'রে যেতে বল্; আমি কি সেই ছোট বৌটি আছি, যে কোলে ক'রে নিয়ে বেড়াবে?

প্রফুল্ল। মা, ঠাকুরপোকে চিন্‌তে পার্‌ছো না? চেয়ে দেখ না, ঠাকুরপো ফিরে এসেছে।

সুরেশ। ও মা, মা গো! একবার কথা কও, বুক ফেটে যাচ্ছে মা!

উমা। স'রে যেতে বল্, স'রে যেতে বল্, এখন আমি বুড়ো মাগী হয়েছি, এখন আদর করা কি? বল্লি নি—বল্লি নি? আমি চল্লেম, আমি চল্লেম; ওহো হো হো হো! বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

জনৈক মাতাল ও যোগেশ

যোগেশ। কি বাবা, কাজ গুছিয়েছ, আর মদ দেবে না?

মাতাল। আর মদ কোথায় পাব, কাপ্তেন ঘাল হ'ল, আর মদ কোথায় পাব?

যোগেশ। যেও না, শোন, একটা কথা শোন,—একজন যোগেশ ছিল, সে তোমাদের ছুঁতো না, তোমাদের মুখ দেখ্‌লে নাইতো। তার একটি স্ত্রী ছিল, দেখ্‌লে প্রাণ জুড়াতো, একটি ছেলে ছিল, তারে কোলে নিত, চুমো খেতো। দিন গেল, দিন ফুরুলো, আবার একজন যোগেশ হ'ল। বলে যোগেশ, যোগেশ কি না কে জানে; এ যোগেশ কে, তা জান? স্ত্রীর বাড়ী-বেচা টাকা নিয়ে পালাল, স্ত্রীকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বাক্স নিয়ে চ'লে এলো; ছেলেটার হাত মুচ্‌ড়ে পয়সা কেড়ে নিলে, প্রাণে একটু লাগ্‌লো না। কারুকে সে চায় না; বল্‌তে পার, কোন্ যোগেশ আমি? সে কি এ?

মাতাল। ছেড়েদে, ছেড়েদে।

[মাতালের প্রস্থান।

যোগেশ। আচ্ছা যাও। কোন্ যোগশ আমি, সে কি এ!

(জনৈক লোকের প্রবেশ)

ওহে, একটা পয়সা দাও না, একটা পয়সা দাও না।

[লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যোগেশের প্রস্থান।

(শিবনাথ ও ভজহরির প্রবেশ)

শিব। স'রে যা, স'রে যা, গায়ের ওপর পড়িস্ নি।

ভজ। ক্যা তোম হাম্‌কো পছান্ত নেই? হম মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীন্‌দার।

শিব। এ পাগল নাকি?

ভজ। পাগল নয় ম'শায়, পাগল নয়, স্থরেশ বাবু কোন্ বাড়ীতে থাকেন, বল্‌তে পারেন? স্থরেশ ঘোষ, স্থরেশ ঘোষ; এখানে কোন্ শিবনাথ বাবুর বাড়ী থাকেন?

শিব। স্থরেশ বাবুকে কি দরকার?

ভজ। হাম উস্কা মহাজন হ্যায়, জমীন্‌দার; মোচ্ দেখ্‌কে সম্‌ঝাতা নেই? ম'শায়, শিবনাথ বাবুর বাড়ী বল্‌তে পারেন?

শিব। আমার নাম শিবনাথ; তোমার স্থরেশ বাবুর সঙ্গে কি কাজ?

ভজ। শুনুন না, বুঝ্‌তেই তো পেরেছেন, আমার কোন পুরুষে জমীদার নয়; স্থরেশ বাবুর ভাই রমেশ বাবু আজ আমায় জমীদার ক'রেছেন। আমি যোগেশ বাবুর বিষয় বাঁধা রেখেছিলেম, সে বিষয় রমেশ বাবুকে লিখে দিয়ে রেজেষ্টারি ক'রে এলেম; হাম জমীন্‌দার হ্যায়, সপ্তচর পরগণা হামারা হ্যায়।

শিব। তুমি জমীদার?

ভজ। জমীন্‌দার নেই? রেজেষ্ট্রার লিখ্ লিয়া জমীন্‌দার! ও ম'শায়, আপনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন না—শাদা লোক, স্থরেশ বাবুর কাছে নিয়ে চলুন; তিনি না বুঝ্‌তে পারেন, একটা উকিল ডাকুন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। রমেশ বাবু ফাঁকি দিয়েছে, বাজার-রাষ্ট্র কথা,—এ কথা শোনেন নি? আমাকে জমীদার সাজিয়েছিল।

শিব। বুঝেছি বুঝেছি, আমার সঙ্গে এস।

ভজ। ক্যা জমীন্‌দার এসা যাগা? সোয়ারী লেয়াও; তোম ক্যায়সা দেওয়ান? তোম্‌কো বরতরফ্ করে গা।

শিব। তুমিও তো এ জুচ্চুরির ভেতর আছ? আমরা নালিস ক'ল্লে তোমারও তো মেয়াদ হয়?

ভজ। অত দূর ক'র্‌বেন কেন, আমায় নিয়ে রমেশ বাবুর কাছে হাজির হ'লেই তাঁর গা শিউরে উঠ্‌বে, লিখে দিতে পথ পাবেন না; চলুন না, আমি বাগিয়ে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

শিব। তুমি যদি শেষ পেছোও?

ভজ। পেছোবো তো এগিয়েছি কেন? অবিশ্বাস হয়, একটা উকিল ডেকে এফিডেভিট (affidavit) করিয়ে নাও না; আর আমি আগে তো এক

পয়সা চাচ্ছি নি, তোমাদের বিষয় পাইয়ে দিই, আমার কিছু দিও, তোমরাও সুখে স্বচ্ছন্দে থেকো, আমিও পুঁটিয়াকে নিয়ে থাক্‌বো।

শিব। আচ্ছা, তুমি এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জ্ঞানদা ও যাদবের প্রবেশ)

জ্ঞানদা। যাদব, এক কথা বলি শোন এই চারটে টাকা বেশ ক'রে বেঁধে নে কেউ চাইলে দিস্‌ নি, কারুকে দেখাস্‌ নি, দোকানে যা ইচ্ছা হয় লুকিয়ে বা'র ক'রে কিনে খাস্‌। আর এখন এই দু'আনার পয়সা নে, দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খেগে, আমি এইখানে ব'সে থাকি।

যাদব। কেন মা, তুমি এস না, তুমিও ত খাও নি মা।

জ্ঞানদা। আমি খেয়েছি বৈ কি।

যাদব। অমন হাঁপাচ্ছ কেন মা?

জ্ঞানদা। হাঁপিয়েছি, তাই তো ব'সে আছি, তুই যা।

যাদব। মা, তোরে জল এনে দেব মা?

জ্ঞানদা। না বাছা, তুমি যাও, খাও গে।

[যাদবের প্রস্থান।

এই তো আসন্নকাল উপস্থিত, অদৃষ্টে যা ছিল হ'ল, ম'লেই ফুরিয়ে যাবে! যেদোর কি হবে, আর দেখ্‌তে আস্‌বো না, আজ তো বাছা খেতে পাবে!

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। কোথাও তো কিছু হ'ল না, এই চারটে পয়সা পেয়েছি, এক ছটাক মদ দেবে। এ কে, জ্ঞানদা প'ড়ে নাকি?

জ্ঞানদা। তুমি এসেছ! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, একটা কথা শোন; আমায় মার্জ্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্ব্বনাশ ক'রেছি! আমি শিব-পূজা ক'রে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলেম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই। এখনও শোধরাও, তোমার সব হবে।

যোগেশ। ম'চ্ছো, রাস্তায় ম'ত্তে এসেছ? তোমাদের এতদূর হ'য়েছে? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! যেদোও ম'রেছে? বেশ হ'য়েছে! ম'চ্ছো, মর, আমি মদ খাই গে; ঘরে ম'ত্তে পার্‌লে না? তা মর, রাস্তায়ই মর; কি কর্‌বো, হাত নেই, মদ খাই গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

জ্ঞানদা। তুমি আমার একটি উপকার কর, যদি এই কথাটি স্বীকার পাও, তা হ'লে আমি সুখে মরি। কোন রকমে যদি যেদোকে পীতাম্বরের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি পীতাম্বরকে যদি একখানা চিঠি পাঠিয়ে দাও, সে এসে নিয়ে যায়, তা হ'লে আমি সুখে মরি।

যোগেশ। তুমি রাস্তায়, যেদো সেথায় ম'র্‌বে, কেমন?—তা বেশ! আমি বল্‌তে পারি নি, মিছে কথা বল্‌বে, না, পারি যদি পীতাম্বরকে চিঠি লিখ্‌বো। আমার ঘাড়ের ভূতটা এখন তফাতে দাঁড়িয়ে আছে; যদি শীগ্‌গির না ঘাড়ে চাপে, তা হ'লে পার্‌বো; আর ঘাড়ে চাপ্‌লে আমি কি ক'র্‌বো! কি বল, আমি লাথি মেরেই তোমায় মেরে ফেলেছি, কেমন?

জ্ঞানদা। তোমার অপরাধ কি, আমায় ভগবান্ মেরেছেন!

যোগেশ। না না, ভূতটা তফাতে আছে, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি; আমিই মেরে ফেলেছি। কি কর্‌বো বল, ভূতে মেরেছে, চারা নাই! ম'চ্ছো, মর—মর!

(জ্ঞানদার মৃত্যু)

আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দরদালান

রমেশ ও কাঙ্গালী

রমেশ। বৌ মারা গিয়েছে, সুরেশও মারা গিয়েছে, আমি আজ ডাক্তারকে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, শুন্‌লেম, পীতাম্বরে বেটা তার দেশে নিয়ে গেছ্‌লো, সেইখানে মারা গেছে। এখন ছেলেটা কোথায় গেল? সেইটাকে ধ'ত্তে পার্‌লেই আপদ্ চোকে। এড মিনিষ্ট্রেটারের কাছ থেকে টাকাটা বার ক'রে আনি। দাদা পাগল হ'য়েছে। পীতাম্বরে বেটা যদি মাম্‌লার উদ্যোগ করে, বেনামী স্বীকার পাব, দাদার না হয় খোরাকী বন্দোবস্ত কর্‌বো; সেও কি, দু' এক বোতল মদ দিয়ে রেখে দেব, মদ খেতে খেতেই একদিন অক্কা পাবে।

কাঙ্গালী। জগা তো ঠিক বলেছিল, ছেলেটা হাত করা ভারি দরকার, দেখ্‌ছি, ওর ভারি বুদ্ধি। বাবু, একজন খেটে খুটে বিষয় ক'র্‌লে, আপনি বুদ্ধির জোরে ফাঁক্‌তালায় মেরে দিলেন!

(জগমণি, যাদব ও মদন ঘোষের প্রবেশ)

এই যে জগা ছেলে নিয়ে এসেছে।

যাদব। ও মদন দাদা, এ কে মদন দাদা? আমার ভয় করে মদন দাদা? আমার মা কোথায় মদন দাদা, কই, ভাত রেঁধে ডাক্‌ছে মদন দাদা? ও মদন দাদা, আমায় ভয় ক'চ্ছে মদন দাদা!

রমেশ। ভয় কি, আয়, এ দিকে আয়, তোর মা বাড়ীর ভেতর আছে।

যাদব। আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমার ভয় কচ্ছে!

রমেশ। চুপ, কাঁদিস নি।

যাদব। না, না কাকাবাবু, আমি কাঁদ্‌বো না, তুমি মেরো না কাকাবাবু!

রমেশ। যা, এর সঙ্গে যা।

যাদব। ও কাকাবাবু, আমার ভয় করে কাকাবাবু, আমার তেষ্টা পেয়েছে কাকাবাবু, একটু জল দাও কাকাবাবু।

রমেশ। না, জল খায় না, তোর অসুখ ক'রেছে।

যাদব। না কাকাবাবু, অসুখ করে নি কাকাবাবু, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

রমেশ। ক্ষিদে পেয়েছে, কেটে ফেল্‌বো।

যাদব। হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি দু'দিন খাই নি কাকাবাবু, আমি মাকে খুঁজছি; মা টাকা বেঁধে দিয়েছিল, কে কেটে নিয়েছে, আমি কিছু খেতে পাই নি; আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, জল দাও।

রমেশ। জল খায় না, যা ওর সঙ্গে যা।

যাদব। আমি আর চল্‌তে পারি নি কাকাবাবু!

রমেশ। এই চাবী নাও, যে মহলটা বন্ধ আছে, সেইটে খুলে তারির ভেতর রাখ গে। নিয়ে যাও, পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে যাও।

কাঙ্গালী। এসো, তোমার মা'র কাছে নিয়ে যাই, চল।

যাদব। সত্যি ব'ল্‌ছো, মিছে কথা বল্‌ছো না?

রমেশ। আবার কথা কাটাতে লাগ্‌লো, মেরে হাড় ভেঙে দেব, অসুখ ক'রেছে, শুগে যা।

যাদব। অসুখ ক'রেছে? আমি কিছু খাব না, একটু জল দাও।

রমেশ। না, যা যা, জল দেবে এখন, যা।

যাদব। ও মদন দাদা, তুমি এসো।

[যাদব, মদন ঘোষ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান।

জগ। কাজ তো গুছিয়ে আছে, একটা ইংরেজ ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো; তুমি রোগ ব'ল্লেই টাকার লোভে একটা রোগ ব'ল্‌বে এখন, আর ওষুধও লিখে দেবে এখন। বেশ, কারুর সন্দেহ করবার যো নাই; ছেলে পথে পথে বেড়াচ্ছিল, যত্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে এসেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, মারা গেল, তুমি কি ক'র্‌বে?

(মদন ঘোষের পুনঃ প্রবেশ)

মদন। পাহারাওয়ালা সাহেব, ও ছেলেটাকে ছেড়ে দাও!

জগ। চোপ্, এখনি বেঁধে নিয়ে যাব।

মদন। না না, আমি তো চুরি করি নি, তুমি যা বল্‌বে, তাই শুন্‌ছি। পাহারাওয়ালা সাহেব, ছেলে তো এনে দিয়েছি, এখন আমি কোথাও চ'লে যাই, তুমি আর আমায় ধ'রো না।

জগ। চুপ ক'রে ব'স। (রমেশের প্রতি জনান্তিকে) ওকে দিন কতক ভুলিয়ে রাখ, কি জানি, কোথাও গোল করুক। আর ওষুধের যদি একটা ওল্টা-পাল্টা ক'ত্তে হয়, বলা যাবে, পাগ্‌লাটা ওল্টা-পাল্টা ক'রেছে, কোন কিছু দোষ চাপাতে হয়, ওর ওপর দিয়ে চাপান যাবে।

রমেশ। ঠিক বলেছ। মদন দাদা, তুমি যেতে চাচ্ছ, আমি ক'নে ঠিক ক'রে রাখ্‌লেম, আর তুমি চ'ল্লে?

মদন। হ্যাঁ দাদা, সত্যি? হ্যাঁ দাদা, সত্যি?

রমেশ। সত্য বৈ কি।

মদন। তাই ব'ল্‌ছি—তাই ব'ল্‌ছি, বংশটা লোপ হয়, বংশটা লোপ হয়।

রমেশ। দিব্যি ক'নে ঠিক ক'রেছি।

মদন। তা যেমন হ'ক, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

রমেশ। যেমন হ'ক কেন, বেশ ক'নে ঠিক করেছি, তুমি বৈঠকখানায় ব'স গে।

মদন। হ্যাঁ দাদা, আর পাহারাওয়ালার সঙ্গে বে দেবে না?

রমেশ। পাহারাওয়ালা কেন?

মদন। দেখ দাদা, বেশ্যার মেয়ে বে দিয়েছিল, দাঁতে কুটো ক'রে জাতে উঠেছি, যাত্রাওয়ালার ছেলে বে দিয়েছিল, দুটো কানমলা খেয়ে চুকেছে, এই পাহারাওয়ালা বিয়ে ক'রে আমার প্রাণটা গেল! আর পাহারাওয়ালা বে দিও না দাদা!

রমেশ। না মদন দাদা, বেশ মেয়ে।

মদন। তাই বল্‌ছি, তাই বল্‌ছি, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা!

[মদন ঘোষের প্রস্থান।

জগ। তবে যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো। দু'দিন খায় নি, আর জোর দুদিন টেঁক্‌বে!

[জগমণি ও রমেশের প্রস্থান।

(প্রফুল্লর প্রবেশ)

প্রফুল্ল। কিছু জান্‌তে পার্‌লেম না, কি ফুস্‌ ফুস্‌ ক'র্‌লে; ছেলেটাকে কি ধ'রেছে? আমার মন আজ কেমন ক'চ্ছে, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি; আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে! আমি আর কাঁদতে পারি নি, আমার কান্না এসে না, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'চ্ছে! ঠাকুরপো কি সন্ধান পায় নি? কি করি, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'রে উঠ্‌ছে!

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। বৌ ঠাক্‌রুণ, একটু মুখে জল দেবে এসো, না খেয়ে না ঘুমিয়ে তুমি কি পাগলের সঙ্গে মারা যাবে? শুনেছিলাম, কলকাতার বৌগুলো কেমন কেমন হয়, আমি এমন বৌ তো কখন দেখি নি। এসো, সকাল সকাল নাও, দুটি খাও।

প্রফুল্ল। দেখ ঝি, বুঝি আমার এ বাড়ীতে খাওয়া ফুরিয়েছে; আমার বড় মন কেমন ক'চ্ছে! আমার যদি এমন হয়, তা হ'লে আর আমি বাঁচ্‌বো না; আমায় কে যেন ডাক্‌ছে, আমার প্রাণ যেন কাঁদ্‌ছে, আমি কাঁদ্‌তে পারি নি, আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে!

ঝি। ও কিছু নয়। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, রাতদিন পাগলের সঙ্গে ঘোরা, বাতিক বেড়েছে!

প্রফুল্ল। না ঝি, আমার কোথায় কি সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে! আমার বড্ড মন কাঁদ্‌ছে; তোমায় একটি কথা বলি, যদি আমার ভাল মন্দ হয়, আমার গয়নাগুলি তুমি নিও, বেচে যা টাকা হবে, তাই থেকে ঠাক্‌রুণকে খাইও, আবাগীর আর কেউ নাই!

ঝি। বালাই! অমন সোনার চাঁদ বেটা র'য়েছে, তুমি অক্ষয় অমর হও, কেউ নেই কি?

প্রফুল্ল। না ঝি! অমন আবাগী ভারতে আর জন্মায় না! তুমি আমার কাছে বল, তুমি কোথাও যাবে না, যাকে দেখ্‌বে? আমি বাঁচ্‌বো না, আমার কোথা ভরাডুবী হ'য়েছে।

ঝি। হ্যাগো হ্যা, তাই হবে, তুমি এখন এসো: ফাঁকে ফাঁকে ছুটি খেয়ে নেবে, ফাঁকে ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেবে, তা নইলে বাঁচ্‌বে কেন?

প্রফুল্ল। আমার মা বাঁচ্‌তে এক তিল ইচ্ছে নাই, কেবল ঐ আবাগীর জন্য মনটা কাঁদে। আমার ছেলেবেলা মা ম'রে গিয়েছিল, আমি শ্বশুরবাড়ী এসে মা পেয়েছিলাম, সেই মা আমার এমন হ'ল, আমাদের সোনার সংসার ভেসে গেল!

ঝি। কি ক'র্‌বে মা, কারু তো হাত নয়, এসো মা, এসো।

প্রফুল্ল। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশী মিত্রের ঘাট

শিবনাথ, সুরেশ ও ভজহরি

শিব। ওহে সুরেশ, আমি তো কোথাও খুঁজে পেলেম না। আমি সমস্ত রাত থানায় থানায় ঘুরেছি, পাঁচজন লোক লাগিয়ে কলিকাতার অলি-গলি খুঁজেছি, কেউ তো বলে না যে দেখেছি।

সুরেশ। বল কি, তবে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সে আর নাই! মেজদা মেরে ফেলেছে।

শিব। সে কি?

সুরেশ। আর সে কি! তোমায় তো ব'লেছি, মেজবৌ'র ঠেঁয়ে শুনে এলেম, তাকে মেরে ফেল্‌বার পরামর্শ ক'চ্ছে। ভাই শিবনাথ, আমার প্রাণের ভিতর জ্ব'লে জ্ব'লে উঠ্‌ছে, যেদোকে যদি না পাই, এ প্রাণ আর আমি রাখ্‌বো না! আমি কি এই যাতনা ভোগ কর্‌বার জন্যে জন্মগ্রহণ

করেছিলেম! ভাই, আমার যেদোকে এনে দাও, যেদোকে না পেলে আমি এ শ্মশান থেকে যাব না। আমি তিন দিন দেখ্‌বো, তার পর জলে ঝাঁপ দেব।

ভজ। ওয়াইয়াদ, ওয়াইয়াদ, সাফ ওয়াইয়াদ! সুরেশ বাবু, একে না পেলে মর্‌বো, ওকে না পেলে মর্‌বো, তা হ'লে তো আর বাঁচা হয় না, দিনের ভিতর দু'শোবার ম'ত্তে হয়। মনে করেছেন কি, আপনিই ঝড়-ঝাপ্‌টা খাচ্ছেন, আর কেউ কখন খায় নি? তবে কাঁদছেন কাঁদুন, বেশী বাড়াবাড়ি কেন?

সুরেশ। ভাই রে, আমার মতন অভাগা পৃথিবীতে আর নাই! আমার অন্নপূর্ণার মত মা জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বেড়াচ্ছেন, আমার ইন্দ্রের মত বড় ভাই পথে পথে ভিক্ষা ক'চ্ছেন, আমার রাজলক্ষ্মী বড়ভাজ, অনাহারে পথে প'ড়ে ম'রেছেন, আজ অনাথার মত পোড়ালেম,—আমার প্রফুল্ল-কমল মেজ বৌ দিন দিন মলিন হ'চ্ছেন, আজ আমার ব্রজের গোপাল হারিয়েছে! আমি আপনি জেল খেটেছি, তাতে দুঃখিত নই, আমার যেদোর মুখ মনে প'ড়ছে আর আমি প্রাণ ধ'ত্তে পার্‌ছি নি!

ভজ। মুখ মনে ক'ত্তে গেলে অনেকের অনেক মুখ মনে পড়ে। আমার ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ নয়, এক গৃহস্থ বাপ ছিল, হাস্যমুখী মা ছিল, গ্যাঁটা-গোঁটা সব ভাই ছিল, বোনটা আমি না খাইয়ে দিলে খেত না; তার পর শোন, একদিন খেলিয়ে এসে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ী শুদ্ধ কাঁদ্‌ছে। কি সমাচার?—না জমীদারে আমার বাপকে খুব মেরেছে, রক্ত ঝুঁঝিয়ে প'ড়েছে, প্রাণ ধুক্‌-ধুক্‌ ক'চ্ছে। সেই রাত্রিতেই তো তিনি মরুন; তারপর জমীদার বাহাদুর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন, ছেলেপুলে নিয়ে মা ঠাকরুণ বেরুলেন, দেশে আকাল, ভিক্ষে পাওয়া যায় না, যা দুটি পান, আমাদের খাওয়ান, আপনি উপোষ যান, এক দিন তো গাছতলায় প'ড়ে মরুন্—

সুরেশ। আহা হা!

ভজ। রসো, আহা হা ক'রো না, ঝড়ে যেমন আঁব পড়ে, ভাইগুলো সব একে একে প'ড়লো আর ম'লো; বোন্‌টাকে এক মাগী ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, আমিও কাঁদ্‌তে লাগলেম; তারপর আর অনুসন্ধান নাই! কেমন, মুখ মনে পড়্‌বার আছে?

সুরেশ। আহা ভাই, তুমিও বড় দুঃখী!

ভজ। তারপর মামা বাবুর কাছে গিয়ে পড়্লেম; গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজা, উনুন ধরান, ভাত রাঁধা; মামা বাবুর বেত আর মামী ঠাক্রুণের ঠোনার সঙ্গে ফেনে ফেনে ভাত; জেলটা আসটাও ঘুরে আসা গিয়েছে।

(সুরেশের জনৈক পরিচিতের প্রবেশ)

সু-পরি। কেউ তো কিছু ব'লতে পারে না। একজন ময়রা ব'ল্লে, একটি ছেলে খাবার কিন্‌তে এসেছিল, একটা বুড়ো এসে বল্লে, "শীগ্‌গির আয়, তোর মা ডাক্‌ছে; কিন্তু কে যে, তা আমি কিছু সন্ধান ক'র্ত্তে পার্‌লেম না।

সুরেশ। ও ভাই, তুমি আবার যাও, কোন রকমে সন্ধান কর। আহা কখনও কোন ক্লেশ পায় নি, ননী ছানা খেয়ে বেড়িয়েছে! কখনও রাস্তায় বেরুতে পেত না, কখনও ভুঁয়ে নাবে নি, কোলে কোলে বেড়িয়েছে। না জানি, তার কত দুর্গতি হ'চ্ছে!

ভজ। রসো, রসো, বিনিয়ে কেঁদো এখন; বুড়ো ব'ল্লে বুঝি, বুড়ো ক'রে নিয়ে গিয়েছে। সুরেশ বাবু, সন্ধান হয়েছে, তোমার মায়ের পেটের সহোদর নিয়ে গিয়েছে। সে বৃদ্ধটি আমার মাতুলানীর অনুচর! সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমি সন্ধান নিচ্ছি। ঐ যে তোমার মধ্যম মা'র পেটের ভাই—গাড়ী থেকে নাবছেন, যাবার যো কি? চুম্বকে যেমন লোহা টানে, তেমনি টান দিয়েছি, আমায় দে'খে নড়্বার যো কি? একটু আড়ালে দাঁড়াও, একটু আড়ালে দাঁড়াও আমাদের দু'জনকে একত্রে দেখ্‌লে সর্‌বে।

(সুরেশ ও শিবনাথের অন্তরালে অবস্থানও রমেশের প্রবেশ)

ক্যা রমেশ বাবু, আপ হিঁয়া তস্‌রিপ কাহে লেয়ায়া, মেজাজ খোস্?

রমেশ। কি হে, তুমি যাও নি?

ভজ। হাম্ লোক জমীন্দার হ্যায়, যাতে যাতে দো এক রোজ রহে যাতা।

রমেশ। আরোও কিছু টাকা চাই না কি?

ভজ। মেহেরবাণী আপ্‌কা।

রমেশ। আচ্ছা এসো, আমি ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট কিনে দিচ্ছি আর একখানা চেক দিচ্ছি এলাহাবাদের ব্যাঙ্কের উপর।

ভজ। যাবই তো; রয়ে গিয়েছি কেন জানেন, আরও যদি কিছু কাজকর্ম্ম দেন।

রমেশ। আর এখন কিছু কাজ হাতে নেই, হ'লে চিঠি লিখে পাঠাব।

ভজ। সো তো আপ লিখিয়েগা, সো তো আপ লিখিয়েগা, দোস্তি হুয়া, ও সব তো চলেই গা ; দেখিয়ে হাম্‌সে কাম চল্‌তা, দোসরাকো কাহে দেনা ?

রমেশ। সত্য বল্‌ছি, এখন আর কিছু কাজ হাতে নাই।

ভজ। আবি নেই, দো রোজমে হো শেক্তা। আগর ভাতিজা মরে তো একঠো জমীন্‌দার গাওয়া চাহিয়ে, ওস্কো বেমার হুয়া থা ; হাম্‌তো জমীন্‌দার হ্যায়, আপ্‌কো মোকামমে যাতা হ্যায়।

রমেশ। ভাতিজা ! ভাতিজা কে ?

ভজ। ভাইপো গো ভাইপো, যাদব।

রমেশ। ও কি কথা !

ভজ। সুরেশ বাবু, আসুন, সন্ধান পেয়েছি।

রমেশ। এই যে সুরেশ বেঁচে আছে, মিছে কথা বলেছে পাজী বেটা !

ভজ। ম'শায়, যান কেন, যান কেন, ভাইয়ের সঙ্গে একবার আলাপ ক'রে যান।

[রমেশের প্রস্থান।

(শিবনাথ ও সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। কি সন্ধান পেলে, কি সন্ধান পেলে ? আছে তো—বেঁচে আছে তো ?

ভজ। বোধ হ'চ্চে তো আছে, আসুন, শীগগির আসুন, বাবুর বাড়ীতে চলুন।

শিব। বাড়ীতে যাবে, যদি ঢুকতে না দেয় ?

ভজ। আমাতে সুরেশ বাবুতে গেলে দোর ভাঙলেও কিছু বলবে না, ঢুকতে দেবে না কি ?

[সকলের প্রস্থান।

(জনৈক লোকের প্রবেশ)

গীত।

মন আমার দিন কাটালি, মূল খোয়ালি, ভাল ব্যাসাত ক'র্লি ভবে।
একলা এলে একলা যাবে, মুখ চেয়ে কার ঘুর্‌ছ' তবে?
কে তুমি বল্‌ছো আমি, দেখ্‌ ভেবে আর ভাব্‌বি কবে!
ভাঙ্‌বে মেলা, ঘুচ্‌বে খেলা চিতার ছাই নিশানা রবে।

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! কি কর্‌বো, গেল তা কি কর্‌বো? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! গেল, যাক; আমার সাজান বাগান শুকিয়ে! হ্যাঁ হে তুমি তো মড়া পোড়াতে এসেছ?

লোক। হ্যাঁ।

যোগেশ। মদ্‌-টদ্‌ খাচ্ছ' না?

লোক। এ কে রে! (পলাইতে উদ্যত)

যোগেশ। বল না, বল না, আমায় যা বলবে, তাই কর্‌বো। বেশী খাব না, এক গেলাস দাও, এক গেলাস দাও, ফুরিয়ে গিয়ে থাকে পয়সা দাও, চট ক'রে এনে দিচ্ছি। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল, গেল তা কি ক'র্‌বো?

[লোকের প্রস্থান।

আহা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! ঐ না কারা মড়া পুড়িয়ে যাচ্ছে,—গায়ের ব্যথার জন্য একটু মদ খাবে না? যাই ওদের সঙ্গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

[যোগেশের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাড়ীর দরদালান

মদন ঘোষ ও প্রফুল্ল

মদন। না না, আমি পারবো না, আমি পারবো না! ছেলে মারবে, ছেলে মারবে! আমায় লুকিয়ে রেখে দাও আমায় লুকিয়ে রেখে দাও; ছেলে মারবে, ছেলে মারবে, বংশলোপ ক'রবে, বংশলোপ ক'রবে।

প্রফুল্ল। কি গা, কি বলছো? ছেলে মারবে কি বলছো গা?

মদন। ওগো, বংশলোপ ক'রবে, বংশলোপ ক'রবে, ছেলে মারবে! সেই পাহারাওয়ালা ছেলে মারবে, হায় হায়, আমি কেন পাহারাওয়ালা বে ক'রেছিলুম!

প্রফুল্ল। মদন দাদা, মদন দাদা, শীগ গির বল, ছেলে মারবে কি?

মদন। না না, আমি বলবো না, আমায় ধ'রবে, জমাদারে ধ'রবে, আমি কোথায় লুকুবো, আমি কোথায় লুকুবো?

প্রফুল্ল। মদন দাদা, তোমার ভয় নেই, তুমি বল।

মদন। না না, সে তেমন পাহারাওয়ালা নয়, সে ধ'রবে, আমার ভয় ক'চ্ছে।

প্রফুল্ল। কে [illegible]? ছেলে মারবে কি?—আমায় শীগ্‌গির বল।

মদন। না না, বলবো না, আমি তার ভয়ে সিন্দুক ভেঙ্গে দলীল চুরি ক'রে আনলেম, তবু ছাড়লে না; আমি তার ভয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে এলেম, তবু ছাড়লে না; ছেলে মারবে, না খেতে দে মারবে, আমায় বিষ দিতে বলে, আমি একটু জল দিয়েছিলেম, দুধ দিয়েছিলেম, তাই বেঁচে আছে,—না না—দুধ দিই নি! আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, মদন দাদা, কাকে ধ'রেছে, যেদোকে?

মদন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না, আমি না, আমি না, আমি দলীল চুরি ক'রেছি, ধ'রিয়ে দেবে; হায় হায়, বে ক'ত্তে গে মজলেম, বে ক'ত্তে গে মজলেম! কেন এ দস্যি পাহারাওলা বে ক'ল্লেম? সেই আমায় ভয় দেখিয়ে দলীল চুরি ক'ত্তে ব'ল্লে, তাকে আমি দলীল দিলেম, এখন আমায় ধ'রিয়ে দেবে।

কি হ'বে, আমি ছেলেটাকে দুধ দিয়েছি জান্‌লেই এখনি আমায় বেঁধে নে যাবে। আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, দাঁড়াও।

মদন। না না, দাঁড়াব না, আমায় ধ'র্‌বে, আমি লুকুবো।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, ভয় নেই, ভয় নেই, ছেলে কোথায় বল?

মদন। ওরে বাপ্‌ রে আমায় ধ'র্‌লে রে!

প্রফুল্ল। তুমি কেন ভয় পাচ্চো? ছেলে কোথায় বল? আমি ছেলেকে বাঁচাব, মদন দাদা, শীগ্‌গির বল—কোথায়?

মদন। ঐ তোমাদের পোড়োমহলে রেখেছে, আমায় ছেড়ে দাও, আমি লুকুই,—আমি পালাই, আমায় মেরে ফেল্‌বে!

প্রফুল্ল। মদন দাদা, তোমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয় এত কর?

মদন। না—না মর্‌তে পার্‌বো না, মর্‌তে পার্‌বো না! আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, ধিক্‌ তোমায়! মা বল্‌তেন, তুমি একজন সাধুপুরুষ, তোমার কি এই বুদ্ধি? তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে অধর্ম্ম কর? প্রাণের ভয়ে বাক্স ভেঙ্গে চুরি কর? প্রাণের ভয়ে কচি-ছেলে এনে রাক্ষসের মুখে দাও? এই প্রাণ কি তোমার চিরকাল থাক্‌বে? একবার ভেবে দেখ, যম তোমার সঙ্গে ফির্‌ছে; যখন ধর্ম্মরাজ তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌বেন যে, 'তুমি বালক ভুলিয়ে এনে রাক্ষসকে দিয়েছ?' তখন তুমি কি উত্তর দেবে? মদন দাদা, সেই ভয়ঙ্কর দিন মনে কর, এখনও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, বালকের প্রাণরক্ষার উপায় কর; ছার প্রাণ চিরদিন থাক্‌বে না, ধর্ম্মই সাথী, ধর্ম্ম রক্ষা কর, ধর্ম্ম ইহকাল পরকালের সাক্ষী, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও। মদন দাদা, যা ক'রেছ, তার আর উপায় নাই, আমায় ব'লে দাও, ছেলে কোথায়? আমি তাকে কোলে নে বসি, দেখি, কোন্‌ রাক্ষস আমার কাছ থেকে নেয়? এখনও ব'ল্‌ছো না? তোমার কি মরণ হবে না? এ মহাপাতকের কি শাস্তি হবে না? যদি হিত চাও, যদি ঘোর নরকে তোমার ভয় থাকে, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও; যমরাজ দণ্ড তুলে তোমার পেছনে পেছনে ঘুর্‌ছেন, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না।

মদন। অ্যাঁ—অ্যাঁ—যমরাজ ?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, যমরাজ তোমার পেছনে পেছনে! যদি সেই মহা ভয় হ'তে উদ্ধার হ'তে চাও, সাহস বাঁধ, আমার সঙ্গে এসো, যেদো কোথায় দেখিয়ে দেবে এসো ; তুমি সামান্য পাহারাওয়ালার ভয় ক'চ্ছো ? যমদূতকে ভয় কর না ?—ধর্ম্মরাজকে ভয় কর না ? অবোধ বালককে ভুলিয়ে এনেছ, তবু স্থির আছ ? প্রাণভয়ে তার প্রাণরক্ষার উপায় ক'চ্ছো না ? তোমার প্রাণে ধিক্, তোমার ভয়ে ধিক্, তোমার জন্মে ধিক্ !

মদন। চল চল, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর !—যদি ধরে ?

প্রফুল্ল। তোমার এখনও ভয় ? যখন যমদূত ধ'র্‌বে, তার উপায় কি ক'রেছ ? এখনও ধর্ম্মের আশ্রয় নাও, সামান্য ভয় ছাড়।

মদন। চল চল, এই দিকে চল, মরি ম'র্‌বো, ছেলে দেখিয়ে দেব ; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর !

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

যাদব, রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণি

যাদব। ও কাকাবাবু, একটু জল দাও ! আমার আগুন জল্‌ছে গো—আগুন জল্‌ছে !

রমেশ। জল দিচ্ছি, এই ওষুধটা খা।

যাদব। না গো, জ'লে যায়, জ'লে যায় ! আমায় একটু জল দাও।

জগ। কোন্‌টা দেব ?

রমেশ। টার্‌টার এমিটিক (Tartar Emetic) দাও, ডাক্তার আস্‌ছে, বমি হ'বে দেখ্‌বে এখন।

জগ। না না, পেটে কিছু নেই, উঠ্‌বে কি? সেইটেই উঠে যাবে, ডাক্তার বল্‌বে, খেতে দাও; এইটে দাও, খুব ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌বে দেখ্‌বে এখন।

যাদব। ওগো না গো, ও কাকাবাবু আমি সন্ধ্যাবেলা ম'র্‌বো, এখন আর দুঃখ দিও না! আমার সব শরীরে ছুঁচ ফুট্‌ছে! কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু!—

রমেশ। ডাক্তার আস্‌ছে, ডাক্তার আস্‌ছে।

ডাক্তার। গুড্‌মর্ণিং (Good morning), কেমন আছে?

জগ। আহা, বাছা আজ নির্জীব হ'য়ে প'ড়্‌ছে।

কাঙ্গালী। ডাক্তার বাবু, বাঁচ্‌বে তো? বাবুর ছেলে নেই পুলে নেই, কেউ নেই, ঐ ভাইপোটিই সর্ব্বস্ব।

যাদব। ও ডাক্তার বাবু, আমার কিছু হয় নি, আমায় একটু জল খেতে দিলেই বাঁচ্‌বো।

ডাক্তার। দাও দাও, জল দাও।

জগ। ও আমার পোড়ার দশা, জল কি তলায়!

যাদব। ওগো, আমায় জল না দাও, একটু দুধ খেতে দাও, আমি কিছু খাই নি।

রমেশ। ডাক্তার সাহেব, ডিলিরিয়াম সেট ইন (Delirium set in) ক'ল্লে।

ডাক্তার। এত দুধ সুরুয়া র'য়েছে, তোমাকে খেতে দেয় না?

যাদব। না ডাক্তার বাবু, আমাকে খেতে দেয় না।

ডাক্তার। ছুট্‌।

জগ। ডাক্তার বাবু, একটা উপায় কর, বাছার জলটুকু তলাচ্ছে না!

রমেশ। ডক্টর, ইয়োর ফি (Doctor, your fee)।

ডাক্তার। একটা ব্লিস্‌টার (Blister) দাও।

যাদব। না গো না, আর বেলেস্তারা দিও না গো, আমার পেটের খানা এখনও জ্বল্‌ছে, এই দেখ—ঘা হ'য়েছে।

[ডাক্তার ও রমেশের প্রস্থান।

ও মা গো, একবার দেখে যাও গো, মা, তুমি কোথায় আছ গো! জ্বলে গেলুম গো জ্ব'লে গেলুম, মা গো, একবার দেখে যাও!

(রমেশের পুনঃ প্রবেশ)

রমেশ। ওহে কাঙ্গালী, ডাক্তারকে রাখ্‌তে গিয়ে দেখি, ভজহরি, সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর চার বেটা দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ ক'চ্ছে; বাড়ী ঢোক্‌বার যেন কি মত্‌লব ক'চ্ছে।

জগ। তার ভয় কি, এই বেলেস্তারাখানা দিলেই হ'য়ে যাবে এখন।

যাদব। ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার গলা টিপে মেরে ফেল? জ্ব'লে গেল গো জ্ব'লে গেল! ও কাকাবাবু, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমি একটু জল খেয়ে মরি! কাকাবাবু, কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু!

কাঙ্গালী। চল, যাওয়া যাক্‌, মদনাকে পাঠিয়ে দিই, এই মালিস্‌টা এক ডোজ খাওয়ালেই হ'য়ে যাবে এখন; এই বিছানার কাছেই রইলো।

যাদব। ও কাকাবাবু, তোমার পায়ে প'ড়ি কাকাবাবু, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমায় একটু জল দাও, জল খেলেও বাঁচ্‌বো না কাকাবাবু!

রমেশ। দাও, একটু জল দাও।

জগ। না না, তবু পাঁচ মিনিট যুজ্‌বে।

যাদব। না, আমি জল খেলেই ম'র্‌বো; না, আমি জল খেলেই ম'র্‌বো; এই দেখ না, আমার গায়ে ইঁদুর-পচা গন্ধ বেরিয়েছে, আমায় কুকুরে চিবিয়ে খাচ্ছে।

জগ। চল চল, দেখা যাগ্‌ গে; ভজহরিটার সঙ্গে সুরেশ যুটেছে, আমার ভাল বোধ ঠেক্‌ছে না। আমি তো বলেছিলুম, ডাক্তারটা পাজী, মিছে কথা ক'য়েছে, সুরেশ মরে নি।

[রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণির প্রস্থান।

যাদব। ও মা, মা গো, কতক্ষণে মর্‌বো মা।

(প্রফুল্লর প্রবেশ)

প্রফুল্ল। এই যে আমার যাদব! যাদব, যাদব, বাবা!

যাদব। কে ও কাকীমা এসেছ? আমায় একটু জল দাও। (প্রফুল্লর জল প্রদান) আমি আর খেতে পারছি নি, আমার চোখে কানে জল দাও। কাকীমা, আমায় না খেতে দে কাকা মেরে ফেল্লে।

প্রফুল্ল। পরমেশ্বর, কি ক'রে! ও বাবা, এই দুধ খাও।

যাদব। আর গিলতে পারবো না, গলা আটকে গিয়েছে; দেখলে না, জল গিলতে পারলুম না! কাকীমা, মা কি বেঁচে আছে? বেঁচে থাকলে মা আমার খুঁজে খুঁজে আসতো। যদি বেঁচে থাকে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়, ব'লো না, আমি না খেতে পেয়ে ম'রেছি। আমায় আধপেটা ভাত দিত, মা কাঁদতো, খেতে পাইনি শুনলে মা আমার বুক চাপড়ে ম'রে যাবে! কাকীমা, ব'লো, আমি ব্যামোতে ম'রেছি।

প্রফুল্ল। বালাই, বালাই! ছি বাবা, ও সব কথা বলতে নাই। যাদব, যাদব, বাবা! পরমেশ্বর, রক্ষা কর!

(মদন ঘোষের প্রবেশ)

মদন। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর! এই নাও এই নাও, এই পারাভস্ম নাও, আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে পেয়েছি, এই খাইয়ে দাও; আমি লুকিয়ে রেখেছিলেম, বেঁচে থাকবো ব'লে লুকিয়ে রেখেছিলেম, এখনি বাঁচবে। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর! (পারাভস্ম লইয়া দুধের সহিত প্রফুল্লর যাদবকে খাওয়াইয়া দেওন) আর আমি পাগল নই, আর আমি পাগল নই, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

(রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণির পুনঃ প্রবেশ)

জগ। কই, কোথায় কি? তুমি যেমন, বাতাস নড়লে ভয় পাও! তোমার ভয় হয়, গাড়ী ক'রে আমার বাড়ী নিছে যাচ্ছি।

প্রফুল্ল। কে রে রাক্ষসি! মার কোল থেকে তার ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিস্? তোর সাধ্য না, রাক্ষসি, দূর হ! নরকে তোর মত যত পিশাচী আছে, একত্র হ'লে পারবে না;—দূর হ, দূর হ।

কাঙ্গালী। এ কি সর্ব্বনাশ!

রমেশ। প্রফুল্ল, তুই হেথা কি ক'ত্তে এসেছিস্? এখান থেকে যা, ছেলের বড় ব্যামো, চিকিৎসা ক'ত্তে হবে।

প্রফুল্ল। তুমি এখনও প্রতারণা ক'চ্ছো? তোমায় অধিক কি ব'লবো, তুমি কার জন্য এ সর্ব্বনাশ ক'চ্ছো? তুমি কার জন্য সহোদরকে পথের ভিখারী

করেছ? কার জন্য কনিষ্ঠকে জেলে দিয়েছ? কার জন্য বংশধরকে অনাহারে মেরে টাকা রোজ্‌গার ক'চ্ছো? তুমি কার জন্য গর্ভধারিণীকে পাগলিনী করেছ? শুনেছি, তুমি বিদ্বান্, আমি অবলা স্ত্রীলোক, আমায় তুমি বুঝিয়ে দিতে পার, এ মহাপাতকে লাভ কি? পরকালের কথা দূরে থাকুক, ইহকালে কি সুখভোগ ক'র্‌বে? সদাশিব বড় ভাই মদে উন্মত্ত, মা পাগলিনী হ'য়েছেন, ছোট ভাই কয়েদ খেটেছে, বংশের একটি ছেলে অনাহারে মৃত্যু-শয্যায়। এ ছবি তোমার মনে উদয় হবে, তোমার জীবনে কি সুখ, আমি তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি।

রমেশ। দেখ্‌ প্রফুল্ল, ছোটমুখে বড় কথা ক'স্‌নি; ভাল চাস্ তো দূর হ, নইলে তোরে খুন ক'র্‌বো।

প্রফুল্ল। তুমি কি মনে কর, আমি প্রাণ এত ভালবাসি, যে অবোধ নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণভয়ে পালাব? প্রাণভয়ে স্বামীকে পিশাচের অধম কার্য্য ক'ত্তে দেব? আমি ধর্ম্মকে চিরদিন আশ্রয় ক'রেছি, ধর্ম্মকে ভয় ক'রেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই; নিশ্চয় জেনো—তোমার চেষ্টা বিফল হবে। সকল কার্য্যের শেষ আছে, তোমার কুকার্য্যের এই শেষ সীমা! ধর্ম্ম অনেক সহ্য ক'রেছেন, আর সহ্য ক'র্‌বেন না, সর্তক হও; আমি সতী, আমার কথা শোন,—যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্ম্মবিরোধী হ'য়ো না। তুমি কখনই এ শিশুকে বধ ক'ত্তে পার্‌বে না।

মদন। না না, বধ ক'ত্তে পার্‌বে না। ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও; না না, বধ ক'ত্তে পার্‌বে না, আমি আর পাগল নই, আমি আর পাগল নই।

জগ। তবে রে মড়া মদ্‌না, তুমিই পথ দেখিয়ে এনেছ?

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জান্‌লা ভেঙ্গে এনেছি, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও। জমাদার আর তোমায় ভয় করি নি; পাহারাওয়ালা, আর তোমায় ভয় করি নি, চাপ্‌রাসি, আর তোমায় ভয় করি নি। ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও।

রমেশ। প্রফুল্ল দূর হ, ভাল চাস্ তো দূর হ।

প্রফুল্ল। আমার ভাল কি! এ সংসারে আমার ভাল আর কি আছে?

আমার ভাল আমি চাই নি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি এত দিন মা'র জন্য বড় অস্থির ছিলেম, আজ তোমার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছি!

জগ। রমেশ বাবু, রমেশ বাবু, কি ক'চ্ছো? ওদের ঠেলে ফেলে দে ছেলেটাকে নিয়ে চল।

মদন। খবরদার পাহারাওয়ালা, খুন করবো! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

রমেশ। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তো'রে খুন ক'রে ফেলবো; স'রে যাবি তো যা।

যাদব। কাকীমা পালাও, তোমায় মেরে ফেলবে, আমি মরি, তুমি পালিয়ে যাও।

প্রফুল্ল। তোমার প্রাণ কি পাষাণে গড়া? এই স্নেহপুতলী ছেলেটাকে না খাইয়ে মারছো! ছি ছি ছি, তোমায় ধিক্, তোমায় সহস্র ধিক্! আমার কথা শোন, আমার মিনতি রাখ, আর মহাপাতকে লিপ্ত হ'য়ো না, আমি আবার বলছি, ধর্ম্ম অনেক সহ্য ক'রেছেন, আর সহ্য ক'রবেন না।

রমেশ। তবে মর্! (প্রফুল্লর গলা টেপন)

মদন। ছেড়ে দে রাক্ষসি! ছেড়ে দে নরাধম! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

(সার্জ্জন, জমাদার, ইনেস্‌পেক্টার, পাহারাওয়ালার সহিত
সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর, ডাক্তার ও
ভজহরি ইত্যাদির প্রবেশ)

পীতা। আরে নীচপ্রবৃত্তি নরাধম! স্ত্রীহত্যা, বালকহত্যা ক'চ্চিস্!

(রমেশকে ধৃত করণ)

ডাক্তার। ওহে শিবু, শিবু, ভয় নাই, ছেলে বেঁচে আছে! পাল্‌স্ ষ্টেডি (Pulse steady) আছে, দিন দুই তিনে সেরে যাবে, ভয় নাই।

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ পাহারাওয়ালা, আমি রোজ রাত্রে দুধ খাইয়েছি; ভয় নাই, ভয় নাই, পারাভস্ম দিয়েছি; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

সুরেশ। ডাক্তার বাবু, এ দিকে দেখুন, মেজবৌদিদির মুখে রক্ত উঠ্‌ছে।

ডাক্তার। ইস্! তাই তো!

সুরেশ। মেজবৌদিদি! মেজবৌদিদি!—

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো এসেছ? যেদোকে দেখো, আমার দিন ফুরিয়েছে, আমার জন্য ভেবো না, আমি মা'র জন্য জোর ক'রে প্রাণ রেখেছিলেম, আজ আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম! আমি তোমায় মাকড়ী দিয়েই সর্ব্বনাশ ক'রেছিলেম, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর; আমি জান্‌তেম না, এ সংসারে এত প্রতারণা। ভগবান্ আমায় ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন,—যেখানে প্রতারণা নাই, সেইখানে নিয়ে যাচ্ছেন! আমি তাঁর দুঃখিনী মেয়ে, অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি, আজ আমায় তিনি কোলে নিচ্ছেন! (রমেশের প্রতি) দেখ, তুমি স্বামী! তোমার নিন্দা ক'র্‌বো না—জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়—তুমি বড় অভাগা—সংসারে কারুকে কখন আপনার কর নি! আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—জগদীশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন্! ঠাকুরপো, অভাগিনীকে কখন মনে ক'রো—আমি চল্লেম! (মৃত্যু)

সুরেশ। দিদি, দিদি, মেজবৌদিদি! মেজবৌদিদি! শিবনাথ, শিবনাথ, কি হ'লো! মেজদাদা! তোমায় বল্‌বার আর কিছু নাই!

পীতা। নরাধম! তোর কার্য্য দেখ্!

ভজ। রমেশ বাবু, হাম ব'লাথা একঠো জমীন্‌দার গাওয়া রাখ্ দিজিয়ে। এই দেখুন না, তা হ'লে তো এই ফ্যাসাদ হ'তো না; এইবার এই বালা পরুন।

(ইনেস্‌পেক্টার কর্ত্তৃক রমেশের হস্তে হাতকড়ি প্রদান)

রমেশ। দেখ হাবুল, বে-আইনী ক'রো না, বে-আইনী ক'রো না।

ভজ। রমেশ বাবু, কিছু বে-আইনী নয়; ক্রিমিন্যাল প্রসিডির (Criminal procedure)-রে মার্ডার (murder), অ্যাটেম্পট্ টু মার্ডার (attempt to murder)-রে বালা মল দু'ই পর্‌তে হয়।

জগ। আমায় ধ'রো না, আমায় ধ'রো না, আমায় ছেড়ে দাও।

জমা। চোপ্‌রাও গন্তানি।

জগ। দেখ দেখ, তোমার নামে আমি কেশ আন্‌বো; তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের জাত খাও।

ভজ। মামা, তুমি কিছু দাবী দেবে না? বে-আইনী টে-আইনী কিছু ব'ল্‌বে

না? এত দিন উকিলের বাড়ীর চাক্‌রী ক'র্লে কি? একটা সেক্‌সন খোঁজো, ছুটো মুখের কথাই খসাও! বাবা, ঢের ঢের বদ্‌মায়েসী দেখেও এলেম, ক'রেও এলেম, কিন্তু মামা মামীতে টেক্কা মেরে দিয়েছে।

জমা। কেঁও রমেশ বাবু, আবি ধরম দেখলায়া নেই? যব ভাইকো কয়েদ দিয়া, তব্‌তো বহুত ধরম দেখ্‌লায়াথা।

ভজ। ছেলাম রমেশ বাবু, ছেলাম! ধর্ম্ম দেখানটুকু আছে না কি? তুমি আমার মামী মামার ওপর! সত্যি কথা বল্‌তে কি মামার মুখেও কখনও ধর্ম্মের কথা শুনিনি, মামীর মুখেও কখন ধর্ম্মের কথা শুনি নি।

ইনেস্‌। রমেশ বাবু, বেশ বাগিয়েছিলে, কিন্তু শেষটা রাখ্‌তে পার্‌লে না, তা হ'লে একটা হিষ্টরিক্যাল ক্যারেক্টার (Historical character) হ'তে!

ভজ। রমেশ বাবু, পাঁচজনে পাঁচদিক থেকে পাঁচকথা ক'চ্ছে, তুমি একবার ধর্ম্ম দেখিয়ে বক্তৃতা কর। তোমার মুখে ধর্ম্মের দোহাই শুন্‌লে লোক যে বয়েসে আছে, সেই বয়েসেই থাক্‌বে।

যাদব। কাকীমা, কাকীমা!—

ডাক্তার। ভয় নাই, ভয় নাই, এই যে তোমার কাকীমা, ভয় কি? তুমি এই দুধ খাও।

যাদব। আমার মা কি আছে?

ডাক্তার। তোমার কাকীমা আছে, ভয় নাই।

পীতা। নরাধম, নররাক্ষস! সংসারটা এমনি ছারেখারে দিলি?

ভজ। সে কি পীতাম্বর বাবু, কি বল্‌ছো? এমন কুলের ধ্বজা আর হয়! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ওর নাম গাইবে, যমরাজ ওরে নরকের মেট্‌ ক'রে দেবে। মামা বাবু, মামীমা, তোমরাও এক একজন কম নও, তোমাদের তিনের ভেতর যে কে কম, এ বেদব্যাস চাই ঠিকানা ক'ত্তে; এমন পাথর কুচির প্রাণ, দোহাই বল্‌ছি, আমার বাপের জন্মে দেখি নি! এই ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে মার্‌ছিলে! তোমাদের বাহাদুরী যে আমার চোখেও জল বা'র ক'রেছ।

মদন। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তুমি কোথায়! দেখ, এত পাহারাওয়ালা জমাদার এসেছে, আমি আর কিছু ভয় করি নি। প্রফুল্ল, তোমায় বাঁচাতে পার্‌লেম

না, এই আমার দুঃখ রইল! আমি পাগল নই, আমি পাগল নই; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

ভজ। না তুমি পাগল নও, আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি। মা, তুমি এই পাগলকে মানুষ ক'রেছ, কিন্তু মা, তোমায় মৃত্যুতে যেন ভজহরির দুর্ব্বুদ্ধি দূর হয়! মামাবাবু, মামীমা, রমেশ বাবু, দেখ আমি যদি জজ হ'তেম, তোমাদের মাপ ক'ত্তেম, তোমরা যথার্থই অভাগা!

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। বাপ্‌রে, বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

সুরেশ। ভাই শিবু, আমার কি সর্ব্বনাশ দেখ! মা, মা, জননি! তোমার অভাগা সুরেশকে একবার কোলে কর, মা গো, দেখ, আমি প্রাণ ধ'র্‌তে পাচ্ছি নি!

ভজ। 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'—সুরেশ বাবু, তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, যাদবকে পেলে এই ঢের; আর বেশী কাঁদাকাটী ক'রো না, যা হবার হয়ে গিয়েছে, ফের্‌বার তো নয়।

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। এই যে আমার বাড়ীই জটলা, মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে এসেছে। এই যে যেদো, এই যে মা, এই যে রমেশ! দেখ্‌ছো, দেখ্‌ছো, দেখ, মর্‌বার সময়ও দেখ্‌বে, দেখ, দেখ! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

যবনিকা

ম্যাকবেথ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

ডন্‌ক্যান	(Duncan)	স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা
ম্যাকম	(Malcolm)	ঐ পুত্রদ্বয়
ডনাল্‌বেন	(Donalbain)	
ম্যাক্‌বেথ	(Macbeth)	ঐ সেনাপতিদ্বয়
ব্যাঙ্কো	(Banquo)	
ম্যাক্‌ডফ	(Macduff)	ঐ অমাত্যগণ
লেনক্স্‌	(Lenox)	
রস্‌	(Ross)	
মেনটীয়েথ	(Menteith)	
য়্যাঙ্গাস্‌	(Angus)	
কেথ্‌নেস্‌	(Caithness)	
ফ্লিয়েন্স্‌	(Fleance)	ব্যাঙ্কোর পুত্র
বৃদ্ধ সিউয়ার্ড	(Old Siward)	ইংলণ্ডরাজের সেনাপতি
যুবা সিউয়ার্ড	(Young Siward)	ঐ পুত্র
সিটন	(Seyton)	ম্যাক্‌বেথের অনুচর

রক্তাক্ত সৈনিক, দ্বারপাল, ডাকিনীত্রয় ও অন্যান্য ডাকিনীগণ, বৃদ্ধ, দূত, লর্ডগণ, লেডীগণ, ডাক্তার, পরিচারিকাগণ, হত্যাকারীগণ, সেনাগণ, ম্যাক্‌ডফের পুত্র, ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা, ছায়ামূর্ত্তি সমূহ, খানসামাগণ।

স্ত্রীগণ

লেডী ম্যাক্‌বেথ	(Lady Macbeth)	ম্যাক্‌বেথের স্ত্রী
লেডী ম্যাক্‌ডফ	(Lady Macduff)	ম্যাক্‌ডফের স্ত্রী
হিকেট	(Hecate)	ডাকিনীগণের ইষ্টদেবী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মরুভূমি

বজ্রনাদ ও বিদ্যুৎ-চমক

(তিনজন ডাকিনীর প্রবেশ)

১ম ডা। দিদি লো, বল্ না আবার মিল্‌ব কবে তিন বোনে ?
যখন ঝর্‌বে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর,
চক্ চকাচক্ হান্‌বে চিকুর,
কড়্ কড়াকড়্ কড়াৎ কড়াৎ ডাক্‌বে যখন ঝন্‌ঝনে ?

২য় ডা। যখন বাধ্‌বে, মাত্‌বে, হারবে,
জিন্‌বে, থাম্‌বে লড়াই রন্‌রণে।

৩য় ডা। চিকি চিকি ঝিকিমিকি, ডুবু ডুবু হ'বে চাকি,
লড়াই কি আর থাক্‌বে বাকী।

১ম ডা। কোন্ খানে, বোন্ কোন্ খানে, বোন্ কোন্ খানে ?
ঠিক্ ঠাক্ ব'লে দেলো, যেতে হবে কোন্ খানে ?

২য় ডা। ঢুষণো য়াঁড়ীর মাঠে যাব।

৩য় ডা। ম্যাক্‌বেথেরে দেখা দেব, ঘাপ্‌টি মেরে এক কোণে।

১ম ডা। যাই যাই যাই লো দিদি, ডাক্‌ছে মেনী হ্যাল্‌নেলে ;

২য় ডা। পাঁদার থেকে ডাক্‌ছে বোড়া,
কোলা ঐ ফ্যাব্‌কা জিব্‌টা মেলে।

৩য় ডা। আয়্ যাই চ'লে, আয়্ যাই চ'লে, আয়্ যাই চলে।

সকলে। ভাল মোদের কালো, মন্দ মোদের ভাল।
আঁদাড় পাঁদাড় আনাচ কানাচ ঘুরে বেড়াই চল।

(অপর ডাকিনীগণের প্রবেশ)

সকলে। (গীত)

চল্ যাই, চল্ যাই,
চল্ চল্ চল্ চল্ যাই লো যাই,
ওই লো ওই, ওই লো ওই,
ওই ওই ওই ওই, ওই ওই ওই ওই,
নিদিলি দেয় ঝিঁঝিঁর ঝাঁই।
হাতে হাতে ধরাধরি,
হেলা দোলা, চাতর মেলা
বাদার জলে দলে দলে খেলা ;—
কিলি কিলি খিলি খিলি হেসে ভেসে,
কুয়াশায় চল্ সেথায়
হিলি হিলি হিলি হিলি সাঁই সাঁই সাঁই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফরেসের নিকটস্থ শিবির

(নেপথ্যে রণডঙ্কা—ডন্‌ক্যান, ম্যাকম, ডনাল্‌বেন, লেনক্স ও অনুচরবর্গ, জনৈক শোণিতাক্ত সৈনিকের সহিত সাক্ষাৎ)

ডন্‌ক্যা। সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা আসে কোন্ জন ?
জ্ঞান হয় হেরিয়া উহার,
উপস্থিত বিদ্রোহ বারতা পারে করিতে বর্ণন।

ম্যাকম। এই বীরবর, শত্রুকরে করিতে উদ্ধার মোরে,
যথাসাধ্য করিল সমর।

(সৈনিকের প্রতি)

এস এস স্বপক্ষ ধীমান,
নরপাল সমীপে করহ নিবেদন—
সমর অবস্থা কিবা,

যবে তুমি রণভূমি আইলে ত্যজিয়ে।

সৈনিক। জয় পরাজয়, বহুক্ষণ না হ'লো নির্ণয়,—
যেন সন্তরিত দুইজনে ক্লান্ত পরিশ্রমে
ধরে পরস্পরে,
যাহে হয় বিফল কৌশল দোঁহে।
দয়াহীন ম্যাক্‌ডোনাল বিদ্রোহী-প্রধান—
বিদ্রোহী নামের বটে যোগ্য দুরাচার!
পশ্চিম দ্বীপের মত পাপাশয়গণে
পদাতিক ভল্লধারী,
আর আর বর্ম্মাবৃত যতেক দুর্জ্জন,
মক্ষিকার সম, লিপ্ত হ'ল সে আধারে।
সৌভাগ্য সহায় তার হ'ল ক্ষণকাল,
বারনারী সম হাসিল প্রসন্ন মুখে,
কিন্তু বিফল সকলি!
মহামতি ম্যাক্‌বেথ অসীম সাহস—
বীর নামে যোগ্য সে ধীমান্,
উপেক্ষিয়া বিপক্ষের সৌভাগ্যের হাসি,
করে ধরি সুশাণিত অসি—
উষ্ণ শোণিতের ধূম খেলিছে ফলকে,
রণদেব-বরপুত্র সম শ্রেণী ভেদি পশিল সমরে,
ভেটিল সে ক্রীতদাসে;
না করিল বাক্যব্যয় মিষ্ট সম্ভাষণ—
স্কন্ধ হ'তে নাভিদেশ দ্বিখণ্ড করিয়ে,
দুর্গের প্রাচীরে মুণ্ড করিল স্থাপন।

ডান্‌ক্যা। ধন্য ধন্য বীরবর! ধন্য তুমি ভ্রাতঃ!

সৈনিক। কিন্তু হায় নরনাথ!
ভেদিয়া তুষার মালা দিনকর খরকর যবে,
সে সময়ে বহে ঝঞ্ঝাবাত জলপোত-নাশকারী;
সেইরূপ সময়ে ভূপাল,

আনন্দে হইল মহা নিরানন্দোদয়।
দৃঢ় অস্ত্রে ন্যায়পক্ষ স্বপক্ষ তোমার,
মথিল সমরে যবে দুরন্ত নিকরে,
পৃষ্ঠ দিল দ্রুতগামী বিপক্ষ বিগ্রহে ;
সুযোগ সন্ধানে ছিল নরওয়ে প্রধান,
সুসজ্জিত নব সৈন্যে কৈল আক্রমণ।

ডন্‌ক্যা। নাহি চমকিল তাহে সেনাপতিদ্বয়,
ব্যাঙ্কো আর ম্যাক্‌বেথ ?

সৈনিক। হাঁ, গরুড় চমকে যথা চটকে হেরিয়া,
শশক দর্শনে যথা শিহরে কেশরী।
শুন রাজা করি আমি স্বরূপ বর্ণন,—
দ্বিগুণ বারুদপূর্ণ কামান যেমন,
অধ্যক্ষ দু'জন, পুনঃ পুনঃ আঘাতিল অরিদলে,
উষ্ণ রক্তে করিবারে স্নান—
কিম্বা অস্থির ময়দান করিতে নির্ম্মাণ,
বাসনা দোঁহার ;
কি জানি কি অভিপ্রায়ে যুঝে দুই বীর।
বাক্য নাহি সরে,
ক্লান্ত তনু, ক্ষতমুখ করিতেছে শুশ্রূষা প্রার্থনা।

ডন্‌ক্যা। তব বীর অঙ্গে অস্ত্র-লেখাসম
বাক্য তব গৌরব-ব্যঞ্জক।

(অনুচরগণের প্রতি)

লয়ে যাও ভিষক নিকট।

[সৈনিককে লইয়া অনুচরগণের প্রস্থান

এ কে আসে ?

ম্যাকম। রস্ প্রদেশ-প্রধান।

লেনক্স। হেরি নয়নের ভাব, হয় অনুভব,
অদ্ভুত ঘটনা কিছু করিবে বর্ণন।

(রসের প্রবেশ)

রস্। ঈশ্বর করুন নর-বরের কল্যাণ।

ডনক্যা। কোথা হ'তে আগমন অমাত্য-প্রধান?

রস্। রণস্থল হ'তে নরোত্তম!
বিপক্ষ পতাকা যথা করিছে ব্যজন—
শ্রমযুক্ত কলেবর, স্বপক্ষ সেনার।
বহু সৈন্যে সুসজ্জিত নরওয়ে-প্রধান,
দুরাচার কুলাঙ্গার কদরের পতি,
রাজপক্ষ ত্যজিয়া দুর্ম্মতি,
সম্মিলিত বিদ্রোহী সংহতি,
আরম্ভিল ঘোর রণ অরি;
সমর-দেবীর প্রিয় সামন্ত-প্রধান,
সৈন্যাধ্যক্ষ তব,
দৃঢ় বর্ম্মে সাজি মহাশূর
ভেটিল সে বিপক্ষ প্রধানে;
প্রতিদ্বন্দ্বী-আয়ুধ চালনে,
অস্ত্রমুখে অস্ত্রমুখ করিল বারণ—
অস্ত্রে করি অস্ত্রাঘাত,
দুর্জ্জনের দুঃসাহসদমি;
রণ অবসান—হইয়াছে জয়লাভ!

ডন্ক্যা। অতি সুখের সংবাদ!

রস্। বিপক্ষ-প্রধান করে সন্ধির প্রার্থনা,
সন্ধির কথায় কেবা করে কর্ণপাত!
চাহে দুষ্ট হত সৈন্যে করিতে সৎকার;
তব পক্ষ হ'তে আজ্ঞা হয়েছে প্রচার—
দেবের মন্দিরে দান দিলে দুরাচার,
তবে পূর্ণ মনস্কাম হইবে তাহার।

ডন্ক্যা। অতঃপর কদর-ঈশ্বর,
আর না করিবে প্রতারণা,

আর না করিবে মম অন্তরে আঘাত।
যাও, তার মৃত্যু-আজ্ঞা করহ প্রচার ;
তার পদ সৈন্যাধ্যক্ষে করহ অর্পণ।

রস্। হেরিয়া আসিব প্রভু, আজ্ঞা সমাধান।

ডন্‌ক্যা। কর্ম্মদোষে যেই পদ হারা'ল দুর্জ্জন,
নিজগুণে সেনাপতি করিল অর্জ্জন।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ফরেসের নিকটস্থ উষর

বজ্রনাদ

(ডাকিনীত্রয়ের প্রবেশ)

১ম ডা। বোন্, কোথায় ছিলি ব'সে ?

২য় ডা। কচি কচি শোরের ছানা চিবুচ্ছিলেম ক'সে !

৩য় ডা। তুই কোথায় ছিলি বোন্ ?

১ম ডা। শোন্, বলি তবে শোন্,—
এলো চুলে মালার মেয়ে, ব'সে উদোম গায়,
ভোর কোঁচড়ে ছেঁচা বাদাম, চাকুম চাকুম খায় ;
চাইতে গেলুম একটা মুঠো, পাড়াকুঁদুলী মাগী,—
নাক্‌টা নেড়ে দিলে তেড়ে, ব'লে "দূর হ ঘাগী" !
তার ভাতার গ্যাছে বিদেশ ভুঁয়ে, নৌকা টেনে মরে,
সেই খানে তার কাছে যাব, চালুনীটা ধরে ;
হ'য়ে ইঁদুর বেঁড়ে, নৌকা দেবো ফেড়ে,
আমি দেখ্‌ব তারে, দেখ্‌ব তারে, দেখ্‌ব !

২য় ডা। বাতাস ফুর্ ফুরে, পূবে বেড়ায় ঘুরে, এনে দেব তোরে

১ম ডা। ওলো, তুই আপন গুণে রাখ্‌লি আমায় কিনে !

৩য় ডা। ঝট্‌কী ব্যাটার দেখা পেলে আন্‌ব জটে ধ'রে।

১ম ডা। এ দিক্ ও দিক্ ঘুরে বেড়ায়, আর যত সব বায়,—
এখান ওখান হেথায় সেথায়, যেথায় তারা যায়,
সকল আমার হাতে, এড়াবে কি তাতে?
ক'র্‌ব তাতে খড়ের আঁটি, স্বত্ব শুষে খেয়ে,
বুজ্‌বে না চোখ দিনে রেতে, থাক্‌বে ব্যাটা চেয়ে!
ভেকো ভ্যাকা থাক্‌বে একা, জবু থবু হ'য়ে।
জল্‌বে দ্বিগুণ নয় নবগুণ, সাত সতর রাত,
ডুব্‌বে না তার নৌকা খানা, ঝড়ে ক'র্‌বো কাত।
গ্যাখ্ গ্যাখ্ কি এনেছি!

২য় ডা। কৈ দেখি, কৈ দেখি!

১ম ডা। চাঁড়াল নেয়ের ভূতো পুতো, নৌকো টেনে যেতে,
ঝট্‌কী উঠে ম'লো ব্যাটা, ডুব্‌লো আঁধার রেতে;
ওৎ পেতে গে ভিড়ে, নিছি বুড়ো আঙ্গুলটা ছিঁড়ে।

(নেপথ্যে ভেরি ধ্বনি)

৩য় ডা। গুম্ গুম্ ওই জয়ঢাক বলে, ম্যাক্‌বেথ এলো চ'লে।

সকলে। এলো চুলে তিন বোনে আয়;
হাত ধ'রে আয়্ যাই ঘুরে,
আকাশ পাতাল জলে স্থলে,
সমান ভাবে যাই লো চলে।
মনের কথা ঘট্‌বে যেটা, ব'লতে পারি সট্ ক'রে;
আয়্, যাই ঘুরে।
তিন পাক তোর তিন পাক মোর,—
তিন তিরিখ্যে ন' পাক হবে, আর তিন পাক ঘোর;
থাম্ থাম্ থাম্ নাচোন কোঁদন, পূর্‌লো কুহক ঘোর।

(ম্যাক্‌বেথ ও ব্যাঙ্কোর প্রবেশ)

ম্যাক্। এই ঝঞ্জাবাতে কাঁপিল অবনী—
তখনি অমনি দিনমণি প্রকাশিল হেমকর,
দুর্দ্দিন সুদিন হেন হেরিনি কখন।

ব্যাঙ্কো। আর কতদূর ফরেস হইতে ?
একি ! জীর্ণ শীর্ণ কায় বিকট বসন
নহে যেন ধরাবাসী—
কিন্তু হের ধরা 'পরে !
জীবিত কি তোরা ?
পার কি মানব-ভাষে দানিতে উত্তর ?
জ্ঞান হয় বোঝে বাক্য মম,
তুলিতেছে শুষ্ক ওষ্ঠে অতি ক্ষীণ
বিকট অঙ্গুলি।
নারী সম আকার সবার,
কিন্তু হেরি শ্মশ্রু মুখে—
যাহে, নারী নাম দিতে নারি।

ম্যাক্। কে তোরা, প্রকাশ ত্বরা,
যদি থাকে ভাষা ?

১ম ডা। জয় জয় জয়, ম্যাক্‌বেথের জয় !
গ্লামিসের পতি যাতে সর্ব্বলোকে কয়।

২য় ডা। কদরের পতি আজ, জয় জয় জয়।
জয় জয় ম্যাক্‌বেথের জয় জয় জয় !

৩য় ডা। জয় জয় জয় ম্যাক্‌বেথের জয় !
রাজরাজেশ্বর যেই হইবে নিশ্চয়।

ব্যাঙ্কো। শুনি ভাবি শুভ বিবরণ,—
কহ, কি কারণ শিহরিলে মহাশয় ?
অশুভ শঙ্কায় যেন !
(ডাকিনীগণের প্রতি)
শুধাই সত্যের নামে,
তোরা কি রে কল্পনা সৃজিত—
কিম্বা দেখি যেই মত
সেই মত বিকট আকারধারী ?
সম্ভাষিলে সদাশয় বন্ধুরে আমার, জয় রবে,

রাজ্য অধিকার তাঁর হবে ভবিষ্যতে ;
বাক্যের ছটায় তো সবার,
অভিভূত হের তাঁরে।
নাহি সম্ভাষিলে মোরে,—
থাকে যদি দৃষ্টি তব সময়ের বীজে
কিবা হবে অঙ্কুরিত কি যাবে শুকায়ে,
সম্ভাষ' আমায় ;
নহি অনুগ্রহপ্রার্থী তো সবার,
নিগ্রহে না ডরি।

সকলে। জয় জয় জয় !

১ম ডা। ম্যাকবেথ হইতে ক্ষুদ্র কিন্তু উচ্চতর।

২য় ডা। নহে সম সুখী, সুখী তা হ'তে বিস্তর।

৩য় ডা। নহে রাজা, পুত্র তব হ'বে রাজ্যেশ্বর।
জয় জয় জয় !
ম্যাকবেথ ব্যাঙ্কো উভয়ের জয় !

১ম ডা। জয় জয় ম্যাকবেথ ব্যাঙ্কোর জয় !

ম্যাকবেথ। রহ রহ রে অস্ফুটবাদি !
বিস্তারি কহরে মোরে,
জানি আমি হইয়াছি গ্লামিস ঈশ্বর ;
কিন্তু কদরের পতি বলি সম্ভাষ' কেমনে ?
জীবিত সৌভাগ্যশালী সেই মহাজন।
আর রাজা, রাজ্যলাভ হইবে আমার ?
প্রত্যয়ের সীমার অতীত কথা !
কদরের পতি হ'ব সেইরূপ অসম্ভব !
বল বল, কোথায় পাইলে হেন অদ্ভুত বারতা ?
কিবা হেতু, তৃণশূন্য দুস্তর প্রান্তরে,
নিবারিছ গতি দোঁহাকার, কহি ভবিষ্যৎ বাণী ?
সত্য কহ, জিজ্ঞাসি তোদের।

[ডাকিনীগণের অন্তর্দ্ধান।

ব্যাঙ্কো। ওঠে বুদ্‌বুদ্‌ সলিলে,
ধরায় নেহারি সেই মত,
মৃত্তিকার বুদ্‌বুদ্‌ এ সব ;
অকস্মাৎ কোথায় মিশা'ল ?

ম্যাক্‌। মিশা'ল অনিলে,
স্থূলকায়া শ্বাসবায়ু সম মিশাইল বায়ুসনে ;
হ'ত ভাল রহিত যদ্যপি।

ব্যাঙ্কো। সত্য কিবা ছায়া, যাহা প্রত্যক্ষ হেরিনু ?
কিম্বা কোন ঔষধ প্রভাবে
জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে দোঁহার ?

ম্যাক্‌। রাজ্যেশ্বর হ'বে তব বংশধরগণে !

ব্যাঙ্কো। তুমি হ'বে রাজা !

ম্যাক্‌। কদরের অধিপতি আর,
হইল না এইরূপ বাণী ?

ব্যাঙ্কো। অবিকল ওই কথা ! কে আসিছে হেথা ?

(রস্‌ ও য়্যাঙ্গাসের প্রবেশ)

রস্‌। সুখী নরনাথ তব বিজয় সংবাদে,
বিদ্রোহ-বিবাদে শুনি বীরত্ব আখ্যান,
যেইরূপ চমৎকার লাগিয়াছে তাঁর ;
ততোধিক প্রশংসা তোমার, উঠিছে হৃদয়ে,
হৃদি-দ্বন্দ্বে নীরব ভূপাল।
যেন প্রতিক্ষণে তোমারে করেন দরশন—
যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষের শ্রেণী মাঝে, অভীত হৃদয়,
চারিদিকে রচিতেছে অদ্ভুত মৃত্যুর ছবি ;
শিলাবৃষ্টি হয় যেই মত ;
এলো দূত যুদ্ধবার্তা ল'য়ে,
প্রতি জনে ঢালিল সংবাদ,

অবসাদ-হীন তব বিক্রম বিশাল—
প্রকাশিলে যাহা বীর, রাজ্যের রক্ষণে।

য়্যাঙ্গাস। প্রেরিলেন নরনাথ আমা দোঁহে,
জানাইতে ধন্যবাদ তাঁর ;
পাইয়াছি অনুমতি
ল'য়ে যেতে সসম্ভ্রমে ভূপতি সদনে,
আসি নাই দিতে পুরস্কার।

রস্। দানিবেন উচ্চ মান ভূপাল আপনি,
নিদর্শন তার, তাঁরই আজ্ঞামতে আজি,
সম্ভাষি তোমায় কদরের অধিপতি নামে ;
সেই উচ্চ পদ আজি তব।

ব্যাঙ্কো। এ কি, প্রেতে কহে সত্য কথা !

ম্যাক্। জীবিত সে মহাজন,
পর-পরিচ্ছদে কেন সাজাও আমায় ?

য়্যাঙ্গাস। সত্য বটে জীবিত দুর্জ্জন,
কিন্তু গুরুতর রাজ-আজ্ঞা তার প্রতি ;
যে আজ্ঞায় জীবন সংশয় তার।
অযোগ্য জীবন,
বিদ্রোহীর সনে যোগ দিল রণে,
কিম্বা গুপ্তভাবে সাহায্য করিল
স্বদেশের অহিত সাধনে, নাহি জানি।
নিজমুখে নিজ দোষ করিল স্বীকার ;
রাজদ্রোহী, পদচ্যুত সেই হেতু।

ম্যাক্। (স্বগত) গ্লামিস ঈশ্বর—কদর-ঈশ্বর,
উচ্চতর সম্মান এখনও বাকী !
(প্রকাশ্যে) আপ্যায়িত হইলাম আমি,
এত ক্লেশ করিয়াছ দিতে সমাচার !
(ব্যাঙ্কোর প্রতি) হয় কি হে আশা তব মনে,
তব বংশধরগণে, হ'বে রাজ্যেশ্বর জনে জনে ?

দেখ না, দেখ না, কদর-ঈশ্বর কহিল আমায়,
সত্যে পরিণত হ'ল ভবিষ্যৎ বাণী।

ব্যাঙ্কো। সে কথায় করিলে প্রত্যয়,
উত্তেজিত করিবে তোমায় ধরিতে মুকুট শিরে!
কিন্তু অতি আশ্চর্য্য ঘটনা,
শুনিয়াছি, তমাচ্ছন্ন নরকের অনুচরগণে
কহে সত্য বাণী, ল'য়ে যেতে পাপ-পথে,
ক্ষুদ্র দানে ভুলায় মানব মতি,
করে প্রতারিত পরে গুরু আশা ভঙ্গ করি।
(রস্ ও র‍্যাঙ্গাসের প্রতি) ভাই শোন।

ম্যাক্। (স্বগতঃ) দুই ভবিষ্যৎ বাণী সত্যে পরিণত,—
রাজ-অভিনয়ে সুন্দর সূচনা গান যেন!

(রস্ ও র‍্যাঙ্গাসের প্রতি)

আপ্যায়িত হইলাম মহোদয়গণ!
(স্বগতঃ) অমানুষী ভবিষ্যৎ বাণী নহে ত অশুভ;
কিন্তু নহে শুভ,
অশুভ যদ্যপি, কেন তবে সফল বচন—
ভাবী শুভ নিদর্শন সম?
আজি ত কদর-পতি আমি।
কিন্তু যদ্যপি মঙ্গলকর,
পাপচিন্তা কেন উঠে মনে?
যে ভীষণ ছবি কণ্টকিত করে অঙ্গ মম;
বার বার অন্তর আমার আঘাতিছে বক্ষঃস্থলে।
অন্তরে কি হেতু হেন অস্বভাব ক্রিয়া?
কল্পনা-চিত্রিত ঘোর আতঙ্কের ছবি,
বর্ত্তমান ভয় হ'তে অতীব ভীষণ।
হত্যার কল্পনা হয়েছে উদয় মাত্র এবে,
কিন্তু তায় বিশৃঙ্খল মনোরাজ্য মম,

চিত্ত, মতি, বুদ্ধি আচ্ছাদিত—
বর্ত্তমান দৃষ্টিহীন আমি,
দূর ভবিষ্যৎ দৃশ্য হয় সত্যজ্ঞান।

ব্যাঙ্কো। হের, বন্ধু মম চিন্তায় মগন।

ম্যাক্‌। (স্বগতঃ) ভাগ্য যদি করে মোরে রাজা
ভাগ্য দেবে মুকুট আমায় চেষ্টা বিনা।

ব্যাঙ্কো। নূতন সম্মান যেন নব পরিচ্ছদ,
ব্যবহার বিনা ভাল অঙ্গে নাহি বসে।

ম্যাক্‌। (স্বগতঃ) যা হ'বার হয় হোক,
চিন্তা কিবা তায়;
হোরা মিলি গড়িবে সময়,
দুর্দ্দিন না রয়, ব'য়ে যায়।

ব্যাঙ্কো। মহাশয়, আছি অপেক্ষায়।

ম্যাক্‌। কর ক্ষমা, অতি জড় মস্তিষ্ক আমার,
ভুলিয়াছি, কোন কথা
নাহি আর আসে স্মৃতিপথে।
সদাশয় মহোদয়গণ,
আমা হেতু করেছ যে ক্লেশ,
রহিল অঙ্কিত মম অন্তরে অন্তরে
পুস্তকে অক্ষর যথা, প্রতিদিন করিব স্মরণ।
চল যাই, ভূপাল সদন।

(ব্যাঙ্কোর প্রতি)

দেখ বীর, বিচারিয়া মনে
ঘটিল যে অদ্ভুত ঘটন,
পার যদি নির্ণয় করিতে কিছু;
পরে সময় অন্তে, কব কথা পরস্পরে—
অকপটে জানা'ব অন্তর দোঁহে।

ব্যাঙ্কো। ভাল ভাল ভাল মহাশয়!
সুখী হব এ আন্দোলনে।

ম্যাক্। তদবধি এ কথা না কর উত্থাপন।
চল বন্ধুগণ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ফরেসের রাজবাটী

বিজয় বাদ্যরব

(ডন্‌ক্যান্, ম্যাকম, ডনাল্‌বেন, লেনক্স ও অনুচরবর্গের প্রবেশ)

ডন্‌ক্যা। কদরপতির জীবন দণ্ড হ'লো কি? যাদের প্রতি সে কার্য্যের ভার ছিল, তারা কি ফিরেছে?

ম্যাকম। আর্য্য, তারা প্রত্যাগমন করে নাই, কিন্তু আমার সহিত এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, যিনি বধ্যভূমে তার প্রাণদণ্ড দেখেছেন। তাঁর মুখে সংবাদ পেলেম, নিজ দোষ সে নিজমুখে স্বীকার পেয়েছে; মহারাজের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা ও বিস্তর অনুতাপ ক'রেছে; তার জীবন অপেক্ষা মৃত্যু তার গৌরবকর। শুনলেম, লোকে যেমন তুচ্ছ বস্তু ত্যাগ করে, সেইরূপ অনায়াসে অমূল্য জীবন ত্যাগ ক'রলে, যেন মৃত্যু তার অভ্যস্ত ছিল!

ডন্‌ক্যা। মানব-মুখে মানব-মনের গঠন দেখবার কোন কৌশলই নাই; এই ব্যক্তির উপর আমি বিস্তর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম।

(ম্যাক্‌বেথ, ব্যাঙ্কো, রস্ ও য়্যাঙ্গাসের প্রবেশ)

হে বীরবর, হে ভ্রাতঃ! অকৃতজ্ঞতা-পাপভার আমার অন্তঃকরণকে নিপীড়িত ক'রেছে; গৌরব-রথে তুমি এরূপ দ্রুতগামী যে পুরস্কার তোমার নিকটবর্ত্তী হ'তে অসমর্থ হয়। তুমি যেরূপ যোগ্য, তা' অপেক্ষা যদি ন্যূন হ'তে, তা হ'লে তোমার যোগ্য পুরস্কার দান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রতে

পার্‌তেম। কেবল মাত্র বক্তব্য, কেহ তোমার যোগ্য পুরস্কার প্রদান কর্‌তে পারে না।

ম্যাক্। নরনাথ রাজকার্য্যে রাজভক্ত প্রজার যা কর্ত্তব্য, সেই আমার পুরস্কার; আমরা কেবল কর্ত্তব্য সাধনে সক্ষম। মহারাজ সমস্ত কার্য্যের অধিকারী, এতে আর পুরস্কার কি? রাজার সহিত, রাজ্যের সহিত, আমাদিগের সন্তান ও ভৃত্য সম্বন্ধ; আমাদিগের কার্য্য কর্ত্তব্যসাধন মাত্র। সেই শ্রেয়ঃ, যাহা আমাদের প্রীতি ও সম্মানভাজন, মহারাজের কল্যাণকর।

ডন্‌ক্যা। হে মহাত্মন্! তোমায় আমি যত্নে রোপণ ক'রেছি এবং দিন দিন সুন্দর বৃক্ষের ন্যায় যা'তে বর্দ্ধিত হও সে নিমিত্ত আমি বিশেষ যত্ন ক'র্‌ব। হে সদাশয় ব্যাঙ্কো! তুমি যোগ্যতায় কিছুমাত্র ন্যূন নও, যোগ্যতা প্রকাশে কিছুমাত্র ত্রুটি কর নাই। এস, তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে হৃদয়ে আবদ্ধ করে রাখি।

ব্যাঙ্কো। যদি মহারাজের অন্তঃকরণে আমি বর্দ্ধিত হই, ফলাফল সমস্ত মহারাজের।

ডন্‌ক্যা। আমার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না, যেন আমার চক্ষের জলে সেই আনন্দ লুক্কায়িত হ'তে চাচ্চে। পুত্র, অমাত্য, বন্ধুগণ! আজ আমরা আমাদের জ্যেষ্ঠপুত্র ম্যাকম্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কল্লেম; সম্মান কেবল একা তার প্রতি অর্পিত হবে না, রাজসম্মানে সকল যোগ্য ব্যক্তিই তারকার ন্যায় উজ্জ্বল বিভায় ভূষিত হবে। (ম্যাক্‌বেথের প্রতি) তোমার নিকট অধিকতর ঋণে আবদ্ধ হ'বার জন্য তোমার গৃহে অতিথি হ'ব।

ম্যাক্। মহারাজের কার্য্য অবহেলা ক'রে যে বিশ্রাম লাভ, তাহা কঠিন শ্রম অপেক্ষা ক্লেশকর। আমি স্বয়ং আমার গৃহে দূত হ'ব আনন্দ-সংবাদে আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর্‌ব, বিদায় প্রার্থনা করি।

ডন্‌ক্যা। তোমার যেরূপ অভিরুচি, ধীমান্

ম্যাক্। (স্বগত) যুবরাজ,—

মম উচ্চপথ মাঝে র'য়েছে এ বাধা,
লম্ফে এই অবরোধ, করিতে হইবে অতিক্রম,
অথবা পতন হ'বে তাহে।
হে তারকামালা, নিভাও হে, আলোক নিচয়,

তমোময় গভীর বাসনা-কূপ মম,
আলোক না করে ভেদ ;
চক্ষু নাহি নেহারে হস্তের ক্রিয়া,
পলক পড়িয়ে ঢাকে যেন আঁখি ;
কিন্তু কার্য্য হোক সমাধান—
আতঙ্কে শিহরে আঁখি যে কার্য্য হেরিলে।

[প্রস্থান।

ডনক্যা। হে ধীমান্ ব্যাঙ্কো, সেনাপতির বীরত্ব তোমার বর্ণনা অনুরূপ! তাঁর প্রশংসা আমাদের তৃপ্তিকর রাজভোগ, অতি আনন্দকর ভোগ ; চল, আমরা ও'র পশ্চাৎ গমন করি। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে চ'লে গেলেন ; এ মহাত্মার আর তুলনা নাই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ইনভারনেসস্থ ম্যাক্‌বেথের দুর্গের কক্ষ

(পত্রহস্তে লেডী ম্যাকবেথের প্রবেশ)

লে-ম্যাক্। (পত্রপাঠ) 'এই জয়লাভের দিনই আমি তাহাদের দেখা পাই এবং বিশস্ত সূত্রে অবগত হ'লেম, তাহারা মানবাতীত শক্তিসম্পন্ন। যখন আমার অধিক জানিবার জন্য প্রবল তৃষ্ণা জন্মিল, তখন যেন হাওয়ায় মিশাইয়া গেল ; আমি বিস্ময়ে মগ্ন! এমন সময় রাজার নিকট হইতে দূত আসিয়া আমাকে কদর-পতি বলিয়া সম্ভাষণ করিল। ঐ বিকটা ভগিনীত্রয়, আমাকে পূর্ব্বে ঐ নামে সম্বোধন করিয়াছিল এবং ভাবী রাজা বলিয়া অভিবাদন করে। তুমি আমার উচ্চপদের সঙ্গিনী, তোমায় এ সংবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। আমার আনন্দে তোমার যে অংশ, তাহাতে যেন তুমি না বঞ্চিত হও। আমার পদ-বৃদ্ধিতে তোমার পদবৃদ্ধি ; তুমিও আপন পদ অবগত হও ভবিষ্যৎ-বাণীতে তুমি যে পদ

অধিকারিণী, এই পত্রে তোমায় জানাইলাম। নিজ অন্তঃকরণে এ কথা গোপন রাখিবে।' ইতি—

গ্লামিস কদর-পতি হ'য়েছে এখন,
হ'বে পরে শুনেছ যা ভবিষ্যৎ বাণী ;
কিন্তু ডরি আমি স্বভাব তোমার, পরিপূর্ণ দয়াধারে—
পাছে ঋজুপথে কর অবহেলা।
উচ্চপদ ইচ্ছা তব, উচ্চ আশ নহ ত বিহীন ;
কিন্তু বিনা পাপে সাধিবারে চাহ প্রয়োজন।
যে পদ বাসনা তব হৃদয়ে প্রবল,
ধর্ম্মপথে অর্জ্জন করিতে তাহা সাধ।
প্রতারণা কর ঘৃণা, কিন্তু পরস্ব লালসা তব।
যেই উচ্চাসন লাভ প্রয়াস তোমার,
চাহ যদি সে আসন,
অবশ্য দুষ্কর কার্য্য হইবে সাধিতে ;
ভয় চিতে, যে কার্য্য করিতে—
সেই কার্য্য হো'ক সমাধান ইচ্ছা তব।
এস ত্বরা, অন্তরের অনুরাগ মম ঢালি তব কর্ণপথে,
সবল জিহ্বায় করি তাড়না তোমায় ;
দূর করি অন্তরের বাধা;
প্রতিরোধ করে যাহা মুকুট পরিতে,
যে মুকুট ভাগ্যসনে শক্তি অমানুষী
চাহে তোমা করিতে করিতে ভূষিত।

(দূতের প্রবেশ)

কি সংবাদ ?

দূত। অদ্য রাত্রে মহারাজ এ পুরে অতিথি হবেন।

লে-ম্যাক্। ক্ষিপ্ত তুমি, তাই কহ হেন বাণী।
প্রভু তব নাহি কি রাজার সাথে ?

রাজসমীপে রহিলে, অবশ্য আসিত হেথা সংবাদ লইয়ে,
ব্যস্ত চিত্তে রাজ অভ্যর্থনা হেতু।

দূত। দেবি, অবধান করুন, সত্য কথা প্রভু আস্‌ছেন, আমার একজন সহযোগী তাঁ হ'তে ত্বরান্বিত হ'য়ে পৌছেছে, দ্রুত আগমনে তার শ্বাসরুদ্ধ। কেবল এই সংবাদ মাত্র দিতে পেরেছে।

লে-ম্যাক্। সমাদর কর দূতে, আনিয়াছে উচ্চ সমাচার।

[দূতের প্রস্থান।

শ্বাসরুদ্ধ দূত, কর্কশ বায়স, হ'বে শ্বাসরুদ্ধ তার,
জানাইতে রাজ আগমন,
এ পুরে যমের দুয়ারে!
আয়্ আয়্ আয়্ রে নরক-বাসি পিশাচ নিচয়!
ডাকিছে জিঘাংসা তোরে আয়্ ত্বরা করি,
হর নারী-কোমলতা হৃদি হ'তে মম,
আপাদ মস্তক কর কঠিনতাময়,
কর ঘন শোণিত-প্রবাহ,
রুদ্ধ রাখ হৃদয়ের দ্বার,
মানব-স্বভাব-জাত অনুতাপ যেন নাহি পশে,
না টলায় উদ্দেশ্য ভীষণ, দ্বন্দ্ব নাহি উঠে মনে,
যদবধি কার্য্য নাহি হয় সমাধান।
এস হত্যা-উত্তেজনাকারি।
ভ্রম যারা অদৃশ্য শরীরে,
মানব-স্বভাবে পাপ-উত্তেজনা-হেতু,
এস এস নারীর হৃদয়ে,
পয়ঃ পরিবর্ত্তে বিষ দেহ পয়োধরে!
আয়্ আয়্ ঘোররূপা তামসী ত্রিযামা!
ভীষণ নরক-ধূমে আবরিয়া কায়;
যেন তীক্ষ্ণ ছুরী না হেরে আঘাত,
তমাচ্ছন্ন আবরণ ভেদিয়া গগন
"কি কর! কি কর!" নাহি বলে।

(ম্যাকবেথের প্রবেশ)

গ্লামিসের পতি, কদরের পতি !
উচ্চতর পদ যারে দিবে ভবিষ্যতে,
গাইল ডাকিনীগণ যাহা।
তব পত্রপাঠে ভ্রমি আমি ভবিষ্যতে,
ভাবীবার্ত্তা অজ্ঞ,—
এই বর্ত্তমান ত্যজি ভবিষ্যৎ উদয় এখন।

ম্যাক্। প্রিয়ে, রাজ আগমন হ'বে পুরে।

লে-ম্যাক্। কবে তাঁর ফিরিতে বাসনা ?

ম্যাক্। কল্য এইমত বুঝিলাম অভিপ্রায়।

লে-ম্যাক্। ওঃ ! দিনকর সেই কল্য কভু না হেরিবে।
সরল হে মুখছবি তব,
যাহে নরে পুস্তকে যেমতি—
পাঠ করে হৃদয়ের অদ্ভুত সংবাদ।
ভুলাও সকলে, সময়-উচিত আবরণে ;
চক্ষু, হস্ত, জিহ্বায় ধর হে অভ্যর্থনা।
হও প্রস্ফুটিত যেন নির্ম্মল কুসুম,
কিন্তু ফণী হ'য়ে বস' মাঝে তার,
উদ্যোগের প্রয়োজন অভ্যর্থনা হেতু তার।
নিশার ভীষণ কার্য্য সমর্পণ কর মম করে,
যেই কার্য্য ফলে, নিশি দিন—
করিব স্থাপন আধিপত্য সর্ব্বোপরি,
হ'ব দোঁহে প্রভু সবাকার।

ম্যাক্। এ সকল আলোচনা করিব পশ্চাৎ।

লে-ম্যাক্। রহ মাত্র প্রসন্ন বদনে,
বিকৃত বদন-ভাব ভয়ের লক্ষণ ;
অন্য কার্য্য ভার মম প্রতি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ম্যাক্‌বেথের দুর্গতোরণ

(ডন্‌ক্যান, ম্যাকম, ডনাল্‌বেন, ব্যাঙ্কো, লেনক্স, ম্যাক্‌ডফ্
রস্, য়্যাঙ্গাস, বাদ্যযন্ত্রকারক, মশালধারক
ও অনুচরবর্গের প্রবেশ)

ডন্‌ক্যা। এ অতি সুন্দর পুরী,
বায়ু মৃদুমন্দ গতি মধুর পরশে কায়।

ব্যাঙ্কো। বসন্তের অতিথি এ বিহঙ্গ সুন্দর
উচ্চ গৃহচূড়বাসী, করিছে প্রচার
এই স্থানে বহে চির বসন্ত অনিল,
গৃহচূড়ে সুযোগ যথায়
ঝুলায় তথায় সুন্দর আপন নীড়,
রহে যথা বহে তথা বায়ু মন্দগতি।

(লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ডন্‌ক্যা। দেখ, গৃহিণী আমাদের অভ্যর্থনা হেতু আগমন কচ্চেন। সুন্দরি প্রজাগণে রাজভক্তি প্রদর্শন ক'রে কখন কখন আমাদিগকে বিরক্ত করে সত্য; কিন্তু তাদের প্রীতি দর্শনে আমি পরম প্রীত হই, প্রীতিভরে আমরা অদ্য তোমার আবাসে এসেছি; দেখ, অনাদর ক'র না। আমার, তোমাদের প্রতি অপার স্নেহ, তাই বিরক্ত কর্‌তে এলেম। আমার, প্রীতির পরিবর্ত্তে প্রীতিদান ক'রে ঈশ্বরের নিকট আমার মঙ্গল প্রার্থনা কর। তোমরা আমার নিতান্ত প্রীতির ভাজন।

লেডী-ম্যাক্। মহারাজ, আমরা রাজসেবায় যে সকল কার্য্যে সক্ষম, যদি তার দ্বিগুণের দ্বিগুণ সমর্থ হ'তেম, তা হ'লেও মহারাজের কৃপার নিকট অতি ক্ষুদ্র হ'ত। রাজ আগমনে এ পুরী যেরূপ সম্মানিত, তার আংশিক কৃতজ্ঞতা প্রদানে আমরা অপটু। পূর্ব্বকৃপা ও বর্ত্তমান কৃপার কি আর

পরিশোধ দেব? কেবল দিবারাত্র ঈশ্বরের নিকট মহারাজের মঙ্গল বাসনা ক'র্‌ব।

ডন্‌ক্যা। কোথায়, স্বামী তোমার কোথায়? আমরা তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎই আস্‌ছি, ভেবেছিলেম তাঁর অগ্রে এসে পৌঁছিব; কিন্তু তিনি বেগগামী, রাজভক্তিতে অধিকতর দ্রুতগমনে তোমার নিকট উপনীত হয়েছেন। হে সুন্দরি, অদ্য আমরা তোমার অতিথি।

লেডী-ম্যাক্‌। মহারাজ! ভৃত্যের যা আছে, তা সকলই মহারাজের; কেবল আমরা তার রক্ষক। যা মহারাজের, তাই দিয়ে মহারাজের পূজা ক'রব, আর ত আমাদের কিছুই নাই।

ডন্‌ক্যা। আমায় তোমার কোমল হস্ত প্রদান কর, তোমার স্বামীর নিকট লয়ে চল; আমি তাঁকে অতিশয় ভালবাসি, আমাদের স্নেহ চিরস্থায়ী।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

ম্যাক্‌বেথের দুর্গের কক্ষ

(বাদ্যযন্ত্রকারক ও মশালধারকগণ পরে থানা হস্তে থানসামাগণের প্রবেশ ও প্রস্থান, পরে ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ম্যাক্‌। এ কঠিন ব্রত যদি উদ্যাপনে হ'ত উদ্যাপন,
শ্রেয়ঃ তবে শীঘ্র সমাধান;
লব্ধকাম হত্যা যদি বারিতে পারিত পরিণাম,
অস্ত্রাঘাতে ফুরা'ত সকলি,
ভুঞ্জিতে না হ'ত ফলাফল ইহকালে।
সংকীর্ণ এ ভব-কূলে দাঁড়ায়ে নির্ভয়ে,
করিতাম অবহেলা পরলোকে।
কিন্তু এই গুরু পাপে দণ্ড ইহলোকে!
অন্যে শিখে এ শোণিত খেলা,
শিক্ষকে দেখায় সেই খেলা প্রাণনাশী।

বিষম অপক্ষপাতী বিধির নিয়ম !
যার বিষপাত্র আনি ধরে তার মুখে।
দ্বিগুণ বিশ্বাসভঙ্গ বধিলে ভূপালে,
আত্মীয় প্রথমে, তাহে প্রজা আমি তাঁর,
উভয়ে প্রবল রোধ এ কার্য সাধনে।
দ্বিতীয়তঃ, মমাশ্রয়ে অতিথি সে জন,
ঘাতকে রোধিতে দ্বার উচিত আমার,
আপনি ধরিব ছুরী, এ হ'তে সম্ভবে পাপ কিবা ?
বিশেষ এ নরপতি মাৎসর্য্য বিহীন,
সদাশয় অতি, রাজ-কার্য্য অমল তাঁহার ;
গুণগ্রাম তাঁর, বাজায়ে ধর্ম্মের ভেরী নিদারুণ রোলে,
কহিবে সকলে নিদারুণ হত্যাকাণ্ড,
দয়া, পবন-বাহনে,
প্রাণনাশ-উপন্যাস ক'বে ঘরে ঘরে,—
জন-মন দ্রবিবে শুনিয়া,
নবশিশু নিরাশ্রয় হেরি যথা দেবদূতগণ,
অশরীরী অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ, করিবে ভ্রমণ,
উঠিবে তুমুল ঝড় তাহে।
খর বালুকা সমান, নর চক্ষে বাজিবে সংবাদ,
আঁখিজল বহিবে প্রবল, নিবিড় নীরদধারা সম,
দেবক্রোধ তুষ্টি হেতু।
নাহি অন্য উত্তেজনা মম,
একমাত্র উচ্চাশায় মাতায় আমায়,
লম্ফ দিতে চায় প্রাণ, উচ্চাসন' পরে,
উঠিতে না পারে, লক্ষ্যভ্রষ্ট পড়ে অন্য পারে।

(লেডী-ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

কি কি, কি সংবাদ ?

লেডী-ম্যাক। তাঁর ভোজন শেষ হ'য়েছে, তুমি কি নিমিত্ত চলে এলে ?

ম্যাক্। আমি কোথায়, জিজ্ঞাসা ক'রেছে না কি ?

লেডী-ম্যাক্। জান না কি, জিজ্ঞাসা ক'রবে ?

ম্যাক্। এক কার্য্যে না হ'ব অগ্রসর।
অশেষ সম্মান দান ক'রেছে আমায়,
রাজ্যময় প্রজাগণ গাহিছে সুযশ,
হেন সম্মান-ভূষণ,
যুক্তি নহে ত্বরা করি করিতে বর্জ্জন।

লেডী-ম্যাক্। মদ্যপায়ী আশা কি তোমায় করেছিল উত্তেজিত ?
ঘোর মাদকের ভরে নিদ্রিত হইল আশা পরে ;
ঘুমঘোর এক্ষণে, টুটিল মত্ততা ছুটিল,
রুগ্ন-প্রায় পাণ্ডুগণ্ড এবে আশা তব, চায় চারিভিতে,
হেরে সচকিতে নিজ কার্য্য প্রতি,—
করেছিল পূর্ব্বে যাহা উন্মত্ততাবশে।
বুঝি প্রেম তব, মম প্রতি উন্মত্ত সে মত ,
এবে কি সভীত তুমি পূরাতে বাসনা ?
নিজ পুরুষার্থ বলে, চাহ কি লভিতে
জীবনের সাররত্ন মুকুট-ভূষণ ?
কিন্তু সভীত অন্তরে ক'হ,
সাহসে না আঁটে সাধিতে ভীষণ কার্য্য !
মৎস্যপ্রিয় বিড়াল যেমতি, ডরে নাহি নামে জলে।

ম্যাক্। হও স্থির ক'র না ভৎর্সনা ;
মনুষ্যের যোগ্যকার্য্য সাধনে না ডরি ;
অযোগ্য কার্য্যেতে ব্রতী, হেয় সেই জন।

লেডী-ম্যাক্। কোন পশু ভবে আমার নিকটে,
করেছিল উত্থাপন এ কঠিন পণ ?
মানব নামের যোগ্য আছিলে তখন,
সাহস বাঁধিলে সবে এই উচ্চব্রতে
উচ্চতর পদ যদি করহ গ্রহণ,
মনুষ্যত্ব পুরুষার্থ অধিক তাহায় ;

সময় সুযোগ স্থান আছিল অভাব,
করেছিলে পণ সুযোগ খুঁজিয়া ল'বে,
সে সুযোগ এবে উপস্থিত ;
সুযোগ হেরিয়ে তুমি পুরুষার্থ হারা !
স্তন্যপায়ী শিশুরে দিয়েছি স্তন,
সস্নেহে ধরেছি তারে বুকের উপরে,—
হেন শিশু এবে যদি হাসে মম বুকে,
দন্তহীন মুখ হ'তে স্তনাগ্র ছিনায়ে,
আছাড়িয়া মস্তিষ্ক বিদারি তার—
প্রতিজ্ঞা যদ্যপি করি তোমার সমান।

ম্যাক্‌। কার্য্য যদি হয় হে বিফল ?

লেডী-ম্যাক্‌। বিফল !
বাঁধ সাহসের তার বুকে উচ্চ স্বরে,—
কভু হ'ব না বিফল ;
পথশ্রান্তে, ঘুমঘোরে হ'লে অচেতন,
আছে যেই রক্ষক দু'জন—
মদ্যপানে উন্মত্ত করিব হেন মতে,
যেন স্মৃতি, বুদ্ধির প্রহরী,—
হ'বে ধূমাকার ধূমে আবরিত ;
হিতাহিত জ্ঞানের আধার, মস্তক দোঁহার—
তপ্তধূমপাত্র প্রায় রবে ;
মদমত্ত শূকর যেমতি,
প'ড়ে রবে মৃত প্রায়। সেই কালে,
কি কার্য্য অসাধ্য হবে আমা দোঁহাকার,
অরক্ষিত ডন্‌ক্যানের প্রতি ?
হত্যাদোষ মদ্যপায়ী রক্ষকের পরে
অর্পিতে কি হবে ভার।

ম্যাক্‌। নির্ভীক, নির্ভীক তুমি কোমলতা হীন !
কঠিন জঠরে প্রসব' কঠিন নরে,

কাঠিন্ত ব্যতীত, কি আর সম্ভবে তোমা হ'তে ?
প্রহরীর অস্ত্রে হত্যা হইলে সাধন,
রক্তাক্ত যত্তপি করি সেই দুই জনে,
ক'বে না কি সবে, হত্যাকাণ্ড ক'রেছে তাহারা ?

লেডী-ম্যাক্। কার সাধ্য কহে অন্যমত,—
যবে উচ্চ শোকধ্বনি তুলিব গগনে
তার মৃত্যু-বার্ত্তা শুনে ?

ম্যাক্। স্থির মম পণ এবে, দৃঢ় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার,
গুণবদ্ধ ধনুসম, সাধিতে ভীষণ কাজ।
যাও, অতিক্রম করহ সময়, সৌজন্যের করি ভাণ;
চাতুরীর আবরণ, ধর হাস্যানন,
স্বরূপ অন্তর ভাব করিতে গোপন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ম্যাক্‌বেথের দুর্গ প্রাঙ্গণ

(ব্যাঙ্কো ও মশালহস্তে ফ্লিয়েন্সের প্রবেশ)

ব্যাঙ্কো। বৎস, কত রাত ?

ফ্লিয়ে। চন্দ্র অস্ত গিয়েছে, আমি ঘড়ি বাজা শুনি নি।

ব্যাঙ্কো। আ'জ্ দ্বিপ্রহরে চন্দ্র অস্ত।

ফ্লিয়ে। আমার বোধ হয়, আরও অধিক রাত্রি।

ব্যাঙ্কো। আমার তরবারি ধর, আকাশ যেন ব্যয়কুণ্ঠ হ'য়ে তারামালার আলোক নির্ব্বাণ করেছে। এটাও ধর, আমার চক্ষের পাতায় যেন সীসে ঢেলে দিয়েছে, কিন্তু আমার নিদ্রা যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না; যে সকল দুশ্চিন্তা, স্বপ্নে উত্তেজিত হয়, কৃপাময়ী মহাশক্তি আমার অন্তর হ'তে দূর করুন। তরবারি দাও,—কেও ?

(ভৃত্যসহ ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ম্যাক্। বন্ধু।

ব্যাঙ্কো। কি ম'শায়, এখনও নিদ্রা যান নি ? মহারাজ শয্যায়,—অতিশয় আনন্দ করেছেন, আপনার ভৃত্যগণকে নানাপ্রকার রাজপ্রসাদ দিয়েছেন। এই হীরাটি আপনার স্ত্রীর। তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁর অতিথি সৎকারের প্রশংসা করেছেন; তিনি পরম সন্তোষে মগ্ন।

ম্যাক্। রাজ-অভ্যর্থনার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলেম না, ইচ্ছা স্বত্বে কত শত ত্রুটি হ'য়েছে; প্রস্তুত থাক্‌লে এরূপ অপ্রতিভ হ'তে হ'ত না।

ব্যাঙ্কো। অতি সুচারুরূপ হয়েছে। দেখুন, কল্য রাত্রে আমি সেই বিকটাত্রয়কে স্বপ্নে দেখেছিলেম; তা'দের ভবিষ্যৎবাণী, আপনার সম্বন্ধে কতকটা সত্য হ'য়েছে।

ম্যাক্। আমি তা'দের বিষয় চিন্তা করি না; কিন্তু সাবকাশ মত, যদ্যপি আপনি হানি বিবেচনা না করেন, সে বিষয় আন্দোলন ক'র্লে ক্ষতি কি?

ব্যাঙ্কো। আপনার সাবকাশেই আমার সাবকাশ।

ম্যাক্। যদ্যপি, আপনি আমার মতাবলম্বী হন, তা হলে বোধ হয়, আমার দ্বারা আপনার সম্মান বৃদ্ধি হ'তে পারে।

ব্যাঙ্কো। আমার তায় ক্ষতি কি? রাজ-ভক্তি সহকারে যদি মান বৃদ্ধি হয়, আপনার উপদেশ মতে চল্‌ব'।

ম্যাক্। এখনকার কথা নয়, বিরাম লাভ করুন।

[ব্যাঙ্কো ও ফ্লিয়েন্সের প্রস্থান।

ম্যাক্। (ভৃত্যের প্রতি) কর্ত্রীকে বল গে, আমার পানপাত্র প্রস্তুত হ'লে ঘণ্টা নিনাদ করেন। তুই শু গে যা।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

একি, তরবারি নেহারি সম্মুখে!
মুষ্টি মম হস্ত অভিমুখে,
আয় অসি, করিরে ধারণ!
ধরিতে না পারি, তথাপি নেহারি,—
আরে আরে বিভীষিকা ছবি!
অনুভূত নহ কি পরশে,—নয়নে যেমতি।
কিম্বা তুমি অন্তরের ছুরী,
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক মম, সৃজিয়াছে তোর ছায়া কায়া!
এখনও নেহারি, কোষ মুক্ত করি যেই অসি—
অবিকল তার সম প্রত্যক্ষ আকার তোর,
দেখাইয়া চলিতেছে পথ;
তোমা সম অস্ত্র মম হ'বে প্রয়োজন।
প্রতারিত নয়ন কি মম?
কিবা প্রতারিত অপর ইন্দ্রিয়গণে?
আঁখি করে সত্য নিরূপণ!
এখনও নেহারি,—

হেরি শোণিতের চিহ্ন মুষ্টিফলকে তোমার,
নাহি ছিল পূর্ব্বে যাহা ;
ভ্রম দৃষ্টি, কিছু নহে আর,—
এ মম শোণিত-ব্রত, প্রতারিত করিছে নয়নে।
স্বভাব সুষুপ্ত এবে অর্দ্ধ ধরা 'পরে—মৃতবৎ ;
বিকট স্বপন কেহ দেখে থেকে থেকে,
বিকটা ডাকিনীগণে মাতিয়ে শ্মশানে,
দেয় বলি ইষ্টদেবে তুষ্টি হেতু যেন,
প্রেত সম,
শুষ্ক কায় হত্যা যায় নাশিতে নিদ্রিত জনে—
ব্যভিচারী বলাৎকারী যথা ধীরপদে,
কভু বা চমকে নিশির প্রহরী,
বৃকের বিকট রব শুনি।
দৃঢ়কায় কঠিনা মেদিনী, পদশব্দ নাহি শুন,
যেন প্রতি শিলাখণ্ডে তব,
ভাষে না প্রকাশে কোথায় গমন মম !
যেন নাহি হরে,
ভয়ঙ্কর সময় উচিত নিশির নীরব ভাব !
হেথা করি ভয় প্রদর্শন, জীবিত সে র'য়েছে এখন,
বাক্যব্যয়ে করে মাত্র উৎসাহ শিথিল।

(নেপথ্যে ঘণ্টাশব্দ)

গমনে আমার, কার্য্য হবে সমাধান,
ঘণ্টার নিনাদে মোরে করে আবাহন।
ডন্‌ক্যান,—
শুন না এ রব, মৃত্যু ঘণ্টা রব এ তোমার,
স্বর্গ তোরে ডাকে কিম্বা নরক দুস্তর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পূর্ব্ব দৃশ্যপট

(লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

লেডী-ম্যাক্‌। যে মদিরা উন্মত্ত করেছে সবে—
করিয়াছে সাহস প্রদান মোরে ;
জ্ঞান-জ্যোতি নির্ব্বাণ সবার যে প্রভাবে—
উদ্দীপিত ক'রেছে আমায়।
একি ! না, পেচক ফুৎকার,
ভয়ঙ্কর রজনীর ঘণ্টা-নিনাদক,
কঠিন আরাবে দেয় বিদায় সবায়।
এতক্ষণ নিয়োগ হয়েছে বুঝি কাজে,
উদ্ঘাটিত দ্বার, মদমত্ত ভৃত্যগণে,
নিজকার্য্য করে উপহাস—
নাসিকার ধ্বনি করি ;
পানপাত্রে করিয়াছি ঔষধ প্রদান,
যাহে প্রকৃতির সনে মৃত্যু করে বাদ—
জীবিত কি মৃত বলি।
নেপথ্যে ম্যাক্‌। কেও ? কি, অ্যাঁ !
লেডী-ম্যাক্‌। বুঝি সর্ব্বনাশ হয়, কাঁপিছে হৃদয়,
জেগেছে সকলে, কার্য্য নহে সমাধান।
উদ্যম বিফল, কার্য্য নাশ, মজাইল—মজাইল !
এ কি !
কোষমুক্ত করি রাখিয়াছি রক্ষকের অসি,
ভ্রম নাহি হ'বে দেখে নিতে।
আকারে না হ'ত যদি পিতার সমান,
আমি সাধিতাম কাজ ;

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

স্বামী মম !

ম্যাক্। করিয়াছি কার্য্য সমাধান,
শুনেছ কি কিছু ?

লেডী-ম্যাক্। মাত্র পেচকের নাদ, আর ঝিল্লীর ঝঙ্কার।
করেছিলে কোন কথা ?

ম্যাক্। কখন ?

লেডী-ম্যাক্। এখন।

ম্যাক্। নামিতে নামিতে ?

লেডী-ম্যাক্। হাঁ।

ম্যাক্। শুন, দ্বিতীয় কক্ষেতে কেবা ?

লেডী-ম্যাক্। ডনাল্‌বেন।

ম্যাক্। (হস্ত দেখিয়া) দৃশ্য অতি দুঃখকর !

লেডী-ম্যাক্। পাগলের কথা,—দুঃখকর।

ম্যাক্। নিদ্রাঘোরে জনেক হাসিল,
জনেক কহিল—'হত্যা'
জাগাইল পরস্পরে ;
শুনিলাম দাঁ'ড়ায়ে সে সব—
প্রার্থনা করিয়া পুনঃ নিদ্রা গেল সবে।

লেডী-ম্যাক্। এক কক্ষে আছে দুই জন।

ম্যাক্। জনেক কহিল,—'রক্ষা কর ভগবান্ !'
'শান্তি, শান্তি' জনেক কহিল,
হত্যাকারী হস্ত যেন দেখিল আমার।
শুনিয়া সভয় উক্তি সে সবার,
নারিলাম 'শান্তি' উচ্চারিতে,
যবে দোঁহে ডাকিল কাতরে,—
'রক্ষা কর ভগবান্ !'

লেডী-ম্যাক্। এন না এ ঘোর দুর্ভাবনা !

ম্যাক্। কেন নারিলাম 'শান্তি' উচ্চারিতে,
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ মম, প্রয়োজন সমধিক;
'শান্তি' উচ্চারিতে কণ্ঠরোধ হ'ল মম।

লেডী-ম্যাক্। এরূপে এ সব চিন্তা নাহি দেহ স্থান,
উন্মত্ততা হ'বে তাহে।

ম্যাক্। যেন করিনু শ্রবণ, 'ঘুমাও না আর',
'হত্যাকারী নিদ্রা করে নাশ'।
নিদ্রা অবিরোধী—
চিন্তায় বিক্ষিপ্ত মন সংযত যাহাতে,
শান্তি প্রদায়ক, দিনগত শ্রম বিনাশক,
ক্ষত মনে মহৌষধি,
প্রকৃতির দ্বিতীয় প্রবাহ,
জীবনের ক্ষয় নিদ্রা করে সংপূরণ।

লেডী-ম্যাক্। এ কি ভাব তব?

ম্যাক্। কহিল আবার—
'ঘুমা'ও না আর নিদ্রাগত গৃহবাসিগণে,
'গ্লামিসের অধিপতি নিদ্রা করে নাশ,
কদর না ঘুমাইবে আর,
ম্যাক্‌বেথ না ঘুমাইবে আর।'

লেডী-ম্যাক্। কে করিল এরূপ চীৎকার?
একি, বীর তুমি, নত কর হৃদয়ের বল,
হেন ক্ষিপ্ত চিন্তা করি আন্দোলন!
বারি ল'য়ে ধৌত কর
কুৎসিৎ এ হস্তের প্রমাণ।
কি হেতু আনিলে অস্ত্র তথা হ'তে?
অস্ত্র তথায় রহিবে;
ল'য়ে যাও;
করহ লস্করগণে রক্তাক্ত শরীর।

ম্যাক্। যাইতে নারিব,
ক'রেছি যে কাজ, ভয় হয় চিন্তায় আমার ;
নাহি হেন সাধ্য, পুনঃ বিলোকন করি তাহা।

লেডী-ম্যাক্। অদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, অস্ত্র দাও, মোরে ;
মৃত বা নিদ্রিত চিত্রপটের সমান,
ভয় পায় বালকের আঁখি
চিত্রিত প্রেতের ছবি হেরি !
এখন' যদ্যপি বহে শোণিত প্রবাহ,
আরক্ত করিব তাহে উভয় লস্করে ;
অপরাধ সে দোঁহার দেখে যেন সবে।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

ম্যাক্। কোথা হ'তে দুয়ারে আঘাত ?
একি, প্রতি শব্দে কি হেতু আতঙ্ক আমার ?
একি বিভীষিকা করদ্বয়—
চক্ষু মম করে উৎপাটন।
বরুণের অধিকারে আছে যে সাগর
ধৌত তাহে হ'বে কি এ হস্তের শোণিত ?
করার্পণে রঞ্জিত করিবে সিন্ধু জল,
নীলাম্বু হইবে রক্তাকার।

(লেডী ম্যাক্‌বেথের পুনঃ প্রবেশ)

লেডী-ম্যাক্। হের, মম তোমা সম হস্তের বরণ !
কিন্তু পাণ্ডুবর্ণ সভয় অন্তর তোমার যেমন,—
লজ্জা হয় দিতে স্থান হৃদাগারে।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

শুনি আঘাত দক্ষিণ দ্বারে ;
কক্ষে চল,

কিঞ্চিৎ সলিল, দোষ মুক্ত করিবে দোঁহার ;
দেখ, কত তুচ্ছ, সহজ কেমন ;
দৃঢ়তা তোমারে করিয়াছে পরিত্যাগ।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

শুন, পুনঃ পুনঃ দুয়ারে আঘাত।
চল, রাত্রিবাস বস্ত্র করিগে গ্রহণ ;
কি জানি যত্নপি হয় প্রয়োজন,
কেহ নাহি বোঝে আছি জাগ্রত উভয়ে।
অযোগ্য চিন্তায় মগ্ন হ'ও না এমন।

ম্যাক্। হোক মম আত্ম-স্মৃতি লোপ,
কার্য্য-স্মৃতি লোপ হোক তাহে।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

উঠ হে ডন্‌ক্যান্! শুন, ডাকিছে তোমায়,
হায়, যদি জাগিবার থাকিত উপায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পূর্ব্ব দৃশ্যপট

(দ্বারপালের প্রবেশ)

দ্বার। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) সত্যই তো দোরে ঠক্‌ঠকাচ্ছে, যদি কোন মিঞাকে নরকের দোরে দরওয়ান হ'তে হয়, তবে দেদার চাবি ঘোরায়। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ঠক্ ঠক্ ঠক্—কেও? বল বাবা, ছোট শয়তানের দোহাই! এ যে চাষা ভায়া, ফসলের দর কমে গেল, গলায় দড়ি দে ঝুল্লে। এস, সকাল সকাল চ'লে এস, রুমাল সঙ্গে এনো, এখানে ঘামতে হবে। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ঠক্ ঠক্ ঠক্, বুড় শয়তানের

নামে কেও ? ওঃ ! এ যে সেই বব্‌লে ; বাবা, দু-দিক্ গেয়েছ, খোদার নাম নিয়ে বদিয়াতি ! ভেবেছিলে স্বর্গে যাবে, তা হ'ল না ; এস বব্‌লে চাঁদ ! (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ঠক্ ঠক্ ঠক্—কেও ? এ যে দর্জ্জি ভায়া ! কি বাবা, জাঙ্গিয়ার ছাঁট চুরি ক'রেছিলে ? খুব সাফাই হাত বাবা ! এস এখানে ইস্তিরি তাতাবে এস ! (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ঠক্ ঠক্ কচ্ছেই ! থামো না। কেও ? এ বড় ঠাণ্ডা নরক যে বাবা, এখানে আর দরওয়ানী চলে না, ভেবেছিলেম—সকল রকম পেশার লোক কিছু কিছু ছেড়ে দেব ; যারা বেশ ফুলের উপর দে চ'লে যাচ্ছেন, আখেরী নরকের আগুনে গা তাতাবেন। যাই যাই, ভুলবেন না মশাই ! (দ্বারমুক্ত করণ)

(ম্যাক্‌ডফ ও লেনক্‌সের প্রবেশ)

ম্যাক্‌ড। কাল্ কি রাত্তির ঢের হ'য়েছিল শুতে ? এখনও ঘুম ভাঙ্গে নি ?

দ্বার। দু'বার মোরগ ডেকে গেল, তখনও আমোদ কচ্ছি।

ম্যাক্। এত ঘুম মদেরই দেখ্‌ছি।

দ্বারপা। হাঁ ম'শায়, গলায় গলায় হ'য়েছিল ; আমায় যেমন কাত্ ক'রে ফেলেছিল, আমিও তেম্‌নি জব্দ ক'রে ছেড়েছি। আমার ত মজবুতী কম নয়, এক একবার ঠ্যাং ধ'রে টানাটানি করে তুলেছিল, আমিও তেম্‌নি উগ্‌রে ঝেড়ে দিয়েছি।

ম্যাক্‌ড। তোমার প্রভু উঠেছেন কি ? এই যে, ডাকাডাকিতে উঠেছেন, এই দিকে আস্‌ছেন।

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

লেনক্। মহাশয়, সুপ্রভাত !

ম্যাক্। সুপ্রভাত ! সুপ্রভাত !

ম্যাক্‌ড। মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হ'য়েছে ?

ম্যাক্। এখনও উঠেন নি।

ম্যাক্‌ড। আমার প্রতি খুব প্রত্যুষেই ডাক্‌বার আজ্ঞা ছিল, একটু বা দেরি হ'য়ে প'ড়েছে।

ম্যাক্‌। আমি আপনাকে নিয়ে যাই চলুন।

ম্যাক্‌ড। ম'শায় কষ্ট ক'র্‌বেন, এ কষ্টে আপনার আনন্দ আমি জানি।

ম্যাক্‌। যে কার্য্যে আমাদের অনুরাগ, সেই কার্য্যই আমাদের শান্তি-প্রদায়ক। এই দোর।

ম্যাক্‌ড। যখন আমার প্রতি ভার দিয়েছেন, সাহস ক'রে প্রবেশ করি।

[প্রস্থান।

লেনক্‌। মহারাজ বুঝি অদ্যই প্রস্থান করবেন ?

ম্যাক্‌বে। হাঁ, এইরূপ তো তাঁর আজ্ঞা।

লেনক্‌। কাল বড় অশান্ত রাত্রি। আমাদের শয়নাগারের ধূমপথ সকল খ'সে পড়েছে, হাওয়ায় যেন রোদন ধ্বনি, অদ্ভুত মুমূর্ষের আর্ত্তনাদ!—শুনেছি না কি এরূপ অপ্রাকৃতিক শব্দ ঘোরতর সমাজ-বিপ্লবের পূর্ব্বলক্ষণ; সময়ে দুর্দ্দিন পরিপুষ্ট হবে। তিমির সহচর পেচক সমস্ত রাত্রিই ঘুৎকার ধ্বনি ক'রেছে। শুন্‌লুম্‌, পৃথিবী যেন জরাক্রান্ত হ'য়ে কম্পিত হ'য়েছিল।

ম্যাক্‌। অতি দুর্নিশা!

লেনক্‌। আমার স্মৃতিতে তো এর তুলনা নাই।

(ম্যাক্‌ডফের পুনঃ প্রবেশ)

ম্যাক্‌ড। বিভীষিকা! বিভীষিকা! বিভীষিকা! অন্তঃকরণে নয়,—জিহ্বায় নয়! ধারণা হয় না,—ব্যক্ত করা যায় না!

ম্যাক্‌।
লেনক্‌। } কি, কি হ'য়েছে ?

ম্যাক্‌ড। সর্ব্বনাশের চরম কার্য্য সম্পন্ন হ'য়েছে! অপবিত্র হত্যা, প্রভুর অভিষিক্ত মন্দির ভগ্ন ক'রে প্রবেশ করেছে,—জীবনরত্ন অপহরণ ক'রেছে!

ম্যাক্‌! কি ব'ল্‌ছেন ?—জীবন ?

লেনক্‌। মহারাজের ?

ম্যাক্‌ড। কক্ষে প্রবেশ করুন, প্রস্তরকারিণী ভয়ঙ্করী নবরাক্ষসী দর্শনে চক্ষের দৃষ্টি বিনাশ করুন। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না, দেখে এসে আপনার যা ব'ল্‌বার হয় বলুন।

[লেনক্‌স ও ম্যাক্‌বেথের প্রস্থান।

ওঠ, জাগ, ঘোর রবে ঘণ্টা নিনাদ কর। হত্যা, রাজদ্রোহ! ব্যাঙ্কো, ডনাল্‌বেন, ম্যাকম, জাগ! মৃত্যুর প্রতিরূপ এ অঘোর নিদ্রা পরিত্যাগ কর; মৃত্যু দেখ্‌বে এস। ওঠ ওঠ, প্রলয়ের ছবি দেখ এসে! ম্যাকম্‌, ব্যাঙ্কো, যদি সমাধিস্থ হ'য়ে থাক, প্রেতের ন্যায় এসে এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন কর, ঘণ্টা নিনাদ কর।

(ঘণ্টানিনাদন)

(লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

লেডী-ম্যাক্‌। কি কার্য্যে এ ভয়ঙ্কর নিনাদে, নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে একত্রিত করা হ'চ্ছে?

ম্যাক্‌ড। আঃ সুশীলা! আমার সংবাদ আপনার শোন্‌বার উপযুক্ত নয়, স্ত্রীলোকের কর্ণে এ সংবাদ প্রবেশ ক'ল্লেই সংহার ক'র্‌বে।

(ব্যাঙ্কোর প্রবেশ)

হায় ব্যাঙ্কো! আমাদের প্রভুকে হত্যা করছে।

লেডী-ম্যাক্‌। ওঃ কি দুঃখ! আমাদের বাড়ীতে?

ব্যাঙ্কো। স্থান অস্থান কি, অতি নিদারুণ! বন্ধুত্তম, তোমার সংবাদ পরিবর্ত্তন কর, বল 'না'।

(লেনক্‌স ও ম্যাক্‌বেথের পুনঃ প্রবেশ)

ম্যাক্‌। যদি এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হ'ত, জীবন সুখকর বিবেচনা কর্ত্তেম। এখন হ'তে ভঙ্গুর জীবন সারহীন, সকলই ক্রীড়ার বস্তু, যশ মান মৃত, সুরারূপ জীবনের সুসার নির্গত হ'য়েছে; যা অসার, ভাণ্ডারে তাই আছে।

(ম্যাক্‌ম ও ডনাল্‌বেনের প্রবেশ)

ডনাল্‌। কি অমঙ্গল উপস্থিত?

ম্যাক্‌। নাহি জান' হায়!
বিদ্যমান তোমা দোঁহে,
কিন্তু জীবন-আকর উৎস—
অন্তরের শোণিত নির্ঝর রুদ্ধ এবে,
রুদ্ধ সেই মূল প্রস্রবণ।

ম্যাক্‌ড। তোমাদের মুটুকধারী পিতা হত!

ম্যাক্‌ম। আঁ্যা! কে ক'র্‌লে?

লেনক্‌। বোধ হ'লো, তাঁর কক্ষস্থিত ভৃত্যেরা; তাদের হস্ত, দেহ শোণিতাক্ত দেখ্‌লুম্‌; শোণিতাক্ত অস্ত্র সকল তাদের শিরঃস্থানে পাওয়া গেল; তারা হতবুদ্ধি হ'য়ে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে রইল। এইরূপ দুর্ম্মতি ব্যক্তির হস্তে জীবন অর্পণ অতি অবিবেচনার কার্য্য।

ম্যাক্‌। কিন্তু এখন আমার অনুতাপ হ'চ্ছে, কেন তাদের বধ কল্লুম্‌!

ম্যাক্‌ড। কেন কল্লেন?

ম্যাক্‌। স্থির বুদ্ধি, অভিভূত, ধীর, রোষান্বিত,
রাজভক্ত অথচ উদাস এককালে—
হ'তে পারে কেবা? নাহি হেন জন।
প্রভুভক্তি অবশ করিল ক্রোধে,
অধীরতা টলাইল স্থির মতি মম।
ডন্‌ক্যান শায়িত রুধিরাক্ত শ্বেতকায়—
সুবর্ণের কারুকার্য্য রজতে যেমতি,
অঙ্গে ক্ষত—ভগ্নদ্বার প্রকৃতির
সর্ব্বহন্তা ধ্বংসের বিমুক্ত পথ।
উপস্থিত ঘাতক তথায়,
লোহিত বরণ দুর্নীত বৃত্তির ভূষা;
অস্ত্র অঙ্গে রক্তছড়া বিভীষিকা!
কেবা রহে স্থির, অন্তরে যে রাজভক্তি ধরে?
আছে যার সাহস সে হৃদে—
সেই ভক্তি করিতে প্রকাশ!

লেডী-ম্যাক্‌। আমায় ধর, এখান থেকে নিয়ে যাও!

ম্যাক্‌ড। কর্ত্রীকে কেউ দেখ।

ম্যাকম। (জনান্তিকে) আমরা কি নিমিত্ত নীরব র'য়েছি? এত' আমাদেরই সর্ব্বনাশ!

ডনাল্‌। (জনান্তিকে) এখানে কি কথা ক'বে? কোথায় কোন্‌ বিবরে কোন্‌ ফণী লুক্কায়িত আছে, ধাবমান হ'য়ে আমাদের আক্রমণ ক'রবে। চল,

পলায়ন করি ; অন্তের অশ্রু যেমন সহজে নির্য্যাসিত হ'য়েছে, আমাদের তো সেরূপ নয়।

ম্যাকম। (জনান্তিকে) সত্য, এ বিষম অন্তর্দাহ দেখা'বার নয়।

ব্যাঙ্কো। কর্ত্রীকে স্থানান্তরিত কর।

[লেডী-ম্যাক্‌বেথকে লইয়া প্রস্থান।

চলুন, আর অর্দ্ধাবরিত অঙ্গে হিমে অবস্থান ক'রে কি হবে? আমরা একত্রিত হ'য়ে হত্যা বিষয়ের অনুসন্ধান ক'রব। নানা প্রকার আশঙ্কা ও সন্দেহ আমাদের বিচঞ্চল করেছে, আমার ঈশ্বরের উপর নির্ভর। এ দুর্নীত, রাজদ্রোহীর জিঘাংসার কারণ জান্‌তে পালে, আমি প্রতিশোধ প্রদানে যত্নবান হ'ব।

ম্যাক্‌ড। আমারও ঐ পণ।

সকলে। সকলেরই এই কর্ত্তব্য।

ম্যাক্। চলুন, ত্বরান্বিত হ'য়ে প্রস্তুত হওয়া যাক্, মন্ত্রণা-গৃহে একত্রিত হ'ব।

সকলে। সেই উত্তম।

[ম্যাকম ও ডনাল্‌বেন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ম্যাকম। কিবা অভিপ্রায় তব?
মন্ত্রণায় নাহি কার্য্য আর ;
প্রতারক,—সুনিপুণ শোক প্রকাশিতে।
ইংলণ্ডে যাইব আমি।

ডনাল্। আয়র্লণ্ডে করিব গমন,
ভিন্ন স্থানে ভ্রমি নিজ ভাগ্যের পশ্চাৎ,
সম্ভবত রব তাহে নিরাপদে।
র'য়েছি যথায়, নাহিক প্রত্যয় কা'রে,
হাসিমুখে রেখেছে লুকায়ে ছুরী,
শোণিত সম্বন্ধে যেবা আত্মীয় অধিক,
অন্তরে রুধির-লিপ্সা তত বলবান।

ম্যাকম। ছুটিয়াছে ঘাতকের তীর, হয় নাই এখনও পতন,
লক্ষ্য মুখ পরিহার, নিরাপদ পথ দোঁহাকার।

চল যাই অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ;
শিষ্টাচার, বিদায় গ্রহণ নাহি প্রয়োজন।
চল দ্রুত হই বহির্গত, দয়া মায়া নাহিক যথায়,
গুপ্তভাবে পলায়ন সুবিধি তথায়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ম্যাক্‌বেথের দুর্গের বহির্দ্দেশ

(রস্‌ ও জনৈক বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। তিনকুড়ি দশ বৎসরের কথা আমার স্মরণ হয়, অনেক দুর্দ্দিন, নানাবিধ দুর্ঘটনা দর্শন করেছি, কিন্তু এ ভয়ঙ্কর রাত্রির তুলনায় সকলই তুচ্ছ।

রস্‌। আর্য্য, দেখুন, স্বর্গ যেন মানবের কার্য্যে কুপিত হ'য়ে রুধিরাক্ত রঙ্গভূমির প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন ক'র্‌চে। সময় নিরূপণে এক্ষণে দিনমান, কিন্তু রজনী আলোকময় একচক্র-রথকে আবরণ করেছে, নিশা প্রাধান্য পেয়েছে বা দিনমণি প্রকাশ হ'তে লজ্জিত হ'চ্ছেন, সেই নিমিত্তই বুঝি মেদিনী অন্ধকারাচ্ছন্ন, উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্মালায় এখনও চুম্বিত হচ্ছে না।

বৃদ্ধ। যে অস্বাভাবিক হত্যাকাণ্ড ঘট্‌ল, সেই মত এই ব্যাপারও অস্বাভাবিক। গত মঙ্গলবারে একটি বাজপক্ষী অতি দূর আকাশে ভ্রমণ কচ্ছিল, সহসা একটি পেচক তার প্রতি ধাববান হয়ে সংহার ক'ল্লে।

রস্‌। বেগবান্‌ সুন্দর রাজ-অশ্ব সকল অশ্বজাতির শ্রেষ্ঠ, অকস্মাৎ উন্মত্ত হ'য়ে, মন্দুরা ভগ্ন করে পলায়ন কর্‌লে, কোনরূপ বাধা মান্‌লে না; যেন তারা মানুষের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'ল। অতি আশ্চর্য্য, এ সত্য কথা!

বৃদ্ধ। শুন্‌লেম নাকি তারা পরস্পর পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে মাংস ভক্ষণ ক'র্‌লে।

রস্‌। আমি বিস্মিত নেত্রে দেখ্‌লেম, তাই বটে! ম্যাকডফ্‌ মহাশয় আস্‌ছেন।

(ম্যাক্‌ডফের প্রবেশ)

মহাশয়, সংবাদ কি ?

ম্যাক্‌ড। সকলই তো অবগত আছ।

রস্। মহাশয়, অবগত হ'লেন, এ দুর্নীত কাজ কে ক'র্‌লে ?

ম্যাক্‌ড। যাদের ম্যাক্‌বেথ বধ ক'রেছে।

রস্। আহা কি দুর্দ্দৈব ! এ কার্য্যে তাদের ফল কি ?

ম্যাক্‌ড। তারাই নিয়োজিত হ'য়েছিল ; ম্যাকম, ডনাল্‌বেন গুপ্তভাবে পলায়ন ক'রেছে, সকলে তাদেরই সন্দেহ কর্‌ছে।

রস্। অস্বাভাবিক কার্য্য ! এ রাজ্যলোভে ফল ? আপনার উন্নতির পন্থা রোধ কর্‌লে। বোধ হয়, এখন রাজ্যভার ম্যাকবেথের উপর অর্পিত হবে।

ম্যাক্‌ড। হাঁ, সকলে তাঁরে রাজা নির্দ্ধারিত ক'রেছে ; তিনি অভিষিক্ত হ'তে গিয়েছেন।

রস্। রাজসৎকার কি হ'য়েছে ?

ম্যাক্‌ড। হাঁ, তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষদের সমাধিস্থলে, তাঁর দেহ ল'য়ে যাওয়া হ'য়েছে।

রস্। মহাশয়, অভিষেক দেখতে যাবেন না ?

ম্যাক্‌ড। না ভাই আমি গৃহে চল্লুম।

রস্। আমি অভিষেক দেখ্‌তে যাই।

ম্যাক্‌ড। সব যেন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, বিদায় হই। ভয় হচ্ছে, পুরাতন পরিচ্ছদ যেমন অঙ্গ-সুখকর, নূতন কতদূর কি হ'বে !

রস্। আর্য্য নমস্কার করি।

বৃদ্ধ। ঈশ্বর-কৃপা যেন তোমার সাথী হয়। অমঙ্গল হ'তে মঙ্গল উদ্ভাবনা করা ও শত্রুকে বন্ধু করা যাদের স্বভাব, তাদের যেন করুণাময় মঙ্গল করেন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজভবনের কক্ষ

(ব্যাঙ্কোর প্রবেশ)

ব্যাঙ্কো। সকলি পেয়েছ এবে, রাজ্য আদি সমুদয়,—
যেই মত কহিল বিকটাত্রয়।
ভাবি মনে সে কারণে খেলেছ বিষম খেলা!
কিন্তু সেই ডাকিনী বচনে,
তব বংশে সিংহাসন নহে স্থায়ী।
আমি মূল, ক্ষিতিধর-শ্রেণীর জনক,
তব ভাব্যে সত্য যদি ভবিষ্যৎ বাণী—
উজ্জ্বল প্রভায়, হ'বে নাকি তাহে মম প্রারব্ধ নির্ণয়,
আশে উত্তেজিত নাহি হ'ব কি কারণ?
কিন্তু স্থির হও অন্তর আমার,
আন্দোলন অধিক নাহিক প্রয়োজন।

(রাজবেশে ম্যাক্‌বেথ, রাণীবেশে লেডী-ম্যাক্‌বেথ, লেনক্স, রস্, লর্ডগণ, লেডীগণ ও অনুচগণের প্রবেশ)

ম্যাক্। এই যে আমাদের প্রধান আহূত ব্যক্তি!

লেডী-ম্যাক্। এঁকে ভুল হ'লে, আমাদের আয়োজন সকলই বিফল।

ম্যাক্। অদ্য রাত্রে শুভ কার্য্য উপলক্ষে ভোজ হবে আমাদিগের আকিঞ্চন, মহাশয় উপস্থিত থাক্‌বেন।

ব্যাঙ্কো। কেবলমাত্র মহারাজ আজ্ঞা করুন, কর্ত্তব্য ডোরে, রাজ-আজ্ঞায় আমি চির আবদ্ধ।

ম্যাক্। অদ্য অপরাহ্নে, আপনি স্থানান্তরে গমন ক'র্‌বেন?

ব্যাঙ্কো। হাঁ মহারাজ!

ম্যাক্। অন্ত সভাস্থলে রাজকার্য্যে, মহাশয়ের সুবিজ্ঞ ও হিতকর পরামর্শ গ্রহণ ক'র্‌তেম। থাক্, কল্যই হ'বে। বহুদূর কি গমন ক'রবেন?

ব্যাঙ্কো। প্রত্যাগমন ক'র্‌তে প্রায় ভোজনের সময় হবে; আমার অশ্ব যদি কিঞ্চিৎ মন্থরগতি হয়, দু'চার দণ্ড বিলম্ব হ'তে পারে।

ম্যাক্। উপস্থিত হবেনই, আমায় বঞ্চিত ক'র্‌বেন না।

ব্যাঙ্কো। মহারাজ, কদাচ নয়।

ম্যাক্। পিতৃহন্তা রাজপুত্রদ্বয়, ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে অবস্থান কচ্ছেন, আপনাদিগের হত্যাকাণ্ড গোপনপূর্ব্বক নানাবিধ গল্প রচনায়, শ্রোতাদিগের কর্ণ পরিপূর্ণ কর্‌ছেন: কল্য সে সকল কথা হ'বে। আর আর বহুবিধ রাজকার্য্য আমরা উভয়ে একত্রিত হ'য়ে কল্যই সমাধান ক'র্‌ব। আপনি অশ্বারোহণ করুন গে। আপনি ফিরে আসা পর্য্যন্ত বিদায়। আপনার পুত্র কি আপনার সাথী?

ব্যাঙ্কো। হাঁ মহারাজ! আমাদের বিদায়ের সময় উপস্থিত।

ম্যাক্। আপনার অশ্ব দৃঢ়-পদ ও দ্রুতগামী হ'ক, এই আমাদের ইচ্ছা; এক্ষণে বিদায়।

[ব্যাঙ্কো ও ফ্লিয়েন্সের প্রস্থান।

রাত্রি সাত ঘটিকা অবধি আপনারা, যথা ইচ্ছা কার্য্যে নিযুক্ত হ'ন; আমরা উৎসবকালীন আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত এইক্ষণে নিঃসঙ্গ হ'ব। আপনারা আসুন, ঈশ্বর মঙ্গল করুন।

[ম্যাক্‌বেথ ও জনৈক ভৃত্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(ভৃত্যের প্রতি) যাদের আমরা আজ্ঞা ক'রেছিলেম, তারা উপস্থিত আছে?

ভৃত্য। হাঁ মহারাজ, দ্বারে উপস্থিত আছে।

ম্যাক্। তাদের নিয়ে আয়।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

নিরাপদে সিংহাসনে না হ'লে স্থাপন,
বিড়ম্বনামাত্র মাত্র শিরে মুকুট ধারণ;

অন্তঃস্থল সভয় ব্যাঙ্কোর ডরে,
ভূপাল সদৃশ উচ্চ প্রকৃতি তাহার,
বিরাজিত তাহে হেন ভাব—
যাহে হয় শঙ্কার উদয়;
অভীত অন্তর বীর মহাকার্য্যক্ষম,
সম্মিলিত বিজ্ঞতা সে সাহসের সনে—
প্রভাবে যাহার, কৃতকার্য্য হয় নিরাপদে।
জীবিত নাহিক হেন জন,
যার জীবনে সভীত মম চিত;
ভাগ্য মম, মলিন সম্মুখে তার—
অ্যাণ্টনির ভাগ্য যথা সিজার সম্মুখে।
যবে রাজা বলি, সম্বোধন করিল আমায়
ভীষণা ডাকিনীগণে,
নিবারিল সেই, ভাগ্য তার বর্ণিতে কহিল;
ভবিষ্যৎ বাণী অমনি ফুটিল,
ডাকিনীত্রয়ের মুখে,—
জয় জয় রবে সম্বোধন, রাজবংশ আকর বলিয়ে।
নিষ্ফল মুকুট পরাইল মম শিরে;
বীজহীন রাজদণ্ড দিল করে,
যেই দণ্ড কাড়ি ল'বে, শোণিত সম্বন্ধহীন পরে,
তনয় আমার নহে তার অধিকারী।
প্রদানিতে সিংহাসন ব্যাঙ্কোর তনয়ে,
করেছি কি কলুষিত মন?
সদাশয় ডন্‌ক্যানে করিনু হত,—
শান্তিপাত্রে গরল ঢালিনু, ব্যাঙ্কো-বংশধর হেতু?
নর-অরি পাতকের করে, অর্পিলাম নিত্য আত্মা মম,
তা সবারে করিবারে রাজা?
রাজা—ব্যাঙ্কোর নন্দন!
প্রতিকূল ভাগ্য সনে করিব সংগ্রাম,

মৃত্যু পণ মম তাহে।
কে ও?

(দুই জন হত্যাকারীকে লইয়া ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ)

যাও, রক্ষা কর দ্বার,
যদবধি না ডাকি তোমায়।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

গত কল্য না আমরা পরস্পর কথাবার্ত্তা কয়েছিলেম?

১ম-হত্যা। হাঁ মহারাজ, সেইরূপই রাজকৃপা হ'য়েছিল।

ম্যাক্। আমার বাক্যের মর্ম্ম তোমরা বুঝেছ কি? স্থির জেনো, সে সময়ে ব্যাঙ্কোই তোমাদের অবনতির কারণ। তোমরা ভেবেছিলে—আমি; তা নয়, আমি নির্দ্দোষী। এ সব কথা তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ প্রতীয়মান করেছি। আমি তন্ন তন্ন প্রমাণ করেছি, কি রূপ তোমাদের আশা দিয়ে প্রতারিত করেছে, কি রূপ তোমাদের বিরুদ্ধে কার্য্য করেছে, কি রূপ কা'দের দ্বারায় কে তোমাদের পীড়ন করেছে, এবং অন্য সমস্ত বিষয় বিবৃত করেছি;—যা'র দ্বারা অপ্রস্ফুটিত-আত্মা, অতি হীনবুদ্ধি ব্যক্তিরও প্রতীতি হবে, সমস্ত ব্যাঙ্কোরই কার্য্য।

১ম-হত্যা। আপনি সমুদায়ই জানাইয়াছেন।

ম্যাক্। হাঁ, আমি সমস্তই বলেছি, আরও অধিক ব'লেছি; সেই সম্বন্ধেই আমাদের এই দ্বিতীয় পরামর্শ। তোমাদের প্রকৃতিতে কি ধৈর্য্যশক্তি এতই প্রবল যে, এই সকল দুর্ব্যবহার উপেক্ষা করতে পার? যে তোমাদের এই চরম সীমায় এনেছে, যে তোমাদের সন্তান সন্ততিকে ভিক্ষুক করেছে, তা'র মঙ্গল, তা'র সন্তানের মঙ্গল কামনা ক'রে প্রার্থনা কর্ত্তে পার, এতদূর কি তোমাদের নীতিজ্ঞান?

১ম-হত্যা। মহারাজ, আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা মানুষ!

ম্যাক্। হাঁ, মনুষ্যের তালিকায় তোমাদের নাম বটে; যেমন নানাজাতি কুক্কুর; যথা—তীব্রঘ্রাণ, তীব্রগতি, ক্ষুদ্র খেঁকি, লোমশ, জলকুক্কুর, ব্যাঘ্রাকার প্রভৃতি কুক্কুরকে, কুক্কুর বলিয়া থাকে; কুক্কুরেরাও যেরূপ গুণের দ্বারা খ্যাত, যথা—বেগগামী, ঘ্রাণানুসারী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, গৃহরক্ষক, শিকারী; মনুষ্যেরাও সেইরূপ। যদি তোমরা মনুষ্যের তালিকায় নিম্নশ্রেণীস্থ না হও, আমি

তোমাদের কোন কার্য্য ভার অর্পণ করব,—যাতে তোমরা শত্রুহীন হ'বে, প্রীতিডোরে আমাদের অন্তরে তোমরা আবদ্ধ হ'বে। সে জীবিত থাকায় আমাদের জীবন সন্তপ্ত, সে সন্তাপ তার মৃত্যুতে দূর হ'বে।

২য়-হত্যা। মহারাজ, আমায় দেখ্‌ছেন, সংসারে বার বার আঘাত খেয়ে এতদূর সন্তাপিত হ'য়েছি যে, সংসারকে প্রতিশোধ দিতে কোন কার্য্যে আমার বাধা নাই।

১ম-হত্যা। আমায়ও দেখ্‌ছেন, বিপদের সহিত বার বার যুদ্ধে এত কঠিন হ'য়েছি, দুর্ঘটনায় এত ক্লান্ত যে, প্রাণ নিয়ে জুয়া খেলতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। হয়, জীবন ফিরুক,—নয় যা'ক্।

ম্যাক্। উভয়েই বুঝতে পেরেছ, ব্যাঙ্কো তোমাদের শত্রু।

উভয়ে। হাঁ, প্রভু।

ম্যাক্। আমাদেরও শত্রু। এরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুতা যে, সে জীবিত থাকায়, প্রতি মুহূর্ত্তে মর্ম্মাহত হব আশঙ্কা করি। যদিচ আমরা প্রকাশ্যে সে চক্ষের কণ্টক মোচনে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং আমাদের আজ্ঞামত, লোকে কার্য্য সঙ্গত বিবেচনা করবে; কিন্তু আমরা সেরূপ ক'রব না। কারণ, আমাদের সাধারণ বন্ধু কতকগুলি আছেন, তাঁদের আমরা উপেক্ষা ক'র্ত্তে পাচ্ছিনে। আমাদের দ্বারা এ কার্য্য সমাধা হ'লে, তাঁরা তার পতনে শোকার্ত্ত হবেন। তোমাদের সহিত আলাপ ক'রে, এই জন্যই সাহায্য চাচ্ছি। এ কার্য্য সাধারণ চক্ষু হ'তে আবরিত করবার, নানাবিধ গুরুতর কারণ আছে।

২য়-হত্যা। প্রভু, আমরা আপনার আজ্ঞা সমাধান করব।

১ম-হত্যা। যদিচ আমাদের জীবন,—

ম্যাক্। তোমাদের হৃদয়-ভাব তোমাদের চক্ষের জ্যোতিতে প্রকাশ পাচ্ছে। আমরা, তোমাদের এক ঘণ্টা মধ্যে ব'লে দেব, কোন্ খানে তোমরা লুকিয়ে থাকবে, ঠিক সময়ও নির্দ্ধারিত ক'রে দেব, ঠিক মুহূর্ত্ত,—অদ্য রাত্রেই কার্য্য নিষ্পন্ন ক'র্ত্তে হ'বে; রাজবাটী হ'তে কিঞ্চিৎ দূরে। সাবধান, যেন আমাদের উপর কোন সন্দেহ না আরোপিত হয়। তার পুত্র ফ্লিয়েন্স তার সাথী; সেই অন্ধকারে যেন পিতা পুত্রে মৃত্যু আলিঙ্গন করে। তার অন্তর্দ্ধান হওয়া কোনও অংশে অপ্রয়োজনীয় নয়। দেখ', দক্ষতার সহিত

সমস্ত কণ্টক আমাদের নির্ম্মূল ক'র, যেন কোন রূপ আর বাধা না থাকে। বিরলে তোমরা কৃতসঙ্কল্প হও, আমি পশ্চাৎ আস্‌ছি।

উভয়ে। আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প।

ম্যাক্। আমি তোমাদের নিকট শীঘ্রই আস্‌ব, গৃহান্তরে অবস্থান কর।

[হত্যাকারীদ্বয়ের প্রস্থান।

আন্দোলন সমাপ্ত এখন।
শুন ব্যাঙ্কো! তব আত্মা আজ নিশাকালে
স্বর্গপ্রাপ্ত হ'বে, যদি স্বর্গ থাকে ভালে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজভবনের অপর কক্ষ

(লেডী-ম্যাক্‌বেথ ও জনৈক অনুচরের প্রবেশ)

লেডী-ম্যাক্। ব্যাঙ্কো কি প্রস্থান ক'রেছেন?

অনুচর। হাঁ দেবি, কিন্তু অদ্য রাত্রেই প্রত্যাগমন ক'র্‌বেন।

লেডী-ম্যাক্। মহারাজকে বলগে, আমি তাঁর সাবকাশ মত তাঁর সহিত দুই চারটি কথা কইব।

অনুচর। যথা আজ্ঞা দেবি।

[প্রস্থান।

লেডী-ম্যাক্। শান্তিহীন বাসনা পূরণে কিবা ফল?
লাভ মাত্র নাই, ক্ষতি সম্পূর্ণ কেবল।
যে সুখের হেতু চিত সদা সশঙ্কিত,
বিষম আনন্দ যাহা হত্যায় অৰ্জ্জিত,
এ ভোগ হইতে শ্রেয়ঃ মরণ নিশ্চিত,
হত জন নিরুদ্বেগ সঙ্কোচ রহিত।

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

বিকট কল্পনা-ছবি সনে, কেন নাথ, বঞ্চহ বিজনে ?
সযতনে কি হেতু দুশ্চিন্তা পাল ?
মৃত ব্যক্তি ল'য়ে আন্দোলন, কর্ত্তব্য করিতে নয় ;
যে বিষয় বিহীন উপায়, আলোচনা উচিত বর্জ্জন,
হ'য়ে গেছে, গিয়াছে ফুরায়ে।

ম্যাক্‌। অস্ত্রাঘাত করিয়াছি ভুজঙ্গের কায়,
হয় নাই নিধন সাধন, ক্ষত পুনঃ হইবে পূরণ ;
সবল হইবে অহি, ঘাঁটা'য়েছি তায়,
রহি আশঙ্কায়, বিষদন্ত বসাইবে ক'বে।
হয় হোক এ বিশাল বিশ্ব গ্রন্থিহীন,
ভূলোক দ্যুলোক যদি যায় রসাতলে,
শয়নে ভোজনে সশঙ্কিত প্রাণে, রব না—রব না পুনঃ।
দুঃস্বপনে, প্রতি নিশাযোগে, কম্পিত হ'ব না আর ;
বরঞ্চ এ দেহ বিসর্জ্জনে, র'ব মৃত সনে,
সুখ আশে করি যার নিধন সাধন,—
চিরশান্তি ক'রেছি বর্জ্জন। নিদারুণ অন্তর পীড়ন,
নিয়ত এ ঘোর অধীরতা, শ্রেয়ঃ মৃত্যু ইহা হ'তে।
ভূতপূর্ব্ব রাজা এবে মহা নিদ্রাগত,
নশ্বর জীবন তাপ সহি কয় দিন, সুনিদ্রা মগন এবে;
নাহি আর বিদ্রোহের ডর,
অতিক্রম করিয়াছে সীমা তার।
অস্ত্র বা গরল কিম্বা গৃহভেদ, বিপক্ষ বিগ্রহ কিবা
স্পর্শিতে না পারে তারে আর।

লেডী-ম্যাক্‌। এস এস, কঠোর এ মুখকান্তি কর পরিহার
অদ্য নিশাযোগে আহূত সমাজে,
বিকাশ হে উজ্জ্বল আনন্দ ছবি।

ম্যাক্‌। হ'বে কার্য্য তব কথা মত প্রিয়ে,
মম সম তুমি হও আমোদিনী।

ভুল না, ভুল না,
মহা সমাদরে ব্যাঙ্কোরে করিতে পরিতোষ ;
ভাষে, নয়নের ভাবে প্রকাশিবে অভ্যর্থনা,
উচ্চ মান করি দান।
বিড়ম্বনা অধিক এ হ'তে কিবা আর,—
চাটুকারী আলম্বন মুকুট করিতে স্থায়ী !
হাসিমুখে মনোভাব গোপন ব্যতীত,
উপায় নাহিক কিছু।

লেডী-ম্যাক্। কেন এ দুশ্চিন্তা প্রাণনাথ !

ম্যাক্। প্রাণপ্রিয়ে, হৃদয় আমার বৃশ্চিক আগার,
সপুত্র জীবিত ব্যাঙ্কো দেখ না অত্যাপি।

লেডী-ম্যাক্। নহে তো অমর,
দেহস্বত্ব চিরস্থায়ী নহে তো দোঁহার।

ম্যাক্। ঐ ত সান্ত্বনা।
অভেদ্য নহে তো দোঁহে,
কর তবে চিন্তা দূর, হও প্রফুল্লিত ;
পাকে পাকে মন্দির ভিতরে প্রদোষ-ভ্রমণ
না হইতে অবসান বাতুলীর ;
ডাকিনীর আবাহনে গোময়োত্থাগণে
করি অবিচ্ছিন্ন আচ্ছন্নকারিণী ধ্বনি—
তন্দ্রান্বিত যামিনী ব্যাপিয়ে,
শল্কাবৃত পক্ষভরে না হ'তে উড্ডীন,
হ'বে ভয়ঙ্কর কার্য্য সমাধান।

লেডী-ম্যাক্। কি কার্য্য সাধন ?

ম্যাক্। শ্রবণে তোমার নাহি প্রয়োজন আদরিণি।
অগ্রে কার্য্য হউক সাধন, প্রীতিকর কার্য্য তব।
আয় রে যামিনী আঁখি-আবরণকারি !
আবরণ কর আসি, কোমলতা উদ্দীপনী দিবার নয়ন
অদৃশ্য শোণিত-সিক্ত-করে,

খণ্ড খণ্ড কর সে জীবনলিপি,
পাণ্ডুগণ্ড সভয় অন্তর যাহে আমি।
অমল আলোক ক্রমে সমল এখন,
বায়স নিচয় ধায় নীড় অভিমুখে,
তমাচ্ছন্ন বন্যশাখিচুড়ে।
দিবার মঙ্গলকর প্রকৃতি মলিন,
নিদ্রায় আচ্ছন্ন যেন।
ভয়ঙ্কর নিশা অনুচর আমিষ-লোলুপ
চলে ভক্ষ্য অন্বেষণে।
হইতেছ চমৎকৃত বচনে আমার,—
হয় স্থির, ধৈর্য্যে বাঁধ মন,
পাপকার্য্য পাপ বিনা না হয় পোষণ;
হও প্রিয়ে, মম সহগামী।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজভবনের নিকটস্থ উপবন

(তিনজন হত্যাকারীর প্রবেশ)

১ম হত্যা। আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে তোমায় কে বল্লে ?

৩য়-হত্যা। ম্যাকবেথ !

২য়-হত্যা। এ যখন সব কথা ঠিক্ ঠাক্ জানে, ঠিক্ ঠাক্ যখন খবর এনেছে, একে অবিশ্বাস কর্‌বার দর্‌কার নাই।

১ম হত্যা। তবে দাঁড়াও, আলোর ছড়া এখনও একটু একটু পশ্চিমে চিক্ চিকুচ্ছে, মোসাফেরেরা এখন খুব ঘোড়া চালিয়ে দিয়েছে, চটিতে পৌঁছন চাই। আর যাঁর প্রত্যাশাপন্ন হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি, তিনিও এলেন ব'লে।

৩য়-হত্যা। শোন, ঘোড়ার পা'র শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ব্যাঙ্কো। (নেপথ্যে) ওহে একটা আলো দেও তো।

২য়-হত্যা। সেই বটে! আর যাদের নেমন্তন্ন ছেল, তারা সব পৌঁছে গ্যাছে।

১ম-হত্যা। ঘোড়া ছেড়ে দিলে যে।

৩য়-হত্যা। প্রায় আধক্রোশ; ও বরাবরই এখান থেকে হেঁটে যায়, সকলেই তাই করে।

২য়-হত্যা। ওই আলো! ওই আলো!

(ব্যাঙ্কো ও আলো হস্তে ফ্লিয়েন্সের প্রবেশ)

৩য়-হত্যা। সেই বটে।

১ম-হত্যা। ওৎ পেতে দাঁড়া।

ব্যাঙ্কো। আজ্ বৃষ্টি নাব্‌বে।

১ম-হত্যা। তবে আসুক নেবে।

(ব্যাঙ্কোকে প্রহার করণ)

ব্যাঙ্কো। বিশ্বাসঘাতকতা! ফ্লিয়েন্স, পলাও, পলাও, পলাও! প্রতিশোধ দিও! আরে নরকের ক্রীতদাস!

(ব্যাঙ্কোর মৃত্যু ও ফ্লিয়েন্সের পলায়ন)

৩য়-হত্যা। কে,—আলো নিবিয়ে দিলে কে?

১ম-হত্যা। আলো না নেবালে চলে?

৩য়-হত্যা। এটা তো পড়েছে, ছেলেটা পালাল।

২য়-হত্যা। কাজটা আধা খেঁচড়া হয়ে পড়্‌লো, ভাল কাজটাই হাতছাড়া হয়ে গেল।

১ম-হত্যা। তবে চল যাই, যদ্দুর হ'য়েছে বলা যাকগে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজভবনের সজ্জিত কক্ষ

(খানা—প্রস্তুত)

(ম্যাক্‌বেথ, লেডী-ম্যাক্‌বেথ, রস্, লেনক্স, লর্ডগণ ও অনুচরগণের প্রবেশ)

ম্যাক্। যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করুন। সকলেই আমার আহূত, সকলকেই আমি সমভাবে অভ্যর্থনা ক'রছি।

লর্ডগণ। মহারাজের সৌজন্যে আপ্যায়িত হ'লেম।

ম্যাক্। অতিথি-সৎকারে আমি ব্রতী, আমি আপনাদের সহিত রইলেম; রাণী সিংহাসনে থাকুন, ওঁকেও আমাদের দেখতে শুনতে হবে।

লেডী-ম্যাক্। মহারাজ, আমার হ'য়ে বলুন, ওঁদের আগমনে আমার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ।

(১ম হত্যাকারীর দ্বারে আগমন)

ম্যাক্। এঁরাও কৃতজ্ঞতার সহিত রাজ্ঞীকে অভিবাদন ক'চ্ছেন। দু'দিকেই সমান, এই মধ্যস্থলে আমি ব'স্‌ছি। সকলে আনন্দ করুন, পান-পাত্র গ্রহণ করুন, আস্‌ছি। (দ্বারের নিকট আসিয়া) তোমার মুখে শোণিতের চিহ্ন।

হত্যা। তবে এ ব্যাঙ্কোর রক্ত।

ম্যাক্। এ শোণিত তার ধমনীতে প্রবাহিত হওয়া অপেক্ষা তোমার অঙ্গে ভাল, তাকে সেরেছ কি?

হত্যা। প্রভু, তার গলা কাটা গিয়েছে, আমি কেটেছি।

ম্যাক্। তুমি খুনীর শিরোমণি! আর যে ফ্লিয়েন্‌সকে বধ করেছে, সেও খুব যোগ্য। তুমি যদি ক'রে থাক্, তোমার তুলনা নাই।

হত্যা মহারাজ। ফ্লিয়েন্‌স পালিয়েছে।

ম্যাক্। তবে আবার আমার পীড়া উপস্থিত হ'ল; নতুবা, আমি আরোগ্য লাভ করতেম, প্রস্তরের ন্যায় অটুট হ'তেম, পর্ব্বতের ন্যায় অচল হ'তেম,

ধরাব্যাপী বায়ুর ন্যায় স্বাধীন হ'তেম ; এক্ষণে আমি ক্ষুদ্র, ক্ষীণ কারাগারে সন্দেহপাশে আবদ্ধ। কিন্তু, এর সম্বন্ধে ত নিশ্চিন্ত ?

হত্যা। হাঁ মহারাজ, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হোন, তার আর কোন উদ্বেগ নাই ; খানায় প'ড়ে আছেন, কুড়িটি ঘা মাথায়, তার ভেতর যে ছোট ঘা'টি, তাতেই মানুষের প্রাণ বেরোয়।

ম্যাক্। ভাল, ভাল,—উত্তম করেছ।

(স্বগতঃ) বৃদ্ধ সর্প হ'য়েছে নিধন,
যে কীট ক'রেছে পলায়ন—
কালে তাহে জন্মিবে গরল, বিষদন্ত হীন এবে।
(প্রকাশ্যে) যাও, কল্য পুনঃ দেখা হ'বে।

[হত্যাকারীর প্রস্থান।

লেডী-ম্যাক্। মহারাজ, আপনার অভ্যর্থনার ক্রটী হ'চ্ছে। আদ্যোপান্ত নিমন্ত্রিতগণের সমাদর না হ'লে পান্থনিবাসে অর্থদানে ভোজনের সদৃশ হয়। যদি ভোজনের আবশ্যক হ'ত, গৃহে ভোজন করিলেই হ'ত ; এরূপ সমারোহে অভ্যর্থনা, নিতান্ত প্রয়োজন।

ম্যাক্। প্রিয়ে, যথার্থ বলেছ, সকলেই আহার করুন পান করুন, আহার সুজীর্ণ হউক, স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করুক।

লেনক্। মহারাজ, অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন।

(ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার প্রবেশ ও ম্যাক্‌বেথের আসনে উপবেশন)

ম্যাক্। উদারস্বভাব ব্যাঙ্কো এ স্থলে উপস্থিত থাক্‌লে, আমাদের গৃহে স্বদেশগৌরব সমস্ত ব্যক্তি একত্রিত হ'তেম। কোন দুর্দ্দৈব আশঙ্কা অপেক্ষা তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্নেহের অভাবই অনুভূত হচ্ছে।

রস। তিনি উপস্থিত না হ'য়ে সম্পূর্ণ অঙ্গীকার ভঙ্গ ক'রেছেন। মহারাজ আসুন, সভার গৌরব বর্দ্ধন করুন।

ম্যাক্। সমস্ত আসনই পরিপূর্ণ দেখ্‌ছি।

লেনক্। এই তো মহারাজের আসন শূন্য রয়েছে।

ম্যাক্। কোথায় ?

লেনক্। মহারাজ, এই যে। আর্য্য, কি নিমিত্ত এরূপ চঞ্চল হ'চ্ছেন।

ম্যাক্। এ কাজ কার ?

সকলে। মহারাজ, কি আজ্ঞা ক'রুছেন ?

ম্যাক্। আমি করেছি ব'ল না, শোণিতাক্ত কেশ আমায় কেন প্রদর্শন ক'রূছ ?

রস। মহাশয়েরা গাত্রোত্থান করুন, মহারাজকে অসুস্থ দেখছি।

লেডী-ম্যাক্। যে অমাত্য মহোদয়গণ! বসুন, আমার স্বামী যৌবনকাল হ'তে কখন কখন এইরূপ অবস্থাপন্ন হন, মুহূর্ত্ত মধ্যেই সুস্থ হবেন, উঠ্‌বেন না, আপনারা ওঁর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন না, তা'তে উত্তেজনা করা হ'বে, উন্মত্ততা বৃদ্ধি পাবে। আহার করুন, ওঁর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন না। (ম্যাক্‌বেথের প্রতি) এই কি তোমার মহত্ত্ব ? তুমি কি মানুষ ?

ম্যাক্। অতি নির্ভীক চিত্ত মনুষ্য। দেখ, যে দৃশ্যে দানবপতি ভীত হয়, আমি সাহসপূর্ব্বক দর্শন ক'রুছি।

লেডী-ম্যাক্। (জনান্তিকে) দিব্য সার হীন কথা

আতঙ্ক চিত্রিত ছবি ; শূন্যগামী তরবারি সম,
কহ যাহা পথ প্রদর্শিল ডন্‌ক্যানের হত্যাকালে।
থেকে থেকে বিভীষিকা অঙ্গ শিহরণ,
কল্পিত আতঙ্কে দিয়ে স্থান,
শোভা পায় স্ত্রীলোকের,—
হিমানী নিশিতে অগ্নিসেবা কালে,
পিতামহী মুখশ্রুত গল্প আন্দোলনে।
লজ্জার এ প্রতিরূপ কি হেতু এ বিকৃত বদন ?
বার্ত্তা এই,
চেয়ে আছ একদৃষ্টে আসনের পানে।

ম্যাক্। করি হে মিনতি দেখ চেয়ে,

দেখ দেখ,—কি বল, কি বল ?
কি,—কি চিন্তা আমার ?
সক্ষম যদ্যপি তুমি মস্তক চালনে, কর বাক্য উচ্চারণ !
যদ্যপি শ্মশানভূমি, সমাধি-মন্দির।
উদ্গীরণ করে পুনঃ সমাধিস্থ জনে.

তবে ত কবর-ভূমি, নহে ত কবর
পাকস্থলী গৃধ্রের কেবল।

[প্রেতাত্মার অন্তর্দ্ধান।

লেডী-ম্যাক্। এ কি! মতিভ্রংশে মনুষ্যত্ব দিলে বিসর্জ্জন ?

ম্যাক্। মিথ্যা যদি নাহি হয়, মম অবস্থান এই স্থানে,
নিশ্চয় দেখেছি তারে।

লেডী-ম্যাক্। ছিঃ ছিঃ, কি ঘৃণা!

ম্যাক্। হইতেছে রক্তপাত পূর্ব্বকাল হ'তে—
যে কালে সমাজবদ্ধ ছিল না মানব
নীতিধারা অনুসারে,
হইয়াছে হত্যাকাণ্ড শ্রবণ-ভীষণ
পূর্ব্বাপর আছে এ নিয়ম ;
মস্তক টুটিল, মস্তিষ্ক ছুটিল,
মৃত হ'ল নর, তাহে ফুরা'ল সকলি।
কিন্তু এবে, পুনঃ ওঠে শিরে ল'য়ে বিংশতি আঘাত ;
বলে করে আসন হইতে চ্যুত।
এবে দেখি হত্যাকাণ্ড অতীব অদ্ভুত!

লেডী ম্যাক্। হে প্রভু, আমাত্য সকলে হের অপেক্ষায় তব।

ম্যাক্। হই বিস্মৃত সকলি,
না হও বিস্মিত—ওহে আমাত্য নিচয়!
আছে এ অদ্ভুত পীড়া মম,
যারা জানে নাহি গণে ;
এস পান করি সবার কল্যাণে—
করি আসনগ্রহণ,
দেহ সুরা পান-পাত্র ভরি'
করি পান সবাকার আনন্দ বর্দ্ধনে।
অনাগত বন্ধু মম ব্যাঙ্কার উদ্দেশে বিশেষতঃ,
উপস্থিত থাকিলে সে জন, কত হ'ত আনন্দ বর্দ্ধন :
তাঁর—আর অন্য সবাকার, মঙ্গল উদ্দেশে করি পান।

সকলে। ভূপতির মঙ্গল উদ্দেশে করি পান,
সম্মান প্রদান কার্য্য আমা সবাকার।

(ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার পুনরাবির্ভাব)

ম্যাক্। দূর হ', দৃষ্টির বাহিরে যা, পৃথিবী তোরে আচ্ছাদন করুক। তোর অস্থি মজ্জা বিহীন, তোর শোণিত উষ্ণতাহীন, দৃষ্টিহীন চক্ষে কেন চেয়ে আছিস্।

লেডী-ম্যাক। হে বন্ধুগণ, এরূপ বরাবরই হয় ; আর কিছু নয়, তবে আজ্‌কের আনন্দ নষ্ট হ'ল।

ম্যাক্। ধরি হৃদে অদ্ভুত সাহস, যতদূর ধরে নর হৃদি।
আয়, আয়, হ'রে সম্মুখীন
ভয়ঙ্কর, লোমশ ভল্লুক কায়া ধরি,
খড়্গী কিম্বা ব্যাঘ্রের শরীরে,—
এ মূর্ত্তি করিয়ে পরিহার, ধর যে আকার অভিপ্রায় ;
দৃঢ়স্নায়ু মম কম্পিত না হ'বে কভু,
কিম্বা পুনঃ হও রে জীবিত—
তরবারি করে, রণে কর আবাহন মরুভূমি মাঝে ;
ভয়ে যদি গৃহে রই লুকাইয়ে,
বালিকার পুতলী আখ্যান দিও মোরে।
দূর্ হ' ভীষণ ছায়া, দূর্ হ' অলীক !

[প্রেতাত্মার অন্তর্দ্ধান।

আঃ ! গেল চলে,
দেহে প্রাণ ফিরিল আবার।
স্থির হ'ন বসুন সকলে।

লেডী-ম্যাক্। আনন্দের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ক'রলে, সমারোহ ভঙ্গ করলে ;
চমৎকার চমৎকার বটে !

ম্যাক্। নহে ত সম্ভব এ হেন ঘটনা,
ব'লে যাবে নিদাঘ নীরদ সম,

ক্ষণমাত্র আচ্ছন্ন করিয়ে, অন্তরে আঘাত বিনা;
বুঝিতে না পারি,—
আপনা পাসরি, হেন দৃশ্য হেরি,
না মিলায় বদনে আরক্ত আভা কার?
যাহে পাণ্ডু গণ্ড আশঙ্কায় মম।

রস্। কিবা দৃশ্য মহারাজ?

লেডী-ম্যাক্। না জিজ্ঞাস কোন কথা মিনতি আমার,
বাড়িতেছে ব্যাধি,—
জিজ্ঞাসিলে বাড়িবে অধিক।
হ'ন বিদায় সকলে,
ধারাবাহী গমনে নাহিক প্রয়োজন,
যান সবে।

লেনক্। বিদায় এখন,
মহারাজ করুন আরোগ্য লাভ।

লেডী-ম্যাক্। মাগি হে বিদায় আমি সবার নিকটে।

[ম্যাক্‌বেথ ও লেডী-ম্যাক্‌বেথ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

ম্যাক্। শোণিত,—শোণিত চাহে;
কহে সবে, শোণিতের পরিবর্ত্তে শোণিত মোক্ষণ।
শুনেছি সচল হয় অচল প্রস্তর,
বৃক্ষগণে কহে ভাষা, কাক তোতা,
কুৎসিৎ বিহঙ্গ রবে হয়েছে গণনা,
কার্য্য কারণের গুপ্ত সম্বন্ধ-শৃঙ্খল প্রকাশিত—
যাহে অতি গুহ্য হত্যা হয়েছে প্রমাণ।
কত রাত্রি?

লেডী-ম্যাক্। ঊষা সনে দ্বন্দ্ব করে নিশা
আধিপত্য হেতু যেন।

ম্যাক্। অনুমান কিবা তব তাহে,
রাজ-আজ্ঞা করি অবহেলা, কি হেতু ম্যাকডফ—

নিমন্ত্রণ কৈল অস্বীকার ?

লেডী-ম্যাক্। তত্ত্ব কিছু নে'ছ তার ?

ম্যাক্। ল'ব তত্ত্ব,

জানিয়াছি পরম্পরা কিছু।

এ রাজ্যে যতেক আছে অমাত্য-প্রধান,

প্রতি ঘরে আছে মম গুপ্তচর বৃত্তি-ভোজী।

কালি যাব ভেটিতে ডাকিনীগণে,

যাইব ত্বরায়,

করিব শ্রবণ অধিক কি বলে আর ;

ভাগ্য যাহা জানিব নিশ্চিত—

এ সঙ্কল্প দৃঢ় মম।

হয় হোক অমঙ্গল ভাগ্যে লেখা যত,

কুৎসিত পন্থায়, তাহা হ'ব অবগত ;

পথের কণ্টক যত করিয়া মোচন

নিজ কার্য্য করিব সাধন,

এতদূর চলিয়াছি রুধির আপ্লুত পথে—

অগ্রসর যদি নাহি হই সে কর্দ্দমে

সম ক্লেশ পুনরাগমনে।

বিভীষিকা কল্পনা ক'রেছি যত—

করে তাহা করিব সাধন ;

মন্তব্য, করিব অগ্রে কার্য্যে পরিণত,—

অভিপ্রায় কেহ না হইতে অবগত।

লেডী-ম্যাক্। প্রকৃতি রক্ষণে তব নিদ্রা প্রয়োজন।

ম্যাক্। চল যাই করি গে বিশ্রাম।

হ'য়েছি সম্প্রতি ব্রতী,

সেই হেতু আতঙ্কে নেহারি

কল্পনার বিভীষিকা ছবি ;

অভ্যাসে কঠিন হ'ব,

আপাততঃ এই কার্য্যে নহি ত প্রবীণ। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

উষর-ক্ষেত্র

(বজ্রনাদ—হিকেটের প্রবেশ ও তিনজন ডাকিনীর সহিত সাক্ষাৎ)

১ম-ডা। কেন বল ডাইনী ধাড়ী,
চোখ দুটো তোর রাগা রাগা ?

হিকেট। থাক্ থাক্ থাক্! আবাগী সাধে রাগি—
জানিস্ নি কি দিছিস্ দাগা ?
বুকের পাটা এম্‌নি আঁটা
খেল্ খেলালি মিলে জুলে।
হেঁয়ালি ঝাড়্‌লি যত,
খুন খারাপীর ব্যাসাৎ তত
পুছলি না তো আমায় মূলে।
কুহকের আমি রাণী,
লুকিয়ে ক'রে কাণাকাণি,
শিখিয়ে দিছি বদিয়াতি।
দিলি নি কোন সাড়া,
কারদানি না হ'ল ঝাড়া,
ভাগ দিলি নি আমায় তোরা,
নই কি আমি তোদের সাথী ?
বাড়ালি কা'কে এত,
নয় তো সেটা মনের মত,
ঘেন্না করে দেখতে নারে,
কাজ গোছলে কে পায় তারে।
যদি সব চাস্ লো ভালাই,
বলি যেমন ক'র্ গে যা তাই,
যা নরকের নদীর ধারে!
কাল সকালে করবে দেখা,

সকালে সে আসবে একা,
আপন বরাত যাবে জেনে।
আনিস্ কুহকের কড়া,
পড়িস্ কুহকের ছড়া,
কুড়িয়ে কুহক আন্‌বি টেনে।
হাওয়ায় ঘুরে রাত দুপুরে,
থাক্‌ব খুন'খুনী কাজে।
না হ'তে দুপুর বেলা,
হবে লো বিষম খেলা,
হবে লো ডাইনী মেলা,
ডাইনী জুটে বিষম ধাঁজে।
চাঁদের কোণে আছে মাখা,
এক ফোঁটা জল ধোঁওয়া ঢাকা,
ফোঁটা টুকু কুহক ভরা ;
ছুঁয়ে না প'ড়্‌তে ফোঁটা,
নেব গোটা,
তাই নিয়ে কাল চাতর করা।
হাওয়ায় গড়া দত্যি দানা,
উঠবে কত নাই ঠিকানা,
ক'র্‌বে তারা ভেলকী কত,
খাবে ছোঁড়া থতমত,
আপন বক্‌তে মেরে লাথি,
মরণকে সে কর্‌বে সাথী,
থাকবে না তার ঠাঁই ঠিকানা,
বাঁধবে আশা ষোল আনা,
মান্‌বে না ভয়ের মানা,
ধর্ম্মের গালে দেবে ঠোনা।
কত আর ব'ল্‌ব লো ছাই,
জানিস্ তো তোরা সবাই,

নিশ্চিন্দীর মতন লোকের,
অমন কি আর আছে বালাই ?
শোন্ শোন্ ডাক্‌ছে আমায়,
খুদে ভূতের ছাঁই,
কুয়াসার মেঘে বসে,
চাচ্ছে আমায়—যাই।

১ম ডা। চল চল চল্‌লো চলে,
ফিরে ও এলো বলে।

(অবশিষ্ট ডাকিনীগণের আবির্ভাব ও গীত)

ইমন্-ভূপালী—পটতাল

তর্ তর্ তর্ তর্ ফর্ ফর্ ফর্ ফর্
ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ নিশি বায় !
কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ
কাঁদুনী ওই ওই লো বায়।
গর্ গর্ গর্ গর্ ফর্ ফর্ ফর্ ফর্ চ'লে চল।
ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফুস্ ফুস্ ফুস্ খুনের কাণে কথা বল্।
চক্ চক্ চক্ চক্ ঝক্ মক্ ঝক্ মক্
কেলে মেঘে বিজলী আয় খেলি,
দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্
খোঁজে মোদের কে কোথায় যাই সেথায়,
জুটে পুটে মিঠে মিঠে শোনাই তায়,
মাতে বায়, আয় আয় আয়।

[অন্তর্দ্ধান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ফরেসের রাজবাটী

(লেনক্স ও জনৈক লর্ডের প্রবেশ)

লেনক্স। মহাশয়কে আর অধিক নিবেদন ক'র্ব কি, মহাশয় তো মনে মনে বুঝতে পাচ্ছেন ; কেবল আমার বক্তব্য এই যে, ঘটনা-প্রণালী বড় আশ্চর্য। উদারচরিত ভূতপূর্ব্ব রাজা, ম্যাকবেথের হস্তে আত্মসমর্পণ ক'রলেন, কি সংবাদ ?—তিনি খুন হলেন। বীরপ্রধান ব্যাঙ্কো, পথে আসতে সন্ধ্যা হয়েছিল, মহাশয় ইচ্ছা করেন—বলতে পারেন, তাঁ'র পুত্র তাঁরে হত্যা করেছে ; কেননা তাঁ'র পুত্র পলায়ন করেছে। এখন সন্ধ্যার পর চলা বিপদ। ম্যাকম, ডানালবেন রাজপুত্রদ্বয় কি নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার কল্লেন, কে না এ কথা বলেছেন ? কি বলেন, কি অত্যাচার ! ম্যাক্‌বেথ কত দুঃখ কল্লেন। আহা ! তিনি ধর্ম্ম উত্তেজিত রোষভরে তৎক্ষণাৎ গিয়ে দু'জন হত্যাকারীকে বধ কল্লেন, যারা মদ্যপানে সুখে অচেতন হ'য়েছিল। ওঃ ! কত বড় উচ্চাশয়ের ন্যায় কার্য্য ! খুব সুবুদ্ধির কার্য্য বটে, কারণ কার না অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হ'ত,—যখন তারা অস্বীকার ক'র্‌ত 'আমরা হত্যা করি নি' ; তাইতে বল্‌ছি, বেশ সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন ক'রে আসছেন। আমার বিবেচনা হয়, ডন্‌ক্যানের পুত্রদ্বয়কে যদি একবার চাবিতালার ভেতর পেতেন, ভগবানের ইচ্ছায় তা হ'ল না,— পিতৃহত্যা যে কেমন, তা টের পাইয়ে দিতেন ; ব্যাঙ্কোর পুত্র ফ্লিয়েন্স তিনিও টের পেতেন। রসুন, শুনছি স্পষ্টবক্তা ম্যাক্‌ডফ্‌ নিমন্ত্রণে যান নাই, সেই নিমিত্ত তাঁর পদচ্যুতি হ'য়েছে। মহাশয়, ব'লতে পারেন, তিনি এক্ষণে কোথায় ?

লর্ড। ডন্‌ক্যানের এক পুত্র—যাকে পৈতৃক সম্পত্তি হ'তে এই নিষ্ঠুর বঞ্চিত ক'রেছে, ইংলণ্ডের রাজসভায় আছেন। ধর্ম্মাত্মা ইংলণ্ডের ঈশ্বর তাঁর দুর্দ্দশায় অবজ্ঞা না ক'রে, যথেষ্ট সম্মানের সহিত তাঁকে স্থান দিয়েছেন ; ম্যাক্‌ডফ সেই স্থানেই গেছেন। তাঁর অভিপ্রায়, পুণ্যাত্মা রাজসমীপে আবেদন জানান যে, তিনি সৈন্য সামন্ত দিয়ে সাহায্য করেন। তাঁর সেই

সাহায্যে ও ঈশ্বর কৃপায় যেন আমাদের নিরুদ্বেগে ভোজন আর নিশিতে নিদ্রা হয়। রুধির-প্রয়াসী ছুরী যেন ভোজন সমারোহে না চলে, যেন ভক্তিসহকারে রাজপূজা করা যায়, আর চাটুবচন প্রয়োগ ব্যতীত যথাযোগ্য সম্মান পাওয়া যায়। আমাদের যে সকল মর্ম্মপীড়া, তা যেন মোচন হয়। এই সংবাদে রাজা এত ক্রুদ্ধ যে, তিনি যুদ্ধ ক'রতে প্রস্তুত হ'চ্ছেন।

লেনক্স। তিনি ম্যাকৃডফকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠান নি ?

লর্ড। হাঁ, তার উত্তর এই যে, 'আর্য্য! আমা হ'তে হবে না'; এই কথা নিয়ে দূত ফিরে এল, যেন বিকৃত মুখভাবে ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে এল,—'এই উত্তর দিলে সময়ে টের পাবে!'

লেনক্স। হাঁ, তাঁর সাবধান থাকা উচিত, যত দূর তফাতে থাকতে পারেন, থাকা কর্ত্তব্য। কোন দেবদূত দ্রুত পক্ষভরে তাঁর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে উপস্থিত হ'য়ে, তাঁর আবেদন রাজসমীপে জ্ঞাপন করেন, যেন ভারাক্রান্ত জন্মভূমি পাপহস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হ'য়ে, অচিরে ভগবানের দয়ালাভ করে।

লর্ড। আমি ঈশ্বরের কাছে তাঁর মঙ্গল প্রর্থনা করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পর্ব্বত গহ্বর মধ্যে কুহক কটাহ

(বজ্রনাদ—ডাকিনীত্রয়ের প্রবেশ)

১ম-ডা। তিনবার চিতে মেনি, ডাক দিয়েছে মিউ মিউ মিউ।

২য়-ডা। রেতো শোর কানাচ থেকে তিনটে,
ডেকে কল্লে আবার কিঁউ কিঁউ কিঁউ।

৩য়-ডা। ভুকো দানা ডেকে গেল,
সময় হ'লো সময় হ'লো।

১ম-ডা। চল্ চল্ ঘুরে ফিরে ; চল্ ঘুরে চল কড়া বেড়ে,
বিষ মাখান আঁতি ভুঁতি, কড়ার মাঝে দেত ছেড়ে।
কন্‌কনে পাথর চাপা, বোড়া কোলা থাকত গেবে,
ঠিক ঠাক একত্রিশ দিন, দিনে রেতে গুণলে হবে।
বিষের ঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে, বিষ গেছে তার গায়ে বেড়ে,
দে লো দে কুহক কড়ায়, দে লো সে'টা আগে ছেড়ে।

সকলে। খাট খাটুনী দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
ফুটুক কড়া জ্বলুক আগুন।

২য়-ডা। জলার সাপের ডুমোখানা,
সেদ্ধ ক'রে সেঁকে নেনা,
আঞ্জুনীর চোখটা নিয়ে,
কোলা ব্যাঙের আঙ্গুল দিয়ে,
বাদুড়ের পর কেটে নে,
কুকুরের জিব তাতে দে,
বোড়া সাপের জিব খানা দুগুল,
ছিঁড়ে নে কাণা মাছির হুল,
গিরগিটীর ঠ্যাংটা নেনা,
দে না প্যাঁচার ছানার ডানা,

লাগ্‌বে যাতে ঘোর কুহকের গোল,
ঘেঁটে ঘেঁটে ফুটিয়ে নেনা,
হোক নরকের ঝোল।

সকলে। খাট খাটুনী দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
ফুটুক কড়া জ্বলুক আগুন।

৩য়-ডা। ছেড়ে দে নেকড়ে বাঘের দাঁত,
সাপের এঁসো মিশিয়ে নে তার সাথ।
শুঁটকী করা ডাইনী মরা,
নোনা হাঙ্গর ক্ষিধেয় জ্বরা,
টুঁটীটে নে ন্ম ছিঁড়ে,
বা'র ক'রে নে ভুঁড়ী ফেঁড়ে,
বিষের চারার শেকড় খানা,
আঁধার রেতে খুঁড়ে আনা,
দেব্‌তাকে গাল দেছে সেঁটে,
নে এ য়ীহুদীর মেটে,
ছাগলের পিত্তি থোবা,
নিয়ে লো কড়ায় চোবা,
কবর ভুঁইয়ের ঝাউয়ের ডাঁটা,
গেরণের রেতে কাটা
তুরকীর নাকের বোঁটা,
তাতারের ঠোঁট্টা মোটা,
বিয়িয়ে ছেলে খানার ধারে,
মুখ টিপে তার দেছে সেরে,
ন্যাল্‌নেলে আঙুল চেলে,
এনে দে লো কড়ায় ফেলে,
থক্‌ থকে ঘন ঘন,
কর ঝোল্‌ কথা শোন,
বাঘের ভুঁড়ী তার উপরে,
মসলা রাখ কড়া ভ'রে।

সকলে। খাট খাটুনী দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
ফুটুক কড়া জ্বলুক আগুন।

২য়-ডা। হুনোর রক্ত ঢাল্‌লে ঝোলে,
থাক্‌বে কড়া সম শীতলে,
যাবে খুব কুহক ফ'লে,
যাবে খুব কুহক ফ'লে।

(হিকেটের প্রবেশ)

হিকেট। বেশ্‌ বেশ্‌ বেশ্‌ লো, তোরা কল্লি ভাল খেটে খুটে ;
পাবি যা নিবি তোরা, সবাই মিলে জুটে পুটে।
মোহিনী মন্তরে সব, ঢেলে দে যাদু করে,
দত্যি দানা পরীর মত কুর্‌ফুরে, সুর ক'রে, হাত ধ'রে—
আয় আয় কড়া বেড়ে যাই ঘুরে।

(অবশিষ্ট ডাকিনীগণের আবির্ভাব ও গীত)

মিশ্র—পটতাল

ধলা কালী কটা লালী, মিলে জুলে চলে আয়,
ঝুন্ ঝুন্ ঝ্‌ন্ ঝ্‌ন্ ঝ্‌ন্ ঝ্‌ন্ ঝ্‌ন।
টম্ টম্ ঝম্ ঝম্ বাদ্‌বে মাত্‌বে
রণারণি হানাহানি খুন
মেঘের কোলে নোনা জলে,
যে যেখানে চলে বলে আয় আয় আয়।
আয় আয় কুয়াসায়, আয় আয় ঘূর্ণীবায়
ঘুরে ফিরে সুরে সারে আয় আয় গাই,
ডাকি তাই—আয় সবাই. কর গান—তোল তান,
গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গুন্।

(হিকেট ও তৎসঙ্গিনী ডাকিনীগণের অন্তর্দ্ধান)

২য়-ডা। আমার বুড়ো আঙুল চুল্‌কুলোলো চুল্‌কুলো
কু-আকারে দেখ্‌লো বুঝি কে এল ?
ওই কে ঠ্যালে, ওই কে ঠ্যালে, ওই কে ঠ্যালে,
তালা বা খুলে, তুই বা খুলে, তুই বা খুলে।

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ম্যাক্‌। তমাচ্ছন্ন ঘোরা নিশা সহচরী,
বিভীষণা গুহ্য কুহকিনী বিকটা ডাকিনী,
সবে মিলি কি কাজে র'য়েছ রত ?

সকলে। নাই কো তার নাম, কি বল্‌ব বল তা ?

ম্যাক্‌। কুহকের দোহাই তোদের,
সুধাই কহ রে সত্য ভাষা।
কে জানে, কিরূপে জান বার্ত্তা ভবিষ্যৎ !
দেহ প্রশ্নের উত্তর মম, দেহ প্রশ্নের উত্তর।
খুলে যদি বায়ুর মণ্ডল,
তাহে ভাঙ্গিতে মন্দির চূড়া,
নাচে যদি ফেনিল তরঙ্গরাশি—
গ্রাসিতে অর্ণবপোতচয়,
শস্যশীর্ষ যদি হয় নাশ,
মূলচ্যুত হয় তরুরাজি,
দুর্গ শির পড়ে খ'সে রক্ষকের মাথে,
ভিত্তি হ'তে খ'সে পড়ে স্তম্ভ বা প্রাসাদ,
লণ্ড ভণ্ড হয় যদি প্রকৃতি আকারে,
সৃষ্টির অঙ্কুর যত,
বিশ্বগ্রাসী সর্ব্বনাশী প্রলয় যদ্যপি হয় তায় মন্দানল,
দেহ উত্তর আমার,—
সুধাই যে বার্ত্তা, দেহ উত্তর তাহার।

১ম-ডা। বল, বল।

২য়-ডা। কি চাও, কি চাও ?

৩য়-ডা। বলি, বলি ; নাও শুনে নাও ;—নাও শুনে নাও।

১ম-ডা। শুনবে কি মোদের মুখে ?
না হয় আনি মুনিব ডেকে।

ম্যাক্‌। ডাক, ডাক,—দেখা দিক আসি সবে।

১ম-ডা। যেটা তার ন'টা ছানা খেলে,

সেই মাদী শোরটার রক্ত দেত ঢেলে।
ফাঁসিকাটের গায়, চর্ব্বি টস্ টসায়,
আন্ চেলে' আগুন দে ঢেলে।

সকলে। ওঠ ওঠ, বড় ছোট, কাজ কর সাফাই
ডাকি তোদের তাই।

(বজ্রনাদ—কাটামুণ্ডের উত্থান)

ম্যাক্। বল মোরে অজানিত কেবা শক্তিবান্?

১ম-ডা। জানে তোমার মন,
কোন কথা ক'ও না এখন।

কাটামুণ্ড। ম্যাক্‌বেথ! ম্যাক্‌বেথ! ম্যাক্‌বেথ!
সাবধান! সাবধান! সাবধান!
ম্যাক্‌ডফ! ছেড়ে দে ছেড়ে দে!
ঢের হ'য়েছে! ঢের হ'য়েছে! (অধোগমন)

ম্যাক্। যে হও সে হও,
সতর্ক করিলে, আমি বাধিত তাহায়।
মম আশঙ্কা যথায়,
লক্ষ্য তুমি ক'রেছ সে স্থান;
এক কথা সুধাই তোমায় আর।

১ম ডা। তোর কথাতে কি থাকে?
ওর ও চেয়ে আস্‌বে বড়
জিজ্ঞাসা কর তাকে।

(বজ্রনাদ—শোণিতাক্ত শিশুর উত্থান)

শো-শি। ম্যাক্‌বেথ! ম্যাক্‌বেথ! ম্যাক্‌বেথ!

ম্যাক্। যদ্যপি শ্রবণত্রয় থাকিত আমার,
শুনিতাম তোর বাণী।

শো-শি। কর হত্যা, রহ সদা অটল অভয়,
নারীপুত্র হ'তে তব নাহি কিছু ভয়। (অধোগমন)

ম্যাক্। রহ তবে জীবিত ম্যাক্‌ডফ!

তোমারে নাহিক ভয় আর ;
তথাপি নিশ্চিততর করিতে নিশ্চিত,
ভবিতব্য করিতে পূরণ,
জীবিত না র'বে তুমি আর।
অন্তরে হইবে যবে পাণ্ডুমুখ আশঙ্কা উদয়—
কহিব তাহায়, মিথ্যাবাদী তুই।
গর্জ্জে যদি গর্জ্জুক ঝঞ্ঝনা, ঘুমাইব নিশ্চিন্ত হইয়ে।

(বজ্রনাদ—শাখা করে মুকুটধারী শিশুর উত্থান)

একি দেখি—উঠে যেন নৃপতি নন্দন,
করিয়াছে শিশু শিরে মুকুট ধারণ।

সকলে। শোন, শোন, ক'ও না কথা কোন !

মু-শিশু। মদে মত্ত রহ সদা, সিংহের প্রতাপে,
কর উপেক্ষা সকল।
কে কোথায় রোষে, কে কোথায় দোষে,
ষড়্‌যন্ত্রে রত কে কোথায়,
মনে নাহি দেহ স্থান।
বিরুদ্ধে তোমার—ডান্‌সিনান শিখরেতে বার্ণাম কানন,
না উঠিলে তব নাহি হইবে পতন। (অধোগমন)

ম্যাক্। এ ত নহে সম্ভব কখন,
শক্তি কার অটবী চালনে !
বদ্ধমূল তরু কার শুনিয়ে বচন
ত্যজিবে আপন স্থান ?
অতি শুভ মঙ্গলসূচক এ গণনা।
বিদ্রোহ না তোল শির কভু,
যত দিন কানন না চলে।
বসি উচ্চস্থানে—করিব প্রকৃতিদত্ত জীবন যাপন
সময়ে এ প্রাণবায়ু যাবে দেহ ছাড়ি,
রীতি যথা শরীর ধারণে ;
তথাপিও অধীর অন্তর মম জানিতে বারতা,

বল মোরে, জ্ঞান যদি সমাচার গণনা প্রভাবে—
ব্যাঙ্কোর সন্তানগণে ভূপাল কি হবে এই ধামে ?

সকলে। আর শুন্‌তে মানা, আর কিছু চেও না।

ম্যাক্। পুরাব বাসনা।
বঞ্চিত যদ্যপি কর ইথে,
শাপভ্রষ্ট রহ চিরদিন।
দেহ বার্ত্তা,—(কটাহ নিমজ্জন)
অকস্মাৎ নাবিল কটাহ কি কারণ,
কোথা হ'তে উঠে যন্ত্রধ্বনি ?

১ম-ডা। দেখাও!

২য়-ডা। দেখাও!

৩য়-ডা। দেখাও!

সকলে। দেখিয়ে দেত আঁতে ঘা,
ছায়ার মতন এসে যা।

(ধারাবাহীরূপে অষ্ট রাজ-মূর্ত্তির প্রবেশ ও প্রস্থান, অষ্টমের হস্তে দর্পণ, সর্ব্বশেষে ব্যাঙ্কোর প্রবেশ ও প্রস্থান)

ম্যাক্। মৃত ব্যাঙ্কোর সদৃশ আকার রে তোর,
প্রবেশ পাতালে, মুকুটে ঝলসে আঁখি মম।
সুবর্ণ মণ্ডিত ভাল, রে দ্বিতীয় ছবি,
কেশ তোর প্রথমের মত।
আকারে সদৃশ একি তৃতীয় উদয় ;
বীভৎসা পেত্‌নি!
কোন্ হেতু এ দৃশ্য করিস্ প্রদর্শন ?
একি চতুর্থ আবার, চক্ষু হো'ক কক্ষচ্যুত,—
প্রলয় অবধি চলিবে কি এই স্রোত ?
একি, আর ? পুনঃ অপর মূরতি!
নেহারি সপ্তম, আর না দেখিব!
অষ্টম প্রকাশ, করে ধ'রে মোহিনী দর্পণ।

প্রতিবিম্বে প্রদর্শিছে আরও কত জন—
দুই মুকুট কাহার, তিন রাজদণ্ড কার করে,—
দৃশ্য ভয়ঙ্কর!
সত্য ইহা বুঝেছি এখন, শোণিতাক্ত ব্যাঙ্কো হাসে,
দেখায় সকলে আপন নন্দন বলি—সত্য এ সকল?

[ছায়ামূর্ত্তির তিরোধান।

১ম-ডা। সত্যি বটে, সত্যি বটে,
ক্যাল্ ফেলিয়ে আছে চেয়ে,
বুদ্ধি তো ওর নাইক ঘটে।
আয় বোন্, সবাই মিলে,
এর ডুবু মন দিই লো তুলে,
আমাদের আমোদ দেখাই,
বাদ্যি হাওয়ার বাজ্না শোনাই—
ঘুরে নাচ্ তোরা সবাই।
আদর কত ক'র্লুম রাজায়,
রাজা যেন গুণ গেয়ে যায়।

(অবশিষ্ট ডাকিনীগণের আবির্ভাব ও গীত)

বেহাগ মিশ্রিত—পটতাল

কড়্ কড়্ কড়াৎ, পড়্ পড়্ ঝন্ ঝন্ ঝনা।
থর্ থর্ মাটী কাঁপ, খানা খানা খানা, খানা,
পাহাড় হ' খানা খানা।
মড়্ মড়্ মড়্ গাছের মাথা ভাঙ্‌রে ঝড়,
তড়্ তড়্ শিলে পড়্;
লাখে লাখে পাকে পাকে,
নেচে নেচে ঝাঁকে ঝাঁকে দে হানা।

[ডাকিনীগণের অন্তর্দ্ধান

ম্যাক্। কোথা গেল? লুকা'ল সকলে,
যেন পঞ্জিকায়, আজিকার দিনে এ সময়,

কুক্ষণ লক্ষিত রহে।
এস, কে আছ হোথায় ?

(লেনক্সের প্রবেশ)

লেনক্স। কি আজ্ঞা মহাশয় ?
ম্যাক্। বিকটা ডাকিনীত্রয়ে ক'রেছ দর্শন ?
লেনক্স। কই, না প্রভু !
ম্যাক্। যায় নাই তোমাদের পথে ?
লেনক্স। কই, কোথা ? দেখি নাই প্রভু !
ম্যাক্। হোক সেই বায়ু কলুষিত—
যাহে তারা করে আরোহণ,
তা সবারে যে করে প্রত্যয়—
তার হোক অধোগতি।
শুনিলাম অশ্ব পদ-ধ্বনি,
আইল হেথা কোন্ জন ?
লেনক্স। আইল দূত দুই তিন জন
বার্ত্তা দিতে নৃপতি সমীপে,
ইংলণ্ড প্রদেশে পলায়ন ক'রেছে ম্যাক্‌ডফ।
ম্যাক্। ইংলণ্ডে ক'রেছে পলায়ন ?
লেনক্স। হাঁ মহারাজ !
ম্যাক্। সময় বিরোধী তুমি, কার্য্যে মম হও প্রতিবাদী।
অস্থির মন্তব্য কভু না হয় সাধন,
মন্ত্রণার পার্শ্বগামী কার্য্য না হইলে।
যে ভাব যখন হ'বে অন্তরে উদয়,
সেই ক্ষণে হস্ত মম করিবে সমাধা
এ নিয়ম এই দণ্ড হ'তে—এবে উদয় হয়েছে মনে
কার্য্যে এইক্ষণে পূরণ করিব তাহা।
অকস্মাৎ হানা দিয়ে ম্যাক্‌ডফের গৃহে,
অসিধারে করিব অর্পণ দারা পুত্র তার,
আর অন্য যেবা তার উত্তরাধিকারী।

বাতুলের মত নহে বাক্যব্যয় আর,
না হতে শিথিল মন্তব্য, কার্য্য হবে।
কিন্তু না চাই এ ভীষণ দর্শন ;
চল কোথা দূতগণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফাইফ্—ম্যাক্‌ডফের দুর্গ

(লেডী-ম্যাক্‌ডফ, ছেলে ও রস্)

লেডী-ম্যাক্‌ড। কি এমন গর্হিত কাজ করেছিলেন, যা'তে তাঁরে পলাতে হ'ল ?

রস্। দেবি, ধৈর্য্য ধরুন।

লেডী-ম্যাক্‌ড। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ অধীর, পলায়ন করা অতি অবিবেচনার কার্য্য হয়েছে। আমরা রাজদ্রোহী নই, কিন্তু আশঙ্কায় যেন রাজদ্রোহীর ন্যায় ব্যবহার হলো।

রস্। সুবিবেচনা বা ভয়ে কার্য্য আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না।

লেডী-ম্যাক্‌ড। বিবেচনার কার্য্য! যেখান হ'তে তিনি পলায়ন করেছেন, সেখানে স্ত্রী পুত্র গৃহ সম্পত্তি সমস্ত রেখে গিয়েছেন। আমাদের তিনি ভালবাসেন না, তাঁর হৃদয় স্বভাবপ্রসূত স্নেহহীন। অতি ক্ষুদ্র টুণ্টুর পক্ষীও নীড়ে শাবক রক্ষণের নিমিত্ত পেচকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তাঁর সকলই ভয়, ভালবাসা নাই, বিবেচনাও সেইরূপ ক্ষুদ্র, যুক্তি বিরুদ্ধ, পলায়নেই তা প্রকাশ।

রস্। হে সুশীলা! আমার মিনতি, আপনি স্থির হোন্। আপনার স্বামীর মঙ্গলের নিমিত্ত স্থির হোন্। তিনি উচ্চাশয়, সুবোধ, জ্ঞানী এবং সময়ের অবস্থা তিনি সম্পূর্ণ অবগত ; আমি সাহস করে অধিক বল্‌তে পাচ্ছি না। এ অতি নিষ্ঠুর কাল উপস্থিত, আমরা রাজদ্রোহী বলে পরিগণিত ; কিন্তু

কেন—আর কখন হলেম, তা আমরা জানি না। জনশ্রুতি শুনে ভয় পাই, কিন্তু কিসের আশঙ্কা তা জানি না। আমরা উত্তাল তরঙ্গ অর্ণবে ভাসমান, দুলে দুলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। জনশ্রুতি শুনে ভয় পাই, কিন্তু কিসের আশঙ্কা তা জানি না। আমি এক্ষণে বিদায় হই, শীঘ্র ফিরে আস্‌ব। মন্দ অবস্থা চরম সীমা প্রাপ্ত হলে হয় নিঃশেষ হয়, নয় পুনর্ব্বার পূর্ব্ব-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বৎস, ঈশ্বর মঙ্গল করুন, আমি আসি।

লেডী-ম্যাক্‌ডফ। আহা! পিতা থেকেও পিতৃহীন!

রস্। আমার অধিকক্ষণ বিলম্ব করা বাতুলের কার্য্য হবে, নিজ অপমান ও আপনার দুঃখের কারণ হব; আমি এখনিই বিদায় লই। [প্রস্থান।

লেডী-ম্যাক্‌ডফ। ওরে, তোর বাপ মরেছে। কি করে খাবি এখন?

ছেলে। পাখীতে যে করে খায় মা।

লেডী-ম্যাক্‌ডফ। কি রে, পোকা মাকড় খেয়ে থাক্‌বি না কি?

ছেলে। কেন পাখীরা যা পায় তাই খেয়ে থাকে, আমিও যা পাব তাই খেয়ে থাক্‌ব।

লেডী-ম্যাক্‌ডফ। আ অবোধ শাবক! তুই কখনও ব্যাধের জালে ভয় পাবি না।

ছেলে। কেন ভয় পাব মা? খারাপ পাখীর জন্যে তো জাল পাতে না? তুমি যতই বল না, আমার বাপ ত মরে নি।

লেডী-ম্যাক্‌ডফ। হাঁ মরেছে, তুই বাপ কোথা থেকে আন্‌বি?

ছেলে। তুমি স্বামী কোথায় পাবে?

লেডী-ম্যাক্‌ডফ। কেন, আমি বাজার থেকে গোটা কুড়ি কিনে আন্‌ব।

ছেলে। তা হ'লে তুমি তক্ষুণি আবার বাজারে বেচে ফেল্‌বে।

লেডী-ম্যাক্‌ডফ। তোর যত টুকু বুদ্ধি, তত টুকু ব'লেছিস্ কিন্তু ঠিক ব'লেছিস্।

ছেলে। হাঁ মা, আমার বাপ কি বিশ্বাসঘাতক?

লেডী-ম্যাক্‌ডফ। হাঁ, বিশ্বাসঘাতক বৈ কি।

ছেলে। বিশ্বাসঘাতক কাকে বলে মা?

লেডী-ম্যাক্‌ডফ। কেন রে, যে দিব্যি গেলে মিথ্যা কথা বলে।

ছেলে। যারা মিথ্যা কথা বলে, তারাই বিশ্বাসঘাতক?

লেডী-ম্যাক্‌ডফ। হাঁ, তারাই বিশ্বাসঘাতক, আর তারা ফাঁসী যায়।

ছেলে। যারা মিথ্যে কথা বলে, তারাই ফাঁসী যাবে ?

লেডী-ম্যাক্‌ড। হাঁ, সব্বাই যাবে।

ছেলে। কারা ফাঁসী দেবে ?

লেডী-ম্যাক্‌ড। কেন, যারা ভালমানুষ।

ছেলে। তবে তো মিথ্যেবাদীগুলো বড় বোকা, মিথ্যেবাদীই তো ঢের, তারা সবাই মিলে ভালমানুষদের কেন ফাঁসী দেয় না ?

লেডী-ম্যাক্‌ড। আ বাঁদর! ভগবান্ তোকে রক্ষা করুন! এখন তোর বাপের জন্য কি ক'র্‌বি বল্ ?

ছেলে। বাবা মরেনি, তা হ'লে তুমি কাঁদতে। আর ম'রে থাকেন তুমি না কাঁদ, নূতন বাবা হ'বে।

লেডী-ম্যাক্‌ড। আহা, কি মিষ্টি কথা!

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। দেবি, আপনাকে ঈশ্বর রক্ষা করুন! আমি আপনার নিকট অপরিচিত, আপনি অতি পুণ্যাত্মা আমি জানি, এই নিমিত্ত সংবাদ দিতে এসেছি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে বিপদ্ নিকট, যদি আমার মত হীন ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করেন, এখানে থাক্‌বেন না, আপনার ছেলে পুলে নিয়ে পালান। আমি নরাধম, আপনার নিকট ভয়ের কথা উত্থাপন কল্লেম, কিন্তু আপনার আসন্ন বিপদ জেনে যদি সংবাদ না দিই, সে অতি নির্দ্দয়ের কার্য্য হবে। আমার আর এখানে অধিকক্ষণ থাক্‌তে সাহস হচ্ছে না। ভগবান্ আপনাকে রক্ষা করুন।

[প্রস্থান।

লেডী-ম্যাক্‌ড। কোথায় যাব ? আমি তো কোন দোষ করি নাই। এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, যে পৃথিবীতে আছি, সেথায় কুকাজ প্রশংসনীয়, সুকাজ প্রায়ই বাতুলতা ও বিপদকর, তবে আমি দোষ করিনি ব'লে কেন আর নারীসূচক প্রতিবাদ করি। এরা কারা ?

(হত্যাকারীগণের প্রবেশ)

১ম-হত্যা। তোর স্বামী কোথা ?

লেডী-ম্যাক্‌ড। ভরসা করি, এমন অপবিত্র স্থানে নাই, যেখানে তুই তাকে দেখ্‌তে পাবি।

১ম-হত্যা। সে রাজার শত্রু।

ছেলে। মিথ্যেবাদী, ঝুম্‌ড়ো চুলো নরাধম!

১ম-হত্যা। হুঁ, ডিমে এত ঝাঁজ! (ছোরার আঘাত) বিশ্বাসঘাতকের ছানা!

ছেলে। মা, পালাও—মা, পালাও! আমায় খুন করেছে! মিনতি করি মা,—পালাও! (মৃত্যু)

লেডী-ম্যাক্‌ড। খুন ক'র্‌লে! খুন ক'র্‌লে!

[লেডী-ম্যাক্‌ডফের পলায়ন ও হত্যাকারীগণের তদনুসরণ।

তৃতীয় দৃশ্য

ইংলণ্ড—রাজপ্রাসাদের সম্মুখ

(ম্যাক্‌ম ও ম্যাক্‌ডফের প্রবেশ)

ম্যাক্‌ম। চল, যাই কোন জনহীন লতিকা মণ্ডপে,
রোদনে হৃদয় ভার করি গে মোচন?

ম্যাক্‌ড। একি কথা? সংহারিণী অসি দৃঢ় করিয়া ধারণ,
বীরের মতন, রক্ষিব এ পীড়িত শায়িত জন্মভূমি।
নিত্য নিত্য বিধবা রোদন,
নিত্য নব অনাথের হা হা রোল,
নিত্য শোকধ্বনি পরশে গগন কায়—
প্রতিধ্বনি শোকাকুলা যাহে
কাঁদিতেছে মাতৃভূমি সহ সমস্বরে।

ম্যাক্‌ম। শুনি যাহা, প্রতীতি জন্মায় তাহে,
সে প্রতীতি করে শোকাকুল।
সময় যদ্যপি কভু হয় অনুকূল,

পারি যদি উপায় করিব ;
কহিলে যেমত, হ'তে পারে সম্ভব সকল।
এই অত্যাচারী, নামে যার দগ্ধ করে জিহ্বা,
সাধু বলি গণ্য ছিল এক দিন,
ভক্তি তুমি করিতে বিশেষ তারে,
স্পর্শে নাহি অদ্যাপি তোমারে।
এবে হের নিরীহ আমায়, জান কি, কি হ'বে পরে ?
কেমনে জানিলে, এই দুষ্ট সম—
নাহি হব আমিও অহিতে রত ?
আর কেবা জানে,
নিরাশ্রয় মেষ নাহি হবে বলিদান
ক্রুদ্ধ দেব তুষ্টির কারণে ?

ম্যাক্‌ড। নহি আমি বিশ্বাসঘাতক।

ম্যাক্‌ম। নহ তুমি,
কিন্তু সে ত বিশ্বাসঘাতক, ম্যাকৃবেথ ?
রাজ-আজ্ঞা করিতে পালন, কভু সাধুজন হয় কদাচারী।
করি মার্জ্জনা প্রার্থনা,
প্রকৃতি কখন তব না হ'বে বর্ত্তন—
অন্য মত ভাবি যদি আমি ;
শুনেছি যদিও, ভূষিত উজ্জ্বলতম বিমল বিভায়
দেবদূত হ'য়েছে পতিত,
তথাপিও অন্য অন্য বিভুচরগণে, সুবিমল উজ্জ্বল অদ্যাপি।
বাহ্য আবরণে, হয় কভু কুৎসিত সুন্দর ;
সুন্দর—সুন্দর চির দিন।

ম্যাক্‌ড। ফুরাল সকল আশা মম।

ম্যাক্‌ম। দারা, পুত্র কি ভাবে ত্যজিলে,
আসিবার কালে বিদায় না করিলে গ্রহণ ?
মমতায় দিয়ে বিসর্জ্জন দৃঢ় প্রেমের বন্ধন
কিরূপে বা করিলে ছেদন ?

এ সকল করি আন্দোলন, হয় সন্দেহ বর্দ্ধন মম।
ক্ষমুন আমায়, আত্মরক্ষার কারণে—
হেন চিন্তা স্থান দিই মনে ;
তব অসম্মান নহে ত বাসনা মম।
ক্রিয়া তব ন্যায়পর অবশ্য সম্ভব,
হয় হো'ক যে ভাব উদয় মম।

ম্যাক্‌ড। হে জন্মদে! বক্ষে তব বহুক শোণিত ধারা।
অত্যাচার হও বদ্ধমূল,
ধর্ম্ম ডরে দমিতে তোমারে,
পর' চির পীড়ন ভূষণ ;
দুরাচার স্থাপিয়াছে পূর্ণ অধিকার।
বিদায় এক্ষণে মহাশয়!
রাজ্য সনে ভারতের ঐশ্বর্য্য পাইলে,
হেন দুর্নীত ব্যাভার, আমা হ'তে কভু না সম্ভবে।

ম্যাক্‌ম। হ'ও না ক্ষোভিত,
নহে দৃঢ়ীভূত আশঙ্কা আমার।
আছে অপর কারণ, যাহে অসম্মত আমি।
জানিয়াছি জন্মভূমি ভার নিপীড়িত—
বহিছে শোণিত ধারা করিছে রোদন,
নূতন আঘাতে ক্ষত বৃদ্ধি দিন দিন।
মম অধিকার স্থাপন কারণ,
বহু হস্ত হ'বে উত্তোলন লয় মনে।
হেথা সদাশয় ইংলণ্ড ঈশ্বর,
সহস্র সহস্র সেনা করিতে প্রদান,
অঙ্গীকৃত মম ঠাঁই।
কিন্তু যবে—
অত্যাচারী শির দলিত হইবে পদে,
কিম্বা অসি-অগ্র যবে করিবে ভূবিদ্ধ'
দুখিনী জনম ভূমি—

এ হ'তে অধিক পাপে হইবে তাপিত,
বিধিমতে সহিবে অধিকতর।
যারে তুমি বসাইতে চাহ সিংহাসনে,
অধিক অনর্থ হেতু হ'বে সেই জন।

ম্যাকৃড। কার কথা কন মহাশয়? কে বসিবে সিংহাসনে?

ম্যাকৃম। কহি আমি, আপনারে লক্ষ্য করি,
নানা পাপশাখা সংযোজিত হৃদে,
সে সকল হ'লে বিকশিত
তুলনায় মসীময় বর্ত্তমান রাজা—
হ'বে যেন বিমল তুষার,
মেঘ সম নির্দ্দোষী কহিবে লোকে তারে,
অসীম এ পাপরাশি করি আন্দোলন।

ম্যাকৃড। ঘোর নারকীয় চমূমাঝে নাহি হেন কেহ,
পাপকার্য্যে উচ্চ হ'বে সে হ'তে অধিক।

ম্যাকৃম। হত্যাকারী সেই, নাহি করি অস্বীকার,—
অর্থপ্রিয়, বিলাসী,বঞ্চক, শঠ, উগ্র, পরিপূর্ণ দ্বেষে,
যত দোষ নাম আছে যার—
মানি আমি আছে সে আধারে।
কিন্তু ব্যভিচার অগাধ আমার,
দারা, কন্যা,কর্ত্রী বা কুমারী প্রজাদের আছে যত,
তাহে মম কামপাত্র পূর্ণ না হইবে;
বাসনা আমার,লঙ্ঘন করিবে যত সতীত্বের বাধা।
ম্যাকবেথ অবশ্য শ্রেষ্ঠ হেনজন হতে।

ম্যাকৃড। অতিরিক্ত অসংযম, ঘৃণাকর অত্যাচার,—
করিয়াছে তায়, শূন্য কত সুখ-সিংহাসন,
হইয়াছে কত শত রাজার পতন;
কিন্তু সে কারণে, কুণ্ঠিত না হও নিজ সম্পত্তি গ্রহণে।
বহু সঙ্গে ভোগ-ক্রিয়া, অনায়াসে গোপনে সাধন হ'বে,
সময় উচিত আবরণে, লোকে না প্রকাশ পাবে,—

জিতেন্দ্রিয় দেখিবে সকলে।
আছে বহু উৎসুক রমণী, বুঝি প্রকৃতির গতি—
উচ্চ জনে, আত্ম সমর্পণ করে যত নারীগণে।
সে সবারে করিতে ভক্ষণ,
নাহি হেন গৃধিনী অন্তরে তব।

ম্যাক্‌ম। কাম সনে পাপরাশি গঠিত অন্তরে,
বাড়িয়াছে ধনতৃষা এতাদৃশ মম—
হইলে ভূপাল, বিনাশিব আছে যত ভূমি অধিকারী।
হ'বে অলঙ্কার লালসা ইহার,
আবাস উহার, রুচিকর-জারক সদৃশ,
অর্জ্জনে বাড়াবে ক্ষুধা সমধিক।
ধন হেতু বিবাদিব ধার্ম্মিক সুজন সনে,
সে সবারে করিব বিনাশ।

ম্যাকৃড। হেন ধনলিপ্সা বহুদূর তলগামী,
দূষিত এ মূল যৌবনসুলভ কাম হ'তে,
বহুভূপ-হন্তা তরবারি ইহা,
কিন্তু চিন্তা স্থান নাহি দেহ মনে।
তব ইচ্ছামত ধন, অভাব নাহিক জন্মভূমে,
তব তৃপ্তি অনায়াসে হইবে সাধন।
অর্থ-লিপ্সা করি তুল, অন্য নানা সদ্‌গুণের সনে
অসহ্য নাহিক হ'বে।

ম্যাক্‌ম। হেন কিছু নাহি মম—
ন্যায়, সত্য, বদান্যতা, অক্রোধী স্বভাব,
দৃঢ়তা, তিতীক্ষা, দয়া, অমায়িক ভাব
দেবভক্তি, সহিষ্ণুতা, অথবা সাহস,
স্থিরতা বিপদে, ভূপতি-ভূষণ-গুণগ্রাম,
রতি মম নাহি সে সকলে,
কিন্তু পরিপূর্ণ নানা দোষে নানা পথ বাহী।
শক্তি যদি থাকিত আমার,

ঢালিতাম সম্ভাব মধুর-পয়ঃ নরক মাঝারে,
নাশিতাম শান্তি রণনাদে,
লণ্ড ভণ্ড করিতাম একতা ধরায়।

ম্যাক্‌ড। হা জন্মভূমি— হা জন্মভূমি!

ম্যাক্‌ম। হেন জন যোগ্য কভু রাজ্যের শাসনে?
বর্ণনার অনুরূপ জানিবে আমায়।

ম্যাক্‌ড। রাজ্যের শাসনে যোগ্য?
যোগ্য নহে জীবিত থাকিতে।
হায় রে অভাগা জাতি, শোণিতাক্ত রাজদণ্ড—
দুরাচারী অনধিকারীর করে!
কত দিনে সুদিন উদয় হ'বে পুনঃ?
রাজার নন্দন, সিংহাসন অধিকার যার—
নিজমুখে কুলাঙ্গার করিল প্রচার,
জন্মে করি কলঙ্ক অর্পণ।
পিতার তোমার, ঋষিতুল্য আছিল আচার;
রাজরাণী যাঁর গর্ভে জন্ম তব, ত্যজি বিলাস ভ্রমণ—
নিয়ত ছিলেন রত ঈশ্বর সাধনে জানু পাতি,
প্রস্তুত হইতে নিত্য চরম কালের হেতু।
বিদায় এক্ষণে, যেই পাপরাশি
অর্পণ করিলে তুমি আপনার পরে,
আশঙ্কায় তার,
দূরিত ক'রেছে মোরে জন্মভূমি হ'তে।
হা হৃদয়! যত আশা ফুরা'ল হেথায়।

ম্যাক্‌ম। মহাত্মন্! সততা-সম্ভূত, মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক
এই বাক্যেতে তোমার, ধৌত করিয়াছে
সংশয়-মালিন্য মম অন্তর হইতে;
অকপট সাধুভাবে তব, প্রত্যয় স্থাপনে—
আর নহে অসম্মত মম মন।
প্রেতাচার ম্যাক্‌বেথ দুর্জ্জন,

করগত করিতে আমায়, করিল শঠতা কত ;
বিবেচনা করে নানা প্রত্যয় স্থাপনে অকস্মাৎ,
কিন্তু ঈশ্বর মস্তকোপরি—
হোন আজ মধ্যস্থ দোঁহার,
এইক্ষণ হ'তে পরামর্শ অনুগামী আমি তব।
আত্মকুৎসা শুনিলে হে যত, করি তার প্রতিবাদ ;—
যত দোষ নিজ 'পরে করেছি গ্রহণ
করি পরিহার, জানিহ নিশ্চিত
অজানিত সে সকল প্রকৃতিতে মম!
রমণীর আলিঙ্গন—অদ্যাবধি জানি না কেমন,
করি নাই প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন কভু,
দূরে থাক পরস্ব গ্রহণ—
আপন সম্পত্তি লাভে, লালসা বর্জ্জিত আমি।
করি নাই বিশ্বাসঘাতন প্রতারণা সহকারে,
দুর্জ্জনে দুর্জ্জন করে করিতে অর্পণ—
নাহিক বাসনা মম।
সত্য প্রতি আসক্তি আমার নহে ন্যূন—
জীবন আসক্তি হ'তে!
কহিলাম আপন বিরুদ্ধে যাহা—
মিথ্যা কথা প্রথম এ মম।
যে রূপ স্বরূপ মম,
জন্মভূমি, আর তুমি তার অধিকারী।
না হইতে তব আগমন,
সেনাপতি সিউয়ার্ড প্রবীণ—
সুসজ্জিত সেনা দশ সহস্র সংহতি,
প্রস্তুত, করিতে যাত্রা দেশ অভিমুখে।
চল, হই অগ্রসর,
যেইরূপ ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত আমরা,
বিজয় সম্ভব যেন হয় সেই মত।

কি হেতু নীরব তুমি ?

ম্যাক্‌ড। এ প্রিয় সংবাদ, অপ্রিয় সংবাদ সনে—
সামঞ্জস্য অতি সুকঠিন।

(জনৈক ডাক্তারের প্রবেশ)

ম্যাক্‌ম। এ সকল কথা পরে হ'বে। (ডাক্তারের প্রতি) মহারাজ কি আস্‌বেন ?

ডাক্তার। হাঁ ম'শায়, কতকগুলি পীড়িত আত্মা, আরোগ্যলাভ ইচ্ছায় অপেক্ষা কচ্ছিল, তাদের পীড়ায় বৈদ্য-শাস্ত্র পরাজিত। কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় মহারাজের স্পর্শে এরূপ শক্তি বিরাজিত যে, তারা বিশেষ উপশম লাভ করেছে।

ম্যাক্‌ম। আপনার সংবাদে বাধিত হ'লেম।

[ডাক্তারের প্রস্থান।

ম্যাক্‌ড। কি পীড়ার কথা উনি বল্লেন ?

ম্যাক্‌ম। দুষ্ট ক্ষত।—দৈব-শক্তি আশ্চর্য্য রাজার!
কত দিন প্রত্যক্ষ দেখেছি, আরোগ্য করিতে তাঁরে ;
কে জানে, কিরূপ তিনি করেন সাধন।
শোথযুক্ত, কদাকার ক্ষতপূর্ণ কায়,
আসে কতজন, দুঃখকর দৃশ্য সে সকল,
হতাশ চিকিৎসা শাস্ত্র উপায় সাধনে,—
আরোগ্য করেন তিনি।
মন্ত্র বলি ঈশ্বর উদ্দেশে,
স্বর্ণ কবচ কণ্ঠে করেন প্রদান।
শুনি লোকমুখে,—
মঙ্গল সূচক এই শক্তি ঐশ্বরিক—
করিবেন সন্তানে প্রদান।
এ শক্তি সহিত, ভবিষ্যৎ গণনা নিপুণ তিনি।
ঈশ্বর কৃপায়, আরও নানা গুণে—
রাজাসন বিভূষিত তাঁর,—
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র প্রকাশ যাহায়।

(রসের প্রবেশ)

ম্যাকৃড। দেখুন, কে আসে।

ম্যাকৃম। মম স্বদেশী জনেক, কিন্তু নহে পরিচিত।

ম্যাকৃড। স্বাগত হে ভ্রাতঃ!

ম্যাকৃম। চিনেছি এক্ষণে, ঈশ্বর কৃপায়—
অচিরে হউক দূর সেই বাধা,
পর সম বঞ্চি যাহে দোঁহে।

রস্। সেই মত প্রার্থনা আমার, প্রভু!

ম্যাকৃড। অদ্যাবধি স্বদেশ অবস্থা সেইরূপ?

রস্। হায় রে! দুঃখিনী—
সভীতা জানিতে আপনারে,
জন্মভূমি নহে ত জননী আর, কবর সবার এবে।
কিবা হয়, নির্ণয়-অক্ষম সবে
হাস্যমুখ নাহি আর কার,
দীর্ঘশ্বাস, আর্ত্তনাদ, রোদনের ধ্বনি,
ছিন্ন ভিন্ন যাহে সমীরণ, হইতেছে অহরহ;
কেহ নাহি লক্ষ্য করে তায়!
ঘোর শোক নিত্য নৈমিত্তিক ভাব,
হয় ঘন মৃত্যু-ঘণ্টা নাদ,—
কে মরিল কেহ না জিজ্ঞাসে।
মস্তকে কুসুম মালা নাহি শুকাইতে
সাধুজন হত কত,
মৃত্যু অগ্রে পীড়া না জন্মা'তে।

ম্যাকৃড। পুঙ্খ অনুপুঙ্খ ইহা স্বরূপ বর্ণনা।

ম্যাকৃম। কিবা নূতন সংবাদ এবে?

রস্। পলে পলে হয় হেন নব বিবর্ত্তন,
পূর্ব্ব দণ্ড অবস্থা যে করিবে বর্ণন,
হবে সেই হাস্যের ভাজন—
পুরাতন সংবাদ দানিয়ে।

যেন হোয়ায় হোয়ায়,
ঘটনা নিচয় বক্তায় উপেক্ষা করে ।

ম্যাক্‌ড। কিরূপ অবস্থাগত পরিবার মম ?

রস্‌। কেন ? আছেন কুশলে।

ম্যাক্‌ড। মম সন্ততি সকল ?

রস্‌। কুশলে সকলে।

ম্যাক্‌ড। সে সবার, শান্তি ভঙ্গ করে নাই দুরাচার ?

রস্‌। না, বিদায়ের কালে—
দেখিলাম কুশলে সকলে।

ম্যাক্‌ড। কিরূপ অবস্থা সমুদয়,
কহ সে সকল অসঙ্কোচে।

রস্‌। প্রদানিতে দুঃখকর এ সব সংবাদ,
আসিবার কালে শুনিলাম জনশ্রুতি—
বহু যোগ্য জন সেজেছে বিগ্রহে,
প্রতীতি জন্মিল মম তায়,
অত্যাচারী দলবল আগুয়ান হেরে—
উপায়ের কাল উপস্থিত।
দৃষ্টিতে তোমার সৈন্য হইবে সৃজন,
নারীগণে প্রবেশিবে রণে
নিদারুণ দুঃখভার ত্যজিবার হেতু।

ম্যাকৃম। হোক এই সান্ত্বনা সবার,
অচিরে হইব অগ্রসর ;
সদাশয় ইংলণ্ডের পতি,
ধীর সিউয়ার্ড চালিত দশ সহস্র বাহিনী,
ক'রেছেন প্রদান আমায়,
রণদক্ষ বীরশ্রেষ্ঠ সিউয়ার্ড যেমতি,
সমকক্ষ নাহি আর তার—
খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বী সমস্ত প্রদেশ।

রস্‌। হায় ! যদি হ'তেম সক্ষম,

শুভবাদে এ শুভ সংবাদে
করিবারে প্রত্যুত্তর,—
যোগ্য মম সমাচার, উচ্চনাদে মরুভূমে
সমীরণে করিতে প্রচার,
নরকর্ণে যেন নাহি পশে।

ম্যাকৃড। সাধারণ সম্বন্ধে কি এরূপ বারতা,
কিম্বা কোন অভাগা-হৃদয় এ সংবাদ অধিকারী?

রস্। নাহি এ হেন সুজন—
ভাগী যেবা নহে এ দুঃখের
কিন্তু, অধিকাংশ আপনার সম্বন্ধে কেবল।

ম্যাকৃড! আমার সম্বন্ধে যদি,
শীঘ্র কহ—কিবা হেতু না দাও বারতা?

রস্। জন্মের মতন যদি শ্রবণ তোমার—
মম রসনায় নাহি করে ঘৃণা,
হায়! এ হেন কঠিন বাক্য নিঃসৃত হইবে তায়,—
যাহা কভু কর্ণে তব করে নি প্রবেশ।

ম্যাকৃড। হুঁ, বুঝিয়াছি।

রস্। পুরী আক্রমিত নির্দ্দয়তা সহকারে,
হত্যা করিয়াছে তব দারা পুত্রগণে;
আহা! শাবক বেষ্টিত সেই বন্য কুরঙ্গিণী,
শুনিলে বর্ণনা—মৃত্যু হ'বে আপনার।

ম্যাকৃম। হা করুণাময়!
শিরস্ত্রাণে মুখ আবরণে, কি হেতু নীরবে রহ?
ভাষে—দুঃখ করহ প্রকাশ;
গোপনে ধরিলে দুঃখ হৃদে,
ভগ্ন হ'বে হৃদাগার।

ম্যাকৃড। হত সন্ততি সকল?

রস্। দারা, পুত্র, দাস, দাসী, পাইল যাহারে।

ম্যাকৃড। আর হেথা আমি আইনু পলা'য়ে!

প্রিয়ায় করেছে হত ?

রস্। কি আর কহিব !

ম্যাক্‌ম। ধৈর্য্য ধর, জীবন বিনাশকারী—
এ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ হেতু,
এস করি প্রতিহিংসা ঔষধ সেবন।

ম্যাক্‌ড। নাহি সন্ততি ইহার ;
আহা, সুন্দর সন্ততিগণ মম !
সকলে—সকলে কি হয়েছে নিহত ?
আরে নারকী আতায়ী !
আহা ! শাবক সহিত কপোতীরে—
ল'য়ে গেলি বিদরি দারুণ নখে !

ম্যাক্‌ম। কর শোক জয়, দেহ নরত্বের পরিচয়।

ম্যাক্‌ড। শোকে নাহি দিব স্থান,
কিন্তু, বেজেছে আঘাত,—মানব হৃদয় মম।
আহা। অতি যতনের ধন—
অবশ্য স্মরণ হ'বে।
হা ঈশ্বর ! হত্যাকাণ্ড দেখিলে সকলি ?
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় না করিলে প্রদান ?
এবে হত জনে করহ গ্রহণ !
আরও পাতকী ম্যাক্‌ডফ, হত সবে তোর দোষে।
অতি হেয় আমি,
নিহত, নির্দ্দোষীগণে আমার কারণে!
ভগবান, রাখহে কল্যাণে সে সবারে।

ম্যাক্‌ম। শাণিত করহ অসি শোকের প্রস্তরে,
দুঃখ হোক রোষে পরিণত,
হ'ক উত্তেজিত অন্তর তোমার,
কদাপি শিথিল নাহি হয়।

ম্যাক্‌ড। ওঃ! রমণীর মত চোখে ধারা বরিষণ,
বিকল গর্জ্জন মুখে, না সম্ভবে আমা হ'তে।

কিন্তু ভগবান ! বিলম্ব করহ দূর,
দুরাচারে দাও হে সম্মুখে মোর,—
অসি দৈর্ঘ্য মাঝে ব্যবধান,
যদ্যপি সে পায় পরিত্রাণ,
হে ঈশ্বর, তুমিও মার্জ্জনা ক'রো তায়।

ম্যাক্‌ম। বীর সম এ ভাব তোমার,
এস যাই রাজার সমীপে।
দল্‌বল প্রস্তুত সকল,
আছে বাকী বিদায় গ্রহণ।
পতন উন্মুখ এবে, পক্ক ফল সম সেই দুরাচার।
পাপে দণ্ড করিতে বিধান,
উত্তেজিত করিতেছে ঐশ্বরিক বল,
সে শক্তির, নিমিত্ত আমরা সবে ;
ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বুক, শোক কর দূর।
নাহি হেন তমাচ্ছন্ন অনন্ত রজনী,
অন্তে যার প্রকাশ না পায় দিনমণি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ডান্‌সিনান দুর্গের কক্ষ

(ডাক্তার ও পরিচারিকার প্রবেশ)

ডাক্তার। আমি দুই রাত্রি তোমার সহিত জাগরণ ক'রেছি, কিন্তু তুমি যেরূপ ব'ল্লে, তার ত কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না, রাজ্ঞী কবে শেষ বেড়িয়েছেন ?

পরি। মহারাজ যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া অবধি আমি দেখেছি, তিনি গাত্রবস্ত্র ধারণ ক'রে শয্যা ত্যাগ করেন, পেটিকা খুলে কাগজ বাহির ক'রে লন, ভাঁজ ক'রে তাতে লেখেন, পড়ে মোড়ক করেন, তার পর আবার শয্যায় যান ; কিন্তু সমস্ত সময় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

ডাক্তার। এ প্রকৃতির অতিশয় বিকৃতি ভাব। নিদ্রিত অথচ জাগ্রতের ন্যায় কার্য্য ; এই বিকৃত নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ ও অপরাপর কার্য্য ব্যতীত কখন কোন কথা বল্‌তে শুনেছ ?

পরি। সে ম'শায়, আমি বল্‌তে পারব না।

ডাক্তার। তুমি আমায় বল, আমায় বলা উচিত।

পরি। যখন আমার কথার সাক্ষ্য নাই, ম'শায় হোন আর অন্য কোন ব্যক্তি হোন, আমি কা'কেও বল্‌ব না। দেখুন, তিনি আস্‌ছেন।

(লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ঠিক এইরূপ অবস্থাই হয়, সম্পূর্ণ নিদ্রিত লক্ষ্য করুন, সরে দাঁড়ান।

ডাক্তার। ও আলো কোথায় পেলেন ?

পরি। কেন ? তাঁর কাছে ছিল, আলো সর্ব্বদাই তাঁর কাছে থাকে ; এইরূপ তাঁর আজ্ঞা।

ডাক্তার। চক্ষু খোলা রয়েছে।

পরি। হাঁ, কিন্তু দৃষ্টি আবদ্ধ।

ডাক্তার। এ কি করেন ? হাত রগড়াচ্ছেন দেখ।

পরি। ঐ রূপই ক'রে থাকেন, যেন হস্ত ধৌত কচ্ছেন; প্রায় অর্দ্ধ দণ্ডকাল ক্রমান্বয়ে এইরূপ করতে দেখেছি।

লেডী-ম্যাক্। এখনও এখানে দাগ র'য়েছে।

ডাক্তার। শোন, কথা ক'চ্ছেন, আমি টুকে নিই। নইলে ঠিক স্মরণ থাকবে না।

লেডী-ম্যাক্। দূর হ নরকের কালি, দূর হ! এক—দুই, এই তো কাজের সময় হ'য়েছে, নরক কি অন্ধকার! ছি—প্রভু, ছি! তুমি যোদ্ধা হ'য়ে ভয় পাও? যে জানে জানুক, কিসের ভয়? আমাদের শক্তির বিরোধী হ'য়ে কে দায়ী করতে সাহসী হবে? কিন্তু কে ভেবেছিল বুড়োর শরীরে এত রক্ত।

ডাক্তার। লক্ষ্য ক'রছ?

লেডী-ম্যাক্। ফাইপের অধিপতির এক স্ত্রী ছিল, সে এখন কোথায়? কি, এ হাত কি পরিষ্কার হ'বে না? আর ও কথা কেন প্রভু, আর ও কথা কেন? তোমার আতঙ্কেই সমস্ত পণ্ড করলে!

ডাক্তার। ছিঃ ছিঃ! যা ক'রেছ, যা জেনেছ, তা না জানলেই ভাল ছিল।

পরি। উনি যা ব'ল্লেন, আমি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাচ্ছি, সে সব বল্‌বার উপযুক্ত নয়। এ যে কি ভাব, তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।

লেডী-ম্যাক্। এখনও শোণিতের গন্ধ র'য়েছে। সমস্ত আরব্য সুগন্ধিতে আমার হস্ত দুর্গন্ধ হীন হ'বে না? ওঃ হো হো!

ডাক্তার। কি দীর্ঘশ্বাস! অন্তঃকরণ অতি ভারাক্রান্ত!

পরি। রাজদেহ, রাজসম্মান পেলেও আমি, এরূপ অন্তঃকরণ হৃদয়ে ধারণ ক'রতে সম্মত নই।

ডাক্তার। সত্য, সত্য, সত্য।

পরি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন আরোগ্যলাভ করেন।

ডাক্তার। এ পীড়া আমার চিকিৎসার বাইরে। কিন্তু আমি জানি, অনেকেই এরূপ বেড়া'ত,—যারা সজ্ঞান মৃত্যুলাভ ক'রেছে।

লেডী-ম্যাক্। হাত ধুয়ে ফেল,—রাত্রিবাস পরিধান কর। ওরূপ মলিন হ'ও না, আমি তোমায় ব'ল্‌ছি,—ব্যাঙ্কো কবরে, গোর থেকে উঠে আস্‌তে পারবে না।

ডাক্তার। ওঃ এতদূর!

লেডী-ম্যাক্। শয্যায় চল—শয্যায় চল! ঐ বহির্দ্বারে আঘাত! এস—এস—এস—এস! আমার হস্ত ধারণ কর! যা হ'য়েছে, তা আর ফিরবে না! শয্যায় চল, শয্যায় চল—শয্যায় চল!

[প্রস্থান।

ডাক্তার। এখন কি শয্যাতেই যাবেন?

পরি। বরাবর।

ডাক্তার। লুক্কায়িত অন্তরের পাপ প্রচারিত,
অ-স্বভাব কার্য্যে হয় অস্বভাব দুঃখের উদয়।
কলুষিত মন,
কর্ণহীন উপাধানে কহিবে গোপন কথা।
বৈদ্যের অপেক্ষা এঁর দৈব প্রয়োজন।
জগদীশ্বর—জগদীশ্বর!
মার্জ্জনা করুন আমা সবে।
যাও, পশ্চাতে উঁহার,
সর্ব্বদা রাখিবে দৃষ্টি, দূর কর উদ্বিগ্নের কারণ সকল।
হোক মঙ্গল তোমার, বিদায় এক্ষণে।
মুগ্ধ আঁখি, স্তম্ভিত অন্তর মম—
বহে তাহে চিন্তাস্রোত খর,
বাক্য উচ্চারণে হয় ভয়।

পরি। নমস্কার—বৈদ্যরাজ, বিদায় এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডান্‌সিনান নিকটস্থ প্রদেশ

(রণ-বাদ্য—মেণ্টিয়েথ, কেট্‌নেস, য়্যাঙ্গাস, লেনক্স ও সৈন্যগণ)

মেণ্টি। অদূরে ইংরাজ দল বল ;
চালে সেনা ম্যাকম—
মাতুল তাহার আর ম্যাক্‌ডফ ধীমান।
প্রতিহিংসা তৃষা জ্বলে সে সবার,
যেই প্রয়োজনে আসিয়াছে রণে,
ঋষি তায় হয় উত্তেজিত
ঘোর রণ-কোলাহল রুধির ক্রিয়ায়।

য়্যাঙ্গাস। আসিতেছে বার্ণাম কানন অভিমুখে,
ভেটিব তথায় সে সবায়।

কেট্‌নে। হয় তো ডনাল্‌বেন রাজার তনয়,
মিলিয়াছে সহোদর সনে।

লেনক্‌। নিশ্চয় নাহিক তিনি সাথে।
সমাগত বীর যত, জানি সে সবারে।
সাজিয়াছে সিউয়ার্ড তনয়,—
শ্মশ্রুহীন অন্য যুবাগণ, পদার্পণ প্রথম যৌবনে যে সবার।

মেণ্টি। অত্যাচারী কি করে এখন ?

কেট্‌নে ডান্‌সিনান মহাদুর্গ করে সুসজ্জিত,
কেহ বলে হয়েছে উন্মাদ,
অন্যে যারা, ঘৃণা তদোধিক নাহি করে,
রোষান্ধ বলিয়া তারে করিছে বর্ণন।
কিন্তু নিশ্চয় এ কথা,
বিকৃত সকল কার্য্য তার
নহে কোন নিয়ম অধীন।

র‍্যাজাস। অনুভব করে এবে
হস্তে লেপিত জড়িত গুপ্ত হত্যা যত।
প্রতিক্ষণে বিদ্রোহ বিশ্বাস ভঙ্গে করে তিরস্কার
সৈন্যগণে, মানে মাত্র ভয়ে,
প্রেমে বাঁধা নহে কেহ;
এবে রাজ্য, ভার হয় জ্ঞান
বীর পরিচ্ছদ যথা বামন তস্কর কায়।

মেণ্টি। চমকে শিহরে ঘন ঘন,
বিচিত্র নহে ত তাহা।
আত্মগ্লানি করে সদা মন,
পাপদেহে করিয়া বসতি।

কেট্‌নে। প্রকৃত অধীনে যাঁর আমরা সকলে,
চল যাই হই গিয়ে তাঁহার অধীন;
রোগগ্রস্ত রাজ্যের মঙ্গল, চল ভেটিব ভীষকে।
মিলি তাঁর সনে, শেষ বিন্দু অঙ্গের শোণিত করি দান
জন্মভূমি ধৌতের কারণে।

লেনক্‌। ডুবাতে কণ্টক বৃক্ষ,
প্রস্ফুটিত করিবারে এ রাজ-কুসুম,
শোণিত মোক্ষণ, প্রয়োজন মত আনন্দে করিব সবে।
অগ্রসর হই মোরা বন অভিমুখে।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ডান্‌সিনান দুর্গ-কক্ষ

(ম্যাক্‌বেথ, ডাক্তার ও অনুচরগণ)

ম্যাক্‌। নাহি চাহি সমাচার, রাজ্য ত্যজি যাক যেবা যায়,
বার্ণাম কানন না আসিলে ডান্‌সিনানে
শঙ্কা নাহি স্পর্শিবে আমায়।
কেবা সেই বালক ম্যাকম,
নহে সে কি রমণী প্রসূত ?
মানব প্রারব্ধ অবগত,
যেই উপদেবীগণে ব'লেছে আমায়
'নাহি ভয়, রমণীর গর্ভজাত আছে যত জন,
শক্তি নাহি ধরে তব'পরে।'
তবে দূর হবে বিশ্বাসঘাতক
যত সরদার সকল ;
ইংরাজের ভোগী সৈন্যে হ'গে সম্মিলিত।
যে মনে চালিত আমি, যে অন্তর ধরি হৃদি মাঝে
সন্দেহের ভারে তাহা কভু না ডুবিবে,—
আশঙ্কায় কভু তার কম্প না ধরিবে।

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

আরে ভীরু ! প্রেত তোর কালি দিক মুখে !
সভীত এ ভঙ্গী তুই পাইলি কোথায় ?

ভৃত্য। দশ সহস্র—

ম্যাক্‌। ক্ষীণ মরালের পাল ভীরু !

ভৃত্য। সৈন্যগণ মহাশয় !

ম্যাক্‌। নখাঘাতে রক্তপাত কর মুখে—
পাণ্ডু গণ্ড ঢাকে যাহে তোর।

আরে কর্ম্মহন্তা চর ! কোন্ সৈন্য আরে রে নির্ব্বোধ ?
ধ্বংস হোক আত্মা তোর !
শ্বেতগণ্ডে করে আশঙ্কার আবির্ভাব—
কোন্ সৈন্য আরে বিকৃতবদন !

ভৃত্য। ইংরাজের দল বল অবধান মহারাজ !

ম্যাক্। দূর হ'য়ে কুৎসিৎ বদন।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

সিটন ! হৃদি ভঙ্গ হয় মোর এ দৃশ্য—
আরে রে সিটন ! এই আক্রমণ
হয় তো দানিবে শান্তি চিরদিন তরে,
নতুবা করিবে মোরে সিংহাসন চ্যুত।
বহুদিন গত এ জীবনে,
শুষ্ক এ জীবনতরু এবে—
নীলপত্র তার ধরিয়াছে হরিদ্রা বরণ।
মান, প্রেম, প্রভুত্ব বা বান্ধব মণ্ডল,
বার্দ্ধক্যের সাথী যে সকল আমার না হবে কভু।
কিন্তু পরিবর্ত্তে তার গাঢ় অভিশাপ,
উচ্চভাবে নহে প্রকাশিত ;
মুখের সম্মান, ডরে করে দান—
অসম্মত চিত যেই সম্মান প্রদানে।
সিটন !

(সিটনের প্রবেশ)

সিটন। কিবা আজ্ঞা মহারাজ !

ম্যাক্। আরও কিবা নূতন সংবাদ ?

সিটন। নিশ্চিত হ'য়েছে এবে সকল বারতা।

ম্যাক্। করিব সংগ্রাম—যতদিন মাংস নাহি খ'সে পড়ে
অস্থি হ'তে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে।
যুদ্ধে নাহি দিব ক্ষমা, বর্ম্ম দেহ মম।

সিটন। প্রয়োজন নাহি তার এবে।

ম্যাক্। করিব ধারণ।

প্রের' অশ্বারোহী চারিভিতে,

যে কেহ ভয়ের কথা কহে,

ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাও তাহারে, দেহ বর্ম্ম।

কহ বৈদ্য, রোগীর অবস্থা কিবা?

ডাক্তার। এ তো পীড়া নহে মহারাজ,

কল্পনা-সম্ভূত ছবি আবির্ভূত হ'য়ে অবিরত,

করিয়াছে বিরাম বর্জ্জিত তাঁরে।

ম্যাক্। কর আরোগ্য প্রদান এ পীড়ায়!

পার না কি মনোব্যাধি করিতে মোচন,

স্মৃতি হ'তে উখাড়িতে নার কি হে তুমি

দুরন্ত সন্তাপ বদ্ধমূল?

অগ্নি বর্ণে থরে থরে মস্তিষ্ক মাঝারে

লেখা অনুতাপ লিপি—

আছে কি কৌশল তব মুছিবারে তায়?

অন্তর গরল যার প্রবল পীড়নে!

ব্যথিত হৃদয়াগার, বিস্মৃতি অমৃতবারি করি দান

ধৌত কর—পার যদি।

ডাক্তার। এ ভীষণ রোগে মাত্র রোগীই ভীষক।

ম্যাক্। কুক্কুরে ঔষধ কর দান, নাহি মম প্রয়োজন!

"দেহ সাঁজোয়া পরায়ে, দেহ দণ্ড, প্রের' অশ্বারোহী।"

বৈদ্য, পলায় সরদারগণে।

"আরে, হও ত্বরান্বিত!"

মূত্র হেরি করে যথা রোগের নির্ণয়,

পার কি করিতে স্থির কি পীড়ায়, আক্রান্ত এ স্থান?

আছে কি রেচক, যাহে পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্য করে লাভ?

পার যদি, হেন উচ্চরবে প্রশংসি তোমায়—

যাহে প্রতিধ্বনি, পুনঃ কহে সে প্রশংসাবাণী।

"লহ ছিন্ন করি।"
সোণামুখী প্রভৃতি সারক কিছু আছে,
নির্গত করিতে এই ইংরাজের সেনা ?
শোন কিছু তা'দের সংবাদ ?

ডাক্তার। হেরি রণ সমাবেশ, নানা কথা হয় আন্দোলন।

ম্যাক্। (সিটনের প্রতি) নিয়ে এস আমার পশ্চাতে,
পরাজয়, মৃত্যু-ভয় করি কি কারণ ?
যতদিন নাই আসে বার্ণাম কানন।

ডাক্তার। (জনান্তিকে) এ স্থান ত্যজিতে যদি পারি একবার,
অর্জ্জন আশায় পুনঃ না আসিব আর!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বার্ণাম কাননের নিকটস্থ প্রদেশ

(ম্যাকৃম, বৃদ্ধ সিউয়ার্ড, যুবা সিউয়ার্ড, ম্যাকৃডফ, মেন্টিয়েথ, কেট্‌নেস্,
য়্যাঙ্গাস, লেনক্স, রস্ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

ম্যাকৃম। বন্ধুগণ অনুমান করি, সুদিনের আর বিলম্ব নাই, নিজ নিজ গৃহ আর বোধ হয় ভয়ময় হ'বে না।

মেন্টি। তার আর সন্দেহ কি!

বৃ-সিউ। সম্মুখে কি বন ?

মেন্টি। এর নাম বার্ণাম কানন।

ম্যাকৃম। সেনাগণ, এক একটা বৃক্ষশাখা সকলে ছেদন ক'রে ধারণ কর। শাখা অন্তরালে আমাদের সৈন্যের সংখ্যা নির্ণীত হবে না; যথার্থ সংবাদ কেউ পাবে না।

সৈন্যগণ। যথা আজ্ঞা।

বৃ-সিউ। কেবল এই সংবাদই পাওয়া গিয়াছে যে, দুরাত্মা নিশ্চিন্ত হ'য়ে দুর্গ

মধ্যে আমাদের আক্রমণ প্রতীক্ষায় আছে। মনে মনে ধারণা শীঘ্র আমরা দুর্গ অধিকার ক'র্‌তে পার্‌ব না।

ম্যাক্‌ম। ঐ তার প্রধান ভরসা। কারণ, যারাই সুযোগ পেয়েছে, তারাই তা'কে পরিত্যাগ ক'রেছে। ছোট বড় সকলেই এ বিদ্রোহে মিলিত হ'য়েছে ; ভয়ে যা হোক, অন্তরের সহিত কেহ তার স্বপক্ষ নয়।

ম্যাকৃড। এক্ষণে এ বিষয়ে আমাদের মতামত আন্দোলনের প্রয়োজন নাই ; যখন সত্য দেখ্‌ব, তখন আমরা ব'লব। আপাতত শ্রম-সহকারে যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকি।

বৃ-সিউ। আমাদের লাভালাভ গণনার সময় উপস্থিত, সম্মুখ সংগ্রামে তাহা নির্ণীত হ'বে।

অনিশ্চিত আশা, মনে নানা কথা কয়,
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাতে হবে সত্যের নির্ণয়,
উপস্থিত রণে চল লই পরিচয়।

সৈন্যগণ।— (গীত)

গৌড়—ত্রিতাল

ঘোর রোলে ভেরী বাজে।
বীর ব্যাকুল রণসাজে,
ফলক ঝক্ ঝক্, চুম্বিত রবিকর,
নীরব বীর ব্রজ প্রফুল্ল অন্তর।
উথলে বীরমদ, চঞ্চল দ্রুতপদ,
অধীর গম্ভীর ভেরী বাজে, হৃদি মাঝে॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ডান্‌সিনান দুর্গাভ্যন্তর

(ম্যাক্‌বেথ ও সিটন)

ম্যাক্‌বে। প্রাচীর উপরে কর পতাকা উড্ডীন।
আসে তারা, শব্দ চারিদিকে,
দৃঢ় দুর্গ, আক্রমণ উপেক্ষা করিবে ;
বেড়িয়া রহুক অরি
কম্পজ্বর, দুর্ভিক্ষে না গ্রাসে যত দিন।
স্বপক্ষ বাহিনী যদি না হইত শত্রুর সহায়,
রণক্ষেত্রে হ'য়ে সম্মুখীন,
খেদাইয়া দিতাম সকলে গৃহমুখে।

(নেপথ্যে স্ত্রী-কণ্ঠধ্বনি)

কিসের এ ধ্বনি ?

সিটন। স্ত্রীলোকের কণ্ঠধ্বনি শুনি, মহারাজ !

[প্রস্থান।

ম্যাক্‌। ভুলিয়াছি শঙ্কার আস্বাদ,
ছিল হেন দিন, শুনি নিশীথ রোদন ধ্বনি
শিথিল হইত যত ইন্দ্রিয় আমার;
দুর্ঘটনা শুনিয়ে, কণ্টকিত—
উত্থিত হইত কেশ মম জীবিত সমান ;
এবে বিভীষিকা সনে করিয়াছি পূর্ণপাত্র পান।
হত্যাকারী চিন্তায় আমার, অন্তরঙ্গ বিভীষণা ;
আর না শিহরী তারে হেরি।

(সিটনের পুনঃ প্রবেশ)

কিসের রোদন ধ্বনি ?

সিটন্‌। রাজ্ঞী মৃত মহারাজ !

ম্যাক্। মরণ আছিল শ্রেয়ঃ পরে।
রাজ্ঞী মৃত—
হেন কথার সময় সঙ্গত হইত কোন দিন।
কল্য—কল্য—কল্য
চলে ধীর পদে দিন দিন,
হয় লয় নির্ণীত সময়ে
প্রারব্ধ লিপির শেষাক্ষরে;
গত কল্য একত্র হইয়ে,
ল'য়ে যায় পথ দেখাইয়ে,
মিশাইতে শ্মশান ধূলায়।
নিভে যা, নিভে যা, ওরে ক্ষণস্থায়ী দীপ!
চলচ্ছায়া মাত্র এ জীবন;
ক্ষুদ্র অভিনেতা, নিজ অভিনয় সময়ে যেমন,
মদগর্ব্বে চলে রঙ্গস্থলে,
হস্ত পদ সঞ্চালিয়ে গর্জ্জন করিয়ে;
পরে তার তত্ত্ব নাহি জানে কেহ,
বাতুলের গল্প এ জীবন,—
অর্থহীন মাত্র—বহু বাক্য আড়ম্বর।

(দূতের প্রবেশ)

আসিয়াছ রসনা চালনা হেতু?
শীঘ্র কহ কিবা উপন্যাস!

দূত। অবধান প্রভু, দেখিয়াছি যাহা—
নাহি জানি বর্ণিব কেমনে?

ম্যাক্। ভাল কহ মহাশয়!

দূত। আছিলাম প্রহরী শিখরে বার্ণাম কানন অভিমুখে,
মনে হ'ল, ক্রমে যেন বন অগ্রগামী।

ম্যাক্। মিথ্যাবাদী, ক্রীতদাস!

দূত। মিথ্যা যদি হয়, শাস্তি দিও মহাশয়,

এক আর অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান,
প্রত্যক্ষ হইবে তব, সচল কানন—মহারাজ।

ম্যাক। মিথ্যা যদি হয় তোর বাণী,
ঝুলাইব প্রথম তরুতে তোরে,—
যতদিন অনাহারে শুষ্ক নাহি হও।
কিন্তু যদি সত্য হয় তোর ভাষ,
মম প্রতি কর যদি সেরূপ ব্যাভার,
তাহা আর নাহি আমি গণি।
প্রতিহত হইতেছে প্রতিজ্ঞা আমার
জন্মিল সংশয়, পেত্‌নীর দ্বি-অর্থ ভাষায়,
সত্য সম কহে মিথ্যা বাণী—
"ভয় নাই, যত দিন বার্ণাম কানন
ডানসিনানে না করে গমন।"
এক্ষণে কানন আসে চলি।
অস্ত্র ধর, অস্ত্র ধর, চল রণে,
সত্য যদি হয় এর বাণী
নহে পলায়ন,—
নহে অলসে এ স্থানে অবস্থান,
অনাসক্তি জন্মিতেছে সূর্য্যের আলোকে।
ইচ্ছা হয় মেদিনীর হউক পতন,
কর রণঘণ্টা নাদ—
ব'য়ে যাক ঝঞ্ঝা, হোক প্রলয় উদয়,
বীর সাজে অন্ততঃ করিব তনুক্ষয়।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ডামসিনান দুর্গের সম্মুখস্থ প্রান্তর

(ম্যাকম, বৃদ্ধ সিউয়ার্ড, ম্যাক্‌ডফ, ও শাখাহস্তে তাহাদের সৈন্যগণ)

ম্যাকম। এসে উপস্থিত মোরা সবে,
দূর কর শাখা আবরণ,
স্বরূপ প্রকাশ হোক তোমা সবাকার।
হে মাতুল সুধীর!
পুত্র সনে প্রথম সংগ্রামে,
আজ আরতি তোমার।
আমি আর বীর ম্যাক্‌ডফ, ক্রমান্বয়ে পশি রণে—
পরিশিষ্ট কার্য্য সাঙ্গ করি।

বৃ-সিউ। বিদায় এক্ষণে,
অদ্য রাত্রে বিপক্ষ হইলে সম্মুখীন,
সমরে যদ্যপি হই ঊন,
করে যেন বিমুখ আমায়।

ম্যাক্‌ড। পূর্ণশ্বাসে কর তূর্য্যধ্বনি—
অগ্রগামী সমরে গভীর নিনাদিনী

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রণ-ক্ষেত্রের অপর প্রান্ত

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ম্যাক্। বান্ধিয়াছে দণ্ড সনে মোর যেন,
পলাইতে নাহি পারি, করিব সংগ্রাম—
বদ্ধ ঋক্ষ, কুক্কুরের সনে যথা যুঝে।
কেবা হেন, রমণীর গর্ভজাত নহে?
হেন জনে ডর মম, নহে অন্য কারে!

(যুবা-সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

যু-সিউ। কিবা তব নাম?

ম্যাক্। শুনিলে সভীত চিত হইবে তোমার।

যু-সিউ। না, নরক নিবাসী হ'তে উগ্রতর নাম যদি ধর।

ম্যাক্। ম্যাক্‌বেথ আমার নাম।

যু-সিউ। কর্ণে মম এ হ'তে ঘৃণিত নাম,
প্রেত-পতি উচ্চারিতে নারে।

ম্যাক্। না—আর এ হেন ভীষণ।

যু-সিউ। মিথ্যাবাদী, ঘৃণিত নারকী,
অসিমুখে প্রকাশিব মিথ্যা কথা তোর।

(পরস্পর যুদ্ধ ও যুবা-সিউয়ার্ডের মৃত্যু)

ম্যাক্। রমণী-সম্ভূত তুমি,
রমণী-সম্ভূত নরে যত অস্ত্র ধরে,
উপেক্ষি সে সবে, আমি হাস্য সহকারে।

[প্রস্থান

(রণনাদ—ম্যাক্‌ডফের প্রবেশ)

ম্যাক্‌ড। শব্দ ঐ দিকে।
দুরাচার, দেখি রে বদন তোর;
মম অস্ত্রে যদি হত না হ'স্ পামর!
মম মৃত দারাপুত্রগণে, নিত্য আসি দাঁড়াবে সম্মুখে।
অর্থলোভী অস্ত্রধারী হীনপ্রাণিগণে,
আঘাতিতে নারি আমি।
না পাইলে তোরে, তীক্ষ্ণধার তরবারি মম
রাখিব পিধানে কার্য্যহীন।
বুঝি আছে ঐ স্থানে—ঐ উচ্চ কাড়ার নিনাদ,
সর্ব্ব উচ্চ ধ্বনি শুনি হয় অনুমান,

দেখি যদি পাই তারে।
ভাগ্যদেবি, নাহি আর অধিক প্রার্থনা মম।

[প্রস্থান।

(ম্যাকম ও বৃদ্ধ-সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

বৃ-সিউ। এই পথে—এই পথে মহাশয়,
বিনাযুদ্ধে দুর্গ করগত ;
বিপক্ষ স্বপক্ষ হেরি অরির বাহিনী,
বীরদম্ভে যুঝিছে সরদারগণে।
বিজয় উদয় আজ আপনা হইতে,
স্বল্প কার্য্য আমা সবাকার।
ম্যাক্‌ড। স্বপক্ষ এ অরি, ইচ্ছা করি না করে আঘাত।
বৃ-সিউ। প্রবেশ করুন দুর্গে মহাশয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর ভাগ

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ম্যাক্। বাতুলের মত—
পূর্ব্বতন রাজগণে, রাখিতে সম্মান
নিজ অস্ত্রে ত্যজিত জীবিত।
আমি নাহি খেলিব সে খেলা,
নিজ অস্ত্রে না হ'ব নিধন ;
দেখিতেছি জীবিত সকলে'
অস্ত্রের আঘাত উত্তম শোভিবে দেহে।

(ম্যাক্‌ডফের প্রবেশ)

ম্যাক্‌ড। ফের ওরে নারকী কুক্কুর !

ম্যাক্। অন্ত্রের অপেক্ষা আমি—
পরিহার করিয়াছি তোরে, যাও ফিরে।
হইয়াছে আত্ম মম ভারাক্রান্ত অতি,
তোর আত্মীয় শোণিতে।

ম্যাকৃড। নাহি বাক্য মোর, মম বাক্য তরবারে!
আরে শোণিত-পিপাসী-মূঢ়,
ভাষা নাই নাম দিতে তোর!

(পরস্পর যুদ্ধ)

ম্যাক্। মিথ্যা পরিশ্রম, অচ্ছেদ্য বায়ুর অঙ্গে—
তীক্ষ্ণধার অসির আঘাত, বরঞ্চ সহজ হ'বে;
শোণিত মোক্ষণ,
তুই মম দেহ হ'তে, নারিবি করিতে কভু।
হান্ অস্ত্র ভেদ্য শিরোপরে—
মোহিনী জীবনধারী আমি,
নারীগর্ভজাত নাহি করিবে হরণ।

ম্যাকৃড। হ'রে নিরাশ্বাস, যাদু না ফলিবে আর!
ক'রেছিস্ এত দিন যার সেবা তুই,
কবে সে দেবতা তোরে—
"অসময়ে ম্যাক্‌ডফ
বহিষ্কৃত জননী জঠর হ'তে
ভীষকের অস্ত্রের প্রভাবে।"

ম্যাক্। ক্ষয় হোক জিহ্বা, যাহে কহে হেন ভাষা,
মনুষ্যত্ব আমার কুঞ্চিত যে কথায়।
বাজীকরী এ ডাকিনীগণে,
প্রত্যয়ের উপযুক্ত নহে আর।
দুই ভাবে কহে কথা,—
কর্ণে কহে প্রবোধ বচন;—
আশা ভঙ্গ করে অবশেষে।
যুদ্ধ না করিব তোর সনে।

ম্যাক্‌ড। হও তবে অধীন আমার ভীরু!
দৃশ্য বস্তু হ'য়ে কর জীবন যাপন,
অপ্রাপ্য জন্তুর সম রাখিব রে তোরে,
তুলি ধ্বজা লিখিব তাহায়,—
"দেখে যাও, এই স্থানে অত্যাচারী মূঢ়!"

ম্যাক্। না মানিব পরাজয়,
বালক ম্যাকম, তার পদানত হ'য়ে—
সাষ্টাঙ্গে চুম্বিব ভূমি?
কুবচনে উত্যক্ত করিবে হীনজন!
বার্ণাম কানন যদি এসেছে চলিয়ে,
তুই রে বিপক্ষ—ন'স্ নারীগর্ভজাত,
তথাপিও পরীক্ষিব কিবা হয় শেষ।
কর আক্রমণ, হ'বে সে নিরয়গামী,
প্রথমে যে ক'বে—"হইয়াছে, সম্বর, সম্বর।"

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

দুর্গাভ্যন্তর

(রণবাদ্য—ম্যাকম, বৃদ্ধ-সিউয়ার্ড, রস, অমাত্যগণ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

ম্যাকম। যে সকল বন্ধুগণ নহে উপস্থিত,
ফেরে যেন নিরাপদে সবে।

বৃ-সিউ। সমর-তরঙ্গে যাবে কেহ কেহ ভাসি,
বিদ্যমান এ সকলে হেরি, ভাবি মনে—
সুলভে হ'য়েছে আজ বিজয় অর্জ্জন।

ম্যাকম। সদাশয় পুত্র তব আর ম্যাক্‌ডফ
উপস্থিত নাহি হেথা?

রস্। মহাশয় পুত্র তব বীর ব্যবহারে
শুধিয়াছে বীরত্বের ধার।
যৌবনে করিয়ে পদার্পণ—
বীর্য্যবলে নরত্বের দিয়ে পরিচয়,
পশি রণে অসীম সাহসে,
অটল অচল যোদ্ধার মতন
দিয়াছেন দেহ বিসর্জ্জন!

বৃ-সিউ। প'ড়েছে সমরে?

রস্। কি কহিব মহাশয়!
আনিয়াছি রণস্থল হ'তে।
অসীম হইবে শোক তব,
যোগ্যতার সনে তার করিলে তুলনা।

বৃ-সিউ। অস্ত্রলেখা সম্মুখে দেখিলে?

রস্। বক্ষে অস্ত্রঘাত!

বৃ-সিউ। দেবসেনা হোক পুত্র মম।
কেশ যত পুত্র তত থাকিলে আমার—
শ্রেয়ঃ মৃত্যু এ হতে না বাঞ্ছিতাম তা সবার;
হেন বাঞ্ছিত মরণে, বাজিয়াছে মৃত্যু-ঘণ্টা তার।

ম্যাকম। স্মরি গুণগ্রাম তার—
শোক-অশ্রু বরিষণ অধিক উচিত,
সে শোক-সলিল আমি করিব প্রদান।

বৃ-সিউ। শোক কিবা আর,
শোধি জীবনের ধার, গেছে চলি সুমঙ্গলে,
করুণায় ঈশ্বর দেবেন স্থান;
করিবারে অভিনব আনন্দ বিধান,
হের বীর আগুয়ান।

(ম্যাক্‌বেথের কাটামুণ্ড লইয়া ম্যাক্‌ডফের প্রবেশ)

ম্যাক্‌ড। জয় জয় মহারাজ! এবে রাজ্যেশ্বর তুমি।

দেখ দেখ,—রাজ্য-অপহারকের খণ্ডিত মস্তক।
গেছে দাসত্বের দিন—সুদিন উদয়।
রাজ্যের ভূষণ,
বেষ্টিত অমাত্যগণে এবে তুমি—
যারা মনে মনে করিতেছে
এ অভিবাদনে যোগদান,
সাধ মম উচ্চ সমস্বরে,
মম সনে করুন বন্দনা—
জয় জয় মহারাজ!

সকলে। **জয় জয় মহারাজ!**

(ভেরীবাদন)

ম্যাকম। আমা প্রতি যত স্নেহ তোমা সবাকার,
অচিরে করিব সেই ঋণ পরিশোধ;
অমাত্য কুটুম্ব সবে,
আজি হ'তে মহাপাত্র নামে হও খ্যাত।
এই পদে অভিষিক্ত—
অদ্যাবধি হয় নাই এ প্রদেশে কেহ।
বাকী এবে স্থাপন করিতে পুনঃ
নির্ব্বাসিত বন্ধুগণে—
সতর্ক দুষ্টের জাল হ'তে পলা'য়েছে যে সকলে।
সে নরহন্তার,—আর প্রেতিনী সদৃশ
নর-অরি রাজ্ঞীর তাহার—
যেই দুষ্টা,
শুনি করিয়াছে নিজ করে আত্মনাশ,
অনুচর এ দোঁহার আছে যে যথায়,
আছে কার্য্য—
আনিবারে সে সবারে বিচারের দ্বারে।
কৃপাময়ের কৃপায়—

অন্য অন্য কর্তব্য সাধিব বিধিমত,
যথাকালে যথাযোগ্য স্থানে।
জনে জনে সবার নিকটে—
বদ্ধ আমি কৃতজ্ঞতা-পাশে—
ধন্যবাদ দিই সবে করি নিমন্ত্রণ,
মম অভিষেক আসি কর দরশন।

যবনিকা

দ্রষ্টব্য : ইংরাজী ম্যাক্‌বেথে, এই পুস্তকে লিখিত গীতগুলি নাই। প্রথম গীতখানি,—"মালকোষ-পটতাল"-এ গীত হইয়া থাকে।

পাঁচ ক'নে

চরিত্র

কালাচাঁদ	...	জনৈক ভদ্রলোক
অমূল্য	...	লক্ষ্মীচরণের পুত্র ও সমাজ-সংস্কারক দলের নেতা
নসীরাম	...	সমাজসংস্কারক
শান্তিরাম	...	কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক
লক্ষ্মীচরণ	...	অমূল্যের পিতা
নিধিরাম সিদ্ধেশ্বর বিশ্বেশ্বর	...	লক্ষ্মীচরণের প্রতিবাসী
যেদো	...	সবুজ নিশানধারী দলের নেতা
হীরে	...	দোকানির ছোকরা

লাল ও সবুজ চিহ্নধারী পুরুষ, কতিপয় লোক, উড়ে, টহলদার, দোকানী, হুজনলোক, ধাঙড়, সাহেব, ভট্টাচার্য্য, ওজনদার, বর, ডেলিগেটগণ ইত্যাদি

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি

মনমোহিনী দাসী নিস্তারিণী দেবী কাদম্বিনী দাসী	...	লেডী ডেলিগেটগণ
বনবিহারিণী	...	শান্তিরামের কন্যা
বিপিনকুমারী	...	শান্তিরামের পুত্রবধূ
মাতঙ্গিনী	...	শান্তিরামের গৃহিণী
গিন্নি	...	লক্ষ্মীচরণের পরিবার

কহানা

লাল চিহ্নধারী দলের ক্যাসান্

সবুজ চিহ্নধারী দলের ক্যাসান্

লাল ও সবুজ চিহ্নধারিণী নারীগণ, উড়েনী, কাঠকুড়ানী, বাঙ্গালনী ভদ্রমহিলাগণ

ভিখারী বালিকা ইত্যাদি

প্রথম দৃশ্য

সত্যযুগ দৃশ্য

সত্যযুগ

গীত

আমার বাকল বসন লতার ভূষণ ফুল ভালবাসি,
সরল মনে ডাকলে পরে তার কাছে আসি।
চাই ফুলের মতন ফুল্লনয়নে—
খেলে আমোদিনী কুরঙ্গিনী সিংহিনী সনে,
আমার শশীর মতন হাসি হেরে বারি বরষে
ফলে ফুলে শ্যামা ধরা সাজে হরষে
আমার সদাই বাসনা, ভাল মনে ভালবাস না
নৈলে বেস' না, কাছে এস না—
ডরি কপট হৃদয় তাই তো আসিনি,
বিপিনবাসিনী—
সরলা বিমলবালা সরলতা পিয়াসী।

(কতিপয় নরনারীর প্রবেশ)

নরনারী। Mad Mad old Lady,
Go to great-grand-Daddy
ছি ছি ছি, যাও যাও প্রপিতামহী!

[সকলের প্রস্থান।

[সত্যযুগের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

ত্রেতাযুগ দৃশ্য

ত্রেতাযুগ

গীত

ফুল সঙ্গিনী সনে, বসি কুঞ্জবনে, দুকুল বসনে,
যে ভালবাসে কাছে আসে রাখি তারে যতনে।
নাচে ময়ূর ময়ূরী, সুখে সারী শুকে গায়,
ফুল্ল আঁখি কুরঙ্গিনী ফুল্লমুখে চায়;
ভয়ে ফণী ফণা তোলে না, মানে কেশরী মানা,
আমি নয় চতুরা যে থাকে কাছে,
তার প্রাণে কি চাতুরী আছে,
শরতের বিমল আকাশে, মেঘ যেমন ভাসে,
যদি ছলনা আসে;
নয়ন হেরে অমনি সরে থাকে না তো তার মনে।

(কতিপয় নরনারীর প্রবেশ)

নরনারী। Mad Mad old lady
Go to go to grand-Daddy
ছাই ছাই ছাই, পিতামহী তোমায় কায নাই!

[সকলের প্রস্থান।

[ত্রেতাযুগের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

দ্বাপরযুগ দৃশ্য

দ্বাপরযুগ

গীত

আমার মোহন বসন, মোহন ভূষণ, মোহনভাষিণী,
দেখ্‌লে ভাল ভালবাসি, নৈলে বাসিনি।
নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী, কত আদর তায় করি
ধরা দেয় বনের পাখী আদরে ধরি
কুরঙ্গিনী সোহাগে গ'লে, আপনি আসে যায়না ত চ'লে,

ভয়ে ফণী লুকায় বিবরে,
কেশরী বনে শিহরে,
চাতুরী নাই আমার মনে, যে যেমন তেম্নি তার সনে,
সরলে হই সরলা, ছল করি যার মনে ছলা,
ছলতে কারোয় আসিনি।

(কতিপয় নরনারীর প্রবেশ)

শানধারীগণ। Mad Mad old lady,
Go to go to go to Daddy !
ওমা ওমা ওমা, বাবার কাছে যা না !

[সকলের প্রস্থান।
[দ্বাপরের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

কলিযুগ দৃশ্য

কলিযুগ

গীত

পরি মনের মতন বসন, ভূষণ হব যায় মনের মতন,
চাতুরী হাসে ভাবে চাতুরী মাখা নয়ন।
বাছিনে মন্দ ভাল, আপনি ভাল থাক্‌লে ভাল,
কি এল গেল মন্দ কি ভাল,
দেখ্‌তে ভাল বনের পাখী, রেখেছি ধ'রে
গায় মধুর স্বরে—
সাধ হ'ল আদর করি নৈলে কে করে—
মজাতে হেসে কথা কই,
সাধ ক'রে কখন কারু হই, আপন হারা নই,
কথায় কথা ভালবাসি, আমোদ ক'রে পরাই ফাঁসি,
যে আপনহারা নয় চতুরা বুঝ্‌তে নারি সে কেমন।

(কতিপয় নরনারীর প্রবেশ)

নরনারী। কি বাহার কি বাহার, আর কি কার ধারি ধার।
এস কর অধিকার, আমরা গোলাম সব তোমার ॥
তারা গেছে যাক্ বালাই।
মনমোহিনি তোমায় চাই ॥

নরনারী। গীত

We are yours,
Guardian angel, guide our course !
O, thou mischief's baneful source
Mother of curse, wicked nurse !
Thon incarnate Lie !
Your latchet we tie,
We follow thee without remorse.

[কলিকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

মহিলাগণ। গীত

ফরমেসে চাই ক'নে পাঁচখানি।
হবে মেলে মেলে রগুানি।
বড়লাট খাতিরে প'ড়ে, হুকুম দিয়েছেন ক'ড়ে,
লেগে যাও হ'ড়ে পড়ে,
গুছিয়ে যদি কাযটা পায় চল্‌বে ব'সে কাণ্ডেনী।
না হ'লে বিষম লেঠা ও ঘটক ঠাকুর,
ছুটবে টিকি সহর থেকে ক'রে দেবে দুর,
ঘটকীর গালে দেবে কালি খেতে দেবে আমানি।

সাত রাজার ধন মাণিকওলা মেয়ে একটি চাই,
আজব দেশের রাজার ছেলে বায়না নেছে তাই,
জুলুম ভারি সয়না দেরি রাত দিনই তার কোঁপানি।
হাসতে মাণিক কাঁদতে মুক্ত বার,
পাত্তরের পুত্তোর তাই দরকার,
তারও খুব আবদার,
সারাদিন ফোঁস ফুঁসিয়ে জন্মেছে তার হাঁপানি।
সদাগরের পুত, ক'রে আছে কুৎ,
হাঁচলে গিনি কাস্‌লে টাকা মিণ্টের কোরা আমদানি।
কোটালের পোলা, বায়না নিয়ে ভেঙ্গেছে গলা,
উঠলে আদুলি সিকি, ব'সলে নিদেন দোয়ানী।
আর এক আছে পাশ করা ছেলে,
সে যত বলে না বলে,
তার আবদেরে বাপ ফোঁপায় আর কোলে
বলে বাগান বাড়ী বরের ওজন সোণা নেব এই জানি।

তৃতীয় দৃশ্য

ডালহাউসী ইন্সটিটিউট

(অমূল্য, ডেলিগেটগণ, লেডী ডেলিগেটগণ)

অমূল্য। আপনার পূজা Section ভার না ?

১ম লেডী ডেলিগেট। হ্যাঁ, আমি Draw করেছি, First item—নিত্য পূজায় শাঁক, ঘণ্টা, কাঁসর বাজবে না ; বাজবে একটি আরগিন। Second item—পরবে কাউরে ঢাক ঢোল বাজাতে পার্ব্বে না, গোরোর ব্যাণ্ড বা কন্‌সার্ট্‌। অন্য ব্যাণ্ড্‌ আনাতেও বিশেষ আপত্তি নেই। Third item—যাত্রা, নাচ, তামাসা, থিয়েটার দিতে পার্ব্বে না, Social বা Political meeting, আমোদের ভেতর Lecture.

অমূল্য। শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী, আপনার কোন্ Section ?

কাদ। Kitchen.—আধপলা তেলে বেগুণ ভাজতে হবে—Bound. আলু

সেদ্ধ খেতে হবে, ভাজতে পাবে না। ম্যাচ—ঝাল হলুদে চচ্চড়ি—ঝোল নয়; কালিয়া প্রভৃতিতে আপত্তি নেই।

অমূল্য। Bravo! আপনার কোন্ Section?

১ম ডেলি। Marriage— marriagable age—thirty. Marriage-dowry—লাল পেড়ে সাড়ী; বরণ না, অন্য কোন রকম স্ত্রীআচার না, বাসরঘর prohibited.

অমূল্য। শ্রীমতী মনমোহিনী দাসী, আপনার কি Section?

মনমো। Female education. Entrance না পাশ ক'রে কেউ কুটনো কুটতে পাবে না; L. A. না পাশ ক'রে কেউ রাঁধতে পাবে না; আর B. A. পাশ করে রাঁধতেও পাবে না, কুটনোও কুটতে পাবে না। M. A. পাশ ক'রে হাওয়া খেতে যাও আর না যাও, কিন্তু তার আগে হাওয়া খেতেই হবে। বিলেত যাওয়া compulsory.

অমূল্য। আপনার কোন্ Section ডেলিগেট্ মশাই?

৩য় ডেলি। Male dress. Russia-leather Boots or shoes. Half stocking. কালাপেড়ে ধুতি বা পাতলা First class রেলীর থান, according to age. Shirt, silk necktie, waist-coat, cap.

অমূল্য। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী আপনার কোন্ Section?

নিস্তা। Female dress. Silk chemise, silk Body তার উপর ট্যারচা ঢাকাই—আঁচল রাখ্‌তে পার্ব্বে না; বিলেত যাবার সময় শাল—ডোরা কলকাওয়ালা, আর কার্পেটের জুতো। সিঁতেয় সরু ক'রে একটু সিঁদুর আর সরু করে কেউ তেলক কাটেন আপত্তি নেই; Earing, Bracelet, Necklace Shift chain আর সোণা বাঁধান নোয়া complusory—সধবা বিধবা কুমারী সকলকেই প'রতে হবে। কেউ কেউ ছোট silk ব্যাগে খুব fine made gold or silver মালা রাখতে চান, আপত্তি নেই।

অমূল্য। আমি একটি amendment propose করি; যখন বিলেত্ যাওয়া Complusory—

স্ত্রীগণ। না, amendment না, বেশ আছে!

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। অমূল্য, সর্ব্বনাশ! পুনায় খোট্টারা—ছোলা খেকো মাথা—Reformation কিছুতেই নিতে চাচ্ছে না। তারা চাচ্ছে Political congress.

অমূল্য। তা কখনই হ'তে পারে না।

নসী। The greatest difficulty হ'চ্চে, আমার আপনার Country-men Bengalee-রা তাতে সায় দিচ্চে।

অমূল্য। কখনই হ'তে পারে না—ঘুসো ল'ড়বো!

(সবুজ নিশানধারী দলের প্রবেশ)

সবু-দল। অবিশ্যি হ'তে পারে; আমরা ঘুসো ল'ড়্‌বো!

অমূল্য। মশাই, বুঝুন; অন্ততঃ বিবাহ সম্বন্ধে রিফর্‌মেসন্‌টা নিন; marriagable age বাড়িয়ে দিন, আর marriage dowry-টা উঠিয়ে দিন। marriagable age করুন thirty. আর শুদ্ধ মালা বদল করে বে, দান সামগ্রী টান সামগ্রী কিছু না; আপনারা যদি yield করেন, এই রিফরমেশনে যদি সম্মত হন, আমরাও কতক point yield কর্ব্বো।

সবু-দল। না; পলিটিক্যাল্‌ এজিটেশন্‌!

অমূল্য। না, সোসিয়্যাল্‌ রিফর্মেশন্‌!

সবু-দল। না!

অমূল্য। তবে ঘুসী ল'ড়্‌বো!

সবু-দল। আমরাও ল'ড়্‌বো!

অমূল্য। তবে এস!

সবু-দল। দাঁড়াও সেজে আসি!

নসী। আচ্ছা, আমরাও সেজে আসি; Ladies! যদি তোমরা ওয়ার্‌ ডিক্লেয়ার কর, আমাদের Ladies-রাও ওয়ার্‌ ডিক্লেয়ার ক'র্ব্বে।

ডেলিগেট লেডী } হাঁ আমরা ওয়ার্‌ ডিক্লেয়ার ক'ল্লুম।

সবু-দল। তবে আমাদের লেডীস্‌দের হয়ে বলচি, তাঁরাও ওয়ার্‌ ডিক্লেয়ার কল্লেন।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ

(কালাচাঁদ, অমূল্য, নসীরাম)

কালা। অতবড় উপযুক্ত লোক আর পাবেন না। আপনি জাঁদরেল করুন, কার্নেল করুন, কাপ্তেন করুন, লেপ্টেন করুন—যেমন ঘোড় সওয়ার, তেমনি তলোয়ারবাজ!

অমূল্য। হ্যাঁ নসীরাম, আমাদের কি তলোয়ার চ'ল্‌বে?

নসী। না।

কালা। লাঠিবাজও কম নয়।

অমূল্য। লাঠি চ'ল্‌বে কি?

নসী। না, খালি ঘুসি!

কালা। ওঃ! ঘুসীতে ত তক্কপ্‌! তবে কি জানেন, মানুষটা কিছু চাপা! শীগ্‌গির রাজি হবে না। তবে কি জানেন, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে! তবে কি জানেন, আমি ওর মনের কথা বুঝি! তবে কি জানেন, আমার পুরাণ বন্ধু! তবে কি জানেন, আমি জোর করে ধ'ল্লে এড়াতে পার্ব্বে না। তবে কি জানেন, বুড়ো হয়েছে! তবে কি জানেন,—

নসী। চোপ রাও!

কালা। আচ্ছা চোপ রইলুম।

অমূল্য। আহা কি ব'ল্‌ছে শোন না!

নসী। আরে মাথা ধরে গেল।

অমূল্য। মশাই! কি বল্‌ছেন বলুন! "তবে কি জানেন"-টা ছাড়ুন।

কালা। তবে কি জানেন—"তবে কি জানেন" না হয় ছাড়লুম। তবে কি জানেন, বুঝিয়ে না ব'ল্লে—তবে কি জানেন, ভাল বুঝ'তে পার্ব্বেন না।

অমূল্য। নসে! ভাবছিস কি? শোন্‌ না কি বলেন!

নসী। দাঁড়াও দাঁড়াও; আমার মাথায় একটা Policy এসেছে। এই লোকটাকে Embassador ক'রে Enemy's Camp-এ ছেড়ে দেব। ও

একটু স্কন্ধে "তবে কি জানেন" জুড়লেই তারা Peace করবার জন্তে লালায়িত হবে।

(শান্তিরামের প্রবেশ)

কালা। এই মশাই, আপনার কাপ্তেন নিন্!

অমূল্য। এ কি! এযে বুড়ো! লাঠি ধ'রে চ'লেছে!

কালা। ঐ লাঠি খেল্‌বে! এ শেরসীঙের আমলের লোক! শোনেননি মশাই? শেরসীঙের কপালের চামড়া চোখে এসে ঝুলে প'ড়েছিল, লড়ায়ের সময় টেনে বেঁধে দিতে হ'ত! ঘোড়ায় চ'ড়েছে কি একবারে ত্রাহ্বি ছাতি উলটে প'ড়বে!

শান্তি। কিহে কালাচাঁদ! ঘোড়ায় চড়ার কথা কি ব'লছ?

কালা। আজ্ঞে কিছু না। ব'লেছি মশাই, মানুষটা চাপা! মশাই! এঁরা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন, মেয়ের বে'র খরচ কমান সম্বন্ধে আপনার কি মত?

শান্তি। বেশ তো বাবু বেশ তো!

কালা। হিঁদুয়ানী রক্ষা সম্বন্ধে আপনার কি মত?

শান্তি। সে তো মঙ্গল—সে তো মঙ্গল!

নসী। বিবাহের বয়স বাড়ান সম্বন্ধে আপনার কি মত?

কালা। চুপ!

নসী। চুপ কি?

কালা। তবে বুঝুন, এইবারে বুড়ো আড়্‌লো! যা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বেন, উলটো ব'লবে।

নসী। আড়ে আড়ুক! মশাই বলুন, স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আপনার কি মত!

অমূল্য। কি বলেন—তিরিশ?

শান্তি। হরে রাম!

কালা। ও ঠিক হয়েছে, হরে রাম ব'লেছে, কাণে আঙুল দিয়েছে, এইবার আপনাদের লেপ্টেন্ করুন!

নসী। দাঁড়াও, আর গোটাকতক প্রশ্ন কর্ব্বো; সোসিয়্যাল রিফরমেশন সম্বন্ধে আপনার মত কি?

কালা। (অমূল্যের প্রতি) আপনিও লাগুন, আপনিও লাগুন্‌!

অমূল্য। কন্‌গ্রেসে কি খালি পলিটিক্যাল চর্চ্চা হবে? সোসিয়্যাল রিফর্মেশন প্রোপোজ্‌ হবে না?

কালা। (নসীর প্রতি) এইবার আপনি, এইবার আপনি!

নসী। চোপ্‌ ইষ্টুপিড!

শান্তি। এ কি!

কালা। মশাই, কি ব'লছে বুঝেছেন? ও এ সব খবরের কাগজে প'ড়ে ঘুন, আপনার মতেই মত; কেমন মশাই! মেয়ের বে'র খরচা কমাতে তো রাজি?

শান্তি। সম্পূর্ণ রাজী!

অমূল্য। নসীরাম, জেনারেল কর!

শান্তি। জেনারেল কি?

কালা। জাঁদরেলগো জাঁদরেল! এদের দলে আপনি জাঁদরেল হ'ন।

শান্তি। কিসের দল?

নসী। আমরা ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'রেছি।

শান্তি। ওয়ার ডিক্লেয়ার কি?

কালা। মশাই ওরা সেকেলে জলপানিওয়ালা, হয় বাংলায় বলুন, নয় ইংরাজিতে বলুন; ঐ আধা বাংলা আধা ইংরাজিতে বড় চটা!

নসী। অমূল্য, তুমি বল!

অমূল্য। আমি পার্ব্বো না, আমার ত্ন-একটা ইংরাজি এসে যাবে।

কালা। সেই তো বলেছিলুম, আপনারা কথা কবেন না, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। বুঝেছেন মশাই?—ওদের যুদ্ধ হবে।

শান্তি। যুদ্ধ কি?

কালা। (জনান্তিকে) মেয়েটা পার ক'ত্তে চাও তো সায় দিয়ে যাও। (প্রকাশ্যে) যুদ্ধ হবে।

শান্তি। হুঁ।

কালা। আপনাকে জাঁদরেল ক'র্ব্বে।

শান্তি। না বাবু, না না, বুড়ো মানুষ!

কালা। (জনান্তিকে) আরে হুঁ দাও। (প্রকাশ্যে) না মশাই, না ব'লে

কি ওরা শোনে? আপনি রঞ্জিৎসীঙের আমোলের লোক,:ওঁরা খবর রাখেন।

শান্তি। হুঁ।

নসী। তবে Red flag নিন।

শান্তি। হুঁ।

নসী। নিন, এই নিন।

কালা। মশাই! নিন, হাতে নিন, যুদ্ধে চলুন।

শান্তি। দাঁড়াও বাপু, দাঁড়াও; আমি আসছি বাপু, আসছি।

[শান্তিরামের প্রস্থান।

কালা। এইবার সব ঠিক! খিড়কি-দোর দিয়ে ঘোড়সওয়ার হ'য়ে বেরিয়ে প'ড়ল ব'লে! একেবারে ময়দানে খাড়া হবে!

অমূল্য। সত্যি নাকি?

কালা। তবে কি জানেন, একটা ভাবছি!

নসী। আবার?

অমূল্য। ওহে ব'লতে দাও, ব'লতে দাও! এ গ্রাণ্ড অ্যালাই! এত বড় জেনারেল যোগাড় করে দিলে! কি বলুন মশাই, বলুন।

কালা। আপনার বাপের সঙ্গে ওঁর বড় বন্ধুত্ব; আপনার বাপ তো আপনাদের দলে? তিনি তো মেয়ের বে'র খরচা কমাতে বলেন?

অমূল্য। না, তিনি বলেন—'তুই এমে পাস করেছিস্, তোর বে'তে বাগান, বাড়ী, কোম্পানীর কাগজ আর তোর ওজনে সোণা নেব।'

কালা। তবেই তো সর্ব্বনাশ! মশাই, আমি শীতকালে ঘাম্‌ছি! আপনাদের আর নিশেন টিশেন থাকে তো আমায় বাতাস করুন, আমার বুক গুর্ গুর্ কচ্ছে! আপনার বাপকে ও আর একদলে দেখলেই, ও ঘোড়া ছুটিয়ে লক্ষ্ণৌ পালাবে! ও পশ্চিমে লোক, হেথায় বার থাকৃতেই চায় না!

অমূল্য। তবে কি হবে?

কালা। এক উপায় আছে; আপনি ওর মেয়ে বে ক'ত্তে পারেন?

অমূল্য। সে কি! বাবা রাজী হবে না।

কালা। আরে চুপি চুপি!

নসী। এঁর কন্যার বয়স কত ?

কালা। দেখ্‌তে খেঁকুরে! তেত্রিশ পেরিয়েছে।

নসী। বেশ কথা, বেশ কথা! Practical reformation সুরু করা যাক!

অমূল্য। ব্র্যাভো ব্র্যাভো! এ ব্রেভ অ্যালাই!

কালা। দেখলেন, কত বড় আপনার পক্ষ ?

নসী। কি রকম হবে ?

কালা। আপনারা যান ; আমি যা হয় গিন্নির সঙ্গে ঠিক ক'রে যাচ্ছি।

অমূল্য। বেশ কথা—বেশ কথা!

কালা। মশাই! আপনাদের দলেরই জিত হবে ; বুড়ো যখন ঘোড়ার ওপর থেকে কুকি ছাড়বে, দশটা হাজার লোক আস্তেন গুড়িয়ে আপনাদের দলে এসে দাঁড়াবে ; যান যান।

[নসীরাম ও অমূল্যের প্রস্থান।

কালা। বুড়োর ঢের খেয়েছি, দেখি যদি মেয়েটা পার কত্তে পারি!

(শান্তিরামের পুনঃ প্রবেশ)

শান্তি। ওরে কালাচাঁদ কালাচাঁদ! সর্ব্বনাশ! বাড়ী সুদ্ধ খেপেছে! ঐ এলো! ধাওয়া করেছে।

(বনবিহারিণীর প্রবেশ)

বনবি।

গীত

চোদ্দ পেরয় নি আগে দিই পা তিরিশে।
বিয়ের এত তাড়াতাড়ি বল না কিসে।
আমি লেডী কার্ট্‌রেট্‌,
হয়েছি তাইতে ডেলিগেট,
যেতে হবে মেল ট্রেণে নইলে হব লেট,
বক্তৃতা দিয়ে শুবে দেব' ক'সে হাড় পিসে।

বন। পিতা! কনসেণ্ট্‌ বিলের সময় আমার চোদ্দ পোরেনি, আপনার মুখে বলেছেন আমি বালিকা—আমার বিবাহের উদ্যোগ কর্ব্বেন না। সভা

থেকে পুণা কনগ্রেসে যাবার জন্য আমায় ডেলিগেট্ ইলেক্ট ক'রেছে। আমি সোসিয়্যাল রিফর্মেশনের জন্য যাচ্চি, আপনি বাধা দিয়ে আমায় আশায় নৈরাশ কর্বেন না। (কালাচাঁদ কর্তৃক হাততালি) কালাচাঁদ বাবু! আপনি করতালি দেবেন না। করতালি দেওয়া ইংরাজী প্রথা; সে প্রথা আমরা তুলে দিয়েছি; যদি প্রশংসাবাদ ক'র্ত্তে চান, যদি আমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে থাকেন, বলুন 'সাধু সাধু'! পুরাতন হিন্দুমতে প্রশংসা করুন।

কালা। (রোদন) ও হো হো হো হো হোহো।

বনবি। ও আবার কি কচ্ছেন?

কালা। ও হো হো ও হো হো—

বনবি। চুপ করুন, চুপ করুন!

কালা। না মা, আমি চুপ ক'র্বো না; আমি হিন্দুমতে কাঁদছি।

বনবি। এ পুরাতন হিন্দুমত না, নূতন সংশোধিত হিন্দুমত!

কালা। না মা, আমি পুরাতন মতে কাঁদবো; ওহো হো ওহো হো—

বনবি। আচ্ছা, কাঁদেন কাঁদবেন, শুনুন।

কালা। খুব শুনেছি; ওহো হো ওহো হো—

বনবি। ভাল চান ত চুপ করুন!

কালা। কিছুতে না! ওহো হো—

বনবি। আঃ দূর হোক, কোথাকার অসভ্য!

কালা। ওহো হো ওহো হো—

[বনবিহারিণীর ও তাহার পশ্চাতে কালাচাঁদের
'ওহো হো' করিতে করিতে প্রস্থান।

(কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

শান্তি। কোথায় গেল, কোথায় গেল?

কালা। গিয়েছে! দোরে খিল দিয়েছে! ওহো হো ওহো হো—

শান্তি। আবার কাঁদছিস্ কেন?

কালা। সাড়া পাক্ যে আমি আছি!

(ফ্যাশানবেশে বিপিনকুমারীর প্রবেশ)

শান্তি। ঐ দেখ, আমার বিধবা পুত্রবধূ উপস্থিত! বাবা কালাচাঁদ! পারিস্ যদি এ বেটীকে গাং পার ক'রে দিস্! ও দোরে খিল-টিল না, ও বেটী নাচনা-উলী হয়েছে!

বিপিনকুমা। গীত

আমার নামটি ফ্যাসান মিশান ভারি নূতন নূতন রং,
মোগলানী, ইহুদী, বিবি ছেল কত ঢং।
কন্তা পেড়ে ফের পরেছি—হাতেতে রুলী,
বাংলা বলি, ছেড়ে দিছি ইংরাজী বুলি,
ফের বাঙ্গালী সেজে এবার সাজাবো হররঙা সং।
দিনকতক ছিল খৃষ্টানি,
সমাজে চক্ষু বুজে হই ব্রেহ্মজ্ঞানী,
আবার ফের হিঁদুয়ানী,
নতুন ঢংঙের হিঁদুয়ানী, নয় সেকেলে জবড় জং।

কালা। কে তুমি?

বিপিকুমা। আমি এঁর পুত্রবধূ, সভা থেকে খেতাব পেয়েছি ফ্যাশান! আমি নূতন হিন্দু রিফর্মেশনের লেডী লিডার!

কালা। কক্ষন না, আপনি ফ্যাসান কক্ষন নন, কক্ষন খেতাব পান নি!

বিপিকুমা। কি? কি বলেন? আপনার যত বড় মুখ, তত বড় কথা।

কালা। কথাই তো! ফ্যাশান দেখে এলুম গড়ের মাঠে।

বিপিকুমা। কি রকম?

কালা। এই বিহুনি পড়েছে!

বিপিকুমা। আমার তো পড়েছে।

কালা। অমন নয়, তিনটে নারকুলে কুল ডগায় বাঁধা!

বিপিকুমা। ছিঃ! গোলাপ ফুল বেঁধেছি দেখ্‌তে পাচ্চ না?

কালা। এই শালের পাগড়ী!

বিপিকুমা। সেকি লেডী?

কালা। হাঁ! এই টিলে পায়জামা! এই ঘুটি গলায় চাপকান! এই চাদর পাট ক'রে ঝুলিয়ে দেওয়া—যেন হাইকোর্টের উকিল! পায়ে লপেটা জুতো! একেই বলি ফ্যাশান! আর বুকে এমন রামপদক!

বিপিকুমা। তুমি অসভ্য!

কালা। না।

বিপিকুমা। হ্যাঁ।

কালা। না।

বিপিকুমা। তুমি দূর হও!

কালা। না।

বিপিকুমা। তুমি যাবে না?

কালা। না।

বিপিকুমা। তুমি ঝগড়া কর্ব্বে?

কালা। না।

বিপিকুমা। তবে তুমি এখনি চলে যাও!

কালা। না—না—না—না।

বিপিকুমা। কান ঝালা পালা ক'ল্লে!

কালা। না—না—না—না—না।

বিপিকুমা। তবে আমি চল্লুম।

কালা। না—না—না—না—না—না।

[বিপিনকুমারীর প্রস্থান।

শান্তি। কেলো! তাড়া কর—তাড়া কর!

কালা। কিছু কর্ত্তে হবে না! তোমার পুরোনো পায়জামা আছে না? সেইটা দেখিয়ে বোলো, 'বৌমা পর' তা হলে গাং পার হবে! আর যদি তিনটী নারকুলে কুল দেখাতে পার তা আর এ মুখো হবে না!

(জাঁদরেল বেশে ফ্ল্যাগ হাতে মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

শান্তি। কালা, এইবার তাল সামলা! এইবার স্বয়ং গিন্নি হানা দিচ্ছে!

কালা। (শান্তির প্রতি জনান্তিকে) একখানা আরসী আছে, আরসী আছে? এই যে এই যে! মশাই, বাপ বাপ ক'রে পালাবে! (উচ্চৈঃস্বরে)

মশাই, জাঁদরেলনী দেখে এলুম সবুজ নিশেনের দলে! লাল-নিশান-উলীরাও নাকি কাকে জাঁদরেলনী করেছে!

মাত। এই আমায়! লাল নিশেন দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

কালা। আপনাকে? পার্কেন না—সে প্যারেড করে।

মাত। আমিও করি।

কালা। সে ঘোড়ায় চড়ে।

মাত। আমিও শিখবো।

কালা। সে ছুঁচোলো নখ রেখেছে।

মাত। আমিও রেখেছি।

কালা। কিছুতেই পার্কে না!

মাত। কেন—কেন?

কালা। সে বলেছে—কামড়াব।

মাত। আমিও কামড়াব।

কালা। সে এমনি ক'রে মুখ খিঁচোয়। (মুখভঙ্গী করণ)

মাত। অ্যাঁ?

কালা। এই দেখুন, পাল্লেন না!

মাত। সে তখন দেখবো!

কালা। সে এমনি ক'রে হাঁ করে! (মুখভঙ্গী) দেখুন এও পাল্লেন না!

মাত। না পারি নেই নেই! তোর কি?

কালা। সে ছোট ছোট চুল ছেঁটেছে, তার ওপর টুপি পরেছে!

মাত। এই আমিও প'রেছি।

কালা। এই বিনুনি ধ'রে টান দেবে!

মাত। দিক্, তোর কি?

কালা। এমনি করে সামনে এসে ফের আবার দাঁত খিঁচুবে। (মুখভঙ্গী)।

মাত। আমায় দাঁত খিঁচুচ্ছ?

কালা। (আরসী প্রদর্শন) দেখুন—হয় নি, এই এমনি ক'রে! (মুখভঙ্গী)।

মাত। পোড়ারমুখো!

কালা। শিখুন—শিখুন! এই এমনি ক'রে, দেখুন, দেখুন (মুখভঙ্গী) তবু হলো না! এই এমনি ক'রে। (মুখভঙ্গী)

মাত। এই এমনি ক'রে! তোর মুখে হুড়ো জেলে দোব!

কালা। তবু হলো না! এই এমনি ক'রে। (মুখভঙ্গী)

মাত। আমি চল্লুম।

কালা। যাবেন না যাবেন না। আবার হাঁ ক'র্বে! (মুখভঙ্গী) এই এমনি ক'রে—

[মাতঙ্গিনীর প্রস্থান।

দেখে যান দেখে যান! চলে গেলেন? ঠাকরুণ শুনুন! ফের দাঁত খিঁচুবে এমনি ক'রে! (মুখভঙ্গী)।

শান্তি। বাবা কালাচাঁদ! এই ঘরের জ্বলনি সইতে পারিনি, তুই আবার ছুটো ছোঁড়া কোত্থেকে এনেছিলি?

কালা। কেন? একটা লক্ষ্মীচরণ দের ছেলে, তোমার মেয়ে পার কর্বে তো?

শান্তি। ও বাবা! তার বাপ বরের ওজনে সোণা নেবে! আর ছেলে তো ঐ ধিঙ্গি?

কালা। তোমার মেয়েই কোন্ ধিঙ্গি নয়?

শান্তি। আর শুনেছ, মেয়েটা আবার বে ক'র্ত্তে চায় না!

কালা। তা তো শুনলুম, সে তুমি ভেবো না।

শান্তি। এখন তো আমি ঘরে টিক্‌তে পারি নি।

কালা। তখন তো বলেছিলুম যে দোজ পক্ষে বে করো না, নেহাৎ জ্বালাতন হও, ব্যায়রাকে বলো কালাচাঁদকে ডেকে আন—যে যার দোরে খিল দেবে!

শান্তি। বরের বাপকে কি ক'রে রাজী কর্ব্বি?

কালা। কেন ভাবচ? সে আমি যোগাড় কর্ব্বো। সুধু একটা কায কর্ব্বেন, আমি হাজার আজগুবি কথা বলি "কেমন মশাই" বল্লে সায় দেবেন, আর "না মশাই" বল্লে বল্‌বেন "না"।

শান্তি। দাঁড়া মনে থাক্‌লে হয়!

কালা। একটা আধটা এদিক ওদিক হয়, আমি সাম্‌লে নেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

লক্ষ্মীচরণের বাটীর উঠান্

(লক্ষ্মীচরণের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। ঘটক-ঘটকীর মুখে আগুন! পাশ করা ছেলে একটা সম্বন্ধ আন্‌তে পাল্লে না!

কালা। (নেপথ্যে) দে মশাই, দে মশাই! বাড়ী আছেন?

লক্ষ্মী। কেও, কালাচাঁদ নাকি?

(কালাচাঁদের প্রবেশ।)

কালা। আজ্ঞে!

লক্ষ্মী। এস এস, এমনি জুচ্চুরিটা ক'র্ত্তে হয়, খোলাম কুচির মতন টাকা গুণে দিলুম—তার না সুদ, না আসল! সাত সাত বছর ঘোরালে! আচ্ছা তোমার ধর্ম্ম! ও বেইমানিটা কি এমনিই ক'র্ত্তে হয়!

কালা। দে মশাই, আর বল্‌বেন না, বলবেন না। আমি লজ্জায় মরে আছি! এইবার আপনার সুদে আসলে শোধ দেওয়ার যোগাড় ক'রেছি। তা শ-দুই টাকা ধার দিলে বড় ভাল হ'ত! তা দেবেন না, তা বিশ্বাস কর্ব্বেন না, তা না করুন—আপনার যা দেনা পাওনা সুদে আসলে হিসাব ক'রে রাখুন, পনের দিন বাদে এসে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিয়ে যাব। যদি এক পয়সা ভাণ্ডতে বলি, আমি অব্রাহ্মণ! তবে অনুগ্রহ করে থান দুই ইংরেজ টোলায় বাড়ী দেখে রাখবেন্, বিঘে পঞ্চাশ ষাট একটা বাগান; গোটা ষাট সত্তর ঘোড়া, আর যদি একটা হাতীর বাচ্চা পান! উট গোটা দুই পারেন, দেখ্‌বেন!

লক্ষ্মী। কেন হে? কেন হে? কার দরকার?

কালা। আজ্ঞে আমার।

লক্ষ্মী। তোমার কি? তোমার কি কোন রাজা রাজড়া হাতে লেগেছে না কি?

কালা। আজ্ঞে না, আপনার কল্যাণে ক্রোর দুই টাকা পেয়েছি, আর ক্রোর খানেক মরিচ সহর থেকে আনতে যাচ্ছি, ভাবছি কল্‌কাতায় এসেই থাকবো ; দেখবেন, সাতপুকুরটা যদি বেচে। আর বেঙ্গল ক্লাবের বাড়ীখানা শুনছি বেচবে, সন্ধান রাখবেন, যে যত দর দিক, তার ওপর পঁচিশ হাজার আমার দর।

লক্ষ্মী। আবাগের বেটা খেপেছে! অ্যাঃ টাকা গুলো মাটী হল!

কালা। কি, ভাবছেন কি?

লক্ষ্মী। হ্যাঁরে! তোর এ রকমটা হয়েছে কদ্দিন?

কালা। একটা জবর সম্বন্ধ করেছিলুম, ঢ্যাঁট্‌রা দিয়েছিল, শোনেন নি?

লক্ষ্মী। ঢাঁট্‌রা কিরে? সে ত সং সেজেছিল।

কালা। আজ্ঞে না, আপনি জানেন না; লোকে ব'ল্লে সঙ্‌! কেন জানেন? পাছে লাটসাহেব অপ্রতিভ হয়! ক'নে যদি না পাওয়া যায়! আর বলুন না, আজগুবি কারখানা—এ ক'নে কে সন্ধান ক'র্ব্বে বলুন দেখি? তবে বায়নাক্কা শুনুন। এর যা থিয়েটার হ'য়ে গিয়েছে; আজব সহরের রাজার ছেলে সাত রাজার ধন মাণিকওলা ক'নে চেয়েছিল। সন্ধান করে সে ক'নে নিয়ে গেলুম, শাল দোশালা এলবাৎ পোষাক যা পেলুম, চাকর বাকরদের দিয়ে এলুম; তবে ক্রোরদুই টাকা হুণ্ডী ক'রে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি। আপনার কল্যাণে এ যাত্রা গুছিয়েছি!

লক্ষ্মী। তুই ক'নে কোথাথেকে যোগাড় কল্লি?

কালা। লালদিঘির নীচে ছিল!

লক্ষ্মী। ও আবাগের বেটা! লালদিঘির নীচে ছিল কি রে?

কালা। ছিল' তা আমি কি ক'র্ব্বো মশাই! সাত রাজার ধন মাণিক যার হাতে সে কি না কর্ত্তে পারে? কখন লালদিঘির নীচে শোয়, কখন আসমানে ওড়ে, কখন মনুমেণ্টের বারাণ্ডায় ঘুমোয়!

লক্ষ্মী। বেটা বলে কি?

কালা। আর একটি মেয়ে, বোসেদের পাৎকোর নীচে আছে? সে হাস্‌লে মাণিক, কাঁদলে মুক্ত! সেই ক'নেটী মরিচ সহরে নিয়ে যাব, আর এক ক্রোর পাব! আর বেশী লোভ কর্ব্বো না! এই তিন ক্রোরে বন্দুর হয়! আপনি মেয়েটী যদি দেখেন, আজ বিকেলেই দেখাতে পারি। আর যে

দুটো সম্বন্ধ আছে, সে আর আমি হাতে নেব না, জমক ভাইটেকে দেব; বলুন না? আর কেন চিরটা কাল খেটে মরা? তিন ক্রোরে শাক ভাত এক রকম চলবে।

লক্ষ্মী। তোর আবার জমক ভাই কে?

কালা। আজ্ঞে সেই—সেই লালচাঁদ! আপনি দেখেছেন পশ্চিমে ছেল, ঘটকালীটা আসটাও করে, আর বড় দলে ফেরে। ঠিক আমার মতন চেহারা, তবে আমার এই আঁচিলটী আছে, তার সেটী নাই।

লক্ষ্মী। তাকে যে দুটো দিবি, সে কি?

কালা। আর দুটী মেয়ের ফরমাস্ আছে—একটী হাঁচ্‌লে গিনি আর কাসলে কোরা টাকা! আর একটী দাঁড়ালে আতুলী ব'সলে দোয়ানী!

লক্ষ্মী! আচ্ছা, এ যে ক্রোর দুক্রোরের কথা ক'চ্ছিস, তোর এ হাল কেন?

কালা। মশাই! চাল বাড়াই, আর ইনকম্‌ট্যাক্স দি! সে ছেলে আমি নই! আপনি আত্মীয়, আপনার কাছে ফুট্‌লুম, আপনি তো আর কারুর কাছে ব'ল্‌তে যাচ্ছেন না? তবে বলি শুনুন, মাগ ছেলে ইংরেজটোলায় থাক্‌বে, আমি থাক্‌বো একখানি খোলার ঘরে। রাত দুপুরে খাল ধারে একখানি জুড়ী থাক্‌বে, সেই জুড়ী চ'ড়ে গেলুম, আর রাত চাট্টেয় খোলার ঘরে ফিরে এলুম। মশাই, বিষয় আশয় তো রক্ষা ক'র্ত্তে হবে? চোর ডাকাতের হাতে কি মারা যাব? চাল ছাড়ছি নি!

লক্ষ্মী। এ সব ত দিব্যি জ্ঞানের কথা কচ্ছে!

কালা। আপনার একটু অবিশ্বাস হ'চ্ছে, আমি বুঝতে পাচ্ছি! ঐ যে লালদিঘির নীচে ছিল, ও সন্ন্যাসীর ওষুধ খাওয়া মেয়ে, খালি সোণা খায়! আর ঐ পাৎকোর ভেতর যে আছে—কেবল রূপো হজম করে।

লক্ষ্মী। তুই কি খেপেছিস?

কালা। আজ্ঞে, আপনি আমার সঙ্গে আসুন—এখনি, কিছু টাকা সঙ্গে নিন, বোসেরা পাৎকোর পাড়ে পাহারা রেখেছে, কিছু ঘুস দিতে হবে; রূপর গুঁড়োর চার ক'র্ব্ব—আর গন্ধ পেয়ে অমনি ভুস করে ভেসে উঠবে!

লক্ষ্মী। আচ্ছা চল, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।

কালা। গোটা কুড়িক টাকা সঙ্গে নেবেন। দশটা টাকা ঘুস দিতে হবে,

আর দশটা টাকা গুঁড়িয়ে চার ক'র্ত্তে হবে। এই ঠিক ওক্ত হয়েছে; বেটা ছেলেরা সব কর্ম্ম কাযে বেরুলো, আপনি এলেই হয়। আপনি কাপড় ছেড়ে আসুন।

লক্ষ্মী। তুমি দোরটা দাও ত, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।

[লক্ষ্মীচরণের প্রস্থান।

কালা। যে আজ্ঞে। ভগবান যদি কিছু দেয় তো পাই! রূপর গুড়গুড়িটা —গুড়গুড়িটাই!

[গুড়গুড়ি লইয়া কালাচাঁদের প্রস্থান।

(লক্ষ্মীচরণের পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষ্মী। অ্যাঁ! বেটা রূপোর গুড়গুড়িটা নিয়ে পালাল নাকি?

(কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

কালা। (স্বগতঃ) গুঁজড়ে তো রাখলুম—কিপ্পণের ধন তস্করের অধিকার! এখন বাটপাড়ে না নেয়!

লক্ষ্মী। ওরে! রূপর গুড়গুড়িটা কি হল?

কালা। চলুন, সে দেখবেন এখন।

লক্ষ্মী। দেখব কি? গুড়গুড়ি বের কর!

কালা। বার ক'র্ব্বো কি মশাই?

লক্ষ্মী। গুড়গুড়ি কি কল্লি বল?

কালা। কেন, ভাল ক'র্ত্তে গেলুম মন্দ হলো বুঝি? বলি কেন নগদ টাকা গুঁড়িয়ে চার কর্ব্বে বল, এই গুড়গুড়িটা চার হোক্! যে চার ত'য়ের করে, সে এদিক দিয়ে যাচ্ছিল, ডেকে রূপটুকু দিলুম; সে মেতি খোল টোল মেখে বোসেদের সদরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। আপনি চলুন, এই দেখুন না—নলটা প'ড়ে রয়েছে।

লক্ষ্মী। নে নে ন্যাকাম করিসনি, রূপ দে!

কালা। তবে আসুন শিগ্‌গির। চার না করে ফেলে থাকে, দিচ্ছি। আমি ভাল ক'র্ত্তে গেলুম, মশাই কোন কথা বিশ্বাস করেন না। ঐ যে মেয়েটী

যাচ্ছে, ঐউটি ড্রেণের ভেতর থাকে, দেখতে ভিখিরী—কিন্তু মোহর হাঁচে আর টাকা কাসে।

লক্ষ্মী। দেখাতে পারিস্ ?

কালা। তবে চট্‌পট্ চলে আসুন!

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ওরে দাঁড়া দাঁড়া—এই বেটা পালাল! বেটাকে দেখতে পেলে পাহারোলা ধরিয়ে দেব!

(নিধিরামের প্রবেশ)

নিধি। খুড়ো খুড়ো!

লক্ষ্মী। কালা বেটা তো গুড়গুড়ি নিয়ে পালাল! তুমি আবার কি মনে করে হে? তোমার টাকাকটা দেবে?

নিধি। বড় মুস্কিলে পড়েছি! টাকা দেব না কেন?—টাকা দেব। কিন্তু এ ফ্যাসাদ থেকে কি করে বাঁচি?

লক্ষ্মী। কি ফ্যাসাদটা শুনি?

নিধি। যদি কারুর সাক্ষাতে না প্রকাশ কর—

লক্ষ্মী। কি, রকমটা কি?

নিধি। আমার একটী মেয়ে আছে।

লক্ষ্মী। না বাপু, আমি আর টাকা টাকা ধার নিতে পার্ব্বো না!

নিধি। খুড়ো! তা না, তা না! মেয়েটী হাস্‌লে মাণিক, কাঁদলে মুক্ত!

লক্ষ্মী। দাঁড়া দাঁড়া! দোরে চাবি দি! ঘড়িটা নিতে এসেছিল বুঝি?

নিধি। ও খুড়ো, শোন না! অমন কচ্ছ কেন? কালা বেটা কোত্থেকে তা সন্ধান করেছে, মরিচ সহরে নিয়ে যাবে। কি করি বল দেখি? পাৎকোর ভেতর লুকিয়ে রেখেও পার পেলুম না! গিন্নি তো খাওয়া দাওয়া ছেড়েছে—রাতদিনই কাঁদছে!

লক্ষ্মী। সে মেয়েটা নাকি রূপ খায় শুনেছি?

নিধি। অদৃষ্টের কথা বল কেন? রেতে একটী মতি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে বদ্রিনারায়ণদের কুঠিতে বেচি, যতটুকু রূপ দেয়, সেই গুঁড়িয়ে পাৎকোর ফেলে দিই। খুড়ো, এ দায়ে কিসে রক্ষা হই বল?

লক্ষ্মী। বেটা, আমায় ন্যাকা পেয়েছিস আর কি ?

নিধি। খুড়ো, এ যে বিশ্বাস কর্ব্বার কথা নয়! তুমি বিশ্বাস কর্ব্বে কি!

লক্ষ্মী। তা মরিচ সহরে নিয়ে যেতে চেয়েছে, আমি কি কর্ব্বো তার ?

নিধি। তুমি যদি জাত রাখ! তোমার ছেলেটীর সঙ্গে যদি বে দাও। কিন্তু হাঁ তা বল্‌ছি, যা মাণিক হাস্‌বে আর যা মুক্ত কাঁদবে, আধাআধি বখরা। চুপ চুপ কে আস্‌ছে!

(সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ)

সিদ্ধে। কালা বেটা সর্ব্বনাশ কল্লে, সর্ব্বনাশ কল্লে! দাদা, এবার ধনে প্রাণে গেলুম!

লক্ষ্মী। কি, তোমার আবার কি বাসনা ?

সিদ্ধে। তোমার ছেলেটীকে আমায় দিতে হবে; নৈলে মরিচ সহরে মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যায়! ঐ কালা বেটা! মশাই! ড্রেনের ভেতর মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছি, ও বেটা কোত্থেকে সন্ধান করেছে! মেয়েটা মোহর হাঁচে আর টাকা কাসে; আমি সে টাকা বার ক'র্ত্তে দিইনি, অমন উঠনেই পুঁতে রাখি। দাও দাদা, তোমার ছেলের সঙ্গে বে দাও! রোজ সকালে একটু কাশীর নস্যি নাকে দিই, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে বিশ তিরিশটা মোহর হাঁচে! আর ড্রেনে থেকে সর্দ্দি হয়েছে কিনা? টাকা কাসে!

লক্ষ্মী। আর মরে না ?

সিদ্ধে। দাদা, চাক্ষুস দেখবে চল। ছেলে নিয়ে এস, হাঁচিয়ে আকব্বরি মোহর বের কর্ত্তে পারি, তবে, বে দিও!

(বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ)

বিশ্বে। গেলেম গেলেম! লক্ষ্মীচরণ রক্ষা কর!

লক্ষ্মী। তোমারও মেয়ে আছে নাকি ?

বিশ্বে। আজ্ঞে হাঁ, দাঁড়ালে সিকি আদুলি, আর ব'সলে দোয়ানী! কালা বেটা মরিচ সহরে চালান দেবে! গরুর গামলায় লুকিয়ে রাখলুম, ও বেটা সন্ধান ক'রে ধরেছে!

লক্ষ্মী। নিকালো, আমার বাড়ী থেকে নিকালো সব!

(কালাচাঁদের পুনঃপ্রবেশ)

কালা। দে মশাই, পালান পালান !

লক্ষ্মী। কেন রে বেটা, কেন রে ?

কালা। এ তিন তিনটে মেয়েই রাক্ষসী। এই বেটারা তোমায় নিয়ে গিয়ে কেটে—মুড়ীটে ফেলবে পাৎকোয়, ভুঁড়িটে ফেলবে ড্রেনে, আর পা দুটো ফেলবে গোরুর গামলায় !

লক্ষ্মী ব্যতীত সকলে। ও কালা, কালা ! কেন ভদ্দর লোকের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে বসেছিস বল ?

কালা। কেন ? ভালমানুষী ক'রে বল্লুম, আধাআধি বখরা কর ! তোমরা তো ভালমানুষের কেউ নও ! আমি মরিচ সহরে চালান দেবোই দেব।

লক্ষ্মী। তা চালান দিস্ দিবি, আমার রূপটুকু দে !

কালা। সে তুমি পাচ্ছ না, সে তুমি পাচ্ছ না, সে ব'লব—কথা আছে !

লক্ষ্মী। কি কথা বল্‌বি ? দে রূপ দে, নইলে পাহারোলা ডাক্‌বো !

কালা। দে মশাই, ডাক পাহারোলা ডাক। আর ডাকতে হবে না, আপনিই আস্‌ছে ! তোমার স্ত্রীর নামে পরোয়ানা বেরিয়েছে ! বলে, তার পেটে নাকি সাতরাজার ধন মানিক আছে ! পেট চিরে সেটী বার ক'র্ব্বে ! দোহাই বাবা ! আমি খবর দিইনি, আর কে খবর দিয়েছে ! পেট চিরে সেটী বার কর্ব্বে ! ভাল ভাল ডাক্তার থাক্‌বে, ভয় নেই, আবার পেট সেলাই করে দেবে। প্রাণে মার্‌বে না, তবে ধরে নিয়ে যাবে।

লক্ষ্মী। তবে রে বেটা পাজি ! বেলকমোর আর যায়গা পাওনি ?

কালা আচ্ছা চল্লুম, এখানে থাকতে চাইনি !

[প্রস্থান।

নিধি। খুড়ো, জাত রক্ষা ক'র্ত্তেই হবে !

বিশে। লক্ষ্মীচরণ, তোমার হাতেই প্রাণ !

লক্ষ্মী। হ্যাঁরে ! তোরা কি সিদ্ধি খেয়েছিস নাকি ?

নিধি। দেখবে চল।

লক্ষ্মী। যা এখন যা, কাল আসিস।

সিদ্ধে। দেখ' ভায়া !

বিশ্বে। লক্ষ্মীচরণ, জাত রেখো !

[নিধিরাম, সিদ্ধেশ্বর, বিশ্বেশ্বরের প্রস্থান ॥

(গিন্নির প্রবেশ)

গিন্নি। হ্যাঁগা ! এ তিন তিনটে মেয়ে হাতছাড়া কল্লে !

লক্ষ্মী। আঃ দূর খেপী ! তুইও যেমন, ওরা সব গাঁজা খেয়েছে !

গিন্নি। না, আমি গঙ্গাজলের ঠেঙ্গে শুনেছি সব ঠিক। দেখে এসেছে। তুমি তার মুখে শুনো, আমি ডাকাবো।

লক্ষ্মী। উঁ ! বলিস্ কি রে ?

গিন্নি। দাও, ছেলের বে দাও, চুপি চুপি তিনটে মেয়ে ঘরে নিয়ে এসো। আমি পুঁইমাচার নীচে ঘুঁটের ভেতর লুকিয়ে রেখে দেব।

লক্ষ্মী। সত্যি নাকি ?

গিন্নি। হ্যাঁগো হ্যাঁ, আমি পাকা খবর বল্‌ছি !

লক্ষ্মী। তুই বল্‌ছিস্ ছেলের বে দিতে ? ছেলে যে বে কর্ত্তে চায় না, তা নৈলে তো বে দিতুম ! মিত্তিররা বাড়ী বাগান সোণার তাল দিয়ে বে দিতে চেয়েছিল।

গিন্নি। এত আর দানসামগ্রী দেবে না ! দানসামগ্রী নিতে চায় না কি না ! এ বেতে রাজী হতে পারে। এই যে অমূল্য আস্‌ছে !

(অমূল্যর প্রবেশ)

ও অমূল্য ও অমূল্য ! বে কর্ব্বি ?

অমূল্য। না। এখন আমি খুব রেগেছি !

লক্ষ্মী। কেন রে, রাগলি কেন ?

অমূল্য। War declare করেছি।

গিন্নি। সে আবার কি ?

অমূল্য। এই মিলিটারি ক্যাপটি নিয়ে আস্তেন গুড়িয়ে যাব—নসীরাম সব দল জড় ক'চ্ছে।

গিন্নি। কিরে, মারামারি কর্ব্বি নাকি ?

অমূল্য। একবারেই না। প্রথম আস্তেন গুড়িয়ে, মুখে সাশানি ! বেটা ছেলেরা সব শাসাবে, আর লেডিজ্‌রা দাঁত খিঁচুবে ! নসে বোধ হয়,

লেকচার দিলেও দিতে পারে, তা হলে ওদের দলে যেদোও ছাড়বে না; শেষটা যা হয়—জান্ দিতে হয় দেব! কি এত বড় স্পর্দ্ধা! সোসিয়াল রিফর্মেশন চায় না!

গিন্নি। ওরে, রাগারাগিতে কাজ নেই! দিব্বি ক'নে বে কর!

অমূল্য। বল কি মা? ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'রেছি, সহর সরগরম ক'রে তুলবো! আমার সে নিশানটা কোথা, বার ক'রে দেবে এস।

গিন্নি। না, না, ভাত খাবি চল, ভাত খাবি চল!

অমূল্য। কখন না; ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'রেছি, ভাত খাব? শুক্‌নো ছোলা পকেটে রেখে, দুটো চিবোব—তা নৈলে এনার্জী বাড়্‌বে না!

[অমূল্যের প্রস্থান।

গিন্নি। দেখ গা, দেখ গা, আমার সতীন হয় হবে, তুমি মেয়ে তিনটে হাত-ছাড়া ক'র না!

লক্ষ্মী। দেখি ঠাউরে, যা হয় ক'র্‌ব! ছেলেটা দারুণ গোঁয়ার হ'ল, তা নৈলে ভাবনা কি বল!

গিন্নি। না, না, তুমি বেরোও ঘটক মিনসেকে ধর।

লক্ষ্মী। আরে সে যে যোচ্চোর!

গিন্নি। হ'লই বা! যোচ্চোরের উপর বাটপাড়ী কর! তারে বল, লোভ দেখাও, যে মেয়ে গুলো যা মাণিক মুক্ত মোহর টাকা সিকি আদুলী পাড়বে, তার সঙ্গে আধাআধি বখরা; তা হলে সে লোভে পড়ে রাজী হবে।

লক্ষ্মী। দেখি কি হয়!

গিন্নী। এখনি বেরোও, দেরি ক'র না, এসে তখন নেও খেও

লক্ষ্মী। চল্লুম, কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্চে না!

[লক্ষ্মীচরণ ও গিন্নির প্রস্থান।

(নসীরামের প্রবেশ।)

নসী। অমূল্য, my friend! অমূল্য, my friend!

(অমূল্যের প্রবেশ)

সেই ally এসে উপস্থিত।

অমূল্য। কোথায়? কোথায়?

নসী। ঐ তোমাদের মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে!

অমূল্য। 'ডাক'—'ডাক'!

নসী। তোমার বাপ আছে ব'লে আস্‌তে চায় না! এই আস্‌ছে!

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

অমূল্য। কি মশাই! আপনি আস্‌তে চান না কেন?

কালা। মশাই, এক মুস্কিল হয়েছে! আমার এক যমজ ভাই আছে, তার নাম কালাচাঁদ, ঠিক আমার মতন চেহারা! আপনি চিন্‌তে পার্‌বেন না—আমি কি সে! তবে তার কপালে একটা আঁচিল আছে, আমার সেটা নেই। সে বড় বাউণ্ডুলে! কি নাকি, তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে জোচ্চুরি ফচ্চুরি করে গিয়েছে, এই কর্ত্তা আমায় দেখলেই বলেন—টাকা দে, গুড়গুড়ি দে! এ কাঁহাতক বোঝাই বলুন?

নসী। ইনি একটা plan করেছেন বড় Grand!

অমূল্য। কি কি?

নসী। এই রুস্‌মাসে আমরা Practical reformation সুরু করি এস। ওর চার ক'নে ঠিক আছে। শান্তিরাম বাবুর মেয়ে—তার তো শুনেছি বয়স তেত্রিশ বৎসর। আর একটি কটকী কায়েতের মেয়ে উড়ে দেশে ছিল, তার বরও ঠিক হয়েছে, ভদ্রকের এক জমীদার।

অমূল্য। তার কত বয়স—তার কত বয়স?

কালা। পঁয়তাল্লিসের এক দিনও কম নয়!

অমূল্য। বেশ কথা! আর দুটি?

কালা। একটী পশ্চিমে লালার মেয়ে—মস্ত জমীদার! একটু হিন্দি কথা, ইংরাজীও জানে, তার বর ইনি।

অমূল্য। তাঁর বয়স কত?

কালা। পঞ্চাশের কম নয়; আর ঢাকা থেকে একটী মেয়ে এসেছে—বয়স বাটই বলুন আর সত্তরই বলুন—তারে যে কর্ব্বেন আপনার বাবা!

অমূল্য। বাবা রাজী হবেন না, আপনি করুন।

কালা। আমি একটা সন্ধান ক'রেছি,—কুলীন বামুনের মেয়ে—আশী বচ্ছর বয়স! সে ব'লছে পঁচাশী বচ্ছরের কম বে কর্ব্বো না। যা হোক্, বোঝাতে পারি, ছোট দিনের দিন দেখা যাবে!

অমূল্য। দেখুন Ally মশাই! এ কর্ত্তে পার্লে বড় grand হবে বটে! আমার বিয়েটার plan আগে করুন, বাবা কিসে রাজী হয়!

কালা। একটা policy ক'র্ত্তে হবে! আপনার বাপ ভাংচি দেবার জন্ত ব'ল্বে—কনের বয়স বছর ষোল; আপনি বলবেন—'হোক'!

অমূল্য। আর যে বাগান, বাড়ী, সোণা, নইলে দেবে না।

কালা। সে আমি রাজী কর্ব্বো।

অমূল্য। কি ক'রে!

কালা। সে উপস্থিত মতে plan ক'র্ত্তে হবে।

(লক্ষ্মীচরণের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কালা বেটা আবার কি মতলবে বাড়ী সেঁধিয়েছে! হ্যাঁরা বেটা, কি ক'র্ত্তে আবার এসেছিস্?

কালা। মশাই, দেখুন! সাধে আস্তে চাইনি?

অমূল্য। বাবা, কারে কি ব'ল্ছ?

লক্ষ্মী। ও চোর! ওর সঙ্গে মিশেছিস নাকি?

অমূল্য। কি! আমাদের Ally-কে আপনি এমন কথা বলেন?

লক্ষ্মী। ও গুড়গুড়ি চুরি করেছে!

অমূল্য। সে উনি নুন—ওঁর ভাই!

লক্ষ্মী। কি, ন্যাকামো?

নসী। তার কপালে আঁচিল আছে।

কালা। মশাই! আমায় এত দুর্ব্বাক্য বলছেন কেন?

লক্ষ্মী। ছাখ কালা, তোর নষ্টামো আমি বার কচ্ছি!

কালা। আজ্ঞে আমার নাম তো কালাচাঁদ নয়।

লক্ষ্মী। তুই কালাচাঁদ!

কালা। আজ্ঞে না, আমি না, আমার দাদা।

লক্ষ্মী। তবে রে ভেড়ো! তুমি তিন ক্রোর টাকা মেরেছ? ক'নে ঠিক করেছ? মাণিক হাসে, মুক্ত কাঁদে? মোহর হাঁচে, রূপ কাসে? দাঁড়ালে সিকি আধুলী, বসলে দুয়ানি?

কালা। মশাই মশাই! আপনার বাপকে কি খাইয়েছে! ঐ দেখুন, কি আবোল তাবোল বক্‌ছে।

লক্ষ্মী। ও আবাগের বেটা! আমায় কি খাইয়েছে? তুই এই যে ব'লে গেলি!

কালা। আজ্ঞে হ্যাঁ—বলেছি।

লক্ষ্মী। রূপর গুড়গুড়ি নিয়েছিস্!

কালা। আজ্ঞে হ্যাঁ—নিয়েছি!

লক্ষ্মী। দে গুড়গুড়ি দে!

কালা। আজ্ঞে দিচ্ছি। (অমূল্যের প্রতি) মশাই, মাথায় জল দিন!

লক্ষ্মী। তবে রে বেটা!

কালা। মশাই ধরুন, ধরুন! খেপে উঠছে! জল দিন, জল দিন! এসেছিলুম একটা কাযে, তা হ'ল না, কি কর্ব্বো!

লক্ষ্মী। বেটা! আবার কি কাযে এসেছিলি বল?

কালা। আপনার বিবাহ দিতে।

লক্ষ্মী। তবে রে পাজী!

কালা। বে না করেন, সোজা কথা, অত রাগারাগিতে কায কি?

লক্ষ্মী। দে বেটা, আমার গুড়গুড়ি দে!

কালা। আর একটা কাজও ছিল, আপনি বে না করেন, আপনার ছেলের বে দিন তো দিন।

লক্ষ্মী। কি পাৎকোর ভেতরের মেয়ের সঙ্গে?

কালা। আজ্ঞে না, দোতলা ঘরে দিব্বি মেয়ে! শান্তিরাম বাবুর কন্যা। আপনার পুত্তুরকে রাজী করেছি, আপনি মত ক'রলেই হয়।

লক্ষ্মী। কেমন রে তুই বিয়ে কর্ত্তে রাজী?

অমূল্য। হ্যাঁ বাবা, আমরা reformation সুরু কর্ব্বো।

লক্ষ্মী। ও আবার কি?

কালা। মশাই! আপনারা একটু সরুন দেখি, আপনার বাপকে বোঝাই; ওঁরা সেকেলে লোক, আপনাদের কথায় বুঝবেন না।

অমূল্য। নসী এস, ওয়ারের ভাবনাটা আমার ভারি মাথায় রয়েছে। একটা War Council call ক'র্ত্তে হবে; তার নোটীশটা লিখবে এস।

[নসীরাম ও অমূল্যের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। কি ব'লবি বল ?

কালা। আপনি ছেলের বে দিতে প্রস্তুত ?

লক্ষ্মী। প্রস্তুত, কিন্তু আমার এক কথা!

কালা। তা শুনেছি; তা শান্তিরাম বাবু সমস্তই দেবেন; কিন্তু ছেলের সঙ্গে একটা কৌশল করুন; সে জিজ্ঞাসা ক'রলে ব'লবেন, মেয়েটীর বয়স তেত্রিশ বৎসর, আপনি দেখেছেন।

লক্ষ্মী। বেটার যত নষ্টামো!

কালা। আজ্ঞে কথাটা শুনুন! বলবেন বাড়ী, বাগান, কোম্পানীর কাগজ, সোণা, কিছুই চাই নি; আর ব'ল্‌বেন আপনি বিয়ে ক'র্ব্বেন এক যাট বছরের মেয়ে।

লক্ষ্মী। তার পর ? বাড়ী বাগান আমায় দেয় কে ?—তুমি!—না ?

কালা। আজ্ঞে এই শান্তিরাম বাবুর হাতের চিঠি দেখুন; আপনার যে একটা ভ্রম হয়েছে, আমায় কালাচাঁদ ঠাউরেই মুস্কিল ক'রেছেন।

লক্ষ্মী। শান্তিরাম এ সব দেবে ?

কালা। আজ্ঞে চলুন, মোকাবেলা ক'র্ব্বেন; তাঁর হাতের লেখা তো দেখলেন ?

লক্ষ্মী। তবে যে শুনেছিলুম তার কিছু নেই ?

কালা! মশাই আপনারা সেকেলে লোক, চাপা লোক, কোন কথা কি ফোটেন ? কিছু কি প্রকাশ করেন ? একেলে চ্যাংড়া লোক নয় যে পঞ্চাশ টাকা মাইনে হ'লেই গাড়ী করে বসবে!

লক্ষ্মী। তা চল, আমি যাচ্ছি।

কালা। ঘর ঠিক করুন, ছেলে রাজী করুন।

লক্ষ্মী। অমূল্য, অমূল্য ? হ্যাঁরে!—তুই কালা—না ?

কালা। আজ্ঞে না—লাল।

লক্ষ্মী। তুই দিনে ডাকাতি করিস্‌!

(অমূল্য ও নসীরামের প্রবেশ)

কালা। মশাই ঘর গড়ুন।

লক্ষ্মী। কেমন রে, তুই বিয়ে কর্ব্বি ?

অমূল্য। যদি তেত্রিশ বৎসর বয়স হয়।

লক্ষ্মী। হ্যাঁ তেত্রিশ বচ্ছর, আমি তার ঠিকুজি দেখেছি।

অমূল্য। আর যদি দান সামগ্রী না নাও।

লক্ষ্মী। সে যা হয় হবে, সে যা হয় হবে !

অমূল্য। না, তা বল।

কালা। মশাই মশাই ! আপনি শান্তিরাম বাবুর কাছে যান, আমি এদের ঠিক করে মশায়ের সঙ্গে দেখা কচ্চি।

লক্ষ্মী। তবে শীগ্‌গির আয় !

[লক্ষ্মীচরণের প্রস্থান।

কালা। মশাইরা যান, আপনাদের সভায় গিয়ে দেখা ক'চ্চি।

নসী। আপনি আবার কোথায় যাবেন ?

কালা। গিন্নিকে রাজী করি, বুড়ো তো দানসামগ্রী ছাড়বে না !

অমূল্য। কে ? মা ? ডবল চেয়ে বসবে !

কালা। আজ্ঞে আমায় ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন, আমি আবদার ক'ল্লে তিনি ঠেল্‌তে পার্ব্বেন না। আমি বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'চ্চি, আপনারা আসুন।

নসী। তুমি শীগ্‌গির এস।

[নসীরাম ও অমূল্যের প্রস্থান।

কালা। দে মশাই, দে মশাই !

গিন্নি। (নেপথ্যে) বাড়ী নেই ,গা !

কালা। তবে গিন্নি ঠাকরুণকে দোর গোড়ায় দাঁড়াতে বল, দুটো কথা ব'লে যাব, আমি ঘটক ঠাকুর, আমার নাম কালাচাঁদ। দে মশাই কথা রাখেন না, ঐ বড় দোষ !

গিন্নি। (নেপথ্যে) কে গা আপনি ?

কালা। তুমি কে, ঝি না কে ? গিন্নি ঠাকরুণকে ডাক।

গিন্নি। (নেপথ্যে) তিনি দোরের আড়াল থেকে শুনছেন, বলুন না কি বলবেন ?

(গিন্নির প্রবেশ)

কালা। (স্বগত) বেটী আমার ওপর ছক্কাবাজী কর্ব্বে, বেটী ঝি সেজেছে ! (প্রকাশ্যে) দেখুন, আমাদের ছেলে, দশটা বিয়ে কল্লে হান হয় না, দে মশায়ের আপত্তি তিনি একটার বেশী বে দেবেন না। চারটী মেয়ে হাতে আছে, কোন রকমে বাগিয়ে ঘরে পুরুন। একটা বিয়ে কর্ত্তা করুন, আপনি একটা করুন, ছেলের একটা দিন, আর আমায় পুষ্যি পুত্তুর নিন।

গিন্নি। ওমা আমি বিয়ে কর্ব্বো কি গো ?

কালা। তুই না, তুই না—গিন্নি ঠাকরুণ। ছোকরা সেজে ইজের চাপকান প'রে দিনকতক মর্ণিং ওয়াকে বেড়াতে হবে। আর ছাখ্, তোর বরাৎ বড় খারাপ—তোকে মরিচ সহরে নিয়ে যাবে ; তারা খবর পেয়েছে, তুই ধূলো মুটো ধর্ব্বি কি রূপমুটো হবে !

গিন্নি। ড্যাকরার কথা দেখ !

কালা। 'ড্যাকরার কথা দেখ !' আচ্ছা তোর অনন্তগাছটা বাজী ! কিন্তু দিনে একটীবার ! তুমি যে রাত দিনই ধূলো মুটো ধর্ব্বে, আর রূপ মুটো কর্ব্বে, তা হবে না !

গিন্নি। ছাখ ড্যাকরা, তোর নাক কেটে দেব !

কালা। আচ্ছা নিয়ে আয় তোর বঁটী ! তোর হাতে থাক বঁটী, আর আমার হাতে দে অনন্ত। নে অনন্ত খোল, আমার হাতে দে ! এইখানে বস্‌লুম আমি, আর ঐ ধূলোমুটো ধর। (গিন্নির অনন্ত দান) নে ধর !

গিন্নি। কৈ রূপ হ'ল কৈ ?

কালা। তোর কপালে হ'ল না, তা আমি কি ক'র্ব্বো ?

[গমনোদ্যত।

গিন্নি। ও ড্যাক্‌রা ! কোথা যাস্ ?

কালা। স্যাকরার দোকানে।

গিন্নি। অনন্ত দিয়ে যা।

কালা। সে কি, আমার ছেঁড়া চাদর খানা বেচব নাকি ?

গিন্নি। পাহারোলা, পাহারোলা!

কালা। পাহারোলা, পাহারোলা! এই মাগি—জল্‌দি আও! ধর, পাকড়ো!

গিন্নি। ও মা বেটা বলে কি গো!

কালা। পাকড়ো পাকড়ো পাহারোলা!

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

গিন্নি। ওমা কি সর্ব্বনাশ! ওমা কি সর্ব্বনাশ!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

পথপার্শ্বে দোকান

উড়েনী।

(গীত)

ভদ্দরক ছাড়ি মু আইলা
ফিরি অড়া অড়া মু যইতা না পাইলা।
জিবে পুণা সহর, হবে মেলা জবর,
যাউচি বসা ছাড়ি, উঠিব রেলগাড়ী,
তেঁতুড়ি দি কিড়ি পকাড় খাইলা।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালা। তু বিয়া করিবু পরা?

উড়েনী। করিবু; যাউচি পুণা সহর, সাব বিয়া করিবু।

কালা। তোকে এখানে একটী ভাল বর দিতে পারি, সেমতি উড়্যা।

উড়েনী। মু উড়্যা বিয়া করিবনি; সাব বিয়া করিবু, মু ইংরাজী ভাষা শিখুচি, ম্যাজিক শিখুচি, মু উড়্যা বিয়া করিবু! সাব বিয়া করিবু।

কালা। সাব বিবা করিবে কাঁই?

উড়েনী। কাঁই কি?

(জনৈক উড়ের প্রবেশ)

মু যব সাব দেখিব (উড়ের হাত ধরিয়া) এমতি হাত ধরিব।

উড়ে। মলা! ইয়ে কঁড়?

কালা। কিছু বলিস্ নি, কিছু বলিস্ নি, উড়ে ম্যাম্। ম্যাম্ সাব, কঁড় করিবে বল!

উড়েনী। বলিল জাণ্টু ম্যান্ সেকুটগুা! সে বলিব মিসি বাবা কঁড় বলুচি! মু বলিব তোতে বিয়া করি কিসি করিব, সে হাসি কিরি বলিবে 'লেড়ী'।

কালা। লেড়ী কঁড়?

উড়েনী। সাব লোক ম্যামকে বলে 'লেড়ী'।

কালা। বল বল—লেডী!

উড়ে। ছোড়ি দে; মু পারিবু নি!

কালা। আরে কেন বিদেশে জান খোয়াবি? ও খ্যাপা ম্যাম্!

উড়েনী। বস্ বস্।

কালা। বস্ বস্, যা বলে—শোন।

উড়েনী। মু সাবর সাথে বসি খানা খাইমু; সে বসিবে এমতি, মু বসিব এমতি; সেমতি শাড় পতা পাড়িবে, পঁকাড় ঢাড়িবে, সিঙ্গি মাছের ঝোল দিবে; মু মাখিকিরি তার বঁ্যাতে দিমু, সে মোর বঁ্যাতে দিবে।

কালা। এই তুই খানা খেলি, তোর জাত গলা!

উড়ে। খানা খাইল কেই?

উড়েনী। খাইলা নি, তু খাইলা নি?

উড়ে। বাপলো বাপলো!

[উড়ের প্রস্থান।

উড়েনী। খাইলা নি, তু খাইলা নি? কুড় বুঢ়ো, বঁস বুঢ়ো, নৈ গুয়া, যমঘর যা, যমঘর যা!

কালা। উড়েনী! ও কে তা জানিস্?

উড়েনী। ও মড়া বঁস্ বুঢ়ো!

কালা। গালাগাল দিস্নি, গালাগাল দিস্নি! ও লাটসাহেবের বেটা, উড়ে সেজে আছে।

উড়েনী। ও পানকি বেহারা, মু জানি,—লাট সাব'র বেটা!

কালা। না না ও সাব, গোসা করি কিরি উড়্যা হউচি, কাঁধা বউচি।

উড়েনী। সাব! মু বিয়া করিব, মু বিয়া করিব।

কালা। ও তোরে বে করে, তবে তো! দেখি আমি!

উড়েনী। সাব! তু দেখ্, তু দেখ্, মু বিয়া করিব! তোতে দ্বিটা টঙ্কা দিব!

কালা। তা তুই টাকা আন্‌গে যা।

উড়েনী। তু মোর ঘরকু আ, মু ঘটি বাঁধা দেইকিরি টঙ্কা আনিব। ঐ খোলা ঘর মোর।

[উড়েনীর প্রস্থান।

(কাঠকুড়ানীগণের প্রবেশ)

কাঠকুড়ানীগণ। (গীত)

সৈঁইয়া নাচাওয়ে ভাল্ ময় লেকড়ি কুড়াতি,
তাড়ি খানা আবি যাতি।
মোহনবাগানমে রহনাউলী,
মজেমে নাচ্‌নাউলী,
হাঁসকে কহে বহুৎ মিঠি বুলি,
সেঁইয়া শুন্‌কে মছলি ভুন্‌কে,
মুখে দেওয়ে ফের তাড়ি লাওয়ে
সেঁইয়া পিয়ে, ময়ভি পি যাতি,
গাহানা বাজানা সারি রাতি।

কালা। এ রাণি, এ রাণি!

কাঠ-কু। বাবু হাঁসি করে! দে বাবু, একটা পয়সা দে!

কালা। তোম তো রাণী হ্যায়!

কাঠ-কু। হাঁ হাঁ, দে দে একটা পয়সা দে!

কালা। তোম রাণী, ফের পয়সা মাঙ্‌তে হো? তোম্ জান্‌তে হো নেই, একঠো রাজাকা নজর তোমরা উপর আগিয়া?

কাঠ-কু। আরে আনে দেও, কেত্তা রাজা দেখ্‌লিয়া।

কালা। তোম্ ঠাট্টা মালুম কর্‌তা? মুরশিদাবাদকা রাজা হ্যায়, কাল হিঁয়া আও, তোমকো দেখ্‌লায়গা।

কাঠ-কু। দেখ্‌লায়গা কেয়া?

কালা। তোম তো মোহন বাগানমে রহেতা? হুঁয়া তোমকো দেখা। কাল তোমকো সাথ লেয়ায়কে হাম দেখ্ লায়গা।

কাঠ-কু। আচ্ছা আচ্ছা, চলে চল; এ বাবু বড়া হাসি করে!

[প্রস্থান।

(জনৈক বাঙালনীর প্রবেশ)

বাঙালনী। (গীত)

বাদ সাধিস না, পরাণ বধিস না,
কোহিল ডাহিস না, শ্যামচাঁদ আমার পলালো।
সজোরে হাত ছিনাইয়া কাল পেয়ে রব দিল।
ছোটলাম সব পাছে পাছে, ধর্‌বে বিন্দে কর্‌লাম আঁচ
বিন্দে ধর্‌তে নারলো রে—
ঝুল দিয়ে চরলো শ্যাম কদম গাছ,
অমনি লাগলো দাঁতি বল্লাম হায় কি হ'ল।

কালা। হ্যাঁরে! বড়দিনের দিন সং দিতে পার্‌বি?

বাঙ-নী। তা তো পার্‌মু না।

কালা। কেন দুঃখে মচ্ছিস্? সং কি আর শক্ত। মাথায় সিঁদুর দিয়ে দাঁড়াবি, এক জন তোকে বে কর্‌বে, তোরা বষ্টুম করিস না?—সেই।

বাঙ-নী। এ হলি পারি।

কালা। তোর বাড়ী কোথা?

বাঙ-নী। এইযে বাবু কুঁড়ীটে দেহা যায়।

কালা। আচ্ছা, আমি কাল নিয়ে যাব তোকে।

বাঙ-নী। হ্যাঁ বাবু, একটা বষ্টুম ফষ্টুম হলেই হত ভাল। নবদ্বীপে এসে, গোঁসায়ের পালে হাত বার ক'রে মুড়ি দিয়ে বসেলাম, একটা বাবু পাঁচ সিকে দিয়ে কিনেলো, ভাবলাম বুঝি বরাত ফেরলো! বাবু বলে বাঁদীগিরি কর, হ্যাঁগা বাঁদীগিরি করবার জন্যি কি কুলের বার হলাম?

কালা। তাত বটে, তাত বটে, যা যা!

[বাঙালনীর প্রস্থান।

(জনৈক টহলদারের প্রবেশ)

(গীত)

জয় রাম নারায়ণ জয় গোবর্দ্ধন,
জয় বৃন্দাবলী হনুমানজী,
জয় অশোক কানন, কালীয় দমন,
জয় ভঞ্জন রাধা মানজী!

কালা। ওরে ওরে।

টহল। বাবুজী! এ যে গান বেঁধে দিয়েছে, বড় যুত হয় না! সব টহলদাররা বল্লে কেমন খাপছারা!

কালা। তোরে যা বলেছিলুম, তার কি ঠাওরালি?

টহল, আজ্ঞে সে—কে—বে—দেবে!

কালা। তা মর, দুঃখে মর! আমি কি কর্ব্বো বল! ভাল পশ্চিমে কায়েতের মেয়ে—একটু খোট্টাই বুলি! ঘরজামায়ে রাখবে, সুখে সচ্ছন্দে থাক্‌বি।

টহল। আজ্ঞে তা ঠাউরে দেখি, টহলদারদের সঙ্গে পরামর্শ করি। আপনি একটা ভাল দেখে গান বেঁধে দেবেন।

কালা! তা দেব, যাস আমাদের বাড়ী। ও টহলদারদের সঙ্গে পরামর্শ করিস্ নি, ভাংচি দিয়ে আপনারা বে কর্‌বে।

[টলহদারের প্রস্থান।

(অমূল্যের প্রবেশ)

অমূল্য। কি হে, তুমি মাকে রাজী কর্‌তে পেরেছ?

কালা। আর রাজী করব কি? আপনাদের বাড়ী ঢোকাই ভার হল!

অমূল্য। কেন হে, কেন হে?

কালা। ঐ কালা দাদা—আমি গিন্নির কাছে যাচ্চি—বল্লে বেরো! আমি চলে এলুম। শুনছি নাকি গিন্নির অনন্তটা ভুলিয়ে এনেছে। আর পারিনে মশাই, পারিনে, জ্বালাতন হয়েছি!

অমূল্য। তাই তো তাই তো, কি হবে!

কালা। সে কথা যাক! সে আপনি বে করে ফেল্লেই হবে! ক্রুস্‌মাসের দিন বাগানে সরগরম করে বে করবেন, কে কি বলে! বড় লাটের মত, যারা

যারা যে কর্ব্বে তারা খেতাব পাবে, আর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হবে। সে যাক ! এই যে সন্দেশওয়ালা দেখ্‌ছেন একে তো সবুজ নিশেনওয়ালারা হাত কল্লে ! তাদের ফ্যাসান দেখে ওর বড় পছন্দ হয়েছে। এই সবুজ নিশেন-ওয়ালারা এল বলে, আপনারা লালনিশেন নিয়ে ফ্যাসান সঙ্গে করে এসে পড়ুন ! ও যে দিকে ঝুঁকবে—ওর ঢের টাকা—একবারে নেয়াল হয়ে যাবে।

অমূল্য। বটে বটে ? আমি নসেকে নিয়ে আসছি।

কালা। ফ্যাসানকে সঙ্গে করে, এক জন নিশেন নিয়ে চলে আসুন !

[অমূল্যের প্রস্থান।

(দুই জন লোকের প্রবেশ)

১ম লোক। Politics for India and India for politics.

কালা। আপনারা সবুজ নিশেন ?

২য় লোক। হাঁ।

কালা। যুদ্ধ কর্ব্বেন ?

১ম লোক। হাঁ।

কালা। আপনারা জাঁদরেল পেয়েছেন ?

২য় লোক। না।

কালা। তবে ঐ সন্দেশওলাকে হাত করুন, ওর ঢের টাকা।

১ম লোক। তবে যাই, propose করি।

কালা। খবরদার—না ! আগে আপনাদের ফ্যাসান পাঠিয়ে দিন।

২য় লোক। আমাদের ফ্যাসান নেই। সে Social reformer-দের দলে।

কালা। কর্ত্তে হবে, নইলে বেহাত হল, ওর ঢের টাকা—সাজান গে—আপনাদের দলের এক জন লেডীকে।

১ম লোক। কি রকম সাজাব ?

কালা। চুপি চুপি বলে দিই শুনুন—কেউ না শোনে। (কর্ণে কথন)

২য় লোক। ওহে এ একজন un-expected ally, মশাই, আমরা এলুম বলে। আপনি ততক্ষণ Canvass করুন।

[দুইজন লোকের প্রস্থান।

কালা। দোকানী ভায়া, দোকানী ভায়া!

দোকানী। কি চাই মশাই?

কালা। ও দুটো লোক কি বলে গেল জান? তোমার পয়সার বাক্স লুট কর্ব্বে, নিশেন নিয়ে সেজে আসছে।

দোকানী। ওঃ লুটের বিলেত আর কি! যাও যাও!

কালা। আমায় বলে গেল তাই বললুম।

(ভিখারিণী বালিকার প্রবেশ)

ভিখা বালিকা। (গীত)

শোন ললিতে তোরে বলি কৃষ্ণ প্রেম কুটকুটে ওল।
খাওয়ায় কাঁচা তেঁতুল টোকো ঘোল।
কৃষ্ণপ্রেম যে খায়,
গুলগুলিয়ে ওলের মতন ব্যাঁতে লেগে যায়,
জন্মে তবে সিদ্ধ হবে, নৈলে কাটবে নালি হবে বোল।

ভিখা-বালিকা! কৈ পয়সা ছ্যালে না?

কালা। ঐ লকে বেটা আসছে! শোন শোন, এ দিকে আয়!

[কালাচাঁদ ও ভিখারিণী বালিকার প্রস্থান।

দোকানী। ওরে হীরে, বলে লুট কর্ব্বে!

হীরে। আজ্ঞে তা পারে! সব লাল নিসেন তুলেছে, সবুজ নিসেন তুলেছে! দুপুরে মাতন করে বেড়াচ্ছে।

দোকানী। অ্যাঁ বলিস কিরে!

(কালাচাঁদ ও ভিখারী বালিকার পুনঃ প্রবেশ)

কালা। দোকানী ভায়া, বিপরীত কারখানা!

দোকানী। মশাই! কি করি?

কালা। তোমার বাক্সটা কৈ? লুকোও ঐ কয়লার ভেতর। আর তারা যা বলে শুনে যেও, তা হলে কোন ভয় নেই।

দোকানী। কোম্পানিতে কিছু বলবে না?

কালা। লাট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করে তিন দিন লুটের পাশ পেয়েছে। (স্বগতঃ) ঐ এলো, আঁচিলটা পরি, কালাচাঁদ হই।

(লক্ষ্মীচরণের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। তবে রে বেটা! এইবার তুই কালাচাঁদ! এই তুই আঁচিল পরেছিস!

কালা। হাঁ।

লক্ষ্মী। কেমন, ধরেছি?

কালা। ধরেছ।

লক্ষ্মী। তবে দে বেটা, অনন্ত দে, গুড়গুড়ির রূপ দে!

কালা। তুমি তো ভারি বেকুব হ্যা! তোমায় তফাৎ থেকে দেখছি, আমি কি আর পালাতে পাত্তুম না!

লক্ষ্মী। তবে পালালিনি কেন?

কালা। তোমায় মানিকওলা কনে এক্ষনি দেখাব!

লক্ষ্মী। হ্যাঁরে, তুই কি পাগল হয়েছিস!

কালা। এস, ঐ খোলার ঘরের ভেতর এস, সত্যি মিথ্যা এখনি টের পাবে।

লক্ষ্মী। হ্যাঁরে, তুই কি বলছিস?

কালা। কি বলছি! এ মেয়েটী কি বলছ? মনে করেছ ভিখারীর মেয়ে? দুজোড়া নূতন গুড়ের সন্দেশ খাওয়াও দেখি—ও খেতেই চাইবে না—এক জোড়া মোণ্ডা খাইয়েছ কি পাঁচশো টাকার কোম্পানীর কাগজ এখুনি তুলেছে! এ বামুনের মেয়ে, মনে করেছি আমি এরে বে কর্ব্বো। পাঁচ জোড়া সন্দেশ খাইয়ে আড়াই হাজার টাকা মেরেছি। এই তো পাশে দোকান, নতুন গুড়ের মোণ্ডা খাইয়ে দেখ, সত্যি মিথ্যা এখনি বুঝবে।

ভিখা-বালিকা। না, মুই খাবুনি, মোণ্ডা খেতে লারবো, মুই কাগজ তোলাব।

কালা। ভুলিয়ে ভালিয়ে একজোড়া মোণ্ডা খাওয়াতে পার, পাঁচশো টাকার কাগজ মেরে দে চলে যাও!

লক্ষ্মী। দাও তো হ্যা, এক জোড়া নূতন গুড়ের কস্তুরো দাও তো!

ভিখা-বালিকা। উহুঁ, আমি ঠোঁট টিপে বসনু, আমি খাবনি।

লক্ষ্মী। তুই শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক করেছিস, না?

কালা। মশাই আর এক কথা বলিত এখনি আমায় মাত্তে আসবেন! আর এ সব আগে জানতুম না মানতুম! আমাদের সব খিষ্টানি মত ছিল।

লক্ষ্মী। কি কি, কথাটা শুনি?

কালা। পাঁচ জোড়া সন্দেশ যদি আমায় খাইয়েছ, আর যদি দু-ঢোক জল খাওয়াতে পার, এ বেটী কোম্পানির কাগজ তুলতে তুলতে মার্কে দৌড়!

লক্ষ্মী। আচ্ছা দেখি বেটা, তোর কত ভিরকুটী! দাও তো হ্যা জোড়া পাঁচেক কস্তরো দাও তো!

কালা। এই এক জোড়া খেলুম!

লক্ষ্মী। ফের খা! দাও তো হ্যা আর চার জোড়া!

কালা। আমার দায় দোষ নেই, আর এক জোড়া ফের খেলুম।

লক্ষ্মী। নেনে খা খা!

কালা। (ভিখারী বালিকার প্রতি) আরে তুই দেখছিস কি? তোকে পাহারোলা ধর্ব্বে, পালা পালা! সেই কাগজগুলো ফেলতে ফেলতে ছোট।

[ভিখারিণী বালিকা ও পশ্চাতে লক্ষ্মীচরণের প্রস্থান।

ধর ধর, পালাল! শুনছ দোকানদার! জাল পয়সা দেবে, যেমন পয়সা হাতে দেবে, অমনি পাহারোলা ডেক'! ও ভারি জালিয়াৎ! ওর ভয়ে মোণ্ডা খেলুম।

দোকানি। তবে ঠাকুর, তুমি সন্দেশ খেয়েছ, তুমি পয়সা দাও।

কালা। তুমি তো আগে পাহারোলা ধরাও! আমি তো তোমার দোকানেই বসে আছি; তোমার পাঁচ জোড়ার দাম, দশটা পয়সা বৈত নয়! এই আমার ট্যাঁকেই আছে!

(লক্ষ্মীচরণের পুনঃ প্রবেশ)

কেমন মশাই, কাগজ পেয়েছেন?

লক্ষ্মী। তবে রে বেটা, এই তোমার কোম্পানির কাগজ? বেটা এক্সচেঞ্জ গেজেটের পাতা দিয়ে সড় করেছ!

কালা। আমি কি কর্ব্বো! বল্লুম নূতন গুড়ের মোণ্ডা খাওয়াও।

লক্ষ্মী। দাঁড়াও তোমায় শেখাচ্ছি!

কালা। (জনান্তিকে) দোকানী ভায়া পয়সা নাও!

দোকানি। মশাই পয়সা দিন, যাকে শেখাতে হয় শেখাবেন!

কালা। দোকানি ভায়া, ডাক পাহারোলা। পাহারোলা, পাহারোলা, ধর শালার গলায় কাপড় দিয়ে, ধর জোর করে, ধর! আমি ডেকে আনছি, পাহারোলা, পাহারোলা!

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ওরে ছাড় ছাড় গলায় লাগে! কি হয়েছে কি বল?

দোকানি। মশাই জোচ্চুরির আর যায়গা পাওনি? আমার কাছে জাল পয়সা দিতে এসেছ?

লক্ষ্মী। কেন বাপু জাল পয়সা কি?

দোকানি। ট্যাঁকশালের পয়সা আর আমি চিনি নি? এই ট্যাঁকশালের পয়স; ? আমায় বোকা পেয়েছ?

লক্ষ্মী। আচ্ছা বাপু তুমি আমায় ছেড়ে দাও! এই দুটি টাকা নাও, এত আর জাল টাকা নয়?

দোকানি। দেখ তো হীরে, এ জাল টাকা কি কি?

হীরে। না না ও ঠিক টাকা গো, ও ঠিক টাকা! নিদেন রূপটাও তো থাকবে।

লক্ষ্মী। এবার বেটাকে পেলে পুলিশ ধরিয়ে দিয়ে তবে কায।

[লক্ষ্মীচরণের প্রস্থান।

(ধাঙড় সহিত কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ।)

কালা। দোকানি ভায়া, দোকানি ভায়া! পাহারোলা তো সব মরিচ সহরে চালান হয়েছে। তোমার নূতন গুড়ের মোণ্ডা কত আছে?

দোকানি। আজ্ঞে সের দশ বার।

কালা। আর চিনি সন্দেশ?

দোকানি। আজ্ঞে সে ও পাঁচ ছ সের হবে।

কালা। দাও, ঐ লোকটাকে দাও, মরিচ সহরে তোমার নাম বেজে যাবে!

দোকানি। ও যে ধাঙড় মশাই!

কালা। আরে শোন না কথা, যা বলি শোন না। মরিচ সহরের লোকই অমনিতর। ওদের জমাদার বড়বাজারে দাম চুকিয়ে দিয়ে, এখনি তোমার কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে চলে যাবে। কিরে তোর ঠিকানা

মনে আছে? সেইখানে রেখে আয়। আর শোন, ফিরে এলেই এইখানে তোর মুটে ভাড়া দেব।

ধাঙড়। হামার সব মালুম আছে।

কালা। তবে যা বেরিয়ে পড়! দোকানি ভায়া, সে লোকটাকে ছেড়ে দিলে না কি?

দোকানি। আজ্ঞে মশাই, আমরা দোকানদার, ছুটো টাকা নিয়ে তবে ছেড়েছি!

কালা। সর্ব্বনাশ করেছ, দেখি দেখি কি টাকা?

দোকানি। কেন মশাই?

কালা। নূতন থানের তাঁবার আওয়াজ ঠিক রূপার মতন। ও বুড়ো বেটা টাকাও জাল করেছে। তুমি বার কর। এই দেখ, এই নূতন থানের তাঁবা দেখ! ঠিক টাকার মতন আওয়াজ! এস এস, তুমি সেকরার দোকানে দেখাবে এস! পোদ্দারে এখনি কিনবে! এস এস, শিগ্‌গির এস।

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

দোকানি। মানুষটা খুব সৎ, কি বলিস হীরে?

হীরে। আজ্ঞে ওর কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে, ছুটো টাকা নিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল!

(ফ্যাসানদ্বয়ের সহিত লাল ও সবুজ নিশেনধারী দলের প্রবেশ)

(গীত)

লাল ফ্যাসা। তোম্ কোন্ হ্যায়?

সবু ফ্যাসা। তোম্ কোন্ হ্যায়?

লাল ফ্যাসা। হাম্ ফ্যাসান!

সবু ফ্যাসা। হাম্ ফ্যাসান!

লাল ফ্যাসা। তোম্ চোপরাও!

সবু ফ্যাসা। তোম্ চোপরাও!

লাল দল। ব্র্যাভো ব্র্যাভো ফ্যাসান দেগা জান।

লাল ফ্যাসা। তোম্ চলা যাও!

সবু ফ্যাসা। তোম্ চলা যাও!

সবু দল। ব্র্যাভো ব্র্যাভো ফ্যাসান, লেট্ দেম্ ডু হোয়াট্ দে ক্যান।

লাল ফ্যাসা। হোল্ড ইয়োর টং ইউ উওম্যান!

সবু ফ্যাসা। হোল্ড ইয়োর টং ইউ উওম্যান!

লাল ফ্যাসা। বোলো তেরা কেয়া মিশান?

সবু ফ্যাসা। বোলো তেরা কেয়া মিশান?

লালদল। সোশিয়াল্ রিফর্মেশন্!

সবু দল। পলিটিক্যাল্ অ্যাজিটেশন্!

উভয় ফ্যাসান। ছুট ছুট ছুট ছুট আপনার ঠাঁই আপনার মান।
কশন্ কওন্ বেঙ্গলী করেগা গ্রেট-নেশান!

উভয় দল। বেঙ্গলি গ্রেট নেশান, হিয়ার ইজ্ ডিমনষ্ট্রেশন্!

যেদো। (দোকানরি প্রতি) আপনি আমাদের জাঁদরেল হোন।

নসী। (দোকানির প্রতি) আপনি আমাদের ট্রেজারার হোন।

যেদো। ছাড় নসে!

নসী। ছাড় যেদো!

দোকানি। হীরে হীরে, এ কিরে?

হীরে। কে জানে!

[হীরের প্রস্থান

(কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

কালা। ধর টেনে!

সবু দল। (দোকানির প্রতি) আপনি হোন লেফ্‌টেন্যাণ্ট!

লাল দল। (দোকানির প্রতি) আপনি হোন অ্যাড্‌জুটাণ্ট।

কালা। পাড়ি লাগাই দিন কিনে।

[বাক্স লইয়া প্রস্থা

['ছাড় যেদো'—'ছাড় নসে' করিতে করিতে উভয় দলের দোকানি লইয়া প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

রাস্তা ও অদূরে কুঁড়েঘর

কালাচাঁদ ও উড়ে

কালা। ওরে তোদের জড়া সুদ্ধ কবে চালান দেবে ?

উড়ে। কৌটী ?

কালা। মরিচ সহরে। কিছু শুনিস নি ? কোম্পানীতে আর উড়ে রাখবে না—ঢ্যাটরা দিয়ে গিয়েছে। আমি তোরে বাঁচাবার উপায় করেছি, এখন তুই কল্লে হয়।

উড়ে। কঁড় করিব বাবু, কঁড় করিব ?

কালা। তুই যদি সাহেব সাজতে পারিস—আর যে জিজ্ঞাসা কর্ব্বে, বলবি আমি সাব—তা হলে এ যাত্রা বেঁচে যাস্!

উড়ে। মু তো ইংরাজী জানিচি না!

কালা। তাই তো, কি হবে! দেখ বেশ কথা! সে উড়ে ম্যামকে বে কর, সে তোকে পছন্দ করেছে! আমিও তাকে বলেছি তুই সায়েব। তারে বে কল্লেই, সায়েব হয়ে জুড়ী চড়ে বেড়া, আর তোকে ধরে কে! খবরদার! তোরে জিজ্ঞাসা কল্লে বলিস নি—তুই উড়ে—বলবি 'আমি সাব'। আমার একটা সায়েবের পোষাক আছে, সেইটে তোরে দেব। যা বাড়ীর ভেতর যা, পাহারোলা আসছে।

[উড়ের প্রস্থান।

এই তো সায়েব বর ঠিক হল।

(টহলদারের প্রবেশ)

কালা। বল, কি ঠিক কল্লি ? ঘরজামায়ে থাকবি, না দুঃখে মরবি।

টহল। ঘরজামায়ে রাখবে ?

কালা। হুঁ। লালার মেয়ে, আদরের মেয়ে, তার বাপ কি জামাই-ঘর কত্তে দেবে ? তা হলে কি তার বর জুটতো না ? তোর বড় ভাগ্যি জানিস, মেয়েটা তোকে দেখে মোহিত হয়েছে।

টহল। দেখবেন বাবু, ঘরজামায়ে যদি রাখে তো আমি বিয়া করি।

কালা। তবে আর তোরে বলছি কি, মাথামুণ্ডু! দেখ্ সে তার বাপকে বলেছে যে তুই মুরসিদাবাদের জমীদারের ছেলে। খবরদার, কেউ জিজ্ঞাসা কল্লে বলিস নি যে টহলদার!

টহল। তা বলব না, ঘরজামায়ে রাখবে তো?

কালা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোরে একটা পোষাক দেব, সেইটে পরিস্ যা এখন বাড়ীর ভেতর যা। এখন যা।

[টহলদারের প্রস্থান।

(বাঙালনীর প্রবেশ)

বাঙা। বাবা ঠাউর, বাবা ঠাউর! সঙ সাজবার বল্‌ছ,—সং সাজব, বাবা ঠাউর, যদি বৈরাগী একটা দেহে দাও!

কালা। বৈরাগী কি রে? ভাল গোঁসাই তোরে দেখে দেব, তোরে সেবাদাসী কর্ব্বে। সেই গোঁসাইয়ের তো সক, তা নৈলে তোরে সং সাজতে বলছি কেন? আর বড় মজা হবে! সং, কে সং. সত্যিকে সত্যি! সে গোঁসাই তোর গলায় মালা দেবে. তুই তার গলায় মালা দিবি, তার পর তার সেবাদাসী হবি।

বাঙা। এ হলি আমি সাজতে রাজি।

কালা। তবে যাস, সে বাগানে যাস।

বাঙা। আচ্ছা বাবা ঠাউর! আমি চল্লুম। আহো, গোঁসায়ের গলায় পরে আমি ফুল ছেরে আইছি।

কালা। পাবি, ফিট মানুষ পাবি। কিন্তু তোরে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোর বয়স কত? তো বলবি ষাট।

বাঙা। না বাবা ঠাউর, পঁচিশ পার হয়নি।

কালা। সে তো দেখতে পাচ্ছি। যদি ষাট বলিস, গোঁসাই বুঝবে, তুই ভারি রসিকা।

বাঙা। বটে, বাবা ঠাউর বটে! বাবা ঠাউর, তাই বলব, তাই বলব।

কালা। যে জিজ্ঞেস করুক, বরং ষাটের উপর যাবি, তবু নীচে না।

বাঙা। আচ্ছা, বাবা ঠাউর—আচ্ছা!

কালা। যা যা, সেই বাবুর বাড়ী যা। চিনতে পার্ব্বি ?

[বাঙালনীর প্রস্থান।

এই কাঠকুড়ুনী বেটী আসছে, বেটী ভাঙে তো মচকায় না !

(কাঠ কুড়ুনীর প্রবেশ)

কাঠ-কু। এ বাবু, কাঁহা তেরা জমীদার ?

কালা। সেই বাগানে। ভাল্ নাচাচ্ছে।

কাঠ-কু। ভাল্ নাচাতা ?

কালা। নাচাতা নেই ? তাড়ি খাতা, আউর ভাল্ নাচাতা, আর ডুগডুগী বাজাতা !

কাঠ-কু। আচ্ছা বাবু, আচ্ছা বাবু, হাম চলে।

[কাঠকুড়ানীর প্রস্থান।

(নিধিরামের প্রবেশ)

নিধি। দুই বর তো সাজিয়েছি।

কালা। তবে তুমি তাদের নিয়ে এস; আর বিশ্বেশ্বর ভায়া তো ক'নে সাজাতে গিয়েছে ? আমি তবে তাদের নিয়ে চল্লুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

বাগান

বিশ্বেশ্বর, নসীরাম, কাঠকুড়ুনী, বাঙালনী, উড়েনী, ওজনদার ইত্যাদি

নসী। ক'নে সব কই ?

বিশ্বে। এই যে সার সার সব দাঁড়িয়েছে।

নসী। লালচাঁদ বাবু কোথা ?

বিশ্বে। এই এলেন বলে।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালা। মশাই! আপনাদেরই জিত! বর ক'নে সব হাজির। এখন অমূল্য বাবুর বাপ এলেই হয়। এই বারে যান, সেজে আসুন গে।

নসী। লালচাঁদ বাবু! এদের তো তুমি যা বয়েস বল, তা বোধ হচ্চে না।

কালা। জিজ্ঞাসা করুন, মশাই! মেয়েমানুষ, দু'বছর কমিয়ে বলবে, তবু বাড়িয়ে বল্‌বে না।

বিশে। তা তো বটে, তা তো বটে!

কালা। জিজ্ঞাসা করুন, জিজ্ঞাসা করুন। কায সেরে নে বেরিয়ে পড়ুন।

নসী। আপনার বয়েস?

উড়েনী। ত্রিকুড়ি পাঁচ।

নসী। আপনার বয়েস?

কা-কু। পচাশ হো চুকা।

নসী। আপনার?

বাঙালিনী। এই ষাইট বলেন, পঁয়ষট্টি বলেন!

নসী। অ্যাঁ, এদের এত বয়েস হবে?

কালা। মশাই! এরা যেথা থাকে, সেথা জল হাওয়া কেমন! যান যান সেজে আসুন গে, দেরি কর্ব্বেন না। সবুজ নিশানওলারা এতক্ষণ সাজলো।

নসী। আচ্ছা লালচাঁদ বাবু, আপনি ততক্ষণ বে দিন।

[নসীরামের প্রস্থান।

কালা। যা যা এর ভেতর যা।

উড়েনী। মলা! এ কূপ, মু যাই পারিবে নি।

কালা। যা যা, জল নেই, সায়েব অমনি শুধু তোরে বে কর্ব্বে? ওদের পাৎকো থেকে তুলে বে কর্ত্তে হয়।

উড়েনী। মু ডর লাগুচি, মু পারিবে নি!

কালা। পারবি নি? তবে যা, তোর বরাতে সায়েব নেই।

উড়েনী। রাগুচি কাঁইকি, রাগুচি কাঁইকি? মু নামুচি, মু নামুচি। (কূপ মধ্যে গমন)

কালা। বিবি! তুমি এর ভেতর সেঁধোও।

কা-কু। কাহে?

কালা। সে সৌখিন জমীদার, তার একটা সক তুমি রাখবে না? তার সক হয়েছে, তোমার ইচ্ছা হয় নাবো, না ইচ্ছা হয় চলে যাও।

কা-কু। ও তো ভাল্ নাচাতা?

কালা। আঃ! ঠুম্‌কি ঠুম্‌কি!

কা-কু। ও তো তাড়ি পিতা?

কালা। ঢকাঢক্! দু'হাতে দু'কলসী তাড়ি নিয়ে ওর ভেতর নাববে। দেখ্ দিকি, দেখ্ দিকি—হয় তো এক কলসী ওর ভেতর লুকিয়েও রেখে গিয়েছে! ঐ এল এল, নাব' নাব'। (কাঠকুড়ুনীর ড্রেণের মধ্যে গমন।)

কালা। নাও, ব'সো।

বাঙালনী। বাবা ঠাউর! গোঁসাই তো চরণে রাখবে?

কালা। তুই একটা গান ধর্ব্বি, আর অমনি মোহিত হয়ে তোরে বাড়ী নিয়ে যাবে।

নিধি। অত কর্ত্তে হবে না,—অত কর্ত্তে হবে না, গলায় মালা দিলেই হবে।

কালা। নাও, পারা মাখা পাই পয়সা ছড়িয়ে দাও।

বাঙালনী। বাবা ঠাউর! দুটি খই করি ছরাও।

(সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ)

বিশে। কি হে, বরেদের সব রিহারশাল দিয়ে রেখেছ তো?

সিদ্ধে। সব ঠিক আছে।

বিশে। কোথায় রেখে এলে? পালাবে না তো?

সিদ্ধে। হুঁ, ভায়া যে চাট ধরিয়েছেন, মারলে ন'ড়বে না। একজনকে আক-বনে রেখে এয়েছি, আর একজন আমড়াতলায় বসে আছে।

কালা। আমি সরে পড়ি। লক্ষ্মীচরণ আসছে। দেখ বরগুলো ঠিক সময়ে যুগিয়ে দিও।

সিদ্ধে। তার ভয় নাই, ঠিক ডাকব।

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

(অমূল্য লক্ষ্মীচরণ ও বনবিহারিণীর প্রবেশ)

অমূল্য। বাবা! তোমায় আমায় সঙ্গে মিছে কথা? তিরিশ পেরোয় নি।

লক্ষ্মী। নিশ্চয়, আমি ঠিকুজী দেখেছি।

বন-বি। না আমার তিরিশ পোরে নি।

শান্তি। পোরে নি? ডাক তো কালাচাঁদকে। ঐ ঐ, চোখে কাপড় দিয়ে আসছে! এই কান্না সুরু কর্বে। ডাক ডাক, কালাচাঁদকে ডাক, ওহো! ঐ দেখ।

বন-বি। আচ্ছা, তেত্রিশ হয়েছে।

লক্ষ্মী। শুন্‌লি?

অমূল্য। ভাল বুঝতে পাচ্ছি নি।

শান্তি। মশাই! লালচাঁদ আপনার ভয়ে আস্‌তে পাচ্ছে না। লালচাঁদ এলেই ঠিক বুঝিয়ে দেবে।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, ডাকুন ডাকুন, আমি কিছু বলব না।

শান্তি। লালচাঁদ! এত তো।

(কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

কালা। এই যে আমি চোখে কোঁচার কাপড় দিয়ে এসেছি।

ব-বি। এস, বর এস, বে কর্বে এস, আমার তেত্রিশ বচ্ছর হয়েছে।

অমূল্য। তবে যে বলেছিলে, তোমার চোদ্দ বচ্ছর পোরেনি?

কালা। আপনার মন বোঝবার জন্যে বলে ছিলেন। কেমন গা? এই চোখে কাপড় দি!

বন-বি। হাঁ হাঁ, মন বুঝ্‌ছিলুম, তুই অমন মুখ করিস নি! চল চল, বে কর্বে চল।

লক্ষ্মী। দাঁড়াও, দাঁড়াও, সোণা?

শান্তি। আপনি ওজন হোন।

লক্ষ্মী! বাড়ী বাগানের পাটা?

শান্তি। ওজন তো হোন।

কালা। বর টেনে নিয়ে চল, বর টেনে নিয়ে চল, নৈলে ডুক্‌রে কাঁদব।

বন-বি। এস এস।

[বরকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

শান্তি। ওজন হোন, ওজন হোন। ওহে! ওজন কর, ওজন কর।

ওজনদার। দাঁড়ান মশাই! হাতের কাষটা সারি, রামে রাম—রাম।
(ওজনে প্রবৃত্ত হওন)

মিত্তিরদের বরের বাপ	২ হন্দর	২ কোয়াটার	৫ পোন।
পালিতদের বরের বাপ	৩ "	২ "	১৪ "
দে-দের বরের বাপ	১ "	৩ "	৭ "
ঘোষেদের বরের বাপ	২ "	২ "	৯ "
সিঙ্গিদের বরের বাপ	৩ "	৩ "	১১ "
করেদের বরের বাপ	২ "	১ "	৫ "
বোসেদের বরের বাপ	২ "	৩ "	৭ "
সরকারের বরের বাপ	৩ "	২ "	১৩ "

কালা। ঐ পাৎকোর ক'নের বর এল।

(বরের প্রবেশ)

মশাই দেখুন দেখুন! ঐ পাৎকোয় উলছে।

[উড়ের কূপমধ্যে গমন।

লক্ষ্মী। সত্যি সত্যিই বেটা সাহেব সেজে এসে, পাৎকোয় উলছে।

কালা। আচ্ছা মশাই! এ পাৎকোর মেয়েটাকে আন্‌লে কি করে?

শান্তি। বড় টবে জল পূরে।

কালা। আর ঐ ড্রেনের মেয়েটা?

শান্তি। পাঁক মাখিয়ে মেতুয়ার কাঁধে। আর ওটা গামলা সুদ্ধ তুলে এনেছে।

কালা। এই ড্রেনের মেয়ের বর এল!

(বরের প্রবেশ)

ঐ ড্রেনে উলছে।

(টহলদারের ড্রেণে গমন)

নিধি। খুড়ো খুড়ো। যদি অনুগ্রহ করে পা'র ধূলো দিয়েছ, আমায় ঝি-

জামাইয়ের কল্যাণে একটু মিষ্টি মুখ করতে হবে। কেমন কালা, মট্টে মট্টে বর যোগাড় করেছি! রাজার ছেলেকে রাজার ছেলে, আবার ঘরজামাই থাকবে।

সিদ্ধে। দাদা, তোমার বেটার কল্যাণে এ যাত্রা কালা বেটাকে ফাঁকি দিয়েছি। মুরশিদাবাদের জমীদারের ছেলে, রাজপুত্রের মতন দেখ্‌তে, ঘরজামায়ে থাক্‌বে, উকীলের বাড়ীর লেখাপড়া।

লক্ষ্মী। হ্যাঁ বেয়াই! সত্যি?

শান্তি। বেয়াই, তোমার কাছে মিছে কথা ক'ব না! মাণিক, মুক্ত, মোহর, টাকা দেখি নি, তবে পাৎকোর ভেতর থেকে এক বেটী উঁকি মাচ্ছিল, আর ড্রেণের ভেতর থেকে এক বেটী উঁকি মাচ্ছিল, আমি আসতেই সেঁধিয়ে গেল। তবে এইটে কিন্তু দেখেছি যে, গামলার ভেতর থেকে যখন ঐ মেয়েটা বেরুল, ঝর ঝর করে কতকগুলো আধুলী, সিকি পড়ল। তারপর পিঁড়ে পেতে যখন বসালে, চার দিক থেকে দোয়ানী ছড়িয়ে পড়ল।

বিশে। লক্ষ্মীচরণ, লক্ষ্মীচরণ! কালা বেটাকে ফাঁকি দিয়েছি! পাত্তর আস্‌ছে।

লক্ষ্মী। বিশেশ্বর, বিশেশ্বর! তোমার মেয়েটীকে দেখাতে পার?

বিশে। দেখাতে পার্ব্ব না কেন? এস। তবে রাগিও না, যেমন বসে ঝর ঝর করে দোয়ানী পেড়েছে, রাগলে ছাগলনাদি পাড়বে।

লক্ষ্মী। বিশেশ্বর, বিশেশ্বর! আমার সঙ্গে কথার খেলাপিটে কল্লে?

বিশে। কি বল? কি কথার খেলাপি কল্লুম?

লক্ষ্মী। আমি কি তোমার জাত রক্ষা কত্তুম না?

শান্তি। না বিশু খুড়ো! হক্ কথা কইতে হবে, তোমার কথার খেলাপি হয়েছে!

কালা। হয়েছে বৈ কি, হয়েছে বৈ কি!

বিশে। তোমরা পাঁচজনে বল তো হয়েছে। এখন আমায় কি কত্তে বল, বল?

শান্তি। সে যেই মশাই বলুন। তোমার জামাই তো আর ঘরজামাই থাকৃচে না?

বিশে। না।

কালা। মশাই! আধা বখ্রা কল্লেই রাজী হবে।

বিশে। কি হে লক্ষ্মীচরণ, কি বল? কথার খেলাপি! এমন লোক আমায় পাবে না!

লক্ষ্মী। এস না, যে কথা ছেল! আমায় তোমার কন্যাটী সম্প্রদান কর—আধাআধি বখ্রা।

বিশে। এখন যে পাত্তর রেলে আস্ছে, "তারে" খবর পেয়েছি?

কালা। ঝি-জামাই নে সরে পড়ুন, ঝি-জামাই নে সরে পড়ুন!

বিশে। তোমরা পাঁচজনে বল্ছ, আর কি করি বল! অমত তো কত্তে পারি নি। কিন্তু শুনে রেখ ভাই! আধাআধি বখ্রা!

লক্ষ্মী। বেইমশাই সত্যি কি?

শান্তি। দেখ্লুম তো সিকি আতুলী পড়্ল! দোয়ানীও এখন ছড়ান রয়েছে।

লক্ষ্মী। আচ্ছা যা থাকে কপালে!

বিশে। আধা বখ্রা!

লক্ষ্মী। দোয়ানি গুলো ছড়িয়ে তো রাখে নি?

বিশে। মা, তোমার পাত্তর এয়েছে! বরমাল্য প্রদান কর! (বাঙালনীর উত্থান, সিকি ছড়ান ও বরমাল্য প্রদান)

কালা। এ যে কুড়ুতে পারে!

লক্ষ্মী। পড়েছে প'ড়েছে, সিকি আতুলী পড়েছে! খবরদার—কুড়ুস নি! এই মালা পর, এই মালা পর!

বাঙালনী। প্রাণনাথ! (মাল্য বিনিময়)

লক্ষ্মী। আরে এ কে রে! এ যে ভিখারী মাগী!

কালা। তা তোমার বরাতে রাজকন্যা হবে নাকি?

লক্ষ্মী। জাত গেল!

কালা। গেলই তো!

লক্ষ্মী। ঠকিয়েছে!

কালা। না তো কি?

লক্ষ্মী। পয়সাতে পারা মাখিয়েছিস?

কালা। তবে কি আতুলী ঢেলে দেবে?

লক্ষ্মী। জোচ্চোর !

কালা। চশমখোর !

লক্ষ্মী। বেইমান !

কালা। কেপ্পন !

লক্ষ্মী। কেপ্পন আছি, আমিই আছি !

কালা। জোচ্চোর আছি আমিই আছি।

লক্ষ্মী। আমার সঙ্গে জোচ্চুরি ?

কালা। খেঁচ যে ভারি !

লক্ষ্মী। চোপ বেটা !

সকলে। চোপ বেটা !

(পাৎকো হইতে উড়ে ও উড়েনীর উত্থান)

উড়েনী। তু সাব পরা ?

উড়ে। তু ম্যাম পরা ?

উড়েনী। হঃ।

উড়ে। হঃ।

উড়েনী। বিয়া করিবু ?

উড়ে। হঃ। তু বিয়া করিবু ?

উড়েনী। করিবু। সেকটণ্ডা !

উড়ে। সেকটণ্ডা।

উড়েনী। বিয়া হলা ?

উড়ে। হলা !

উড়েনী। ঠিয়া হ, মু তোর বাঁয়েরে ঠিয়া হব।

উড়ে। মু তোর কাঁধ ধরিব।

(ড্রেনের ভিতর হইতে কাটকুড়ুনী ও টহলদারের উত্থান)

কা-কু। তোম সাদি করে গা ?

টহলদার। তোমারা বাপ তো হামকো ঘরজামাই রাখে গা ?

কা-কু। ই কিয়া বোলে ?

কালা। ঠিক বোল্‌তা।

কা-কু। তোম তাড়ি পিতা ?

টহল। অ্যাঃ।

কালা। ঠিক বোল্‌তা,—ঠিক বোল্‌তা !

কা-কু। তোম নাচ কর্‌তা ?

টহল। একটু একটু টহল গাতা, এই বাবু গান বাঁধ্‌কে দেতা।

কা-কু। তোম ভাল্‌ নাচাতা ?

কালা। দেখ রসিকা দেখ! বল 'হ্যাঁ'।

টহল। হ্যাঁ বিবি! তোমার বাপ তো ঘরজামাই রাখে গা ?

কালা। হ্যাঁ হে হ্যাঁ! রাগিও না, মালা দাও। (মালা বদল)

(অমূল্য ও বনবিহারিণীর প্রবেশ)

কালা। কেমন মশাই! মেয়ে পার হল ?

শান্তি। হ্যাঁ বাবা! তুমি জাত রাখ্‌লে।

(গীত)

উড়েনী। মু হাস্থচি মানিক কাঁদুচি মতি,

উড়ে। টোকি মিলিলা মতে রসবতী।

উভয়ে। বসি খাইবে পকাল, হুন দিকিরি হুন দিকিরি।

কা-কু। ময় আসরফি ঝিঁকতা হ্যায়, খাঁস্‌তে রুপিয়া,

টহল। ঘরজামাই হোগা তাই বে কিয়া,

কা-কু। পিয়ালা ভর ভরকে পিয়েগি তাড়ি,

টহল। কি ঝক্‌মারি!

উড়ে-উড়েনী। হুন দিকিরি হুন দিকিরি।

বাঙালনী। আমার কালাচাঁদ, হিয়ার মাঝের চাঁদ,

লক্ষ্মী। পাহারোলা পাহারোলা ঐ কালা বেটাকে বাঁধ,

বাঙালনী। ও চাঁদ কেন রাগ,

লক্ষ্মী। তোম আবি ভাগ,

উভয়ে। কি মজার সঙ সেজেছি আ মরি,

উড়ে-উড়েনী। হুন দিকিরি, হুন দিকিরি।

বন-বিহা। Happy, happy, happy pair.

অমূল্য। Like a horse and a mare.

উভয়ে। War war red flag Victory.

উড়ে-উড়েনী। নূন দিকিরি—নূন দিকিরি।

(লালনিশানধারী দলের প্রবেশ)

নসী। Three cheers for social reformation.

(সবুজনিশানধারীদলের প্রবেশ)

বেদো। Three cheers for Political agitation.

লালদল পুরুষ। এস এস! (আস্তেন গুটাইয়া)

লাল-দল-লেডী। (দাঁত খিঁচান)

সবু-দল-পুরুষ। এস এস! (আস্তেন গুটাইয়া)

সবু-দল-লেডী। (দাঁত খিচন)

লাল-দল ও সবু-দল। War war war !!!

(কহানার প্রবেশ)

(গীত)

তোম দোনো দল জিনা কেয়া কহে না,
খোস মেজাজ মে খোড়া রোজ দুনিয়ামে রহে না।
মৎলব সাফাই, কিয়া ঘরমে লড়াই,
যেসমে এলেম দিয়া, যেসসে রুজি লিয়া, ওস্কা দুসমন কিয়া,
দেখ ঢুঁড়কে হিন্দুস্থান, কেয়া হিন্দু ইয়া মুসলমান,
বাঙালী গালি কহে বেইমান,
হর ঘড়ি হর রোজ নয়া বায়না,
করতে হো নয়া বায়না।

(জনৈক সাহেবের প্রবেশ)

সাহেব। বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা!

(জনৈক ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

ভট্টা। থামো, থামো! সাহেব বল্‌ছে সব জিত! এস সকলে মিলে সাহেবদের স্তোত্র পাঠ করি।

জয় জয় শুভ্রকায়, জয় ভারত-শাসন,
কোট পেণ্টলুন ভূষা, জয় চেয়ার আসন।
মদ্যপান তুল্য দান, ঘন ঘন ঘুসো চালন,
লম্ফ ঝম্ফ ঘোর দম্ফ কুক্কুরাদি পালন।
বিড়ালাক্ষ, স্বার্থ লক্ষ্য, বাদীপক্ষ নাশন।
দীন ক্ষীণ বঙ্গবাসী দেহি দেহি অসন।
জয় জয় সাহেবের জয়, জয় জয় সাহেবের জয়

সকলের গীত

Here's the end,
Indulgence lend, our faults you mend,
Your blessings send
Patrons and freinds dear,
To all a merry Christmas, a happy New year.

যবনিকা

ফণির মণি

চরিত্র

পুরুষগণ

রাজা
সৌরভকুমার ... ... রাজপুত্র
চিৎকুমার ... ... মন্ত্রিপুত্র
বিরাগ ... ... বিদর্ভ রাজকুমার
বাহার ... ... উজ্জয়িনী রাজকুমার
ফকৃরে

ধাঙড়গণ, প্রহরী, দূতদ্বয়, জনৈক চেলা

স্ত্রীগণ

শিখা ... ... রাজকুমারী
বিমলা ... ... ঐ প্রধানা সখী
বারি ... ... জলবালা
ফকৃরের মা।

সখীগণ, ধাঙড়-কন্যা, বেদেনী, ধাঙড়ণীগণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যে দেবালয় সম্মুখস্থ স্থান

(রাজা, চিৎকুমার, ধাঙড়, ধাঙড়ণীগণ ও ধাঙড়-কন্যা)

ধাঙড় ধাঙড়ণীগণ (গীত)

পুকুর পাড়ে লতা কেনে ফোঁস্ ফোঁসালি।
তাই তোর ভাঙ্লো খুলি পড়লি মারা,
লতা তুই জান খোয়ালি।
ধেঁইয়া রে ধেঁইয়া ধাঁই ধাঁই ধাঁই!
টাঙির চোটে টুক্রো হবি, হলদি মেখে পেটে যাবি,
আর ফণা ধর্বিনি রে, থাক্‌বি হাড্ডি খালি।
বেঁইয়া রে বেঁইয়া বাঁই বাঁই বাঁই!
ক্যানে লতা তুই মলি, ব্যাং করবে কুলি,
তোরে মানবে নারে, দিনে দুপুরে, তোরে দিবে গালি।
হাঁইয়া রে হাঁইয়া হাঁই হাঁই হাঁই।

প্র-ধা। দে রাজা তোর বেটী দে, আধা রাজ্যি দে। দেখ্ দেখ্ সাঁপটা মারুচি। হামি দিলে তিন সোঁটা।

দ্বি-ধা। হামি দিলে দুটা—

ধাঙড়ণী। আর মোরা দিলে গোটা গোটা।

প্র-ধা। দে তোর মেয়ে দে, এ আমার বেটা, সাদি করবে এটা।

রাজা। এ আবার কি বিপদ! সাপের হাতে নিস্তার পেলেম কিন্তু ধাঙড়দের মেয়ে দিব কি করে! আর যদি পণ না রাখতে পারি, মিথ্যাবাদী হব; মিথ্যাবাদী হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়।

চিৎ-কু। মহারাজ, কোন চিন্তা করবেন না, এরা সাপ মারেনি, যে সাপ মেরেছে আমি জানি। মহারাজ বলুন যে—সাপের মাথায় মাণিক ছিল সে

মাণিক কোথায় গেল? যদি মাণিক না আন্‌তে পারে তা হ'লে ওদের মিথ্যা কথা। মিথ্যা কথার জন্য ওদের শূল হবে।

রাজা। এ কি কথা বল! আমি তো পণ করিনি যে মাণিক দেবে, আমি পণ করেছি যে সাপ মারবে।

চিৎ-কু। ধর্ম্মাবতার! যে সাপ মেরেছে আমি তারে জানি, সাত দিনের ভেতর মহারাজের কাছে তাকে নিয়ে আসবো, সে সামান্য ব্যক্তি নয়, সে দেবতা।

রাজা। তুমি কি করে জানলে?

চিৎ-কু। আপনি রাজ্যে পালা করে দিয়েছিলেন যে প্রজাদের এক জন বনে গিয়ে সাপের আহার হবে, আর রাজাজ্ঞা ছিল একটা উট্ আর একটা হাতী যাবে; রাজ্যে ঘরে ঘরে কান্নার-ধ্বনি! আমার প্রাণ ব্যাকুল হলো! আমি এই শান্তিনাথের মন্দিরে হত্যা দিলেম; স্বপ্ন হলো যে তুই যদি সাপের মুখে যেতে পারিস তো রাজ্য রক্ষা হবে; মহারাজ! আমি গতরাত্রে গিয়েছিলেম আমার জীবনদাতাকে জানি, সাতদিনের মধ্যে তাকে রাজসমীপে আন্‌বো প্রতিজ্ঞা করছি, যদি না পারি প্রাণদণ্ড করবেন।

রাজা। দেখ আমায় মিথ্যাবাদী ক'র না। আমার কন্যা যাক্, জাত্ যাক্, মিথ্যাবাদী কেউ না বলে।

প্র-ধা। দে দে, মেয়ে সাদি দে, আধা রাজ্যি দে।

রাজা। যদি সাপ মেরেছিস্ মাণিক কোথা গেল?

প্র-ধা। সেটা ঝাঁপিয়ে জলে পড়লো।

রাজা। তুল্‌লিনি কেন?

প্র-ধা। টপ্ টপ্ ডুবলো, সেটা উঠলো না।

রাজা। তোদের মিথ্যা কথা! যদি মাণিক আন্‌তে না পারিস্ তোদের শূলে দেবো।

প্র-ধা। হ্যাঁ রে এতো গিরোয় ফেল্লো!

ধাঙড়ণী। ঐ পোলাটা সলা দিলো, রাজাটা ঘেব্‌ড়ে ছিলো!

চিৎ-কু। যা এখান থেকে দূর হ! মহারাণী পূজা করতে আসবেন।

প্র-ধা। এ পোলাটা খারাপি কল্লো!

দ্বি-ধা। সাদি করতে এলো, শূলের ফরমাস হলো!

ধা-কন্যা। তু ঘাবড়াচ্ছ কেনে? বেটাটা না বাগে এলো তো কি হলো? হামি বেটাটাকে বাগাবো, সে মোকে আঁখি ঠারে।

ধাঙড়। হ্যাঁ রে তুই এই রাস্তায় চল্‌তে থাক্‌বি! ভাই ব্রাদারি সব চট্‌লু, মু ঝুট্‌ শিখলু, তু দুটা খসম করলু, আবার ফের খসম করবি?

ধা-কন্যা। তোকে তো মু বলচি মু সইরে থাকমু, মু তোদের সাথে থাকমু না।

ধাঙড়! চল তোর যেমন খুসি কর্ব্বি।

ধা-কন্যা। ঐ বেটাটাকে মু বাগাবো। তোর শূল বি বাঁচবে আর টেকা পাব।

[ধাঙড়-কন্যা, ধাঙড় ও ধাঙড়ণীগণের প্রস্থান।

রাজা। দেখ চিৎকুমার পার্‌বে?

চিৎ। মহারাজের কাছে আমার এক মিনতি—আমি যা কর্‌বো—যেথায় যাব, কেউ আমায় না নিষেধ করে।

রাজা। এই রাজ অঙ্গুরী নাও, তোমার সর্ব্বত্র গমনের অধিকার থাক্‌বে।

[রাজা ও চিৎকুমারের প্রস্থান।

(শিখা, বিমলা ও সখীগণের প্রবেশ)

(গীত)

তুলে ফুল সোহাগ করে পরবো লো খোঁপায়।
বেড়াব হাওয়ার মতন ফুরফুরে হাওয়ায়।
সোহাগেগায় বসে পাখী,
যদি দেয় লো ধরা সোহাগে রাখি,
সাধ সদা সই সোহাগে থাকি,
কত হায় সোহাগ করি সোহাগে যে সোহাগ চায়।

বিমলা। ওলো, শুনছি নাকি এতদিনে বরাৎ ফির্‌লো! সাপ ঘাড়ে ক'রে এক ঝাঁক বর এসেছিল আর বাসর জাগতে এক ঝাঁক মাগী এসেছিল!

শিখা। একলা আমার জন্যে আসেনি লো, তোমার মতন নাগরী কি ছেড়ে যেত!

দ্বি-সখী। তুই কি আর আমাদের দিতিস্? আপনিই নিতিস্! অমন সুন্দর নাগর প্রাণ ধরে আর দিতে হ'তো না!

শিখা। না লো, তুই জানিসনি, তোকে পেলে আর কারুকে চাইতো না, বরং তাদের ডাকৃতে পাঠাই। এই দেখ চিৎদাদাকে জিজ্ঞাসা কর।

(চিৎকুমারের প্রবেশ)

চিৎ-কু। কিয়্যা কিয়্যা ?

বিমলা। দাদা শিখার বর এসেছিল না ?

চিৎ-কু। দূর কালামুখি! তোরা যা, আমার শিখার সঙ্গে একটি কথা আছে।

বিমলা। আর কি কথা! দাদা জিজ্ঞাসা করবে কোন্‌টি তোর পছন্দ ?

চিৎ-কু। যানা যানা, একটা মজার কথা, তোদের বল্‌বো এখন।

[সখীগণের প্রস্থান।

শিখা। কি কথা গা ?

চিৎ। আমি ভাই মন্দিরে এক জনের কাছে সত্যি করেছি, তুই যদি আমায় সত্যে উদ্ধার করিস্‌!

শিখা। কি বল না ?

চিৎ-কু। একটি বিদেশী লোককে আমি তোরে দেখাব, দেখ সে বড় সাট করে যে তাদের দেশের স্ত্রীলোক বড় সুন্দরী হয়! আমি সাট করেছি যে আমাদের দেশে সুন্দরী! তার ভাই থেঁতা মুখ ভোঁতা কর্‌তেই হবে! তুই রাজকুমারী বলে পরিচয় দিস্‌নি।

শিখা। দাদা বুঝি তিনকোণ পৃথিবীর মধ্যে আমায়ই সুন্দরী দেখেছ ?

চিৎ-কু। তবে বল যে কথা রাখবো না!

শিখা। কেউ যদি কিছু বলে ?

চিৎ-কু। আমি মহারাজের হুকুম নিয়েছি।

শিখা। ওমা ছি ছি ছি! এত ঢলাঢলি করে ফেলেছ বুঝি ?

চিৎ-কু। যা করে ফেলেছি তার আর চারা কি বল! কি বলিস্‌ বল ?

শিখা। আচ্ছা আন, কিন্তু ভাই আমি কথা কইতে পারবো না।

চিৎ-কু। সে কি রে ? আজ সে অতিথ্‌, তার সঙ্গে দুটো কথা কইবি বৈকি!

শিখা। সে ভাই বিমলা যা হয় কর্‌বে।

চিৎ-কু। আচ্ছা সে যা হয় হবে, আমি তবে তারে আনি ?

শিখা। আচ্ছা যাও। আমি মা কি কচ্ছেন দেখে আসি। এলুম বলে, তাকে নিয়ে এস।

[চিৎকুমারের প্রস্থান।

বিমলাকে বলবো, না চুপিচুপি দেখা করি ; তারা সকাল থেকে ধাঙড় নিয়ে ঠাট্টা কচ্চে, এ কথা শুনলে জ্বালিয়ে মারবে !

[শিখার প্রস্থান।

(চিৎকুমার ও বিরাগের প্রবেশ)

চিৎ-কু। মশাই ! ঠাকুর আর এমন দেখেন নি !

বিরাগ। এখন দর্শন হবে ? শুনেছি না এ সময়ে মহারাণী পূজা করেন ?

চিৎ-কু। কার ঠেঙে শুনেছেন ? আমি পাণ্ডা, আমি জানিনি ? তবে একটি নিয়ম আছে—যে দেশের যা—আপনার নাম ধাম সব আমায় লিখে দিতে হবে, আপনি কি করেন তাও বল্‌তে হবে। যদি ভাঁড়ান্ তা হ'লে দ্বার খুলবে না, জাগ্রত ঠাকুর !

বিরাগ। (স্বগতঃ) না বাবা ! ঠাকুর দেখায় কাজ নেই, এখনি কথা ঢাক পিটে যাবে ! এ ছোঁড়া আমার পরিচয় নেবার চেষ্টা ক'চ্ছে।

চিৎ-কু। কি ভাবছেন ?

বিরাগ। মশাই ! একটা কথা ভুলে গেছি, প্রণামী আনতে ভুলে গিয়েছি।

চিৎ-কু ! তার জন্য ভাবনা কি ? আমি দেব এখন, তার পর আপনার বাসায় গিয়ে নিয়ে আস্‌বো।

বিরাগ। মশাই আমার মিরগী রোগ আছে !

চিৎ-কু। তা উপুড় হয়ে পড়ুন, আমি ঘাড়ে কিলুবো এখন !

বিরাগ। মশাই রোগ হ'লে আমি বড় কামড়াই !

চিৎ-কু। আমি মুখ চেপে ধ'রবো এখন !

বিরাগ। এই হ'ল রোগ !

চিৎ-কু। এই ধরলুম ঘাড় চেপে !

বিরাগ। হুঁ—হুঁ—হুঁ—

চিৎ-কু। আছাড় খেয়ে পড়ুন, আছাড় খেয়ে পড়ুন ! খান, খান ! আমি তুই কিলে রোগ সেরে দিব।

বিরাগ। সত্যি মশাই আমার বাইয়ের রোগ আছে, মাথা গরম হচ্চে!

চিৎ-কু। তা হ'ক না, আসুন, আসুন! চন্নামেত্তর মাথায় থাবড়ে দেব।

বিরাগ। আর ছাড়ুন না মশাই, বাসায় যাই, এই দেখুন আমার চোক লাল হচ্চে!

চিৎ-কু। তবে আসুন, আসুন, শীগগির আসুন! চন্নামেত্তর খাবেন আসুন।

বিরাগ। তোমার জোর নাকি?

চিৎ-কু। হঁ্যা।

বিরাগ। আমি এখানে এই বস্‌লুম্।

চিৎ-কু। আমিও বস্‌লুম্।

(শিখার প্রবেশ)

শিখা। কৈ এখন তো চিৎদাদা ফেরেনি!

(গীত)

আকুল হয়ে ফুল ফুটেছে ভরে না তার মন—
ফুলের চেয়ে হাসি মাখা দেখতে দুনয়ন।
কে জানে সাধ করে কেমন!
অলি গুঞ্জরে, শুনে প্রাণ কেমন করে,
কে জানে কার স্বরে তার বাজে অন্তরে,
কি করি বুঝতে নারি ঘুরি কার তরে,
কে জানে কেন এমন মন হয়েছে অন্যমন—
মন তো আমার ছিলন ।এমন

বিরাগ। মশাই, মশাই এ কন্যাটি কে?

চিৎ-কু। আর আপনার কাছে বসে কি কর'ব! আমি চল্লুম! আপনি তো ঠাকুর দর্শন করবেন না?

বিরাগ। এলেম, ঠাকুর দর্শন কর'ব না? বলুন না?

চিৎ-কু। ছাড়ুন মশাই! আমি বাসায় চল্লেম, আমার মিরগী রোগ আছে।

বিরাগ। মশাই ঠাট্টা কচ্ছেন কেন? বিদেশী লোক, একটা কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি বল্লেনই বা?

চিৎ-কু। আপনি ঠাট্টা কচ্ছিলেন কেন? বিদেশী লোক, আপনার পরিচয় দিতেনই বা! ছাড়ুন, আমার মৃগী রোগ চেপে আস্‌ছে, আমি কামড়াব!

বিরাগ। তা কামড়ান কামড়াবেন!

চিৎ-কু। আমার বাই রোগ আছে, আমি বাসায় চল্লুম, এই দেখুন আমার চক্ষু লাল হয়ে আস্‌চে!

বিরাগ। মশাই আমার মিনতি রাখুন, বলুন!

চিৎ-কু। এই আমি উঠে দাঁড়ালুম!

বিরাগ। আচ্ছা একটা কথা বলুন, উনি কি কুমারী?

চিৎ-কু। ওকে গিয়েই কেন জিজ্ঞাসা করুন না?

বিরাগ। ওখানে যাব?

চিৎ-কু! সে আপনার খুসী! বাসায় যেতে পারেন, মৃগী রোগে লুটোপুটি খেতে পারেন, বাই রোগে চোক লাল কত্তে পারেন, ছাই মাখতে পারেন, নাচতে পারেন, কাঁদতে পারেন, যা খুসী তা ক'ত্তে পারেন!

বিরাগ। যাই, যা থাকে অদৃষ্টে! রাজ্য ছেড়ে বেরিয়েছি সুন্দর জিনিষ দেখবো বলে, সুন্দর কথা শুনবো বলে, তবে এ সুন্দরীর কাছে যেতে কেন ভয় কচ্ছি!

শিখা। মরি কি মাধুরী, একি কি চাতুরী, নারীধরা রূপ ফাঁদ!
সাধের লহর, উথলে অন্তর, না মানে লাজের বাঁধ।
কি রাগ নয়নে, কে দেছে যতনে, হেরিয়ে ফেরে না আঁখি!
চোখে চোখে রাখি, চোখে চোখে থাকি, না পালায় দিয়ে ফাঁকি!
হৃদয়ের হার, এ রতন কার, কোন্ বিরহিনী হারা!
হৃদিনিধি বিনে, কার নিশি দিনে, না শুখায় আঁখি ধারা।
মনবিমোহনে, কিনিব কি পণে, কে নাহি যতন করে।
কে আছে মোহিনী, কি জানে মোহিনী, মোহিনী-মোহনে ধরে!

বিরাগ। এত দিনে আমার গর্ব্ব খর্ব্ব হলো! বিদেশে এসে পরের পায়ে প্রাণ রেখে গেলেম! একি কোন মায়া, না এ পুণ্যভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী! মানবী কি এত সুন্দরী হয়।

চিৎ-কু। (জনান্তিকে শিখার প্রতি) হ্যাঁরে তুই কথা কবি, না বিমলাকে ডাকবো? অমনি কাঠের পুতুল দাঁড়িয়ে আছিস যে!

শিখা। ছি ছি ছি কি কচ্ছি!

চিৎ-কু। মশাই এখানে দাঁড়াবেন না বাসায় যাবেন? মিরগী হ'ল না কি? দাঁতি লেগেচে? (শিখার প্রতি) তুই যা।

শিখা। যাই।

[শিখার প্রস্থান।

বিরাগ। আহা কি বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি! নিরাশ-সাগরে ভাসলেম! আর কি কখন দেখা পাব!

চিৎ-কু। মশাই দাঁতি লেগেচে?

বিরাগ। মশাই বিদেশীর একটি মিনতি রাখুন! এ কন্যাটি কে পরিচয় দিন?

চিৎ-কু। মশাই দেশীর একটি মিনতি রাখুন! আপনি কে পরিচয় দিন? চুপ করে রইলেন কেন?

বিরাগ। আর শুনেই বা কি কর্ব্বো! যাই।

চিৎ-কু। এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি আপনার বন্ধু, আপনি আমার প্রাণদাতা! আপনা হতেই আমি সাপের মুখ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি। ঐ স্ত্রীলোকটির পরিচয় চান?

বিরাগ। যদি অনুগ্রহ ক'রে বলেন।

চিৎ-কু। উটি আমার ভগ্নী।

বিরাগ। আপনি কে?

চিৎ-কু। আমি পাণ্ডা।

বিরাগ। ব্রাহ্মণ?

চিৎ-কু। আমি ব্রাহ্মণ। উটি আমার মা'র পালিতা কন্যা—ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভবা।

বিরাগ। আপনি পাণ্ডা বলে আমার বোধ হ'চ্ছে না। ওঁকেও আমার সামান্য বলে অনুভব হয় না! আপনার ছলনার কারণ কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি, যাই হোক আমি চল্লেম।

চিৎ-কু। পুকুরের নীচে?

বিরাগ। যেথায় হয়, যমালয়ে যেতেও আমি কুণ্ঠিত নই।

[প্রস্থান।

চিৎ-কু। আচ্ছা যাও, ঘুরে ফিরে আবার এখানে আস্তে হচ্চে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সরোবর

(ফকূরের মার প্রবেশ)

ফকূরের মা। ছোঁড়াগুলো মরে না! দিনের বেলা কি বেরুবার যো আছে! আমি বেরুলে সব গায়ে ধূলো দেয়! একবার রাণী হতে পাত্তুম, তা হ'লে হেটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দে সব ছেলেগুলোকে এক গাড়ে গাড়তুম! যাই, এই বারে ছুটি কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে যাই।

[প্রস্থান।

(সরোবর হইতে বারির উত্থান)

(গীত)

নীল গগনে চাঁদ ভেসে যায় চাঁদ সরোবরে,
গোপনে যতনে চাঁদ রেখেছি ঘরে।
হৃদয়-শশী নয় তো সে তো কার,
তার নাইক তারার হার,
আমি তায় বলি আমার, সে বলে আমার,
বিরলে কেউ দেখে না দেখি তায় নয়ন ভরে,
যেন দেখেনা পরে রেখেছি তাই আদরে ধরে।

(সৌরভকুমারের প্রবেশ)

সৌরভ। আহা! মরি মরি! জলের ওপর কে ও! কে তুমি, কে তুমি? এস প্রাণেশ্বরি এস! আমার প্রাণ রাখ! ঐ যা কোথায় গেল! এই ছিল, এই নেই! এই ছিল এই নেই!

(দূতদ্বয়ের প্রবেশ)

প্র-দূত। যুবরাজ! মহারাজ আপনার অপেক্ষা কচ্চেন।

সৌরভ। এই ছিল এই নেই!

দ্বি-দূত। একি হ'ল! যুবরাজ উন্মত্ত হলেন না কি?

সৌরভ। এই ছিল এই নেই।

প্র-দূত। চল আমরা মহারাজকে সংবাদ দিই।

দ্বি-দূত। সে কি! উন্মত্ত অবস্থায় একলা কোথায় রেখে যাবে? নিয়ে যাই চল।

সৌরভ। এই ছিল এই নেই!

[সৌরভকে লইয়া দূতগণের প্রস্থান।

(সরোবর হইতে বাহার ও বারির উত্থান)

উভয়ে (গীত)

সরোবর সাজিয়েছে বাসর,
দোলে ঐ ফুলের মালা সৌরভে বিভোর।
তালে তালে দোলে পাতা ভ্রমর গেয়ে যায়,
সোহাগে সলিল দোলে তারা হেসে চায়,
মেখে ফুলের রেণু মলয় লাগে গায়,
আদরে আকুল কানন আদরে বিলাও আদর,
যামিনী প্রমোদিনী প্রেমিকের জানে কদর।

বাহার। কৈ বিরাগ এখন আস্‌চে না কেন?

বারি। চল' না, আমরা এগিয়ে একটু দেখি।

বাহার। না, না, বোঝ না কোন বিপদ হতে পারে!

বারি। রাত্তিরে কে আর দেখবে?

বাহার। ঐ বিরাগ আসচে,

(বিরাগের প্রবেশ)

কেন হে বিরাগ তোমায় অমন দেখচি কেন? কিছু ক্লান্ত হয়েচ?

বারি। ক্লান্ত কেন হবে? সহরে গিয়েচে, কত নব নাগরী দেখে এসেচে, প্রেমে গদ গদ হয়েচে দেখ্‌তে পাচ্চ না? সত্যি বল?

বিরাগ। সত্যি না? আমিও এক পুকুরের নীচে সেঁদিয়েছিলেম; সেখানেও দেখি দিব্যি বাড়ী ঘর, তোমার মত একটি সুন্দরী! আংটী বদল করে যে কল্লুম।

বারি। পুকুরের নীচে সুন্দরী কি তোমার মনে ধরে! সে তোমার বন্ধুর মতন বোকার পছন্দ। তোমার চাই রসে ডগমগ! কাণ মলে দেয়, দুটো গালে ঠোনা মারে!

বিরাগ। কান মলতে কি আর জলের নীচে যাঁরা থাকেন্ তাঁরা জানেন না?—না ঠোনা মারতে শেখেন নি?

বারি। সত্যি জানি নি, কৈ কাণ এগিয়ে দাও দেখি!

বিরাগ। যাও যাও, সরে যাও, একজনের কাণ মলে বুঝি সাধ মেটে নি?

বারি। না।

বিরাগ। না তো না! সরে দাঁড়াও। তোর যেমন কীর্ত্তি, পুকুরের নীচে খাণ্ডারনীর সঙ্গে যুটলি!

বারি। এই বুঝি তোমার পছন্দ? গালাগাল দিচ্চ!

বিরাগ। তুমি কাণ ধরতে আসচো আর আমি কথা একটা বলতে পারি নি।

বারি। তা বেশ করেচেন, আসুন!

বিরাগ। ভাই বাহার! তোরা যা, আমি তোদের দেশে যাই। মহারাজকে গে খবর দিই, লোকজন নিয়ে এসে তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাব।

বারি। কেমন? বলেছিলুম! ও কার সঙ্গে প্রেম করে এসেচে, না হয় তো কি বলেচি! ও তোমার কাছে থাক্‌বে? ওঁর প্রণয়িনী অপেক্ষা করে রয়েচে!

বাহার। হ্যাঁ রে সত্যি? দেখি দেখি! সত্যি আংটী বদল করেচিস্?

বিরাগ। সত্যি না?—ঠাকরুণ বলচেন! তবে আংটীটা হারিয়ে ফেলেচি।

বাহার। তুমি এমনি প্রেমিক পুরুষই বটে!

বিরাগ। তা তোরা যা, আমি চল্লুম।

বারি। তা আয় না! নিয়ে এস, তোমার বন্ধুকে ধরে নিয়ে এস।

বাহার। চল্ চল্—যেতে হয় কাল সকাল বেলা যাস।

বিরাগ। নাহে না বোঝ না! বিদেশ বিভুঁই!—কোন বিপদ হতে পারে! উনি বাগ পেলেই তো হট্ হট্ করে ওপরে উঠে আসবেন?

বারি। না মশাই না! আপনি আসুন, আপনার চোখে চোখে থাকবো! একবার চোকের আড় হব না, তা হলে তো মন উঠবে?

বিরাগ। চলুন, ধরেছেন তা তো ছাড়বেন না! আপনার জেতে তা শেখেনি!

বাহ্নি। (গীত)

থাকব সদাই চোখে চোখে যাব না স'রে।
যদি তার মন না ওঠে রাখব না ধরে।
মন যোগাব মনের মতন হয়ে তো রব,
হেসে বসে মনযোগানে কথা তো কব,
ভাল মন্দ বল যদি তাও ছুটো সব,—
আঁচলে মুখ মোছাব তাতে যদি মন ভরে।
রাগ করো না এস হে ঘরে।

বিরাগ। ঠাকরুণ নাচ রাখুন, এখন চলুন!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

শিখা ও সখীগণের প্রবেশ

(গীত)

কে জানে কে এ বিদিশী,
কথা তো কয়না বেশী, চায়না সে মেশামিশি।
মুখ তোলেনা থাকে গুমোরে,
দেয় না ধরা পালিয়ে যায় স'রে,
ধর্ত্তে তারে কে পারে জোরে, ঘেঁসতে ভয় করে,
পাছে সে পরায় ফাঁসি ফাঁসি না পরে,
কার ভাবেএকলা বসে বিভোর সে দিবানিশি।

বিমলা। শিখা, তুই কখন পারবি নি! সে তোরে কিছুতে পরিচয় দেবে না। আর যদি পরিচয়ও দেয়, অতিথ্‌ ক'র্ত্তে তারে কিছুতেই পার্ব্বি নি।

শিখা। তুই তো বাজী রেখেচিস্? দেখিয়ে দে পারি কি না!

বিমলা। ঐ আস্‌ছে।

শিখা। এতো সেই বিদেশী।

(বিরাগের প্রবেশ)

বিরাগ। লোকটা আমার সঙ্গে ছল করেছে, এখানে পথ কোথা!

বিমলা। যা যা, দাঁড়িয়ে রইলি যে ?

শিখা। (স্বগতঃ) পার্ব্বো কি ? দেখি, বেড়ী পরেছি না পরতে আছি! এক দিন দুটো কথা কই। (বিরাগের প্রতি) ও মশাই, মশাই আসুন না! কি খুঁজছেন কি ?

বিরাগ। আহা, সেই মোহিনী মূর্ত্তি!

শিখা। কি, আপনি পাগল না কি ? ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েচেন যে ?

বিরাগ। আমি কেন, আপনাকে দেখে অনেকেই পাগল হয়!

শিখা। সত্যি নাকি ? তবে আসুন চলে।

বিরাগ। কোথায় পথ বলে দিতে পারেন ?

শিখা। কোথায় যাবেন ?

বিরাগ। বনের বাইরে।

শিখা। ঐ আশমান দে উড়ে যান।

বিরাগ। আপনি উড়তে জানেন, আমি তো উড়তে জানি নি।

শিখা। আহা উড়তে জানেন না! তবে মাটীর নীচে সুড়ঙ্গ ক'রে বেরিয়ে যান! আর তা না পারেন, এক দৌড়ে এই গাছতলাটীতে গিয়ে চোখ বুজে বসুন, দুটো ময়ূর আছে আপনাকে কাঁধে করে বনের বাইরে রেখে আসবে!

বিরাগ। সুন্দরি! আমার সঙ্গে ছলনা কচ্চেন কেন ?

শিখা। কেন মশাই! ছলনা কি ? ঐ গাছতলায় চোখ বুজিয়ে গিয়ে বসুন, ময়ূরে না উড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন ব'লবেন!

বিরাগ। আমি তো আর পাগল নই।

শিখা। মশাই তো বড় মিছে কথা কন্! এই না বল্লেন আমায় দেখে পাগল হয়েচেন ?

বিরাগ। আপনাকে কাল একবার শান্তিনাথের আশ্রমে দেখেছিলেম, আবার

যে অদৃষ্ট প্রসন্ন হবে, আপনার দেখা পাব, এ কখনই ভাবি নি। আপনি কে?

শিখা। আপনি কে?

বিরাগ। আমি বিদেশী।

শিখা। আমি বনবাসী।

বিরাগ। আচ্ছা আপনি যে হ'ন, আমাকে অনুগ্রহ করে পথ দেখিয়ে দিন।

শিখা। ঐটী মশাই আমি পার্ব্বো না, আমার সখীর অনুমতি নইলে পার্ব্বো না। তবে বলি শুনুন—আমার সখী পণ করেছেন যে এই বনে নিত্য একটি অতিথি সেবা না করে জলগ্রহণ কর্ব্বেন না; যদি ভাগ্যক্রমে এসেচেন, কৃপা করে তাঁরে চরিতার্থ করুন।

বিরাগ। আপনার সখী কে?

শিখা। এ দেশের রাজকুমারী।

বিরাগ। এ নিয়ম করেচেন কেন?

শিখা। আপনি কাল সহরে গিয়েছেন, কিছু শোনেন নি?

বিরাগ। না।

শিখা। মহারাজের পণ ছিল, যে অজগর সাপ মেরে তাঁরে মাণিক দেখাতে পারবে তার সঙ্গে মেয়ের বে দেবেন। সাপ মারা গিয়েছে কিন্তু কেউ মাণিক নিয়ে উপস্থিত হয় নি। একজন দৈবজ্ঞ বলে দিয়েচে যে এই বনে অতিথি সেবা কল্লে তাঁর দেখা পাবে। শুনলেন তো মশাই, এখন কৃপা করে আসুন!

বিরাগ। আপনার সখী কোথায়?

শিখা। ওলো আয়লো আয়, বিদেশী তোরে ডাক্‌চে।

বিমলা। আমার এমন কি ভাগ্যি হবে, বিদেশী আমায় ডাকবে! কিহে বিদেশী! আমায় কি তোমার মনে ধর্ব্বে?

বিরাগ। (স্বগতঃ) এরা কারা! পুরুষ দেখে একটু সমীহ করে না দেখতে পাই! (বিমলার প্রতি) তোমার মনে ধর্ব্বে?

বিমলা। তবে আর এত সাধাসাধি কচ্চি কেন বল?

বিরাগ। আমার মনে না ধল্লে এখানে আসি?

বিমলা। তা তোমার কাকে পছন্দ বল?

বিরাগ। তোমায়।

বিমলা। আর একে?

বিরাগ। কি বলবো ব'লে দাও?

শিখা। তুমি বুঝি শেখা কথা বল্‌বে? বল যা হয়, আমায় পছন্দ কি না বল?

বিরাগ। না।

শিখা। না?—তবে রাগ করে তোমার কাছে আমি বস্‌লুম।

বিরাগ। আমার সঙ্গে এত রঙ্গরসটা হচ্চে কেন?

বিমলা। তুমি না বল্লে তোমার পছন্দ হয়েচে? মনের মানুষ পেয়েচি তাই রঙ্গরস কচ্চি!

বিরাগ। মনের মানুষ কি আজ আমায়ই পেলে?

বিমলা। না, আর গুটি পাঁচ ছয় পেয়েছিলুম! তোমার পছন্দসই কথন কারুকে পেয়েচ?

শিখা। একটি পেয়েছিলেন, কে বলব?—এই আমায়।

বিমলা। না, তোরে তো পছন্দ নয় বল্লে!

শিখা। বল্লে তোর মুখ রেখে—তুই গায়ে পড়া রয়েচিস, কি করে বল?

বিমলা। আমার মুখ রেখে? কৈ নিয়ে চল দেখি ওকে?

শিখা। তুই নিয়ে চল দিকি?

বিমলা। এখনি! এস তো হা। (বিরাগের হস্ত ধারণ)

শিখা। বিমলা বিমলা! কি কচ্চিস্‌ কি কচ্চিস্‌?

বিমলা। হাত ধরে টানাটানি কচ্চি দেখতে পাচ্চিসনি?

শিখা। ছি ছি অমন করিসনি! বিদেশী পুরুষ কি করিস!

বিমলা। হলই বা বিদেশী পুরুষ!—আমার প্রাণসখা আর আমি ওর প্রাণসখী! না হা?

বিরাগ। আর বনে বসে হলুম বৈকি! যখন হাত ধরে টানছো!

শিখা। তুই যা জানিস কর ভাই, আমি চল্লেম।

বিরাগ। যাবেন না যাবেন না, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো।

শিখা। না, আপনার সঙ্গে আমার কথা কি!

[প্রস্থান।

বিরাগ। উনি চলে গেলেন কেন ?

বিমলা। তুমি আমার হাত ধরে টানাটানি ক'চ্ছ বলে।

বিরাগ। ছি কি কথা বলচ! তুমিই তো আমার হাত ধল্লে! বোধ হয় আমার কুচরিত্র বিবেচনা করে চলে গেল। তা তুমি অনুগ্রহ করে বোলো, আমি কুচরিত্র নই।

বিমলা। সে কথা তুমি বোলো, আমি পার্ব্বো না।

বিরাগ। আমি আর ওঁর দেখা কোথা পাব ?

বিমলা। সে আমি দেখা করিয়ে দিচ্চি, তুমি এস।

বিরাগ। আচ্ছা চল! তোমরা যেই হও, স্থির জেন আমি বাচাল বা নিচাশয় নই। আমি পথ ভুলে এসেছিলুম তোমরা এখানে থাক্‌বে তা আমি জানতুম না।

বিমলা। ঠিক জানতে! পথ ভুলে এমন মেয়েমানুষের দলে তোমার মতন অনেকে এসে!

বিরাগ। তুমি কদাচ মনে ক'রো না। তবে এক কথা তোমাকে বলি— আমি কাল দেবালয়ে ওঁকে দেখেছিলুম। অলৌকিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়েচি তার আর সন্দেহ নাই! ওঁর রূপ দেখলে দেবতারাও মুগ্ধ হয়! উনি কোন্ বংশোদ্ভবা, আর কুমারী কি না আমার জানবার ইচ্ছা ছিল।

বিমলা। কেন, তোমার এত সক পড়লো কেন? বল্‌চো কুচরিত্র না। তুমি একজন যে সে লোক—পথে পথে ঘুরে বেড়াও, আর উনি উচ্চ বংশোদ্ভবা ক্ষত্রিয় কুমারী। উনি কুমারী কিনা, ওঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েচ, একি কথা বল দিকি ?

বিরাগ। তুমি যে হও, স্থির জেন, নীচ লোকে কখন এ রত্নের অকিঞ্চন করে না।

বিমলা। আচ্ছা, কি বলবে চল।

বিরাগ। তুমিই বোলো।

বিমলা। আমি তো বলছি, আমি পার্ব্ব না।

বিরাগ। তবে চল।

সখীগণ। (গীত)

আছে যার নয়ন,
রূপে যদি না ভোলে তার মন,
না জানি নয়ন তার কেমন।
ধীরে ধীরে নয়নে পশে,
রূপ হৃদয়ে বসে,
গুমোর যায় ভেসে,
রূপে মন রসে,
জোর চলেনা বুঝ মানেনা, সাধে মন পরে বাঁধন।
নয় তো পরে কে করে যতন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

উপবন

(বারির প্রবেশ)

বারি। (গীত)

যতনে গাঁথবো কুসুম হার,
দেখবো ফুলে আছে কি বাহার!
দেখবো খুঁজে কোথায় ফোটে ফুল,
করে সৌরভে আকুল
সৌরভে কে হবে সমতুল,
গুমোর বুঝবো লো বকুল!
দেখবো কুসুম অধর হেরে মানে কি না মানে হার।
দেখবো কোথায় ফোটে কলি আঁখি দুটির মতন তার।

(ফকুরের মার প্রবেশ)

ফক্-মা। ওরে বনঝি রে! তোরে কত দিন দেখিনি রে! সাপের দৌরাত্ত্বিতে বনে আসতে পারিনি রে!

বারি। আহা কেও! আছাড় পেছাড় খেয়ে কাঁদছে কেন? কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি।

ফক্-মা। ওরে আর তোকে কি দেখ্‌তে পাব রে! বাছা রে কোথা গেলি রে!

বারি। আহা! মাগীর বুঝি কেউ মারা গিয়েচে! কাছে যাই, জিজ্ঞাসা করি। এখন আর কে আছে! তুমি কে গা?

ফক্-মা। ওমা আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, মা! আমার একটি বনঝি ছিল, এই বনে থাকতো, কাঠ কুড়িয়ে খেতো, সেটিকে সাপে ছুবলে মেরেছে। বদ্দিতে বল্লে সাপের মাথার মাণিক ছোঁয়ালে বাঁচে। তা কোথা পাব মা! ওরে বনঝি রে তোরে বাঁচাতে পাল্লুম না রে!

বারি। তোমার বনঝি কোথা?

ফক্-মা। কুঁড়ের ভেতর কাপড় চাপা দে ফেলে রেখেচি।

বারি। মাণিক ছোঁয়ালে বাঁচে?

ফক্-মা। রোজায় তো বলে গেছে মা!

বারি। আচ্ছা তুমি এক কায কর, তোমার বনঝিকে নিয়েসে ঘাঠে রেখে যেও, আমি একজন লোক জানি তার কাছে মাণিক আছে।

ফক্-মা। মা! কত লোক মাণিক নিয়ে এল, সে মাণিক কি পাওয়া যায়! দুদিন বাসী মড়া করে রেখেছি, তিন দিন রাখবো! ভূত হয়ে কি ঘাড় ভাঙবে! আহা বনঝি রে! বনে কেন এসেছিলি রে! আহা বাছা রে! তা হলে তো তোকে সাপে খেতো না রে!

বারি। ওগো বাছা! সত্যি মাণিক আছে। তুমি কেঁদো না, এই দেখ আমার হাতেই আছে।

ফক্-মা। পোড়া বিধেতা কি চোখ রেখেছে মা, যে দেখবো! হাতে পেলে বুঝতে পারি, রোজা আমায় এক পরখ বলে দিয়েছে।

বারি। এই দেখ!

ফক্-মা। এই গোবরের ওপর দাও। ওরে শীগগির আয়, শীগগির আয়! ওষুধ পেয়েছি, ধর ধর!

(রাজা ও রাজদূতদ্বয়ের প্রবেশ)

বারি। কি সর্ব্বনাশ কল্লেম! মহারাজ আমায় পুরুষে না স্পর্শ করে! আমি

ব্রত করেছি, সেই ব্রতর ফলে সাপ মেরেছি। যদি ব্রত ভঙ্গ হয়, একটা সাপ দশটা হয়ে বাঁচবে! আমায় কোথায় যেতে হবে বলুন, আমি যাচ্ছি।

রাজা। মা, তোমার কোন ভয় নেই! তুমি আমার কুললক্ষ্মী! তুমি রাজপুত্রবধূ হবে।

বারি। মহারাজ, আমার সৌভাগ্য!

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

লতাকুঞ্জ

(বিরাগ ও শিখার প্রবেশ)

বিরাগ। মাণিক রেখে সাপ চলে গেল; আমি গাছ থেকে নেবে, বন থেকে গোময় নিয়ে মাণিক আবরণ কল্লুম; সাপ মাণিকের শোকে প্রাণ ত্যাগ কল্লে; প্রাতে একটি সরোবরে গোময় ধুচ্ছি, অকস্মাৎ জলের মাঝখানে একটি পথ হলো, একটি অট্টালিকা দূরে দেখতে পেলেম; অট্টালিকার ভেতর দেখি জন শূন্য!

শিখা। আপনার বন্ধুও গেলেন?

বিরাগ। হ্যাঁ, আমরা উভয়েই গেলেম।

শিখা। তিনিও কি রাজকুমার?

বিরাগ। হ্যাঁ।

শিখা। তারপর?

বিরাগ। একটি ঘরে একটি পালঙ্কের উপর পরমা সুন্দরী একটি কন্যা শুয়ে আছে দেখলাম; তাঁর পরিচয় শুনলেম, তিনি রাজকুমারী—তাঁর সপরিবার সর্পে নাশ করেছে; কোন এক ঔষধ প্রভাবে সর্প তাঁরে স্পর্শ কত্তে পারেনি।

শিখা। সাপ জলের নীচে যেত কি করে?

বিরাগ। তার মাথার সেই মণির গুণে।

শিখা। জলের নীচে বাড়ী কি কল্লে? আর সেখানে মানুষই বা কি করে বেঁচে রইল?

বিরাগ। সেখানে কোন-এক যোগী বাস কত্তেন; তাঁর যোগবলে সে স্থান আলোকময়; আর উপরে যেমন পবন ব'চ্ছে সেখানেও সেইরূপ বয়।

শিখা। আশ্চর্য্য কথা! তারপর?

বিরাগ। আমার বন্ধুর সঙ্গে কন্যার বিবাহ হলো।

শিখা। আপনিও তো আমাদের সব কথা শুনেচেন, আপনার যে রূপ অভিপ্রায় করুন। নিবেদন তো করেচি—যদি আপনি প্রকাশ হয়ে না বলেন যে আপনি সাপ মেরেচেন, তা হ'লে রাজকুমারীকে ধাঙড়েরা নিয়ে যাবে। আমি প্রতিজ্ঞা করেচি, আমি কোন কথা বল'ব না। আপনিও ক্ষত্রিয় রাজকুমার, আপনার উচিৎ রাজার জাত রক্ষা করা; আর রাজকুমারীও আপনার সম্পূর্ণ অনুরাগিনী, তা তো বুঝলেন?

বিরাগ। না, আমি ব্যঙ্গই বুঝেছিলেম, তাঁর বাচালতা বিবেচনা হয়েছিল। আর সত্যই যদি তিনি আমার অনুরাগিণী হন, আমার উপায় নাই!

শিখা। কেন?

বিরাগ। আপনার কাছে আমি কোন কথা গোপন কর্ব্বো না; আমি যে মুহূর্ত্তে আপনাকে দেখেছি সেই মুহূর্ত্তেই মন বিলিয়েচি! আমার পণ এই—আমার বন্ধুকে বাড়ী পৌছে দিয়ে সংসার ত্যাগ কর্ব্বো!

শিখা। আমায় কি তুমি ভালবাস?

বিরাগ। কি বলবো! কি বলে তোমায় জানাব?

শিখা। তবে কেন রাজকুমারীকে বে কর না? আমি রাজকুমারীর সখী, তোমার কাছে কাছেই থাকবো।

বিরাগ। তুমি কি বলচো? যাকে বিবাহ কর্ব্বো, যার সমস্ত ভার নেব পণ কর্ব্বো, তার সঙ্গে ছল কর্ব্বো? তোমায় দেখবার আশায়ও নয়!

শিখা। আচ্ছা, আমি যদি রাজকুমারী হতেম, আর রাজকুমারী যদি আমার সখী হতো, তা হলে কি কর্ত্তে?

বিরাগ। তুমি কি বলচো? তোমার কথা আমি বুঝতে পাচ্ছি নি।

শিখা। আর কি কথা বুঝবে? তুমি না বল্লে সংসার ত্যাগ কর্বে? তা বেশ! চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

বিরাগ। তুমি কেন সংসার ত্যাগ কর্ব্বে ?

শিখা। কেন ? আমার তোমার উপর মন ! একে তো রাজকুমারী নই, তাতে আমার সখার পথের কাঁটা হতে পার্ব্ব না ; আর যখন তোমায় মন দিয়েছি, আর কাকে বে ক'র্ব্বো বল ?

বিরাগ। তুমি কি বলচো ? আমায় উন্মাদ কচ্চো কেন ? তুমি কি আমায় ভালবাস ?

শিখা। কতবার ব'লব বল ?

বিরাগ। সুন্দরি, তুমি আমার মনের আগুণ জ্বালিও না ! যদি ভালবাসতে, আমার হ'তে !

শিখা। চুপ কর, চুপ কর ! আমার সখী এ কথা শুনলে মূর্চ্ছা যাবে।

(বিমলা ও সখীগণের প্রবেশ।)

বিমলা। যাবই তো ! এই মূর্চ্ছা যেতে এসেচি ! শিখা তুই কোল পেতে ব'স, টিপ করে পড়লে আমার গায়ে লাগ্‌বে ! আর সখি তোরা নাগরকে ধর।

শিখা। ও বিদেশি বিদেশি ! কাছে এস, রাজকুমারীকে ধর ! পালাবে কোথা ? যেতে পাবে না। নারী বধ ক'ত্তে চাও ?—তা হবে না! দাঁড়াও আমি শাস্ত্রী ধরিয়ে দেব !

বিরাগ। এ কি রহস্য !

বিমলা। তবে তুমি আমায় মিছে কথা বলছিলে ? তোমার আমায় মনে ধরে না ? আমি শুধু শুধু মূর্চ্ছা গেলেম ! আচ্ছা, দেখচি তুমি কেমন পালাও ! হত' লো শিখা, ফুস্‌মন্তরের চোটে রাজকুমারী হ'ত !

শিখা। (গীত)

কুহক তুমি জান তো কত,
শিখিয়ে দাও শিখে যদি হই তোমার মনের মত।
সাধেকি কাননে আসি, পিপাসী তাই কাননবাসী,
রাজকুমারী নয়তো বেশী, হয়েছি দাসী ;
আমি সাধে উদাসী—আমি সাধেতে ভাসি,
কইব কত ওঠে সাধ যত।
তোমায় যত দেখি সাধ বাড়ে তত !

বিরাগ। সুন্দরি! সুন্দরি! আর রহস্য করো না! কে তুমি বল?

শিখা। মালা পর!

বিরাগ। প্রাণেশ্বরি!

দ্বি-সখী। বিমলা, বাজিটা কে জিতলে?

বিমলা! প্রত্যক্ষ দেখ না!

সখীগণ। (গীত)

মদনের মোহন বাজী বাজীর এমনিজোর,
এ সখের বাজী শিখতে গেলে লাগে সখের ঘোর।
এ বাজী চলে লো দিন রাত,
কেউ হারে না কেউ জেতে না হয় না বাজী মাৎ,
এ ভেলকি বাজী ভেলকি হাতে হাত,
কি কলে ভেলকি চলে বল্‌বে কে লো হয় বিভোর,
দেখ্‌লে এ ভেলকী বাজী ভেলকিতে ভাসে গুমোর।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্য পথ

(চিৎকুমার ও বিরাগ)

চিৎ-কু। ফক্‌রের মা অর্দ্ধেক রাজ্য চায় আর বলে যে তার ছেলে সাপ মেরেচে। মাণিক দেখাবে, তার ছেলের সঙ্গে রাজকুমারীর বে দিতে হবে।

বিরাগ। তার ছেলে কে?

চিৎ-কু। সে একটা পাগল! মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়। মাস কতক কোথায় থাকে, ঠাণ্ডা হ'লে বাড়ীতে আসে। সে যদি এসে পড়ে, তা হলেই সর্ব্বনাশ! ঐ সেই ফক্‌রে! বোধ হয় মার কাছে যাচ্চে।

(ফক্‌রের প্রবেশ)

ফক্‌রে। তোড়া কে?

বিরাগ। তোড়া কে?

ফক্‌রে। আমড়া ফকড়েড় মায়েড় ফকড়ে!

বিরাগ। আমড়াও ফকড়েড় মায়েড় ফক্‌ড়ে।

ফক্‌রে। ফক্‌ড়েড় মায়েড় ফক্‌ড়ে হতে লাড়বি! এমনি কড়ে গান গাইতে পাড়বি? লাচ্‌তে পাড়বি?

(গীত)

হুল্ খেয়ে ঝুল্ খেয়ে চাপি, মাচণ্ডেড় উপ্‌ড়োয়,
হাঁপ ছেড়ে গে ছাঁয়ে বসি হাওয়া ঝুড়্‌ঝুড়োয়।
ফেড়্‌ ঝাঁপি, ফেড় চাপি, থাবা থাবা ভাত ঠেসে দে
ফক্‌ড়েড়্‌ মা পেট পুড়োয়॥

বিরাগ। তা ফক্‌ড়ে হতে শেখাবি?

ফকৃরে। তোড়া শিখবি ? লাচ দড়জায় ধুপ ধুপ কড়ে লাচবি ! মা যখন বল্‌বে ভাত খাবি ?—বল্‌বি হুম ! আড় খালি ধুপ ধুপ লাচবি !

বিরাগ। আড় যদি খিদে না পায় কি কড়বো ?

ফকৃরে। ড়াকাড়বি নি। আড়ো সব শেখাবো। তোড়া আয়। আমাড় মায়েড় ঘড়ে আয় !

চিং-কু। তোর মা আর কোথা ! তোর মাকে যে রাজা ধরে নিয়ে গিয়েছে। আর তোকে পেলে কান কেটে দেবে !

ফকৃরে। কেনে কেনে ?

চিং-কু। শুনিস্ নি, যুবরাজ পাগল হয়েছিল ?

ফকৃরে। হ্যাঁ হ্যাঁ ! ও গাঁয়ে শুনমু বটে !

চিং-কু। তাই বদ্যিতে বলেছে "ফকৃড়েড় মায়েড় ফকৃড়েকে কেটে তেল কর্ত্তে হবে"। এই রাজা বল্লে "ফকৃরের মা তোর ফকৃরে কোথা ?" ফকরের মা বল্লে "বাড়ী নেই"। তাই ধরে নিয়ে গেল।

ফকরে। ফকৃড়েকে তেল কডবে কি ?

চিং-কু। এই মাথাটা কেটে মাথার ঘি বার কর্ব্বে !

ফকৃরে। ও বাপড়ে ! ও বাপড়ে ! আমড়া তেল হতে লাড়বো, আমড়া চল্লুম ! আমড়া চল্লুম !

চিং-কু। কোথায় যাবি ? রাজার লোক ফিরচে, এখনি ধর্ব্বে !

ফকৃরে। তবে কি কড়বো ! তবে কি কড়বো ?

চিং-কু। আমাদের বাড়ী লুকুবি আয়।

ফকরে। তাই চল্, তাই চল্।

চিং-কু। তুই ধুপ ধুপ করে লাচবিনি তো ?

ফকৃরে। যদি লাচ পায় ?

চিং-কু। তা একবার একবার নাচচি !

ফকৃরে। যদি ধড়ে ?

চিং-কু। সে আমি লুকিয়ে রেখে দেব, আয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

(বেদেনীর প্রবেশ)

বেদেনী। (গীত)

এনেছি ভাতার ধরা ফাঁদ,
তোরে ধরে দিব সোনার চাঁদ।
যদি কারু হুড়কো থাকে, বলেদি তুকো তাকে,
প্রাণ যারে চায়, তার কাছে হায়,
গুমোর কে রাখে!
গঞ্জনা ভয় পেয়ো না পায়ে ধরে পড়ে কাঁদ।

বেদেনী। বাত হয় ভাল করি! দরদ হয় ভাল করি! দাঁতের প'কা বার করি!

(ফকৃরের মার প্রবেশ)

ফক্-মা। ও বেদে মাগী, শোন না, শোন না! আমর! কাণের মাথা খেয়েচেন! শুন্‌তে পান না!

বেদেনী। কিরে মাগী?

ফক্-মা। মাগী আমায় মাগী? জানিস্ নে! নচ্ছারণী, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেব! আমি কে জানিস্? অর্দ্ধেক রাজ্যি আমার, রাজার মেয়ে আমার বউ!

বেদেনী। মাগীটে খ্যাপা! বাত হয় ভাল করি! দরদ হয় ভাল করি! দাঁতের প'কা বার করি!

ফক্-মা। ও মাগী! চল্লি কেন চল্লি কেন? একটা ওষুধ দিয়ে যেতে পারিস? আমার যদি ছেলে ভাল হয়, তোরে বখসিস কর্ব্বো। ফকরের দুখানা ছেঁড়া কাপড় তুলে রেখেছি, তোরে দেব। আধ কুনকে চাল, পোন পয়সার কড়ি!

বেদেনী। তোর ছেলের দাঁতে প'কা আছে?

ফক্‌-মা। না রে মাগী না, সে ডাগর ছেলে, একটু খেপাটে!

বেদেনী। লে মাগী, এই শেকড় লে,—দে চাল দে, কাপড় দে কড়ি দে!

ফক্‌-মা। তুই শেকড় খানা দিয়ে যা! ফক্‌রে এলেই রাজার মা হব কিনা? অর্দ্ধেক রাজ্যি পাব, মেয়ে ধরে এনেচি শুনিস নি? তেল চুক চুকে করে পীঁড়েখানি দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসব! রাজার মেয়ে পাণ ছেঁচে এনে দেবে! যদি একটু খিরকিচ থাকে—বল'ব আট গতরের মাথা খাগী! পাণ ছেঁচতে জান না? পালকী করে যাব, বেশ শুকনো নারকেল পাতাগুলি কুড়িয়ে আনবো! আপনি তামাক পোড়াব—কারুর তামাক পোড়া পছন্দ হয় না—যদি ভাল কত্তে পারিস, তোকে এক্‌ কৌট দেব। দে শেকড় খানা দে!

বেদেনী। খেপা মাগী! বাত হয় ভাল করি! ব্যথা হয় ভাল করি! দাঁতের প'কা বার করি!

ফক্‌-মা। মর মাগী! উচ্ছন্ন যা! উচ্ছন্ন যা! শ্মশান ঘাটে যা!

(গণৎকার বেশে চিৎকুমার ও জনৈক চেলার প্রবেশ)

চেলা। (গীত)

ভোলা চরণ তেরা চাহি,
করুণাকর তুঁহ সাধু বাতাই।
বোহি ফুকারে, পাওয়ে ফণিহারে
ভব পারাবারে তারে—
শিব শঙ্কট বারে;
দীন হীন জন তু নহি বিচারো,
হর হর কাতর নেহার
আশুতোষ তেরা, নাম দোহাই,
ত্রাহি ত্রাহি শিব শিব ভোলা ত্রাহি!

চিৎ-কু। আরে মায়ি! তু তো রাণী হোয়েগী! তেরা লেড়কা ঘরমে চলা আতা হ্যায়। রাজপুত্রকা মাফিক ওস্কা সুরৎ হো গিয়া! আজ রাতকো আয়েগা। তেরা পাশ যো মাণিক হ্যায়, ওইঠো ওস্কো দেনেমে ওস্কা দেওয়ানাগিরি ছোটে গা!

ফক্‌-মা। আমর পোড়ারমুখো মিনসে! আমার কাছে মাণিক কোথা?

চিৎ-কু। আচ্ছা মায়ী তু বাৎতো শুনলে! ও মাণিকঠো তেরা লেড়কাকো দেনেকা তিন রোজ বাদ ওস্কা বেমার ছোটে গা। ফকির সাচ্ বোলে কি ঝুটা বোলে, আজ রাতকো তেরা লেড়কা আনেসে মালুম হোগা। হামতো বৈদ্যনাথকা ফকির হ্যায়, কুছ তোম্‌সে মাঙতা নেই।

[প্রস্থান।

ফক্-মা। অঁ্যা এ মাণিকের কথা কোত্থেকে এ মিন্‌সে টের পেলে! যদি ফকুরে এসে তা হ'লে জানব ঠিক কথা! যাই সন্ধ্যা হল, সাঁজ সলতে জ্বালি গে।

[প্রস্থান।

(ফকুরের বেশে বিরাগের প্রবেশ)

বিরাগ। ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্!

(ফকুরের মার পুনঃ প্রবেশ)

ফক্-মা। কে রে? বাবা ফকুরে এলি? ওরে অমন করে ঘাড় গুঁজে বসে রয়েচিস কেন? ভাত খাবি আয় না! আয় ঘরে আয়! সন্ন্যাসী মড়া ঠিক বলেচে! আয় আয়, সাত রাজ্যের ধন মাণিক নিবি?

বিরাগ। হুম্।

ফক্-মা। তবে ঘরে আয়—আস্‌বি নি? আচ্ছা এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

বিরাগ। ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্!

(ফকুরের মার পুনঃ প্রবেশ)

ফক্-মা। এই নে! এই ন্যাকড়া জড়ান গোবরের ঠুলির ভেতর আছে। খবরদার খুলিস্ নি! কেউ দেখতে পেলে কেড়ে নেবে!

বিরাগ। হুম্।

ফক্-মা। মাণিক হাতে পেয়েই একটু বুঝদার হয়েচে!

বিরাগ। হুম্।

ফক্-মা। সন্ন্যাসী মড়া ঠিক বলেচে! তিন দিন চোখে চোখে রাখ্‌তে হবে! ভাল করে লুকিয়ে রাখতে পার্ব্বি তো?

বিরাগ। হুম্।

ফক্-মা। ঐ যে বেশ করে কাপড়ে গের দিচ্চে! ভাল দেখতে পাচ্চি নি— যেন রঙটা ফরসা হয়েচে! সন্ন্যাসী মড়া ঠিক বলেচে!

বিরাগ। ধূপ্ ধূপ্ ধূপ্!

ফক্-মা। ওরে জল থেকে এক রাজকুমারী উঠেচে, দেখবি? সেখানে সব পাহারা আছে, কেউ বেটাছেলে যেতে পারে না! খালি আমার যাবার হুকুম্ আছে, আর আমি যাকে সঙ্গে নিই। আর শুনেচি যে রাজকুমারীর সঙ্গে তোর বে হবে, সেও না কি রাজাকে বলে কয়ে আজ যাবে, তুই যাবি? চ'না! তোর কনেকেও দেখবি!

বিরাগ। হুম্।

ফক্-মা। তবে আয়!

[বিরাগ ও ফক্‌রের মার প্রস্থান।

(ধাঙড় কন্যার প্রবেশ)

(গীত)

কেনে বনে এলি, মোর মন ভুলালি,
এখন কেনে এত টালাটালি।
এ তোর বেইমানি. হামি কি আগে জানি.
মিঠি মিঠি তোর বাত কি মানি,
হামি বনের পাখি,
বনে ঘুরি ফিরি বনে থাকি—
হাসলি বসলি কাছে কুল মজালি।
ভাল বুঝে লিব তোর চতুরালি॥

(চিৎকুমারের প্রবেশ)

চিৎ-কু। ও রে কোথায় যাচ্ছিস্?

ধা-ক। তুহার রাজার ছেলেটাকে ধরব্! এখন বাপকে কিছু বলিনি; হামার ঝুট ব'লে সাদি করে, আর আমার কাছে এসে না! কলজা বলে, জান বলে! কেত দরদ জানালে!

চিৎ-কু। রাজার ছেলে কেমন করে জানলি?

ধা-ক। হামি চিনেচি! বাগিচেয় টওলাচ্ছেলু, পোষাকটা চম্‌কাচ্ছিলু, হামি দরয়ানকো পুছলু ও কে আছে? বল্লো রাজার বেটা আছে। রাজার বেটাটা হামাকে দেখে ভাগলু; হামি যেমন করে পারি ধর্ব্বো! নয় তো রাজার কাছে নালিস জানাব!

চিৎ-কু। তোরে সত্যি বে করেছে?

ধা-ক। বিয়ে কল্লু না? পাঁচজনে দেখলু, মালা বদল হলু! এ আংটীটা দেলু!

চিৎ-কু। সত্যই তো যুবরাজের আংটী! আচ্ছা তুই আমার সঙ্গে আয়। তুই প্রকাশ করিসনি, তা হ'লে রাজার জাত যাবে, তুই রাজকুমারকে পেলেই তো হ'ল?

ধা-ক। পাব তো ফুটবু না, আর না পাব তো ঢাক্ পিটবু।

চিৎ-কু। আচ্ছা তুই এখন যা! যদি না পাস ঢাক পিটিস্!

ধা-ক। আচ্ছা চলছু, যদি না পাবু তো আসবু!

[প্রস্থান।

(সৌরভকুমারের গুঁড়ি মারিয়া প্রবেশ)

সৌরভ। হ্যাঁ হে, হ্যাঁ হে! ও বেটী কি বলছিল?

চি-কু। বল্‌ছিল আমার মাথা আর মুণ্ডু! মহারাজের কাছে যাচ্ছিল।

সৌরভ। কেন, কেন?

চিৎ-কু। আর কেন! তোমার হাতের আংটী ওর আঙুলে দেখলুম।

সৌরভ। দেখ, তুমি দিন দু'চ্চার বেটীকে চেপে রাখ! এ বে'টা হ'য়ে গেলেই আমি একদিকে পাড়ি মারি!

চিৎ-কু। আর ও ভেসে যাবে? গলায় মালা দিয়েচো—চুপি চুপি একটা বাড়ীতে রেখে যাও; রাজারা তো এমন বাঁদীও রাখে!

সৌরভ। সে যা হয় হবে! সে যা হয় হবে। দিন দু'চ্চার চেপে রাখ।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নাট্যশালা

(শিখা ও সখীগণ)

সখীগণ।   (গীত)

এলো বর দেখলো দিগম্বর,
মুচকে হেসে তোর পানে চায় কর্ব্বে নিয়ে ঘর।
ছাখলো তোরে ভালবেসেছে,
আপনি দিয়েছে ধরা সেধে এসেছে,
হেসে হেসে কাছে ঘেঁসেছে—
দেখিস্ যেন অযতনে নাগরমণি হয় না পর।
পস্তাবি সই নয়তো নাগর ধর।

শিখা। আ মরি মরি! এ কে লো, তোর বর নাকি?

বিমলা। তোমার ভুলিয়ে তবে তো আমি পাব?

শিখা। মরি! এ সুঠাম মূর্ত্তি কোথায় পেলি?

বিমলা। তেঁতুল গাছ থেকে পেড়ে এনেছি।

শিখা। যদি পোষ মান'তে পারিস কাষ দেখবে!

বিমলা। ও পোষ মেনেই আছে, তুমি তুড়ি দিলেই পড়বে।

বিরাগ। আমি কাকে বিয়ে কড়বো?

বিমলা। তোমার যাকে পছন্দ।

বিরাগ। তোড়া ড়াজকুমারী কাড়া?

শিখা। ঐ রাজকুমারী ঐ!

বিরাগ। তোড়া কে?

শিখা। আমি সখী।

বিরাগ। তবে আমড়া সখী বিয়ে কড়বো!

বিমলা। আহা এমন নৈলে বরাত!

শিখা। তোমার নাম কি?

বিরাগ। ককূড়েড় মায়েড় ককড়ে—তোড়া লাচতে জানিস্?

শিখা। না, তুমি জান তো নাচ।

বিরাগ। আয় তোড়ে শিখুই আয়—(শিখার হস্ত ধরিতে অগ্রসর)।

শিখা। ও মা, এ কি বালাই!

বিরাগ। ব্যাজাড় হচ্ছিস কেনে? লাচ শিখবি! তুই আমাড় ক’নে হবি। আমড়া সাপ মেড়েছি জানিস? আমাড় কাছে মাণিক আছে!

শিখা। বিমলা। বলে কি রে?

বিমলা। তুই কেন ভাবচিস? চিৎ দাদা বলেচে কোন ভয় নেই।

বিরাগ। তোদেড় আমায় পছন্দ হ’লো না? তবে আমি তোদেড় কাছে যাই। তোড়া বে কড়বি?

বিমলা। না, তুমি আমায় পছন্দ কল্লে না, তোমায় বে কর্ব্বো কেন?

বিরাগ। তোড়া কেউ বে কড়বি?

দ্বি-সখী। তুমি কাকে বে কর্ব্বে?

বিরাগ। তবে তোদেড় ব’লব? আমাড় বে হয়ে গিয়েছে।

শিখা। কার সঙ্গে?

বিরাগ। তোদেড় সঙ্গে।

শিখা। পোড়ার দশা আর কি!

বিরাগ। আবার মিছে কথা! তোদের আবার বুঝি কাড়ে মনে ধডেছে? আমড়া তেখনি তো বলেছিলুম তোড়া ভাল নোক ন’স! তা আমড়া চল্লুম! দেখিস্ আবাড় যে বলবি বিয়ে কড়েচিস্, তা আমড়া শুনব না। (বিমলার প্রতি) ওড়ে শোন শোন, আমড়া ওদেড় সঙ্গে আড় কথা ক’ব না, আমড়া কাড়ুড় সঙ্গে কথা ক’ব না। তোদেড় একটা কাণে কাণে কথা ব’লব।

বিমলা। কেন, আমার এত বরাত ফিল্লো কেন?

বিরাগ। কাণে কাণে শুন্‌বি কি না বল?

বিমলা। তুমি ঐখান থেকেই চুপি চুপি বল না?

বিরাগ। ছাখ, ওদেড় বল, যদি আমাদেড় বিয়ে না কড়ে থাকে, আমড়া ওদেড় এই আংটীটা ফিড়িয়ে দিচ্ছি। ওদেড় আমাড় আংটীটা দিতে বল।

বিমলা। একি বিরাগ নাকি?

বিরাগ। আমড়া যে হই—তোদেড় কি? আমড়া চল্লুম, দে আমার আংটী দে!

শিখা। আমি যাকে যা দিই, তা ফিরে নিই নি।

বিরাগ। তোদেড় খালি মিছে কথা? নাও না যে ফিড়িয়ে নাও!

শিখা। নাও নাও রাগ করো না, আংটী পর।

বিরাগ। দেখ তোমড়া আমাদেড় ছুঁচ্ছ কেন? ত্যাখন ব্যাজাড় হ'লে! আমি এখন ব্যাজাড় হয়েচি।

শিখা। আর ব্যাজাড়ে কায নেই;

বিরাগ। তবে কেন তোমড়া ব্যাজাড় হ'লে?

শিখা। যদি ফ্যাকরা কর্ব্বে তো আমি চল্লুম!

বিরাগ। যাবে কোথা, এইবাড়ে হাত ধড়বো না! এই বাড়ে নাচবো।

বিরাগ। (গীত)

ধুপাধুপ, বেজাড় ভাড়ি, ফকড়েকে কেউ আড়কি পাও,
ধুপাধুপ ধড়লে কেনে থাকবো না আড় ছেরে দাও
ধুপাধুপ যাই সোজাসুজি,—
আমাড় গুমোড় নেই বুঝি!
ধুপাধুপ, কড়বে গুমোড় তোমড়া ড়োজ ড়ুজি?—
ধুপাধুপ, ফকড়ে নাচে ভাল চাও তো সড়ে যাও।

(ফকরের মার প্রবেশ)

ফক্-মা। ওমা সন্ন্যাসী মড়া ঠিক বলেচে! এই যে আমার ফকরে বেশ ভাল হয়েচে!

বিরাগ। ধুপ্ধুপ!

বিমলা। কোন্ সন্ন্যাসী গো কোন্ সন্ন্যাসী?

ফক্-মা। ঠিক বলেচ! মাণিকটা হাতে দিলেই ছেলে ভাল হবে!

বিমলা। ওগো! তুমি চলে যাও! চলে যাও! থেকো না! সেই সন্ন্যাসী তবে তো ঠিক কথা বলেচে—যে ফকির ভাল হবে, কিন্তু তিন দিন যেন ফকিরের মা কাছে আসে না।

বিরাগ। ধুপধুপ।

বিমলা। ঐ দেখ, ঐ দেখ! বেশ নাচ্ছিল গাইছিল, আবার বাই চালবে!

ফক্-মা। ও ফকরে! ও ফকরে! আমি তবে যাই?

বিরাগ। হুম্।

ফক্-মা। দেখিস্ কোথাও যাস্ নি! এইখানে থাকিস্!

বিরাগ। হুম।

ফক্-মা। (জনান্তিকে) ছাখ মাণিকটা কারুকে দেখাস্ নি!

বিরাগ। ধুপধুপ।

বিমলা। ও বাছা তুমি যাও যাও! দেখচো না? তুমি থাকলেই বাই বাড়ে!

ফক্-মা। আমি যাচ্চি, আমি যাচ্চি। হ্যাঁলা হ্যাঁলা রাজকুমারীর সঙ্গে ভাব হয়েছে?

বিমলা। বড্ড গো বড্ডো!

বিরাগ। ধুপ ধুপ।

বিমলা। যাও বাছা যাও যাও।

ফক্-মা। ফক্‌রে আমি যাই?

বিরাগ। হুম।

ফক্-মা। দেখিস্, ভাল করে খাস দাস। ও মাছের মুড়ো খায়, একটু দুধ নইলে পেটের অসুখ করে; বেগুণ পুড়িয়ে প্যাঁজ দে, লঙ্কা দে, চটকে দিস্।

বিরাগ। ধুপধুপ!

ফক্-মা। এই যাই বাছা যাই! আর দেখ একটু গুগলির ঝোল করে দিস্।

[প্রস্থান।

বিরাগ। তোমরা সাত বাটপাড়ের কান কাট, এত মিছে কথাও এসে!

বিমলা। আমাদের তো দুটো কথার মিছে, তোমার যে আগা গোড়া মিছে!

বিরাগ। কেমন শিক্ষা পেয়েচি বল! আমার বন্ধুর স্ত্রীর কাছে নিয়ে চল।

শিখা। তুমি কি ক'রে তারে উদ্ধার কর্ব্বে?

বিরাগ। আমি সমস্ত রাত যাতায়াত কর্ব্বো; প্রথম প্রথম শান্ত্রীরা জিজ্ঞাসা কর্ব্বে—কে? তারপর ত্যক্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়বে। সেই সময়ে নিয়ে চলে যাব। একবার বেরিয়ে পড়তে পারে, চিৎকুমারের একটা আংটী আমার ঠেঙে আছে, কেউ আর কিছু বলবে না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

(বারি)

বারি। ছি ছি ছি ছি মন এখনও প্রয়াস, জীবনেরি আশ গেল না
ফণিনী সঙ্গিনী, ফণিনী ভাবিয়ে সভয়ে শমন এল না।
ফণিনীর শ্বাসে ছিল না এ জ্বালা, যে জ্বালায় জ্বলে প্রাণ,
ভুলাইয়ে ছলে এসেছি চলিয়ে, দিচি প্রেমে প্রতিদান।
আছে কি না আছে, আমা বিনে সে যে পলকে প্রলয় মানে,
আমি যে সাপিনী সে তো তা জানে না, আমি তার তাই জানে।
কতই সয়েচি কেন সব আর, জীবন দুখের ভার,
রহিল বেদনা মলে কি ভুলিব, দেখা তো পাব না তার।

(বিরাগের প্রবেশ)

বিরাগ। কি রাজকুমারী! তুমিও সহর দেখতে এসেচ না কি? শুনচি নাকি নাগর ধত্তে এসেচ!

বারি। কে বিরাগ? আমায় রক্ষা কর!

বিরাগ। চুপ, এখানে বিরাগ নয়—ফকুরের মার ফকুরে; কিছু ভয় করো না, আমি মাণিক পেয়েচি। বাহার এতক্ষণ কি ক'চ্চে বলতে পারি নি। আমি তারে জল থেকে বার করে আনি।

বারি। যাও, যাও, শীগগির ফিরে এস!

বিরাগ। তুমি মহারাজকে এই আবেদন পত্র পাঠিয়ে দাও—এর মর্ম্ম এই "তুমি কুমারী নও উজ্জয়িনী রাজকুমারের পত্নী।"

বারি। কি করে পাঠাব?

বিরাগ। কেন, তোমার মিতিনের হাতে।

বারি। আমার মিতিন কি? কি বলচ?

বিরাগ। আমার স্ত্রী!

বারি। তোমার স্ত্রী কি?

বিরাগ। তোমার পছন্দ হয় না বলে কি আর কারুর পছন্দ হ'তে নেই ?

বারি। আমার পছন্দ নয় কেন? তোমারই পছন্দ নয় সত্যি কি বিবাহ করেচ ?

(শিখার প্রবেশ)

বিরাগ। (শিখার হস্ত ধারণ করিয়া) সত্যি মিথ্যা জিজ্ঞাসা কর !

বারি। মিতিন মিতিন ! তুমি এই খেপাটাকে বে করেচ ?

শিখা। ও আমায় খেপালে, তা কি কর্ব্বো বল !

বিরাগ। কে খেপেচে তা তোমার মিতিন বেশ দেখেই বুঝতে পাচ্চে ! আবার তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন ! আমি বেহায়া তাই পায়ে হাতে ধরে রয়েচি !

শিখা বেহায়া খুব বটে ! আমি বনে গিয়ে সেধে পেড়ে লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে ওঁর পূজা কল্লেম, আর উনি বলেন তাড়িয়ে দিচ্ছিলো ! ওঁর ভিরকুটী কত ! একলা আমায় পেয়ে মন ওঠে না !—আমার এ সখীকে বলেন বে কর্ব্বি ? ও সখীকে বলেন বে কর্ব্বি ?

বিরাগ। ওঁর ফকুরের মার ফকুরে জুটলো, আমি কি ভেসে যাব নাকি ?

শিখা। তুমি ভাসবে ? কত লোককে ভাসাবে !

বিরাগ। তবে চল্লেম !

শিখা। ছাখ লো ছাখ কে কারে তাড়ায় দেখ !

বারি। শীগগির এস।

বিরাগ। ভেব না। এ রাজা পরম ধার্ম্মিক, তাতে আবার তোমার শ্বশুরের বন্ধু ! যদি টের পান যে তোমার বিবাহ হয়ে গিয়েচে, তিনি কখনই তাঁর পুত্রের কথা শুনবেন না। বাহারকে আনতে পাল্লে হয় !

বারি। তুমি আমায় নিয়ে যাও, এখানে আমি থাকব না।

বিরাগ। তাই হবে।

[প্রস্থান।

শিখা। আচ্ছা তুই কি কর্ব্বি মনে করেছিলি ?

বারি। ভেবেছিলুম জলে ঝাঁপ দেব।

শিখা। জলে আর তোমার কি ক'র্ত্তো ভাই ! তুমি তো শুনতে পাই পানকৌটীর মতন উঠতে আর ডুবতে।

বারি। কেন প্রাণ যায় কর্ব্বার কি উপায় আর পেতুম না? আমি আপনার জন্যে এক তিলও ভাবি নি, ভাবতুম তার দশা কি কর্‌লুম!

শিখা। সে তোমার সঙ্গে থেকে থেকে বেশ জলের নীচে শুতে শিখেছে।

বারি। যদি দিন পাই তোমায়ও শেখাব।

শিখা। দিন পেলে বুঝি পুকুরে গুঁজড়ে ধর্‌বে?

বারি। ওলো আমায় ধর্ত্তে হবে না, আপনি গুঁজড়ে পড়বি!

শিখা। তা ঠিক বলেচিস ভাই! গুঁজড়ে পড়েচি!

বারি। আর আমি গা ভাসান দিয়েচি?

শিখা। তা নইলে তো ভাই আর তোর সঙ্গে দেখা হ'তো না?

বারি। সে ওষুধ তুমি আপনিই করে রেখেচ, এত ধরা বাঁধা করে দেখা কত্তে হ'ত না।

শিখা। ধরা বাঁধার দোষ কি ভাই? তোমার রূপ দেখলে মুনির মন টলে!

(গীত)

শিখা। দেখলে তোরে টলে মুনির মন,
নারী হয়ে ফিরতে নারি নয়ন।

বারি। নাগর বাঁধা বিনিয়ে বেণী দেখনি কি চাঁদবদন?

শিখা। তোর নয়ন হেরে হয়না কে বিভোর?

বারি। সামনে দেখচি লো সই তোর নয়নের জোর,

শিখা। বলিস মিতের কথা তোর?—সেতো মনচোর!

বারি। ভাল করে তাই বেঁধেচ দিয়ে প্রেমের ডোর!

উভয়ে। তোর কথায় কাণে কে আঁটে—
নয় তুমি যেমন তেমন!

সখিগণ। চল লো চল থামুক লড়াই—
আসবো লো তখন।

বিমলা। ওলো আমাদের যাবার সময় হয়েচে।

শিখা। তবে আসি মিতিন?

বারি। এস দিদি! আর যদি না দেখা হয়, এক একবার মনে করিস, আমি বড় অভাগিনী!

শিখা। বালাই! দেখা হবে না কেন?

বারি। ভাই যদি না উদ্ধার হতে পারি এ প্রাণ কি রাখবো!

শিখা। তুই কিছু ভাবিস নি ; সতীর কোন ভয় নেই, ভগবান রক্ষাকর্ত্তা!

[বারি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বারি। গীত

আশা তোরে রাখি যতনে।
নিবিড় আঁধারে নহে প্রবোধ কি দিব মনে॥
পলকে প্রলয় মানে, আমা বিনে সে কি জানে,
নয়ন জলে ভাসে অভিমানে
কে আছে বুঝাবে তারে, আছে কি আমা বিহনে!

(বিরাগের প্রবেশ)

বিরাগ। এইবার চলে এস ; আমি দুবার তিনবার আনাগোনা করে দেখলুম, প্রহরীরা আর কেউ জেগে নেই। কেউ যদি জাগে, আমি ধুপ ধুপ শব্দ কল্লেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

জলটুঙি

(ফকৃরে ও চিংকুমারের প্রবেশ)

ফকৃরে। তোড়া মেয়ে সাজালি কেনে?

চিং-কু। তোর রাজকুমারে সঙ্গে বে হবে।

ফকৃরে। আড়ে ছ্যাঃ! রাজকুমারী বে কড়বো!

চিং-কু। না আগে রাজকুমার তোর কাছে যাবে, তুই যেন তার ক’নে হবি, তারপর তোকে রাজকুমারীর কাছে নিয়ে যাবে।

ফকৃরে। আড়ে ছ্যাঃ!

চিং-কু। তবে তোর রাজকুমারী বে হবে না! কাপড় মুড়ি দিয়ে রাজকুমারের সঙ্গে রাজসভায় আসবি! রাজকুমারী তোকে দেখবে আর বে কর্ব্বে।

ফক্‌রে। ছ্যাঃ! বে ক'ড়বো না! আমড়া চল্লুম। লে, ঝোঁট খুলে লে।

চিৎ-কু। তা হলে যে তোরে ফক্‌রে চিন্‌বে, আর তেল কর্ব্বে!

ফক্‌রে। আমড়া পালাই।

চিৎ-কু। কোথা পালাবি? ধর্ব্বে এখনি!

ফক্‌রে। তবে তোড়া ড়াজকুমাড়ীকে পাঠিয়ে দিস্।

চিৎ-কু। রাজকুমারীই তো রাজকুমার সাজবে।

ফক্‌রে। ড়াজকুমাড়ী বড়্ হবে?

চিৎ-কু। তোকে পাবার জন্যে আর কি কর্ব্বে? একবার তুই ক'নে হয়ে রাজসভা থেকে বেরুলেই তোরে অন্দরমহলে নিয়ে যাবে; সেখানে তোর ঝোঁট খুলে দেবে, তারপর রাজকুমারী ক'নে হবে, আর তুই বর হবি! তুই চুপকরে অন্ধকার ঘরে বসে থাক্‌বি।

ফক্‌রে। লাচবো না?

চিৎ-কু। একলা যখন থাক্‌বি, লাচবি। রাজকুমার এলে আর লাচবিনি, মুড়ি দিয়ে বস্‌বি।

ফক্‌রে। তোড়া যে বল্‌লি ড়াজকুমাড়ী?

চিৎ-কু। দেখ দেখ, তোরে কেমন সেজেচে দেখ!

ফক্‌রে। আড়ে ছ্যাঃ! তোরা ঝোঁট খুলে লে।

চিৎ-কু। তবে আমি সেপাই ডাকি? তোরে ধরুক?

ফক্‌রে। না, তোড়া বড়্ ক'ড়ে দে।

চিৎ-কু। আচ্ছা তুই বস্‌গে যা। বরাবর জলটুঙিতে যা। এই রাস্তাদে বরাবর যা, আমি টোপর টোপর নিয়ে যাচ্চি।

ফক্‌রে। বাজনা আনিস্।

চিৎ-কু। তা আন্‌বো।

ফক্‌রে। সত্যিকাড় ড়াজকুমাড়ী দিস্। ছ্যা! ড়াজকুমাড় বে কড়'বো না, ছ্যাঃ!

চিৎ-কু। তবে যা এই পথে যা।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহ। আরে! কোন্ রে?

চিং-কু। নাচ্ নাচ্ এইবারে!

ফক্‌রে। ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্।

প্রহরী। খণ্ডরা! আওরাৎ বন্‌কে আয়ি!

ফক্‌রে। ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্।

প্রহরী। যাও দাদা, চলা যাও! ভোর রাত ধুপ্ ধুপ্ লাগাই! খণ্ডরা!

[ফক্‌রে ও প্রহরীর প্রস্থান।

(সৌরভকুমারের প্রবেশ)

সৌরভ! চিং! শুন্‌ছি নাকি রাজকুমারী পাগল হয়েচে?

চিং-কু। সম্ভব! সে সাধ্বী স্ত্রী, স্বামী আছে! যুবরাজ কেন দুরভিসন্ধি ছাড়ুন না? রাজধর্ম্ম সতীর সতীত্ব রক্ষণ!

সৌরভ। না, এই রাত্রেই আমি তারে বে কর্ব্বো। তার ব্রত সাঙ্গ হয়েচে। আমি পুরুৎ ডেকে নিয়ে যাচ্চি। বে হ'লে ত আর মহারাজ ফেরাতে পার্ব্বে না!

চিং-কু। তবে যান।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

(বাহার, বিরাগ, বারি ও শিখার নটনটীবেশে প্রবেশ)

(গীত)

কিনেচি সাধের হাটে পাই হে যেন পাই।
কেন হায় হারাই হারাই মনে হয় সদাই।
প্রাণ মন দিয়ে বিসর্জ্জন, কিনেচি রতন,
আমার মনের মত ধন,
তাই করি যতন—
এ নিধি মুনির মন হরে,
পাছে কেউ হরে, তাই তো ভয় করে,
এসেছি তাই তো হেথা ভরসা পেলে চ'লে যাই।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! দেখ দেখ, আমার কন্যার মত মুখখানি! আর সে দিন যে রাজকুমারী জল থেকে উঠেচেন, তাঁর মত অবিকল এঁর চেহারা! তোমাদের কি প্রার্থনা বল?

বারি। মহারাজ! আমার প্রার্থনা, আমার স্বামীকে আমি পাই।

বিরাগ। মহারাজ! আমার প্রার্থনা আমার পত্নীকে আমি পাই।

রাজা। কে তোমার স্বামী?

বারি। ইনি আমার স্বামী।

রাজা। তোমার পত্নী কে?

বিরাগ। ইনি আমার পত্নী।

রাজা। তবে আমার কাছে তোমাদের প্রার্থনা কি?

বারি। মহারাজ! আমাদের গোপনে গন্ধর্ব্ব বিবাহ হয়েছে। মহারাজ! আজ্ঞা করুন, এ বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত।

রাজা। অবশ্যই সঙ্গত।

বারি ও বিরাগ। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(ধাঙড়-কন্যার প্রবেশ)

(গীত)

ফিরি বনে, মনে নাই কারিকুরি,
কে জানে হান্‌বে মোর বুকে ছুরি।
ফুটে ছিনু বনের ফুল হেন, মোরে ছিঁড়লে কেন,
হই আপনা হারা, জান শুকিয়ে সারা,
খেপা পারা খালি ঘুরি ফিরি।

রাজা। আজ নাচের পালা দেখচি! তোর আবার কি?

ধাঙড়-কন্যা। হামার মানুষটা হামায় দে।

রাজা। কে তোর মানুষ?

ধাঙড় কন্যা। যার আংটী হামার আঙুলে।

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! এ যে যুবরাজের অঙ্গুরী!

ধাঙড়-কন্যা। সেইটে হামার মানুষ।

রাজা। যুবরাজকে ডাক।

চিৎ-কু। মহারাজ! তাঁরা সস্ত্রীক আসচেন।

(ফকরের মার প্রবেশ)

ফক-মা। কৈ, দাও রাজা! অর্দ্ধেক রাজ্যি দাও! আর ফক্‌রের সঙ্গে তোমার মেয়ের বে দাও! তাদের বেশ ভাব হয়েচে।

রাজা। চিৎকুমার! একি?

চিৎ-কু। মহারাজ! আপনি পরম ধার্ম্মিক! আপনার কোন বিপদ হবে না। আপনার কন্যার যদি মনন হয়ে থাকে তো যোগ্য পাত্রেই হয়েচে!

ফক্‌-মা। হ্যাঁ তা হয়েচে! আমার ফক্‌রে—সোনার চাঁদ ফক্‌রে!

(ফক্‌রে ও সৌরভের প্রবেশ)

ফক্‌রে। এই বাড় ঝুঁটী খুলি। তোড়া এবাড় ড়াজকুমাড়ী হ। আড়ে ছ্যাঃ! এ যে গোঁপ আছে! আড়ে ছ্যাঃ! এ যে সত্যি ড়াজকুমার—ড়াজকুমাড়ী লয়!

রাজা। এ কি রহস্য! যুবরাজ! এ অঙ্গুরী কার?

সৌরভ। ও চুরি করেচে! মৃগয়া ক'ত্তে হারিয়ে গিয়েছিল।

চিৎ-কু। যুবরাজ! মিথ্যা বলবেন না। মনোগত বিবাহ করেননি সত্য! কিন্তু এ যুবতীকে আপনি আংটী দিয়েচেন—আমার কাছে নিজ মুখে প্রকাশ করেচেন।

বিরাগ। সুন্দরি! তুমি যুবরাজকে চাও, কি এই সাত রাজার ধন মাণিক চাও? এর প্রভাবে সরোবরের নীচে যেতে পার্ব্বে। সেখানে দেখবে ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার, সমস্তই তোমার হবে। কি তোমার অভিলাষ বল?

ধাঙড়-কন্যা। বাপকে ডাক!

(ধাঙড়ের প্রবেশ)

ধাঙড়। লিয়ে লে, ঐ মাণিকটে লিয়ে লে, তোর তো রাজার বেটাটা লিয়ে তিনটে বিয়ে হ'ল। আবার একটা দেখে লিবি। লিয়ে লে, মাণিকটা লিয়ে লে।

সৌরভ। মহারাজ। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েচে। আর শ্রীচরণে কখন আমায় অপরাধী পাবেন না। অধর্ম্ম গোপন থাকে না, চপলতা বশতঃ আমি বুঝতে পারি নি।

চিং-কু। মহারাজ! ইনি বিদর্ভ রাজকুমার, এঁর কৌশলে সাপ মরে, আর ইনি আপনার কন্যা শিখা।

বিরাগ ও শিখা। (প্রণাম করণ)

রাজা। সুখী হও।

চিং-কু। মহারাজ! ইনি উজ্জয়িনী রাজকুমার, আর ইনি যে রাজকুমারী জল থেকে উঠেচেন, সেই রাজকুমারী।

বাহার ও বারি। (প্রণাম করণ)

রাজা। সুখী হও।

ফক্‌রে। ওমা মা! চল ঘড় যাই চল, ঘড় যাই চল, ছ্যাঃ ছ্যাঃ! সত্যিকাড় ড়াজকুমার বে করে। আমাড় ঝুঁটি বেঁধে দিলে! এবার ধুপ্‌ ধুপ্‌ ক'ড়ে লাচবো আর তোড় ঘড়েই থাকব।

বাহার। ফক্‌রের মা! তুমি আমার এই অঙ্গুরী নাও। বৃদ্ধকালে আর অধর্ম্মে মতি ক'রো না। এর মূল্যে যাবজ্জীবন সুখে থাক্‌তে পার্ব্বে।

(সখীগণের প্রবেশ)

(গীত)

ফুরুল রূপকথাটি মুড়ল নোটে।
হাততালি দে ভাল ভাল বল একচোটে।
দিও না ব্যথা, রেখ হে কথা,
মুড়িয়েচে নোটে, যেন মুড়িও না মাথা,
রোজ ভাল বল, আজ পাছে তোল,
ভাল বলে যাও ঘরে যাও দেখবে ঘর আলো,
ছাড়ব না না বলে ভাল, পেয়েচি আপন কোটে।

যবনিকা

যামিনী চন্দ্রমা হীনা গোপন চুম্বন

A Kiss In The Dark

চরিত্র

পুরুষগণ

মুরারি বাবু	...	...	জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি
মথুর বাবু	...	...	মুরারি বাবুর বন্ধু
গদা	...	...	মুরারি বাবুর ভৃত্য

স্ত্রীগণ

বসন্তকুমারী	...	...	মুরারি বাবুর স্ত্রী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(মুরারি, মথুর ও বসন্তকুমারী আসীন)

মু। (স্বগত) আবার এয়েচে বেটা, (প্রকাশ্যে) মথুর বাবু আস্তে আজ্ঞা হয়।

ম। আজ্ঞে, আজ্ঞে—

(নেপ)। দেখগা, সমাজে যদি যাও, তো তাড়াতাড়ি যাও, না হয় এখন কার সঙ্গে কথা কয়ে দেরি করে রাত ১২টার সময়—

মু। আমি আজ যাব না।

ব। আমার উপর রাগ করে বোল্‌চো, যদি না যাও, তবে আমি আজ খাব না।

মু। বুঝেচি বুঝেচি গো!

ব। যা, বুঝে থাক, আমার কাছে এসো না!!

মু। (যাইতে উপক্রম)

ব। একটা কথা শুনে যাও ;—

মু। তুমি তো তাড়াতে পাল্লেই বাঁচ, আর কেন আমায় ডাক্‌চো।

ব। আমার ঐ অপরাধে কি একটা কথা শুন্‌তে পার না?

মু। আচ্ছা, শুনেই যাই, তুমি কি বল।

(গদার প্রবেশ)

গ। (স্বগত) তোর কথা শুন্‌বে, তুই কোন্ ছার!

ব। দেখ একটা কথা বলে যাও—তুমি শীগগির শীগগির আস্‌বে? না এস, নেই—নেই, আমি আর এক জনকে বলে রাখ্‌ব।

মু। আর এক জনকে খুঁজতে হবে না, মথুর এসেচে।

ব। মথুর বাবু এয়েচেন, (মথুরের প্রতি) আপনি অমন করে দাঁড়িয়ে আচেন! দেখতে পাইনে, আসুন না? (স্বামীর প্রতি) তুমি যাও—

(স্বামীর গমনোত্তম) শোনো, একটা কথা বলি, শীগ্‌গির শীগ্‌গির আস্‌বে কি না? না—তুমি আস্‌বে না, এসো না—

মু। রাগ কচ্চ কেন?

ব। রাগ কিসের, তোমার যা ইচ্চে তাই কোর্‌বে, আমার রাগ কিসের, কিন্তু যদি মথুরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও—

মু। ভদ্দর লোক এসেচে!!—তার ওপোর আমি বার বার বোলেচি—আমি ঘরে না থাকি, আমার মাগ তোমায় Receive কোর্‌বে।

ব। (স্বগত) তুমি বল্লে তাই!! (প্রকাশ্যে) নাথ! তুমি কি জান না, যে তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখ দেখতে পাইনে, তোমার অনুরোধে আমি অনেক কোরেচি, আরও বল তো মথুরকে আমি মাথায় করে রাখব, কিন্তু আর তোমার কথা শুন্‌বো না—

মু। আমার ওপোর রাগ কচ্চ?

ব। না, তুমি বোল্‌চো আর তোমার আমি কোন কথা শুন্‌বো না—তুমি যাও,—এক্ষুণি যাও,—

মু। আমায় তাড়াচ্চ কেন?

ব। না, তুমি যাও,—এখনি যাও।

মু। আচ্ছা আমি যাচ্চি, কিন্তু তুমি মথুরকে অনাদর করো না।

ব। (স্বগত) শেখালে বাড়ার ভাগ!! (মৌনাবলম্বন)

মু। দেখ আমি কথা দিয়ে এসেচি, সমাজে যাব।

ব। আমি বল্‌চি, তুমি যাও না।

মু। তবে চল্লেম।

ব। যাও, এস! (স্বামীর প্রস্থান)।

মথুর বাবু জানো তো, ও বোকা, ওরে শীগগির তাড়ান যায় না।

ম। জানি! কিন্তু আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আচি।

গ। (স্বগত) দাঁড়িয়ে যদি আমার পা ধরে যেতো কোন্‌শালা কথা কইতো।

ব। গদা কথা শুনচিস্‌ নি, চুপ করে দাড়িয়ে রয়েচিস্‌।

গ। (স্বগত) শুনেচি, কিন্তু গদার মতন বুঝতে কোন শালা নেই।

[গদার প্রস্থান।

ম। দেখ, গদা বেটা কি মনে করে?

ব। মনে কে না করে ?

ম। আমি দিন কতক আসা বন্ধ করি।

ব। লাভের মধ্যে আমার প্রাণে ব্যথা ; নিন্দেতে ঘুচবে না।

(স্বামীর পুনঃ প্রবেশ)

মু। (স্বগত) দেখ ; বাবা, দুজনে খুব কাছাকাছি বসেচে।

ব। মথুর বাবু চৌকি নিয়ে আসুন না, কাছে এসে একটু বসুন না।

ব। সমাজ শেষ হয়েচে, এসেচ ?

মু। না, আমি এখনও যাইনি।

ব। দেখে যাও, তোমার ইয়ারের খাতির হচ্চে কি না ?

মু। (স্বগত) তবে যাই, কিন্তু বাবা প্রাণটা কু গাচ্চে ; গতিক ভাল নয়, কি হয় কি জানি, আজ যাব না। আমি বিবি মুদিনীর ওখান থেকে তামাক খেয়ে ফের আসচি।

[প্রস্থান।

ম। দেখ তোমার স্বামী বড় শীগগির শীগগির আসচে, কিছু সন্দেহ করে থাকবে।

ব। সন্দেহ ওর মনে ; তাতে তোমার আমার ক্ষতি কি ?

(স্বামীর পুনঃ প্রবেশ)

ব। কি গো আজ রাত তিনটে করবে, আমি বুঝতে পেরেচি ; আমি কিন্তু আজ অতক্ষণ—আমি কিন্তু একলা থাকবো না, বাপের বাড়ী চলে যাব !!

মু। (স্বগত) বেটী ! আমি কিছু বুঝতে পারি তোর বাবার সাধ্য বাপের বাড়ী যায় !! একেবারে হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকিয়ে আচে।

ব। দেখুন মথুর বাবু, কোন্ ধর্ম্ম ভাল, কি ধর্ম্ম ভাল, আমি একবার দেখাই, আপনার কোলে একবার শুই।

ম। (জনান্তিকে) ওরে একি কচ্চিস্ ?

ব। (জনান্তিকে) দেখ না। (স্বামীর প্রতি) হাগা চুমোয় দোষ আছে ?

মু। (স্বগত) এখন ঠেকাঠেকি ? আগে জানলে এমন ধর্ম্মের চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করতুম ; কোন্ শালা জানে এমন হিড়িক, সাম্নে কোলে শোবে,

আবার জিজ্ঞাসা কচ্চে চুমো খাবে কি না? আমি যদি কোন কথা কই, তবে বড় রসিক হলেম।

ব। মথুর বাবু, চলো না গা, ঐ কৌচের উপর একটু বসি গে।

মু। (স্বগত) বুঝেচি বাবা, জায়গা একটু ফারাক হবে রটে!!

ব। হ্যাগা তুমি দাঁড়িয়ে রয়েচ কেন, বসো না।

মু। দেখে শুনে বসে গেছি, আর বাড়াবাড়ি কাজ নাই।

ব। ও কি কথা গা, কখনও কি তুমি বসোনি।

মু। বসেচি, কিন্তু এমন বসা বসিনে।

ব। বসেচি বসেচি কচ্চো, দাঁড়িয়ে থেকে বসাটা কি তোমার বাই হয়েচে নাকি?

মু। কোন্ শালা ভাঁড়ায়, আমার চোদ্দ পুরুষ থাক্‌লে বোসে যেত; (স্বগত) আমি কি সাধে বসি, এই মথরো শালা যে আমায় বসায় (উপবেশন)।

ব। দেখ তোমার মিছে কথার চেয়ে তোমার সত্তি কথা মিষ্টি।

মু। কেন?

ব। ওত করে ধরলেম, তুমি বল্লে সমাজে যাব, কিন্তু গেলে না এর চেয়ে মিষ্টি আর কি? মথুর বাবু আমার মাথা ধ'রেচে তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুই।

মু। বাবা রে এ যে কিছু বুঝতে পাচ্চি নি, বড় ঝামেলায় পড়ে গেলেম।

ব। হ্যাঁ গা আমি মথুর বাবুকে বল্লেম তা তুমি কি কোল পাত্তে পাল্লে না।

মু (স্বগত) দেখ বেটীর মায়া কান্না দেখ, (প্রকাশ্যে) বলি দোল গোবিন্দের দোল। ওমন কোল পাবে কোথায়?

ব। গোবিন্দ কি তোমাদের সমাজে আছে? দেখ দেখ কে ভাল, কি ভাল?

মু। বাপের সঙ্গে—ঝকমারি; করেছিলেম, বাবা বেটী খালি ঐ বেটার আড়ালে গিয়ে লুকুচ্চে।

ব। কি গা তুমি কি বল্‌চো?

ম। (জনান্তিকে) আজ আসি—দেখচো বাড়াবাড়ি।

মু। বলচি কি জান, আমার গুষ্টির একটি পিণ্ডি।

ব। (জনান্তিকে) দাঁড়াও না, বেটার দৌড়খানা দেখি? (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ গা,

তুমি পিণ্ডি পিণ্ডি কেন কচ্চ গা ? আমার পিণ্ডি চট্‌কাবে !! তা বুঝেচি ! মথুর বাবু আপনি বাড়ী যান ?

মু। গদা তামাক দে, মথুর বাবু তামাক খেয়ে যাবেন।

গ। হ্যাঁ, হ্যাঁ যাচ্চি—যাচ্চি।

ব। না, আপনি কখন যেতে পাবেন না, আপনি বসুন।

ম। (তামাক লইয়া) তামাক খেয়ে যাবেন! তোর সাত গুষ্টির জাত কুল খেয়ে যাবেন হতভাগা, তুই বুঝেচিস্ কি ?

ব। মথুর বাবু কথা শুন্‌বেন না ?

গ। (স্বগত) ওর বাবা শুন্‌বে, ও তো ছেলেমানুষ।

মু। আচ্ছা মথুর বাবু, তুমি বোস আমি সমাজে যাব।

ব। এত রাত্রে আর সমাজে যেতে হয় না ?

গ। (স্বগত) বলি, আপনি যাচ্চ যাও না কেন—আবার ঝাঁটা খেয়ে যাবে।

ব। মুখ গোঁজ করে রয়েচ যে, যাও, তোমার সঙ্গে আর—আর কথা নেই।

মু। (স্বগত) হে ভগবান, গলাধাক্কাটা দিলে গা, যাই—চলে—যাই—

[প্রস্থান।

ব। গদা দাঁড়িয়ে কেন রে ?

গ। (স্বগত) না, আর দাঁড়াব কেন ? (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে এই ছুট মাচ্চি।

ব। ছুট মারবি কেন ? আমি কি তাই বোল্‌চি।

গ। না বলেন নি,—(স্বগত) আমার তো আর তোমার কর্ত্তার মতন ঝাঁটা খাবার সাধ নেই, আমি পালাচ্চি।

ব। আচ্ছা গদা তুই এত দিন আচিস্, আমার কাছে তো কিছু চাইলি নি—

গ। (স্বগত) (হিঃ হিঃ হিঃ) ইচ্ছে কচ্চে, ছুটে গিয়ে দোরটা বন্ধ করে দশটা মোথরো ঘরে আনি। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে চাইনি, আপনি কি তা দেবেন না ?

ব। এই নে যা, এই ১০টা টাকা নিয়ে যা——

গ। (স্বগত) মথুর বাবু চিরজীবী হোন। (প্রকাশ্যে) বলি সদর দোরটা কি দিয়ে আস্‌বো ?

ব। না রে!

গ। (স্বগত) কর্ত্তা শালা বার পাঁচ ছয় বার আনাগোনা কোরবে, এ বেশ জানে।

(স্বামীর পুনঃ প্রবেশ)

মু। আমার লাঠিগাছটা কোথায়?

গ। (স্বগত) তোমার মাথায়!

ব। তোমার লাঠি কোথায়? আমি কি জানি? আমি কি তোমার লাঠির খবর রাখি?

মু। (স্বগত) একটু তফাৎ তফাৎ হয়ে বসেচে, এক বার সমাজটা না বেড়িয়ে এলেও তো নয়। (প্রকাশ্যে) আমি চল্লুম। (গমনোদ্যম)

গ। (স্বগত) বলি ঝাঁটাগাছটা আন্‌বো নাকি? কর্ত্তা না মার খেলে যাবে না।

[মুরারির প্রস্থান।

ম। দেখ আজ অনেকবার আসা যাওয়া কচ্চে, আমি যাই—

ব। আজ একটা হেস্তনেস্ত হোগ না—

ম। না, বোধ হয় ফের আস্‌বে।

ব। তা তো আস্‌বেই, চল ছাতে যাই।

ম। না—না, এইখানে বোসো, জান্‌তে পারলে আমার বড্ড নিন্দে হবে,—নেহাৎ যদি বস্‌তে হয়, বেটা এখনও আসা যাওয়া কর্চ্চে, তুমি একটা মজা কর।

ব। ও যেই আস্‌বে, তুমি ঝড়াস করে মূর্চ্ছা যেও?

গ। (স্বগত) ভ্যালা মোর বাবা রে, তা নইলে কি তোর সঙ্গে মিল খায়।

ম। দেখ আমিও অমনি ও বেটাকে দেখে হাঁউ, মাঁউ, খাঁউ, করে উঠবো; দেখ গদা সব জানে, ওকেও বলে দেওয়া যাক্, যাতে ও বেটা ঐ রকম করে, (উচ্চৈস্বরে) ওরে গদা!

গ। আজ্ঞে——

ম। তুই বোক্‌সিস পেয়েচিস্।

গ। আজ্ঞা হ্যাঁ (স্বগত) আবার—যেন কিছু পাব? বোধ হচ্চে।

ম। আমরা কি বোলচি বুঝতে পেরেচিস।

গ। আজ্ঞা হ্যাঁ, মোণ্ডা খাব—কলা খাবো।

ম। তুই একটু পাবি না।

গ। না তেমন বরাৎ নয়।

ম। শোন ? বেটা কি বলে।

ব। তুমি সে বান্দা আমার তাতে যে লাঞ্ছনা হবে তা আমি জানি।

ম। চাকরের খোসামোদে বুঝি শোদ গেল না।

ব। কখন যদি মথুর হতে পারে,—শোদ যায়।

ম। পিরীত রাখ, এখন কাজের কথা কও ? (প্রকাশ্যে) দেখ গদা, হাঁউ মাঁউ খাঁউ কত্তে পারবি।

গ। না বাবু আপনি কোরবেন হাঁউ মাঁউ খাঁউ, আমি দোরে দাড়িয়ে বোলবো "মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ পাঁউ"।

ব। গদা তুই যে বাড়িয়ে উঠচিস্।

গ। বাড়িয়ে তুল্লে রে !!

ম। আহা চুপ কর না।

(নেপথ্যে—স্বামীর গলাধ্বনি)

ম। গদা দেখিস্।

গ। আমায় শেখাতে হবে না।

(স্বামীর প্রবেশ)

ব। বাবা রে মা রে গেলুম রে (মূর্চ্ছা) ওগো কে গো এমন বিকট মূর্ত্তি মানুষ কখন তো দেখিনে গো।

গ। ওরে হাঁউ, মাঁউ, খাঁউ, দশ দশ দশ টাকা পাঁউ।

ম্। কি রে গদা, দশ দশ টাকা পাঁউ কি রে ?

গ। তবে রে শালা সব কথা তোমায় বলি, আর আমায় বোক্সিস ফাঁক যাগ। ধর শালাকে চেপে, মার লেঙ্গি।

(উভয়ের পতন)

ম্। ওরে ছেড়ে দে গদা ছেড়ে দে।

গ। তোর বাবাকে ছাড়িনে। ওগো এখন তোমরাও টেনো আমি বেটাকে চেপে ধোরেছি, তিন তিন মাস মাইনে দাওনি, দশ দশ টাকা !! ধর—

শালাকে চেপে, জোর কোরে চেপে ধ'রেচি ওগো ওটোনা, আমি যখন লেজি দিয়ে ফেলেচি ওর বাবাও হাত ছাড়াতে পারবে না, রোস্ তো শালার চোক দুটো চেপে ধরি।

ব। কি রে গদা, কি রে গদা ও কেও!—কেও!—কেও।

গ। ওগো শালা বড় কামড় দিয়েচে গো। (ক্রন্দন)

ব। ছেড়ে দে ছেড়ে দে কেও, ও গদা কি করিস্ সর্ব্বনাস কোরেচিস কর্ত্তা যে—

মু। আর কর্ত্তার নেই বাবা, একবার ছেড়ে দিতে বল—

ব। ওরে গদা ছেড়ে দে?

মু। (উঠিয়া) তোমার মনে এই ছিল—

ব। (স্বগত) আর ঢের—আছে—(প্রকাশ্যে) কি গা—আমায় ধর—বলি এসব কি—আমায় ধর গো, আমার গা কাঁপচে।

মু। আর ধরাধরি কাজ নেই বাবা আমি নাকখৎ দিয়ে চলে যাচ্চি—

ব। মশাই করেন কি, মশায় করেন কি, এ আলোটার কেমন দোষ!! বোধ হয় তেলে কি আছে—আমি দেখলাম যেন আপনি বিভীষণ এলেন, আর আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

মু। বলি বাবা কেমন হনুমানটি লেলিয়ে দিয়েচো।

ব। আমার অপরাধ কি বলেন—

মু। তবে রে শালা তোমার অপরাধ কি?

ব। আমার আবার গা কাঁপচে।

মু। বলি—ও শালা গদা, ও বেটার গা কাঁপচে, তুই শালা আবার লেজি মারবি নাকি।

ব। না মশাই ও আলোর দোষ, ও গদা তুই—আলোটা বাইরে নে যা—

মু। বাবা! তুমি এখানকার কর্ত্তা তোমার যা ইচ্ছে তাই কর—

ব। মশাই ইচ্ছে আর কি, দেখতে পাচ্চেন মেয়ে মানুষটি অস্থির হোয়েচেন।

মু। বাবা তুমিও অস্থির হয়েচ, তা নৈলে আলো নিয়ে যেতে বল, গদা তুই দশটা লেজি মার, আলো নিয়ে যাস্নি, ও লেজির চোদ্দ পুরুষ, ওগো এই জান্‌লা দিয়ে যে চাঁদের আলো আস্‌তো গা, আজ কি চাঁদটাও লুকিচে—

ব। (স্বগত) সহস্র চাঁদ উদয়, তুমি চাঁদ লুকিয়েচ বল—

গ। (আলো লইতে যাওন)

মু। ও গদা তোর পায়ে পড়ি, আলো নিস্‌নি, লেজি মাস্তে হয় তো মার, আচ্ছা আলো থাক, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

ব। দেখ ফের আস্‌বে।

গ। আর দুটো টাকা দেও, আমি ঝাঁটা পিট্‌বো—

ম। গদা আলোটা নিয়ে যা।

[প্রস্থান।

নেপ। ও রে বাবা রে! ওরে যে চক্ চক্ শব্দ হচ্চে ওরে চুমোর ডাকে যে প্রাণ বাঁচে না রে।

ব। ওখানে মর না।

(স্বামীর প্রবেশ)

মু। ওরে আলোটা জ্বাল্ না, চক্ষু কর্ণের বিবাদ মেটাই।

(গদার ঝেঁটা লইয়া প্রবেশ)

গ। বলি ও শালা চোর, এখনও তোমার বিবাদ মেটেনি (প্রহার)

ব। ও গদা করিস্ কি।

গ। খুব কোর্‌বো, শালার আক্কেলকে মারি ঝেঁটা, দাঁত ছিরকুটে পোড়লো, আলো নেবালে, আমার দশ টাকা বক্‌সিস্ দিলে, তবু ও বলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ মেটাই—তবে রে শালা (প্রহার)

মু। ও গদা ঝেঁটা থামা আক্কেল পেয়েছি।—

গ। আলো নিবিয়ে আক্কেল দিতে পাল্লে না, ঝেঁটার চোটে আক্কেল হোলো, সব মিছে।

মু। ওরে আক্কেল হোয়েচে।

ম। মশাই কি বোক্‌চেন।

গ। আক্কেল পাচ্চে পাগ না, তোমার এত তাড়া কিসে পলো।

ব। গদা চুপ কর না।

গ। আরে না না বোঝ না, আক্কেল পাবে।

মু। খোঁটায় ছেড়েছে বিষ ওরে বাপ ধন।

ম। যামিনী চন্দ্রমা হীনা গোপন চুম্বন।

যবনিকা

বিবিধ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

পরমহংসদেবের কৃপালাভ করিয়া যে সময় তাঁহার ভক্তবৃন্দ পরস্পরকে ভ্রাতৃ-ভাবে দেখিতে লাগিলেন, সেই সময় ভক্তেরা কথা-প্রসঙ্গে, কে কিরূপে তাঁহাকে প্রথম দর্শন করেন, তাহার আলোচনা হইত। সে সকল কথা বার বার বলিয়া ও শুনিয়া পুরাতন হইত না। পরস্পর পরস্পরকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতাম ও মুগ্ধচিত্তে বক্তা বলিতেন এবং শ্রোতারা শুনিতেন। এরূপ প্রসঙ্গ বিবেকানন্দের সহিত আমার অনেক বার হইয়াছিল। পরমহংসদেবের সহিত বিবেকানন্দের প্রথম মিলন কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা বার বার শুনিয়াও আমার তৃপ্তি লাভ হইত না, এবং পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিতাম। যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা যেন আজ শুনিয়াছি, এইরূপ আমার স্মৃতিতে জাগরিত আছে; এবং সেই ঘটনা আমার যেরূপ মধুর বোধ হয়, আমার প্রকাশ-শক্তির অভাব সত্ত্বেও "উদ্বোধনে"র পাঠকের সে সকল কথা মধুর হইবে, এই ভরসায় প্রবন্ধ লিখিতেছি। আমার প্রকাশ-শক্তির অভাব, তাহা সৌজন্য সহকারে দীন-ভাবে প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে বলিতে হয় বলিয়া যে বলিলাম, তাহা নহে। আমি সত্যই অভাব অনুভব করিতেছি। হৃদয়-ভাবে-উৎফুল্ল বিবেকানন্দের মুখ-কান্তি আমি দেখাইতে পারিব না। তাঁহার জগৎ-মুগ্ধকারী কণ্ঠস্বর—মসী-চিত্রিত অক্ষরে নাই। তাঁহার বলিবার ছটার অভাব। প্রতি কথায় গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি-রসের স্রোত পাঠক পাইবেন না। তথাপি আমার ভরসা, সে মধুর ঘটনা আমার নীরস ভাষা সরস করিবে।

ভক্ত-চূড়ামণি ৺রামচন্দ্র দত্তের কথায়, রামচন্দ্র দত্তের সমভিব্যাহারে বিবেকানন্দ প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে যান। রামচন্দ্র দত্ত সুবাদে তাঁহার ভাই এবং বাল্যকালে শিক্ষক ছিলেন। বিবেকানন্দের সাংসারিক নাম নরেন্দ্র ছিল এবং বীরেশ্বর মহাদেবকে মানত করিয়া তাঁহার জন্ম হওয়ায়, তাঁহার মাতা ও নিকট আত্মীয়েরা বীরেশ্বর বলিতেন; ক্রমশঃ বীরেশ্বর নাম "বিলে" নামে পরিণত হয়। রামচন্দ্র তাঁহাকে "বিলে" বলিতেন। বিবেকানন্দের মুখে শুনিতাম, একদিন রাম দাদা বলিলেন,—"বিলে, কি এদিক ওদিক ব্রাহ্ম সমাজে ঘুরে

বেড়াস্,—যদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম ক'র্‌বার ইচ্ছা থাকে, দক্ষিণেশ্বরে চল। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে কিছু হবে না।"

রাম বাবুর সহিত বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। তিনি পরমহংসদেবের গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র, পরমহংসদেব ব্যস্ত হইয়া, তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং বিবেকানন্দ যেন তাঁহার বহুদিনের পরিচিত, এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিলেন। বিবেকানন্দকে ধরিয়া তাঁহার ঘরের পশ্চিম দিকের চাতালে লইয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন,—"তোর অপেক্ষায় রহিয়াছি, তুই আসিতে এত দেরী করিলি? গৃহী লোকের সহিত কথা কহিয়া, আমার ওষ্ঠ দগ্ধ হইতেছে, এখন তোর সহিত আলাপ করিয়া জুড়াইব।" বিবেকানন্দ বলিতেন,—"আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ কি উন্মাদ! রাম দাদা আমায় কার নিকট আনিল? বুদ্ধি—উন্মাদ বলিতেছে, কিন্তু প্রাণ আকৃষ্ট! অদ্ভুত খ্যাপা—অদ্ভুত আকর্ষণ—অদ্ভুত তাঁহার প্রেম! খ্যাপাও ভাবিলাম, মুগ্ধও হইলাম। সে এক অপূর্ব্ব অবস্থা।" বিবেকানন্দ যখন বাড়ী ফিরিলেন, পরমহংসদেব তাঁহাকে আসিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাড়ী আসিয়া বিবেকানন্দ ঐ খ্যাপার কথা ভাবেন। এ কি—এরূপ তিনি কখনই দেখেন নাই! কিছুই বুঝিতে পারেন না—অথচ আকৃষ্ট!

খ্যাপার কথা রাম দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পরিচয় পাইলেন,—খ্যাপা কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী। এই পরিচয়ে তাঁহার আকর্ষণ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। আশৈশব তিনি কামিনী-বিদ্বেষী, শিশুকালে মৃণ্ময় শ্রীরাম-মূর্ত্তি কিনিয়া আনিয়া খেলা করিতেন; কিন্তু যে দিন শুনিলেন, তিনি সীতাকে বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন, সে দিন হইতে সে পুতুল তাঁহার ভাল লাগিল না। যোগীশ্বর মহাদেবের পুতুল আনিলেন, একটা বড় কল্‌কে কিনিয়া আনিলেন, সেইটি মহাদেবের গাঁজার কলিকা হইল এবং সেই গাঁজার কলিকা লইয়া তিনি গাঁজা টানিবার ভাণ করিয়া, বাল্যখেলা করিতেন। সন্ন্যাসী শিবের প্রতি বাল্যকালে বড়ই শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন, সেই আদর্শে তাঁহার শৈশবকাল হইতেই সন্ন্যাসী হইবার সাধ জন্মে। পরে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাপে যদিচ শিব উপাসনা পৌত্তলিকতা মনে করিতেন, কিন্তু যোগের প্রতি অনুরাগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এই অবস্থায় যখন তিনি শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের পাগল কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী, তখন সেই পাগলের প্রতি

তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী পুরুষ কখনই সামান্ত ব্যক্তি নন। তাঁহার সহিত মতের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু এ উচ্চ ত্যাগের আদর্শ আর কোথাও নাই! স্বভাবজাত ত্যাগী বিবেকানন্দ, সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের দ্বারা প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট হইলেন। পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেশ্বরে না গিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। প্রেমের শৃঙ্খল দিন দিন তাঁহাকে প্রগাঢ় রূপে আবদ্ধ করিতে লাগিল। খ্যাপার অমানুষিক প্রেম—এ প্রেম জগতে তিনি কোথাও পান নাই, গুরুর প্রেমে বিবেকানন্দ একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন। একদা পরমহংসদেব উপদেশ প্রদান করিতেছেন, উপদেশের প্রতি বিবেকানন্দের লক্ষ্য নাই। পরমহংসদেব ডাকিলেন, বলিলেন,—"শোন্ না, কথা শোন্ না।" বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন—"কথা শুনিতে আসি নাই।" পরমহংস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি করিতে আসিস্?" বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, "তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে দেখিতে আসি।" ত্রস্ত পরমহংসদেব উঠিয়া, বিবেকানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ স্থির রহিলেন।

এইরূপে গুরু-শিষ্যে প্রেমের লীলা চলিতে লাগিল। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক প্রায়ই হয়। বিবেকানন্দ সমাধি প্রভৃতি মানেন না। সমাধিকে বলেন,—"ও তোমার মাথার ব্যারাম!" দেব-দৃষ্টিতে পরমহংস যাহা দর্শন করেন, তাহা তার্কিক বিবেকানন্দ বলেন,—"ও তোমার মস্তিষ্কের ভ্রম! অন্ধবিশ্বাসে সাকার মূর্ত্তি মান।" বিবেকানন্দ বলিতেন,—"এইরূপে তো তর্ক-বিতর্ক করি। একদিন পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাল, তুই অন্ধের বিশ্বাস কাকে বলিস্'?" (পরমহংসদেব অন্ধবিশ্বাসকে অন্ধের বিশ্বাস বলিতেন) জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্ধের বিশ্বাস কাকে বলিস্?" গদগদ হইয়া বিবেকানন্দ বলিতেন, "সেই দিন বিষম দায়ে ঠেকিলাম!" বলিতেন,—"অন্ধ-বিশ্বাস বুঝাইবার চেষ্টা করা দূরে থাক, আমি স্বয়ং অন্ধ-বিশ্বাস কাহাকে বলে, যত বুঝিবার চেষ্টা করি, ততই দেখি, একটি অর্থহীন কথা ব্যবহার করি মাত্র। অন্ধ-বিশ্বাসের লক্ষণ যতই দেবার চেষ্টা করি, সব লক্ষণই অযৌক্তিক হয়। বিদ্যা-বুদ্ধি যত ছিল, সব নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম, অন্ধ-বিশ্বাসের লক্ষণ আর হয় না। এইরূপে শিক্ষিত বিবেকানন্দ অশিক্ষিত খ্যাপার নিকট আপনাকে পরাজিত জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বৈজ্ঞানিক তর্ক-যুক্তি, সিদ্ধবিশ্বাসের নিকট কোন রূপে অগ্রসর হইতে পারে না। পরাস্ত হইয়া বিবেকানন্দ, গুরুর নিকট যাহা শুনেন, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান। গুরু বলেন,—"না, এ তোমার পথ নয়,—সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস করো। আমি বলিয়াছি বলিয়াই বিশ্বাস করিও না।" কিরূপে দেখিয়া শুনিয়া লইতে হয়, তাহা বিবেকানন্দ জানেন না। দেখিবার শুনিবার উপায় দিন দিন গুরুর নিকট বুঝিতে লাগিলেন। নিত্য নিত্য গুরু দেখাইয়া দেন, নিত্য নিত্য শিষ্য দেখিতে পান যে—সমস্ত প্রত্যক্ষ। জড়-বিজ্ঞানে যেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক সত্যও সেইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়। গুরুর উপদেশ ও সাধনায় চক্ষু উন্মীলিত হইলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। ক্রমে আভাস পাইলেন, সমাধি—মস্তিষ্কের বিকার নয়;—গুরুর নিকট সমাধি-লাভের প্রার্থী হইলেন,—বলিলেন—"আমায় পরম পদার্থ নির্ব্বিকল্প সমাধি দান করুন। আমি আপনার কৃপায় সমাধিস্থ হইয়া থাকিব।" গুরু তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"এই নির্ব্বিকল্প সমাধি পাইলেই তুমি পরিতৃপ্ত?" ইহা তো পূর্ব্বে একদিন, তুমি দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সময় তোমার বক্ষে হস্ত দিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলাম। তুমি ভয় পাইয়া বলিলে,—'করো কি গো, আমার যে বাপ আছে, মা আছে!' দক্ষিণেশ্বরের এ ঘটনা কি পাঠকের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে? বিবেকানন্দের নিকট শুনিয়াছিলাম, একদিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার কোমল হস্ত বিবেকানন্দের বক্ষে প্রদান মাত্রই সমস্তই শূন্যাকার হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি মহাভয়ে ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—"কর কি গো! আমার যে বাপ আছে—মা আছে!"

সমাধিলাভের প্রার্থী হইলে, আমরা বলিতেছিলাম, গুরু, শিষ্যকে তিরস্কার করিলেন, বলিলেন,—"জীবের যাহা পরম বস্তু, তাহা তোমার নয়। তুমি কেবল স্বার্থপর হইয়া আপনার নিমিত্ত জগতে আস নাই। তবে কেন সমাধিস্থ হইয়া থাকিবে—প্রার্থনা করিতেছ? সংসারে আসিয়াছ, সংসারের কার্য্য কর। জীবের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলে পর, তাহার আর ফিরিবার শক্তি থাকে না। একবিংশতি দিবস গতে শরীর ত্যাগ হয়। তুমি শক্তিবান্, সমাধি-লাভের পরও ফিরিবে, তোমার মহাকার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। কার্য্য সমাধা না করিয়া জগৎ ত্যাগ করিতে পারিবে না। সমাধি চাও, সমাধি পাইবে।"

অকস্মাৎ একদিন কাশীপুরের বাগানে বিবেকান্দের একটি অবস্থা হইল, যে

সকল ভক্তেরা তাঁহার নিকটে ছিলেন, তাঁহার মৃতবৎ অবস্থা দর্শনে ভীত হইলেন। ক্রমে বিবেকানন্দ সংজ্ঞা লাভ করিলেন। গুরুর নিকট সংবাদ গেল, গুরু হাসিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দও উপস্থিত হইলেন। গুরু বলিলেন, "যাহা চাও, তাহা এই, এই নির্ব্বিকল্প সমাধি! তোমার নিমিত্তই তুলিয়া রাখিলাম, কিন্তু উপস্থিত বাক্সে আবদ্ধ রহিল, চাবি আমার নিকট থাকিবে। কার্য্য করো, কার্য্যান্তে পাইবে।"

কি কার্য্যে বিবেকানন্দ গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা সসাগরা পৃথিবী দেখিয়াছে। বিবেকানন্দ কার্য্য করিতেন, বলিতেন, তাঁহার গুরু কার্য্য করিতেছেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দিহান চিত্ত,—পরমহংসদেবের ভাবের সহিত বিবেকানন্দের ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন,—সম্পূর্ণ ভ্রম। এইমাত্র প্রভেদ, পরমহংসদেবের মহাজ্ঞান—সাধারণের চক্ষে মহাভক্তি-আবরণে আবরিত ছিল, বিবেকানন্দের ভক্তি জ্ঞান-আবরণে আবরিত! উভয়ের একই ভাব, কার্য্যে ভিন্ন ভাবধারণ। মহা মহা বৈজ্ঞানিকের সহিত বিবেকানন্দের সংঘর্ষ হইবে, সেই নিমিত্তই তিনি কঠিন জ্ঞান-আবরণে আবরিত হইতেন। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে গান করিতে শুনিয়া থাকেন, তাঁহার চক্ষে প্রেমাশ্রু দেখিয়া থাকেন, কণ্ঠরোধ হইয়া গদগদ—ভক্তি বিভোর মহাপুরুষ দর্শন করিয়া থাকেন—তিনি হৃদয়ে অনুভব করিবেন, জ্ঞান ভক্তির পার্থক্য—লোকে অজ্ঞান বশতঃ করিয়া থাকে। জ্ঞান-ভক্তি এক, জ্ঞান বিবেকানন্দ,—ভক্তি পরমহংস অভেদ। এই অভেদ জ্ঞান-লাভে তিনি বুঝিবেন, পরমহংসদেব যে বলিতেন, "ভাগবত-ভক্ত ভগবান" তাহা সত্য।

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দের গুরু-শিষ্য-ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে হইলে, রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্য স্বয়ং বিবেকানন্দই তাঁহার "My Master" নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন। উপস্থিত আমার বর্ণনা উক্ত প্রবন্ধের ছায়ামাত্র। সে জীবন্ত ভাষা, জ্বলন্ত গুরু-ভক্তি ও হৃদয়ের বিমল উচ্ছ্বাসের অভাব নিশ্চয় হইবে। যাঁহারা পরমহংসদেবের পাদস্পর্শ করিয়াছেন, পরমহংসদেবের শ্রীমুখে তাঁহার ধর্মানুরাগের কথা শুনিয়াছেন, এবং বিবেকানন্দের "My Master" প্রবন্ধে তাহার প্রতিরূপ ছবি পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রথম শুনিয়া যাহা সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারেন নাই, যে ধারণা তাঁহার অস্ফুট ছিল, বিবেকানন্দের বর্ণনায় তাহা উজ্জ্বলরূপে বিকাশ পাইয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরমহংসদেব তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য তাঁহার বাল্যাবস্থাতেই অবগত ছিলেন, যে কার্য্যভার লইয়া তিনি অবতীর্ণ হন, তাহা বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার গোচর হইয়াছিল। তিনি কে, কি আধারে গঠিত, তাহা তিনি বাল্যাবস্থায় সম্পূর্ণ জানিতেন। যাহা জানিতেন তাহা কল্পনা বা সত্য—ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিলেন। জড় বৈজ্ঞানিক যেরূপ প্রত্যক্ষবাদী, যাহা পরীক্ষিত নয়, তাহা যেরূপ অগ্রাহ্য করেন, অন্ত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরমহংসদেবও সেইরূপ প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। পরীক্ষায় যাহা প্রত্যক্ষীভূত না হইত, তাহা পুস্তকে বা লোকমুখে বর্ণিত হইলে, তিনি প্রত্যয় করিতেন না। তিনি স্বয়ং দেখিবেন, এই তাঁহার সংকল্প ছিল। কঠোর সাধনায় সংকল্প সিদ্ধ হয়। সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া দিন দিন তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ পাইতে লাগিল। জড়বিজ্ঞানে যে সমস্ত জড় সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহার অন্তর্নিহিত একটি অবিনাশী সম্বন্ধ রহিয়াছে, এক তারে সংবদ্ধ একটি অপরিবর্ত্তনশীল নিয়মে সংযোজিত, সমস্তই এক, একের বিকাশ মাত্রই বৈচিত্র্য, তিনি দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন—ঈশ্বর কথার কথা নন, সত্য—প্রত্যক্ষের

বিষয়,—তাঁহার সহিত আলাপ করা যায়, কথা কওয়া যায়, তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি গুরুরূপে শিক্ষা দেন, তাঁহার উপদেশে জীবনের উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়, জীবন নিরর্থক নয়—বোঝা যায়, জড়ানন্দ তুচ্ছ হইয়া পরমানন্দ লাভ হয়। পরমহংসদেব উৎকট সাধনে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিলেন। যেরূপ আমরা পরস্পর, পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা কই, জগন্মাতার সহিত তাঁহার সেইরূপ কথাবার্ত্তা চলিল। তিনি বাল্যাবস্থায় তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহা কল্পনা নয়, জগন্মাতার কথায় নিশ্চিত হইল। জগতের হিত-সাধনায় তাঁহার আবির্ভাব—তিনি বুঝিলেন ও—মহাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন এক বালকশিষ্য আসিয়া পদতলে প্রণাম করিল। শিষ্যের প্রথম কাতর প্রশ্ন,—"আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন?" গুরু বলিলেন,—"হ্যাঁ।" শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রমাণ করিতে পারেন?" আবার উত্তর,—"হ্যাঁ"। পুনর্ব্বার প্রশ্ন,—"কিরূপে?" গুরু বলিলেন,—"তোমায় যেমন দেখিতেছি, তদপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেছি। তুমিও যদি দেখিতে চাও, দেখিতে পাও।" সেই শিষ্য—আমাদের বিবেকানন্দ। লোকে তখন তাঁহাকে 'নরেন্দ্র' বলিয়া ডাকিত।

গুরুসহবাসে নরেন্দ্র দিন দিন দেখিতে লাগিলেন (আমি নরেন্দ্রের ভাষা অনুবাদ করিয়া বলিতেছি) যে, ধর্ম্ম—কল্পনা নয়, জড়বস্তু অধিকতর প্রত্যক্ষীভূত হইবার বস্তু, তাহা আদান প্রদান করা যায়, মহাপুরুষের দৃষ্টি বা স্পর্শে জীবন পরিবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট ও মহম্মদের জীবনীপাঠে শিষ্য দেখিয়াছিলেন যে, উক্ত মহাপুরুষদিগের কথায় মানব পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছিল,—এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ধর্ম্ম—জড়বস্তুর ন্যায় প্রদান করা যায়, তাঁহার গুরু তাঁহাকে বলিলেন ও শিষ্য তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। গুরুর কৃপায় দিন দিন তাঁহার প্রবল ধর্ম্ম-পিপাসা মিটিতে লাগিল, তিনি পূর্ণত্বলাভের প্রার্থনা করিলেন, বলিলেন,—"যতদিন দেহ থাকে, আমি পূর্ণত্ব লাভ করিয়া, সমাধিস্থ হইয়া জীবন অতিবাহিত করি—আজ্ঞা করুন।" তখন গুরু বলিলেন,—"কেবল তোমার নিমিত্তই তোমার জীবন নহে,—তোমার জীবনে মহৎ উদ্দেশ্য,—তুমি আমার সহকারী, জগতের হিতসাধন তোমার কার্য্য,—তুমি তোমার নও, তুমি জগতের। পূর্ণ

হইবার প্রার্থনা করিতেছ কি—তুমি পূর্ণ।"—পরমহংসদেবের অনেক শিষ্যই জানেন যে কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়াছিল।

উক্ত প্রকারে গুরুর নিকট মহাকার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া, সেই মহাভার কিরূপে বহন করিবেন, তন্নিমিত্ত চিন্তান্বিত হইলেন। এই মহাভারবহনে কতদূর তিনি সক্ষম, তাহাও তিনি তৎকালে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, এই গুরুভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। গুরু লীলাসংবরণ করিলেন। লীলাসংবরণের পূর্ব্বে কয়েকটি শিষ্যের ভার তাঁহার উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। নাবালক সন্তান থাকিলে, পিতা যেরূপ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন, নরেন্দ্রের ধর্ম্ম-জীবনের পিতা, সেইরূপ তাঁহার অন্য সন্তানের ভার অর্পণ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

নরেন্দ্রের এই ভারগ্রহণের কিরূপ উপযোগিতা ছিল, তাহার সংক্ষেপ আলোচনা করা যাউক। গুরু যেরূপ বাল্যকাল হইতে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, নরেন্দ্রের বাল্য-ক্রীড়া দেখিলে অনুভূতি হয় যে, নরেন্দ্রও সেইরূপ স্বভাব-সিদ্ধ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। বাল্যকালে শ্রীরামচন্দ্রের পুতুল লইয়া খেলা করিতেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে রামচন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন, অমনি বালক সেই পুতুল পরিত্যাগ করিল, যোগীশ্বর মহাদেবের পুতুল লইয়া ক্রীড়া-উপাসনা করিতে লাগিল। তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই দৃষ্টান্তে বাল্যকালে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুরাগ তাঁহার জন্মায়। পাঠ্যাবস্থায় হঠাৎ পিতৃবিয়োগে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। তাঁহার পিতা হাই-কোর্টের উকীল ছিলেন, মক্কেলের অনেক কাগজপত্র তাঁহার জিম্মায় ছিল। সেই কাগজপত্র গ্রহণাভিলাষী হইয়া কোন এক উকীল তাঁহাকে অর্থ-লোভ দেখান, নরেন্দ্র লোষ্ট্রবৎ সেই কাঞ্চন পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দয়ার অসীম বিকাশ ছিল, পিতৃবিয়োগের পর তিনি একরকম একাহারী হইলেন। প্রায়ই জননীকে বৈকালে বলিতেন—"আমার নিমন্ত্রণ আছে।" মনের ভাব এই, যে, তিনি বৈকালে আহার না করিলে, পর-দিন কতক অন্নের সাশ্রয় হইবে। অনেক সময়েই উপবাস দিতেন। একদিন এই উপবাসবশতঃ দুর্ব্বলতায় পথে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইতে হয়। যখন দিন চলে না এইরূপ দৈন্য অবস্থাতেও তিনি দশটি টাকা পাইয়া, পাঁচটি

টাকা এক নিঃস্ব গুরুভাইকে প্রদান করেন। এরূপ তাঁহার দয়ার দৃষ্টান্ত অনেক। মহাদুঃখে পতিত হইয়া, একদিন গুরুর নিকট বলেন,—"মহাশয় আমার যাতে মাতা-ভ্রাতার অন্নের সংস্থান হয়, তাহা করুন। আপনি যদি আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তাহা হইলেই আমার অন্নসংস্থান হইবে।" গুরু আদেশ দিলেন,—"কালীঘরে যাইয়া তুমি প্রার্থনা করো, তোমার মনোরথ সফল হইবে।" গুরুবাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; গুরুদেব সিদ্ধসংকল্প নরেন্দ্র তাহা ভূয়ো-ভূয়ঃ পরীক্ষায় জানিয়াছেন। মহাপুরুষের আদেশানুসারে দৈন্য নিবারণার্থ কালীঘরে উপস্থিত হইলেন। কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিলে পর, গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন, প্রার্থনা করিয়াছ?" নরেন্দ্র উত্তর করিলেন,—"হ্যাঁ বিবেক বৈরাগ্য লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছি,—জগন্মাতার নিকট অন্নের প্রার্থনা আমার মুখে আসিল না।"

আর একদিন পরমহংসদেব তাঁহাকে নিরিবিলি বলেন,—"তুমি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করো? আমি তোমায় অষ্টসিদ্ধি প্রদান করিতে পারি।" নরেন্দ্র জানিতেন যে তাঁহার গুরুর ইঙ্গিতে, স্পর্শে, আজ্ঞায়—ঘোরতর কলুষিত জীবন পরিবর্তিত হইয়া, লোকে পরম পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। তাঁহার গুরুর অসাধ্য কিছুই নাই। গুরু তাঁহাকে অষ্টসিদ্ধি তখনই প্রদান করিতে পারিবেন। গুরুকে অষ্টসিদ্ধি প্রদানে উৎসুক দেখিয়া, নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অষ্টসিদ্ধিলাভে ঈশ্বরলাভ হয় কি?" গুরু উত্তর করিলেন,—"অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন হয়,—যাহা ইচ্ছা করে তাহাই করিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর-লাভের পথ স্বতন্ত্র।" শিষ্য করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন,—"গুরুদেব, আমি শক্তি-প্রার্থনা করি না, আমি ঈশ্বরলাভ করিতে চাই। আজ্ঞা করুন, আমার ঈশ্বরলাভ হোক।"

নরেন্দ্রের যেরূপ ঈশ্বর অনুরাগ, তাঁহার দয়াও সেইরূপ অসীম। যদি কাহাকে দেখিতেন যে, দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ পরমহংসদেবের কৃপায় বঞ্চিত হইতেছে, নরেন্দ্র সেই অভাগার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইতেন। যাহাতে সে কৃপা-ভাজন হয়, সেইজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। যতক্ষণ না পরমহংসদেব তাহাকে কৃপা করিতে সম্মত হইতেন, ততক্ষণ গুরুর চরণ ছাড়িতেন না। কাহারও শাসনের নিমিত্ত যদি গুরু, শিষ্যদিগকে আজ্ঞা দিতেন, যে অমুক

ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিও না, নরেন্দ্র সে নিষেধ শুনিতেন না। তিনি সেই ভাগ্যহীনের নিকট গিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া গুরুর পদ-প্রান্তে অর্পণ করিতেন। বলাবাহুল্য যে সেই ভাগ্যহীন, দয়াল নরেন্দ্রের দয়াবলে পরমহংসদেবের দয়া লাভ করিয়া মহাভাগ্যবান হইত।

নরেন্দ্রের জগত-হিতকর কার্য্যসাধনের ভারগ্রহণ করিবার উপযোগিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। সম্পূর্ণ পরিচয়—বৃহৎ পুস্তকাকারে পরিণত হয়। এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহার গুরুর কি কার্য্য এবং নরেন্দ্র কিরূপে তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন।

পরমহংসদেব যখন জগৎ সমক্ষে উদয় হন, তখন ঘোরতর ধর্ম্ম-বিপ্লব। জড়বাদী মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে,—"জড় হইতেই সমস্ত, জড়ের সংযোগেই আত্মা, জড় ব্যতীত আর কিছুই নাই।" খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রতিনিয়তই বলিতেছেন, "যদি অনন্ত নরকাগ্নি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চাহ, যীশুখৃষ্টের শরণাপন্ন হও।" প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্ম বলেন,—"বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি কিছুই মানিবার আবশ্যক নাই, কোনটিই অভ্রান্ত নয়, কোনটিই ঈশ্বরবাক্য নয়। আপনার সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া সকল ধর্ম্মের সার মর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক দিন দিন অগ্রসর হইতে থাক।" ইংরাজিশিক্ষায় শিক্ষিত-হৃদয় হইতে হিন্দুর দেব-দেবী অন্তর্হিত হইয়াছে। যাহাদের নিকট হিন্দুধর্ম্মের আদর আছে, তাহাদের মধ্যেও মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত। শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতির দ্বন্দ্ব তো চলিতেছেই,—এমনকি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির মধ্যেও বিরোধ,—এইরূপ তিলক কাটিতে হয়, এইরূপ চন্দনের ফোঁটা কাটিতে হয়। এইরূপে এই কার্য্য, এইরূপে ওই কার্য্য সম্পন্ন না করিলে নরকগ্রস্ত হইতে হইবে,—এই ঘোরতর বিবাদ। প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসুর তৃপ্তির স্থান নাই,—মহা দ্বন্দ্বারণ্যের মধ্যে পতিত হইয়া পন্থাহারা! এমন সময়ে পরমহংসদেব প্রচার করিলেন,—"কোন ধর্ম্ম—কোন ধর্ম্মেরই বিরোধী নয়। বাহ্য দৃষ্টিতেই বিরোধ, কিন্তু সকল ধর্ম্মই ঈশ্বর-লাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র। অজ্ঞান-দৃষ্টিতে যে সকল ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী, পরমহংসদেব, সেই সেই প্রত্যেক ধর্ম্ম সাধন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সমুদ্রগামী নদ-নদীর ন্যায় সকল ধর্ম্মের গতি ঈশ্বরাভিমুখে ও সকল ধর্ম্মের চরম ঈশ্বরলাভ।" মহাসত্য প্রচার করিলেন, বিতণ্ডা রহিল না।

পরমহংসদেব যখন প্রচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন যে কেবল ধর্ম্ম-

যাজকেরা তাঁহার বিরোধী হইয়াছিল, তাহা নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীরাও খড়্গহস্ত হন। এই শিক্ষাভিমানীদের মতে "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" করিয়াই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে। ধর্ম্মের কার্য্যকারিতা-শক্তি তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্বার্থত্যাগ যে ধর্ম্মের ভিত্তি, তাহা তাঁহারা বোঝেন নাই। জড়তাপ্রাপ্তির নাম ধর্ম্ম—তাঁহারা জানিতেন। স্বার্থত্যাগ ব্যতীত যে কখনো কোন দেশে কোন জাতি বা ব্যক্তি উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই, এই ইতিহাসের সার মর্ম্ম তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। স্বার্থপর ধর্ম্মযাজক-পরিচালিত ধর্ম্মের পরিণাম—জড়তা। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মসাধন যে মহা কর্ম্ম-শীলতা, তাহা তাঁহাদের অভিমানী বুদ্ধি বুঝিতে দেয় নাই। স্বার্থত্যাগে পরস্পরের ভ্রাতৃভাব যে জাতীয়তার প্রকৃত ভিত্তি, এ জ্ঞান স্বার্থ-জড়িত হৃদয়ে প্রবেশ করে না। গুরু-উপদেশে নরেন্দ্র এই ভিত্তির উপর তাঁহার উচ্চ জীবন গঠন করিলেন।

আমরা এ পর্যন্ত 'নরেন্দ্র' বলিয়া আসিতেছি, 'বিবেকানন্দ' বলি নাই। তাহার কারণ এই, গুরুদেব অন্তর্দ্ধান হইলে, নরেন্দ্রের উপর মহাভার পড়িল। তিনি উচ্চ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যথায় যান, অচিরে বিখ্যাত হন। তিনি আত্মগোপনের জন্য নানাস্থানে নানা নামে পরিচয় দিতে লাগিলেন। দীন-কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক দীনের সম্যক অবস্থা জানিবার তাঁহার সংকল্প, কিন্তু যে নামে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সে নামে পরিচিত হইলে, তিনি দীন-কুটীরে অবস্থান করিতে পারিবেন না, আদরে অট্টালিকাবাসী তাঁহাকে লইয়া গিয়া অট্টালিকায় স্থান দিবে, দরিদ্র ব্যক্তি তথায় যাইতে পারিবে না,—দরিদ্র-সহবাস হইবে না,—এই কারণে তাঁহার আত্মগোপন ও নাম পরিবর্ত্তন। 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণের পর, ঘরে ঘরে তাঁহার মূর্ত্তি পূজা হইতে লাগিল, আর আত্মগোপনের উপায় রহিল না।

বিবেকানন্দ (এখন বিবেকানন্দ বলিব) গুরুর শিক্ষায় কি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি উপরোক্ত "My Master" নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম,—সকল ধর্ম্মের সমন্বয়। এই সত্যপ্রচারে ব্রতী হইয়া, তিনি ঘরে ঘরে বুঝাইতে লাগিলেন,—"চিত্তশুদ্ধি, আত্মত্যাগ পরহিতব্রতী—ঈশ্বর লাভের উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিলে মনুষ্যত্ব

লাভ হয়। একমাত্র ত্যাগী ব্যক্তিই জাতীয়তা স্থাপনে সক্ষম। ত্যাগই জাতির আর্থিক ও পরমার্থিক উন্নতির একমাত্র উপায়। স্বার্থত্যাগ মাত্রেই মানব মহাকর্ম্মশীল হইয়া উঠে,—কার্য্যে, দৃষ্টান্তে, উপদেশে—অপরকে স্বার্থত্যাগী করিতে সক্ষম হন, এবং যে জাতি পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে ব্রতী, সে জাতির উন্নতিসাধনের আর বিলম্ব কি থাকে!

বিবেকানন্দের কার্য্য কতদূর ফলবতী হইয়াছে, তাহা যিনি বিবেকানন্দের নাম শ্রুত আছেন, তাঁহার অগোচর নাই। কিন্তু নিন্দুক এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি! বোধ হয় সকল মহাকার্য্যেই তাহাদের প্রয়োজন। নিন্দুক সীতার বনবাস দিয়াছিল, প্রেমের বৃন্দাবনলীলায় জটিলা কুটিলা ছিল, বিবেকানন্দের নিন্দুকের অভাব নাই। নিন্দুক পরমহংসকে পরিত্যাগ করিয়া বিবেকানন্দকে ধরিল। তাঁহার স্বদেশ বিদেশের কার্য্যে কোন উল্লেখ করিল না,—মহা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি যে বিদেশীকে সনাতন ধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন, সেই বিদেশীরা আসিয়া, ভারতের সন্তানের ন্যায়, ভারতের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা দেখিল না, স্বদেশে ক্রিশ্চান দমন ও মিথ্যা ধর্ম্মযাজকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিয়া, বেদের মাহাত্ম্য স্থাপনের প্রতি লক্ষ্য রাখিল না; স্বদেশে দীন-গৃহে, রুগ্ন-গৃহে বিবেকানন্দ দ্বারা কার্য্যে প্রবর্ত্তিত নির্ভিক সন্ন্যাসীদিগের কার্য্য দেখিল না, আত্মীয়পরিত্যক্ত মুমূর্ষুর সেবা দেখিল না, অনাথ-বালক-আশ্রম দেখিল না, কেবল সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষকে আচারভ্রষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিল। নিন্দুক তাহার নিন্দা লইয়া থাকুন, তাহাদের জীবন কাহারও লক্ষ্য করিবার বা ঈর্ষ্যা করিবার নহে, কিন্তু যাঁহারা পরমহংসদেবের মতের সহিত বিবেকানন্দের মতের পার্থক্য দেখেন, তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা একটু স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিবেন, যে পরমহংসদেবকেই বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন, যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

কামিনীত্যাগী শ্রীচৈতন্যদেব-প্রতিষ্ঠিত ভক্তিধর্ম্ম কলুষিত হইয়া, নেড়া-নেড়ীর বামাচারে পরিণত হইয়াছে। ভাগবতের মর্ম্ম যে কামবর্জ্জিত ব্যতীত রাসলীলাপাঠের কেহই যোগ্য নয়। নিষ্কাম ব্যতীত রাধাকৃষ্ণের প্রেমের লীলা অনুভব করা দুঃসাধ্য। বিবেকানন্দ তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে ভক্তি-গান শ্রবণে অনেকে পরিজন ত্যাগ করিয়া কঠোর

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। ত্যাগী ব্যতীত ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা-মাত্র। এই নিমিত্ত, তিনি কর্ম্ম-সাধন প্রচার করিয়াছেন। আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে তিনি উপদেশ দিয়াছেন,—"কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ চিত্তশুদ্ধি হইবে না।" বঙ্গীয় যুবার উপর তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর ছিল। বঙ্গীয় যুবককে তিনি বার বার বলিয়াছেন,—"কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। ভ্রাতৃ-ভাবে মিলিত হইয়া পতিত ভারতের উন্নতিসাধন করো,—আত্মোন্নতি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইবে। কার্য্যই ধর্ম্ম-জীবন, ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কার্য্য কর।—কার্য্য—কার্য্য!—সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দাও, কার্য্যশীল ব্যক্তির নিকট মুক্তিকামনাও তুচ্ছ,—কার্য্যের অধিকারী হও। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, বিবেকানন্দ যখন তাঁহার গুরুর নিকট সমাধি বা পূর্ণত্ব প্রার্থনা করেন তখন তাঁহার গুরু তাঁহাকে সেই স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুদেবের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া ছিলেন এবং যিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে চান তিনি কেবল বহুপৃষ্ঠাব্যাপী রামকৃষ্ণের জীবনী বা উপদেশ পাঠে বুঝিতে পারিবেন না; বিবেকানন্দের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁহার সম্মুখে প্রতিনিয়ত রাখিতে হইবে।

যাঁহারা বলেন, বিবেকানন্দ ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করেন নাই, তাঁহাদের—"ভক্তিধর্ম্ম কাহাকে বলে"—জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর খুঁজিয়া পাইবেন না। যে মহাত্মা সর্ব্বভূতে ভগবানকে দেখেন, যিনি কায়মনোবাক্যে সেই সর্ব্বভূতব্যাপী ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকেন, যিনি আপনার অন্তরে যে ভগবান স্থাপিত, তাঁহার সর্ব্বভূতে সর্ব্বব্যাপী ভাব দর্শন করিয়া মুগ্ধচিত্তে তাঁহার উপাসনা করেন,—যদি সেই মহাপুরুষ না ভক্ত হন, তাহা হইলে ভক্ত কে? কেবল ধেই ধেই নাচিয়া একবার চক্ষের জল ফেলিলে যদি ভক্তি হইত, তাহা হইলে ভক্তি অতি অনায়াসলভ্য বস্তু বলিতাম। ভক্তচূড়ামণি পরমহংসদেব তরুণ তৃণের উপর পদবিক্ষেপ করিয়া কেহ চলিয়া গেলে ব্যথা পাইতেন, সকলের মঙ্গলার্থে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য বিবেকানন্দ জনসেবা পরম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কি সেই ভক্ত চূড়ামণি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণ অনুসরণ করেন নাই? বিবেকানন্দ ভক্তির ভাণের বিরোধী ছিলেন। তিনি পরম ভক্ত, পর-

সেবার উপদেশ দিয়া তিনি ভক্তি ধর্ম্মের সার-মর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যিনি ভক্তি লাভের প্রয়াসী, তিনি গুরুভক্ত—বিবেকানন্দকে জীবনের ধ্রুবতারা স্বরূপ চক্ষের উপর রাখিয়া—পর-সেবায় ব্রতী হইয়া দিন দিন ভক্তি-পথে অগ্রসর হোন, এবং বিবেকানন্দের ন্যায় পরম ভক্তি-ধর্ম্মের অধিকারী হইয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করুন। এ আমার উৎসাহ বাক্য নয়, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব,—বিবেকানন্দ ইহা তাঁহার জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন। যে সময় পরমহংসদেব অন্তর্দ্ধান হন, শিষ্য-মণ্ডলী ব্যাকুল, তখন বিবেকানন্দ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করেন, বলেন—"ভাই, ভয় কি? শ্রীরাম-কৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে রহিয়াছেন, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা জনে জনে সেইরূপ হইব।" রামকৃষ্ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের সহকারী হইয়াছিলেন। যিনি বিবেকানন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তিনি বিবেকানন্দের সহকারী নিশ্চয় হইবেন; বিবেকানন্দ সেই মহপুরুষের উপরেই সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন।

বিবেকানন্দের কথা আলোচনা করিতে করিতে আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা মনে পড়িতেছে, সে ভালবাসার প্রতিদান হয় না, কিন্তু স্মৃতি-পথ হইতে তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহার মধুর আলাপ, যত্ন, মধুর বাগ্‌যুদ্ধ দ্বারা উপদেশ প্রদান, আমার ন্যায় অমানীকে মান দান,—সে সমস্ত উল্লেখ করা যায় না। একটি দৃষ্টান্ত দিই,—তিনি বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমান পশুপতিনাথ বসুর বাটীতে আহুত হইয়া আসেন। তিনি বাটীতে প্রবেশ মাত্র অনেকেই তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল,—আমিও চরণ স্পর্শ করিতে সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমি অবনত হইতেছি, অমনি তিনি আমার বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন,—"কি করো ঘোষজা, আমার যে অকল্যাণ হবে!" এইরূপ অমানীকে মান দান ও নিরভিমানীর দৃষ্টান্ত যদি কেহ দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বিবেকানন্দকে দেখিয়াছেন। এরূপ নিরভিমান ও লোকাতীত কার্য্য বিবেকানন্দতেই সম্ভব।

পরিশেষে আমার বিবেকানন্দের ভক্তমণ্ডলীর নিকট সবিনয়ে নিবেদন যে, এই প্রবন্ধে আমার যাহা ত্রুটি হইল, তাহা তাঁহারা মার্জ্জনা করুন।

আমার বিবেকানন্দকে ভয় নাই,—অসীম ভ্রাতৃপ্রেমে তিনি বারবার আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়াছেন, এখনও করিবেন। ভয়—তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলীকে,—তাঁহারা আমার ত্রুটি গ্রহণ না করেন—এই আমার প্রার্থনা।

বিবেকানন্দের সাধন-ফল

যদি কোন সংসারী ব্যক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জানাইতেন যে, পুত্র-কলত্র লইয়া সংসারে বিজড়িত হইয়াছি, আমাদের উপায় কি ? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, যে পুত্রের মমতায় ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছ না, সেই পুত্রকে রাম জ্ঞান করিয়া লালনপালন করিও, তোমার ঈশ্বর লাভ হইবে। আপত্তি উঠিত যে, রামজ্ঞানে সেবা করিলে পুত্র অবাধ্য হইবে, স্বেচ্ছাচার হইয়া যাহা ইচ্ছা করিবে, অশিক্ষিত থাকিবে, অতএব যে পুত্রের মমতায় তিনি সংসারে আবদ্ধ হইয়াছেন, পুত্রের ভাবী মঙ্গল-কামনায় সেই মমতায় তাঁহাকে রামজ্ঞানে পূজা করিতে বিরত রাখিবে। তাহার উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্বোধনে "শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে" বর্ণিত আছে যে, কোন এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ রামলালা ঠাকুর পান। রামলালা অর্থে বালক রাম। সেই বালক রাম যেন তাঁহার পুত্র হইল, তাঁহাকে লালন পালন করেন, সঙ্গে লইয়া ফেরেন, বেয়াদব হইলে ধমক দেন, এমন কি, তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, "একদিন কথা না শুনিয়া রামলালা জলে সাঁতার দিতেছিল, আমি তাহাকে শাসিত করিবার জন্য জলে চুবাইয়া ধরিয়াছিলাম।" বলিতে বলিতে সহস্র ধারায় শ্রীরামকৃষ্ণের বুক ভাসিয়া গেল। অবশ্য সন্ন্যাসী-প্রদত্ত রামলালা একটি ক্ষুদ্র বিগ্রহ, যেটি অদ্যাবধি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীকালীর মন্দির আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের 'রামলালা' ভাবের রামলালা, ভাবে তাহাকে প্রতিপালন করিতেন এবং ভাবে শাসিত করিতেন। যিনি এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় পুত্রকে রামলালার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন, পুত্রকে রামজ্ঞানে প্রতিপালন করিলে পুত্র অবাধ্য হইয়া পরিণামে মন্দ হইয়া পড়িবে, এরূপ আশঙ্কা করিতে পারেন না। কেন না, অপার প্রেমে পুত্রকে যশোদার ন্যায় শাসন-মানসে বন্ধনও করিতে পারেন এবং যশোদাও যেরূপ একমাত্র গোপালকে প্রতিপালন করিয়া পরমজ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, যে সংসারী রামজ্ঞানে পুত্রকে প্রতিপালন করিবেন, তিনিও সেইরূপ পরমজ্ঞানের অধিকারী হইবেন। পুত্রকে রামজ্ঞানে প্রতি-পালন করিলেই বুঝিবেন, 'রাম ক্ষুদ্র নয়, পুত্র রামে তাঁহার ধ্যানজ্ঞান হইলে

দেখিতে পাইবেন যে, রাম অতি বৃহৎ; দেখিবেন—সর্ব্বভূতে রাম, বিশ্বব্যাপী রাম জানিয়া রামে লয় হইবেন। সাংসারীকে শ্রীরামকৃষ্ণ এইরূপ প্রকৃতি অনুসারে ঈশ্বর-লাভের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন।

আবার যে ব্যক্তি তীব্র বৈরাগ্যে ঈশ্বরলাভ আশায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃতি অনুসারে নির্জ্জনে ধ্যানারূঢ় হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহারও প্রথমে ইষ্টধ্যান একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি, সেই মূর্ত্তি বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া বিশ্বব্যাপী ভাবে সাধককে বিশ্বের সহিত মিলাইয়া লইত। এরূপ সাধনার বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়া বলেন যে, জড়বৎ সংসারে কোনও কার্য্য না লইয়া থাকা কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। সংসারে আসিয়া যদি সংসারের কার্য্য না করিলাম, সে তো এক প্রকার অকর্ম্মণ্য জীবন-ভার বহনমাত্র। এ আপত্তিরও প্রতিবাদ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। দ্বাদশ বৎসর ধ্যানারূঢ় থাকিয়া সেই বিশ্বপ্রেমিকের কার্য্য রামকৃষ্ণমিশনরূপ ধারণ করিয়া সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত বিকাশ পাইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—"পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে ভ্রমর আপনিই আসে।" শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম-প্রফুল্লসরোজে মধু-লোভে দলে দলে সাধকরূপ ভ্রমর আসিতেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত সাধনের দুইটি পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং প্রকৃতি অনুসারে তাঁহার শিষ্যেরা নিজ নিজ পন্থায় সিদ্ধিলাভ করিতেছেন। শ্রীশ্রী-বিবেকানন্দ এই উভয় সাধনেই সিদ্ধ ছিলেন। ঈশ্বরলুব্ধচিত্ত বালক নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরলাভের উপায় জানিবার জন্য কলিকাতাস্থ সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ে উপস্থিত হইয়া উপদেশ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন—কিরূপে ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই সাম্প্রদায়িক মত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি তাঁহার একটি উদার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। প্রশ্ন—"ঈশ্বর দেখিয়াছেন কি?" এ প্রশ্নের উত্তর কেহই 'হ্যাঁ' বলিতে সক্ষম হন নাই। এ প্রশ্নের উত্তর নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে পান।

ভক্তচূড়ামণি রামচন্দ্র দত্ত নরেন্দ্রনাথের সুবাদে দাদা ছিলেন। তাঁহারই সহিত তিনি দক্ষিণেশ্বরে যান। যেরূপ অন্যান্যস্থলে জিজ্ঞাসা করিতেন, শ্রীরাম-কৃষ্ণকেও সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন,—"হ্যাঁ, যেরূপ তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া আছ, ঈশ্বর ইহা হইতেও অধিক প্রত্যক্ষের বস্তু। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ইচ্ছা কর

তুমিও প্রত্যক্ষ করিতে পারো।" ঈশ্বরলুব্ধচিত্ত একেবারে আকুল হইয়া পড়িল। কিরূপে ঈশ্বরলাভ করিবেন, এ নিমিত্ত তাঁহার যেরূপ ব্যাকুলতা, তাঁহার গুরুরও সেইরূপ শিক্ষা প্রদান। গুরুর উপদেশে বুঝিয়াছিলেন, নির্ব্বিকল্প-সমাধিলাভ অতি উচ্চ অবস্থা। তাঁহার মনে বাসনা জন্মে যে, যতদিন দেহ থাকে, তিনি সেই নির্ব্বিকল্প অবস্থায় থাকিবেন এবং মধ্যে মধ্যে সমাধিভঙ্গ হইলে দেহ-রক্ষার্থে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া আবার সমাধিস্থ হইবেন। এই অবস্থা তিনি গুরুর নিকট প্রার্থনা করেন। তাহাতে তাঁহার গুরু বলেন,—"এরূপ স্বার্থপর হইও না, তুমি নির্ব্বিকল্প-সমাধিলাভ করিবে, কিন্তু পরহিত সাধন তোমার জীবনের কার্য্য হোক। তোমায় ঈশ্বর বৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় সৃজন করিয়াছেন, যাহার স্নিগ্ধ-ছায়ায় বহুপ্রাণী শীতল হইবে।" এই উপদেশ হৃদয়ে অটল ধারণা রাখিয়া নরেন্দ্রনাথ 'বিবেকানন্দ' হইয়াছিলেন। যে বিবেকানন্দ জগৎ-প্রেমে জগৎকে জ্ঞান দানের নিমিত্ত কৌপিনধারী হইয়া দেশদেশান্তরে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই বিবেকানন্দ-সৃষ্টির ভিত্তি—উপরোক্ত আদেশ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী ও ত্যাগীকে দুই ভাবে উপদেশ দিতেন, দুই ভাবের সাধনেই ঈশ্বরলাভ হয়। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যেরাও সেই দুই ভাবে উপদেশ পাইয়াছেন। স্বামীজীর উপদেশে কেহ বা সকল মূর্ত্তি নারায়ণের মূর্ত্তি-জ্ঞানে নারায়ণ সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া সেবাশ্রমে সাধন করিতেছেন, আবার কেহ বা ধ্যানে জগৎব্যাপী শ্রীবিশ্বনাথের দর্শন আশায় অদ্বৈতাশ্রমে অদ্বৈত-জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত। প্রবৃত্তি অনুসারে অদ্বৈত ও সেবাশ্রম চলিতেছে। দুই আশ্রমের উপদেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ। দুই আশ্রমই তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাধন-পথে অগ্রসর। কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি, দুই সাধনেই তিনি সিদ্ধ ছিলেন।

কথা আছে, চন্দন ও বিষ্ঠায় সমজ্ঞান হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু সে অবস্থা যে কি, তাহা অনুভব করা অতি কঠিন। কিন্তু রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে সেবক স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যগণের নিকট সে অবস্থা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। যে সকল উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকটে সাধারণে ঘৃণায় যাইতে পারে না, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যেরা অনায়াসে নারায়ণ-জ্ঞানে তাহাদের মল-মূত্র পরিষ্কার করিতেছেন,—পুত্রকে মাতা যেরূপ পরিষ্কার করেন—সেইরূপে। কারণ, তাঁহাদের শিক্ষাদাতা স্বামী বিবেকানন্দ—নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া

উহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। একদা বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুভ্রাতা নিরঞ্জনা-নন্দের সহিত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অতিথি হন। একদিন ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখেন, একব্যক্তি রক্তামাশয় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পথে পড়িয়া আছে, দারুণ শীত, অঙ্গে সামান্য বস্ত্র মাত্র, মলদ্বার বহিয়া মল নিঃসৃত হইতেছে,—যন্ত্রণায় অধীর—আর্ত্তনাদ করিতেছে। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কিরূপে আশ্রয় দিবেন, বিবেকানন্দের চিন্তা উপস্থিত হইল। পরের বাটিতে অতিথি হইয়াছেন, আমাশয় দুরন্ত রোগ, যে গৃহে সে রোগী থাকে, সে গৃহ বিষ্ঠাময় হইয়া যায়। রোগী লইয়া গেলে যদি পূর্ণবাবু বিরক্ত হন, যাহা হউক, দুই ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া রোগীকে তুলিলেন, উভয়ে মিলিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণ-বাবুর বাসায় লইয়া আসিলেন, রোগীকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া অগ্নিদ্বারা সেক দিতে লাগিলেন। উভয়ে যেরূপ সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন, এরূপ সেবা যদি কেহ পিতার করেন, তাহাও প্রসংশনীয়। উচ্চ কার্য্যের এমনি আশ্চর্য্য মহিমা, যে পূর্ণবাবু বিরক্ত হইবেন বলিয়া তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সেই পূর্ণবাবুই তখন সন্ন্যাসীদ্বয়ের কার্য্য দর্শনে মুগ্ধ। পূর্ণবাবু ভাবিলেন—কি আশ্চর্য্য সন্ন্যাসী-দ্বয়! সন্ন্যাসীরা স্বতন্ত্র থাকে, অন্যের স্পর্শ অপবিত্র জ্ঞান করে—একি অপূর্ব্ব সন্ন্যাস-বৃত্তি—এরূপ রোগীসেবা যাহার অন্তর্গত! তদবধি পূর্ণবাবু শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সন্ন্যাসীগণকে অন্য প্রকার দৃষ্টিতে দেখিতেন। আমাদের কেহ যেরূপ সমালোচনা করেন যে, সংসার পরিত্যাগ করিয়া গেরুয়া ধারণ করাটা অলস ব্যক্তির কার্য্য, যাহারা পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ, তাহারাই ঐরূপে গেরুয়াধারী হয়, পূর্ণবাবুরও কতকটা সেরূপ সংস্কার ছিল, সে ধারণা তদবধি তাঁহার সমূলে উৎপাটিত হইল।

সর্ব্বভূতে নারায়ণ-দৃষ্টি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে আর এক দৃষ্টান্ত বলিব—ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন তাঁহার তাম্রকূট সেবনে ইচ্ছা হয়, দেখিলেন, এক বৃক্ষতলে কয়েকজন ব্যক্তি বসিয়া ধূমপান করিতেছে, তিনি তাহাদের নিকট কলিকা প্রার্থী হইলেন। সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন উত্তর করিল,—"মহারাজ, হাম লোক ভঙ্গী হ্যায়।" ভঙ্গী অর্থে ম্যাথর। বিবেকানন্দের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ইহা শুনিয়া তাঁহার মন একবার পশ্চাদ্গামী হইল; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আত্ম-তিরস্কার করিয়া ভাবিলেন যে, আমি কি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যর উপযুক্ত নই যে,'ভঙ্গী' নাম শুনিয়া আত্মাভিমানে

পশ্চাৎপদ হইতেছি? যে শ্রীরামকৃষ্ণ অভিমান দূর করণার্থ স্বহস্তে আবর্জনা-স্থান ধৌত করিয়া আপন লম্বিত কেশ দ্বারা উহা মুছিয়া দিতেন, সেই রামকৃষ্ণের পদাশ্রিত হইয়া আমার এতদূর অভিমান! বিদ্যুদ্বেগে এই সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল এবং তিনি ছিলিম লইয়া ধূমপান করিলেন। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদস্পর্শ করায় স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সহিত সমভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন; আমি তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলাম,—"তুই গাঁজাখোর, তামাক খাবার ঝোঁকে ম্যাথরের কল্‌কে টেনেছিলি।" বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন,—"না হে, ইহাতে গুরুদেব আমাকে জীবন-রক্ষাপ্রদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, "আমি আর কাহাকেও ঘৃণা করিতাম না।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিলেন—"আমি একস্থানে আছি, তথায় আমার নিকট উপদেশ লইবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তিন দিন অনবরত লোকসমাগম, আলাপ করিয়া সকলে উঠিয়া যায়, কিন্তু আমার আহার হইয়াছে কি না, তাহা কেহ একবার জিজ্ঞাসাও করে না। তৃতীয় রাত্রে যখন সকলে চিলিয়া গিয়াছে, এক দীন ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, 'মহারাজ, আপনি তিন দিন তো অনবরত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, কিন্তু জলপান পর্য্যন্ত করেন নাই, ইহাতে আমার ব্যথা লাগিয়াছে।' আমি ভাবিলাম নারায়ণ স্বয়ং দীনবেশে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞসো করিলাম, 'তুমি কিছু আমাকে আহার করিতে দিবে?' সে ব্যক্তি অতি কাতর ভাবে বলিল, 'আমার প্রাণ চাহিতেছে, কিন্তু কিরূপে আমার প্রস্তুত করা রুটী দিব? যদি বলেন, আমি আটা, ডাল আনি, রুটী ডাল প্রস্তুত করিয়া লউন।' সে সময় আমি সন্ন্যাসীর নিয়মানুসারে অগ্নি স্পর্শ করি না। তাহাকে বলিলাম 'তোমার প্রস্তুত করা রুটী আমাকে দাও, আমি তাহাই আহার করিব।' শুনিয়া সে ব্যক্তি ভয়ে অভিভূত! সে খেত্‌রীর রাজার প্রজা, রাজা যদি শোনেন যে চামার হইয়া সন্ন্যাসীকে তাহার প্রস্তুত করা রুটী দিয়াছে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিবেন এবং তাহাকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন। আমি তাহাকে বলিলাম, 'তোমার ভয় নাই, রাজা তোমাকে শাস্তি দিবেন না।' এ কথায় তাহার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল না। কিন্তু বলবান্ দয়াপ্রভাবে ভাবী অনিষ্ট উপেক্ষা

করিয়া ভোজ্য বস্তু আনিয়া দিল। বিবেকানন্দ বলেন,—"সে সময় দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণ-পাত্রে সুধা আনিয়া দিলে সেরূপ তৃপ্তিকর হইত কি না সন্দেহ।" বিবেকানন্দের নয়ন-ধারা নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ব্যক্তির দয়া দেখিয়া স্বামীজি সে দিন মনে মনে ভাবিয়াছিলেন,—এরূপ শত সহস্র উচ্চচেতা ব্যক্তি কুটীরে অবস্থান করে, আমরা তাহাদিগকে হীন বলিয়া ঘৃণা করি। স্বামী বিবেকানন্দের নীচজাতির প্রতি অসীম সহানুভূতি উদ্দীপিত করিবার ঐ ঘটনা একটি বিশেষ কারণ। তিনি বলিতেন, তাঁহাকে নিরভিমান করিবার জন্য ঐ শিক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল।

অভিমান যে কিরূপ দৃঢ়মূল, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য দৃষ্টান্তচ্ছলে তিনি আমাদের নিকট আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। যখন তিনি খেত্‌রীর রাজার অতিথি, তখন খেত্‌রীর রাজা একদিন জনৈক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে গান গাহিতে আনিলেন। বিবেকানন্দ ভাবিলেন, সঙ্গীত ব্যবসায়ী স্ত্রীলোক কখনো সুচরিত্রা হইতে পারে না, বিশেষতঃ তিনি স্ত্রীলোকের গান শোনেন না। সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া উঠিলেন,—খেত্‌রীর রাজা তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া গান শুনিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। বিবেকানন্দ ভাবিলেন—অনুরোধ করিতেছেন, একটা গান শুনিয়াই উঠিব। গায়িকা গান ধরিল,—আমাদের সে গানের এক ছত্র মাত্র মনে আছে,—"প্রভু, মেরা অওগুণ চিত না ধরো, সমদরশী হ্যায় নাম তুম্‌হারো।" গানের ভাব এই যে, "প্রভু, তুমি তো দোষ গুণ বিচার করো না, গঙ্গায় অপবিত্র জল আসিলে সেও গঙ্গাজল হইয়া যায়।" বিবেকানন্দ বলেন,—"আমি গান শুনিয়া ভাবিলাম যে, এই আমার সন্ন্যাস! আমি সন্ন্যাসী—এ সামান্য বনিতা এ জ্ঞান আজও আমার রহিয়াছে! বিশ্বব্যাপিনী জগদম্বার দর্শন আজও আমি পাইলাম না!" তদবধি সেই গায়িকাকে মাতৃ সম্বোধন করিতেন এবং যখন খেত্‌রীর রাজবাটিতে যাইতেন, তখনই তাহাকে ডাকাইয়া গান শুনিতেন এবং সেই গায়িকা বিবেকানন্দের মাতৃসম্বোধনে মাতৃভাবাপন্না হইয়া মাতৃচক্ষে বিবেকানন্দকে দেখিতেন। এই ঘটনা সাধনাভিমানীর একটি অঙ্কুশস্বরূপ। ঈশ্বর কোন্ পথে কাহাকে লইয়া যান, তাহা মানব-বুদ্ধির অতীত। যদি কোন সাধনাভিমানী এই গায়িকাকে যৌবনাবস্থায় দেখিয়া

নারকী বলিয়া ঘৃণা করিতেন, এই ঘটনা দেখিলে নিশ্চয় বুঝিতেন যে, তাঁহার ধারণা ভ্রান্তিমূলক ছিল। ঈশ্বরকৃপাই মূল, সামান্য গায়িকা অনায়াসে বাৎসল্য-প্রেমের অধিকারিণী হইয়াছিল।

এস্থলে ধুনী কামারণী—যাঁহাকে আমরা দেবী-জ্ঞানে প্রণাম করি, তাঁহার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সম্বন্ধ মনে পড়িতেছে, রামকৃষ্ণদেব যখন যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন তখন তিনি একেবারে ধরিয়া বসিলেন যে, তিনি ভিক্ষা অপর কাহারও কাছে লইবেন না, ঐ ধুনী কামারণীর নিকট গ্রহণ করিবেন। তাঁহার মহাজ্ঞানী পিতা অদ্ভুত পুত্রের ইচ্ছায় বাধা প্রদান করিলেন না। কারণ, সকলেই অবগত আছেন যে, যে সময় শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম গয়াধামে গমন করেন, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, গদাধর তাঁহার পুত্র হইবেন—বলিতেছেন। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জীবন-চরিতে আছে। সেই জন্যই তিনি তাঁহার পুত্রের নাম গদাধর রাখিয়াছিলেন। গদাধর ধুনীর নিকট ভিক্ষা লইলেন ও ধুনীর 'গদাই' হইলেন। এস্থলে মাতাপুত্রের একটি আশ্চর্য্য প্রেমের ঘটনা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কামারপুকুর অঞ্চলে অর্থাৎ পরহংসদেবের জন্মস্থানে চিংড়ী মাছ প্রায় পাওয়া যায় না। একদিন কামারণী চিংড়ী-মাছ পাইয়াছিলেন, যদিও কামারণী তাঁহার গদাইকে যেখানে যা উত্তম সামগ্রী পাইতেন, খাওয়াইতেন, কিন্তু তাঁহার বড়ই ক্ষোভ ছিল, ব্রাহ্মণের পুত্রকে রন্ধন করা দ্রব্য দিতে পারিতেন না। চিংড়ীমাছ পাইয়াছেন, কিন্তু ক্ষুদিরাম প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ ন'ন, ব্রাহ্মণেরও দান গ্রহণ করিতেন না। কামারণী চিংড়ীমাছ দিলে তা গ্রহণ করিবেন না। চিংড়ীমাছ রন্ধন করিয়া কলসীকক্ষে বারি আনিবার নিমিত্ত দোরে শিকল দিয়া যাইতেন, হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, গদাই শিকল খুলিয়া চিংড়ীমাছ নিয়া পলাইতেছে। দেখিবামাত্র ধুনী চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ও গদাই, খাস নে—খাস্ নে!" গদাই তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া খাইতে খাইতে চলিল। ধুনী ভয়ে অভিভূত,—ক্ষুদিরাম ব্রাহ্মণ, এ কথা শুনিলে আর গদাইকে তাহার নিকট আসিতে দিবে না! কিন্তু এ মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ কে করিবে! ধুনী পুত্রের সেবা করিয়া অন্তকালে পুত্রের সম্মুখে "হরি" বলিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন! শ্রীরামকৃষ্ণ-মাতা ধুনীর চরণে শত সহস্র প্রণাম।

'আমরা উপরোক্ত 'খেত্‌রী'র চামারের কথাটির শেষকথা এখনও বলি নাই। চামার ভয় করিয়াছিল, বিবেকানন্দ স্বামীকে আহার প্রদান খেত্‌রীর রাজা শুনিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ চামারের সে ভয়ের কথা জানিয়াও খেত্‌রীর রাজার নিকট ঐ চামারের চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলেন। কাজেই কয়েকদিন পরেই খেত্‌রীর রাজার নিকট চামারের ডাক পড়িল। চামার কাঁপিতে কাঁপিতে উপস্থিত। কিন্তু রাজপ্রসাদলাভে চামারকে আর চামারের বৃত্তি করিতে হইল না। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, দান বিফল হয় না। চামার নিষ্কাম ছিল কিন্তু কামনা করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে দানে একগুণে শতগুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—এই চামার-বিবেকানন্দ সংবাদ।

আমরা নারায়ণ-জ্ঞানে নর-সেবার উল্লেখ করিতেছিলাম—যে সেবার আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট গ্রহণ করিয়া আশ্রমের যুবকবৃন্দ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আমরা অত্যাশ্চর্য্য সেবা দেখিয়া যতই প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁহারা যে দ্রুতপদে মুক্তির নিকট অগ্রসর হইতেছেন, একথা উপলব্ধি করা আমাদের কঠিন হয়। প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গেই বলি,—"হ্যাঁ, খুব উচ্চ কার্য্য করিতেছে বটে, কিন্তু যুবাবয়সে ঐরূপ একটা ঝোঁকে কার্য্য করিতেছে আর কি। পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া, বাপ-মাকে ত্যাগ করিয়া যে অধঃপাতে যায় নাই, ইহাই প্রশংসার বিষয়।" ঐরূপে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তাহা যে তাহারা অতি যত্ন সহকারে সমাধা করে, একথা শত্রুর মুখেও নিঃসৃত হয়। কিন্তু ভ্রম-বশতঃ বুঝিতে বিলম্ব হয় যে, যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের নেতাস্বরূপ হইয়া ভারতবর্ষে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনার্থ নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, সেই মহৎকার্য্য এই সকল বালকের দ্বারাই সুসম্পন্ন হওয়া একমাত্র সম্ভব। মুসলমান ক্রিশ্চিয়ান, পার্শি বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী বিবিধ জাতি ইহাদের অদ্ভুত সেবা-দৃষ্টে পরস্পর জাতীয় বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে নিশ্চয় বাধ্য হইবে। সেবাশ্রমভুক্ত সেবাগ্রাহিগণ যে জাতিই হোক, সেবাশ্রমে আসিয়া বুঝিবেন যে, এই সকল বালকদের তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব নাই। কারণ সেব্য ও সেবকদিগের ভিতর বর্ণগত, জাতিগত এবং ধর্ম্মগত প্রভেদ থাকিলেও

ইহারা তাঁহাদিগকে সমভাবে সেবা করে। তাঁহারা নিশ্চয় অবাক হইয়া ভাবিবেন, ইহারা কারা? ইহারা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?—যে ধর্ম্মাবলম্বীই হোক, আর যাহারা সেবা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের মত ইহাঁদের ধর্ম্ম ভ্রান্ত ধর্ম্মই হোক, কিন্তু এ বালকেরা যে তাঁহাদের ধর্ম্মের সারমর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে—এ কথা তাঁহাদের বুঝিতে হইবে নিশ্চয়। কেন না, তাঁহাদের মতেও তো নর-সেবা প্রধান ধর্ম্ম। প্রেমের অদ্ভুত প্রভাবে প্রেম দৃষ্টে প্রেম লাভ হয়, এই অদ্ভুত সেবায় সেবকের প্রেম দৃষ্টে যিনি সেবা পাইতেছেন, তাঁহারও হৃদয়ে ঐরূপ প্রেমের উদ্দীপনা হইবে নিশ্চয়। তাঁহার জাতিগত ধর্ম্মগত বিদ্বেষ—উচ্চ দৃষ্টান্তে মলিন হইবে। সেবাগ্রহীতা সুস্থশরীরে সেবাশ্রম হইতে ফিরিয়া এই উচ্চাশয় যুবকবৃন্দের পরিচয় নিজ সমাজমধ্যে প্রচার করিবেন এবং তাহা সেই সমাজে যিনি যিনি শুনিবেন, তাঁহাদেরও বিদ্বেষভাবে আঘাত লাগিবে। বিদ্বেষশূন্যতাই একতার মূল। এই সকল যুবক যদিচ বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তথাচ বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ফলে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া উচ্চচেতা ব্যক্তিগণ প্রাণপণ করিতেছেন, বক্তৃতা, সভা প্রবন্ধ প্রভৃতিতে যাহা না হয়, যুবকগণের সেবায় তাহা হইতেছে। একতা স্থাপনের বিঘ্নবাধা সমূলে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইতেছে। বিদ্যালাভের ফল, বিদ্যালাভের কার্য্য—এই সেবাকার্য্যে যে দেদীপ্যমান—ইহা স্থূলদৃষ্টিতে লক্ষ্য হয়। যাহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহারা আবার দেখিতে পাইবেন যে, এই যুবকেরা সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান লাভ করিতেছেন, যে জ্ঞানলাভে আর ঈশ্বরলাভে প্রভেদ নাই। এই বিশ্বপ্রেম-লাভে সক্ষম হইলে পর প্রতি ব্যক্তি তাহার দৃষ্টান্তে শত শত ব্যক্তিকে প্রেমিক করিবে। প্রেমজননী ভারতে প্রেমের বিকাশ হইবে এবং সেই প্রেমে জগৎ মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষকে তীর্থজ্ঞানে ভারতের ধূলি মস্তকে ধারণ করিবে। দূরে আমেরিকায় সেই তীর্থজ্ঞান অঙ্কুরিত হইয়াছে। ইংলণ্ডেও সেই তীর্থজ্ঞান উপ্ত, ভারতের সকল স্থানেই রামকৃষ্ণ-মিশন সেই তীর্থজ্ঞান বপন করিবার জন্য নিযুক্ত আছে। যথায় যথায় রামকৃষ্ণ-মিশন, সেইখানেই প্রকাশ যে, ভারত পুণ্যভূমি! পুণ্যভূমি কাশীধামের সেবাশ্রমের যুবকেরা ধীরে ধীরে শিক্ষাদান করিতেছে,—'দেখিয়া যাও—ভারত পুণ্যভূমি!'

উল্লেখ করিয়াছি, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নির্ণীত দুই পন্থারই চরম-সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেবা-পন্থায় সিদ্ধিলাভের

ফলস্বরূপ এই যুবকবৃন্দকে দেখাইবার চেষ্টা পাইলাম। আবার অপর দিকে অদ্বৈতাশ্রম দেখুন:—স্বামীজি শ্রীগুরুর নিকট নির্ব্বিকল্পসমাধি লাভ করিয়া কিরূপ ধ্যান-পন্থার পথিক সকল সৃজন করিয়াছেন, তাহা অদ্বৈতাশ্রমে লক্ষ্য হইবে। ঐ যে অদ্বৈতাশ্রমে বালক সন্ন্যাসীগণ দেখেন, উহাদের ক্রিয়াকলাপ—আত্মত্যাগ, সেবাশ্রমের বিবেকানন্দের শিষ্যগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়। বিষয়-মমতা-বর্জ্জিত হইয়া প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কঠোর তিতিক্ষায় আত্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত। সন্ন্যাস-অভিমান নাই; পবিত্র বস্ত্র দেবসেবার উপযোগী—এই নিমিত্ত গৈরিকবস্ত্র ধারণ; সন্ন্যাসীর বেশে নীচ-চিন্তা দমন হয় এবং নীচ-চিন্তায় আত্মগ্লানি জন্মে, এইজন্য মস্তক মুণ্ডন করিয়া কমণ্ডলু ধারণ। পরীক্ষা ব্যতীত রত্ন চেনা কঠিন, পরীক্ষা করিলে অদ্বৈতাশ্রমের বালকবৃন্দকে কতক চেনা যায়। এ বালকগণ সংসারত্যাগী, কিন্তু সংসার-কর্ত্তব্যত্যাগী নহে। অদ্বৈতাশ্রমে উপস্থিত হইলে তাঁহারা কিরূপ অতিথিসৎকার করেন, বুঝিতে পারা যায়। গৃহীর যেরূপ অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য, এই বালকেরাও সেরূপ কর্ত্তব্যকার্য্য প্রদর্শন করেন। অতিথিকে স্থানদান, পরিচর্য্যা, আত্ম-বঞ্চনা করিয়া ভিখারীদিগের যতদূর সাধ্য, অতিথির তৃপ্তির জন্য সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকেন। সংসারে যেরূপ বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান, ইহাঁরাও এখানে তাঁহাদিগকে আনত মস্তকে সেই সম্মান প্রদর্শন করেন। এদিকে কঠোর তপস্বী,—বিরামহীন তপস্যা, দেবসেবা একমাত্র কার্য্য! ধ্যান জ্ঞান সমস্তই দেবতায় অর্পিত, দৈহিক ক্লেশ, রোগ-তাড়না, এমন কি নিজ নিজ দেহে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা, এবং অটল অচল থাকিয়া কোন অবস্থাতেই ইহাঁরা কাতর নহেন। ইহাঁদের উপাসনা, উপাসনার নিমিত্ত—কোন আর্থিক অবস্থার নিমিত্ত নয়। প্রতিষ্ঠালাভে ইহাঁদের তীব্র ঘৃণা! পরমলাভ ঈশ্বরলাভই লক্ষ্য এবং সকল কার্য্যই সেই লক্ষ্যের অন্তর্গত। অনেকেই তাঁহাদের প্রতি উপহাস-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অনেকেই বলেন—ইদানীং সন্ন্যাসী হওয়া একটা ঢং! দূর হইতে বলিতে পারেন, কিন্তু অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়া সমস্ত পরিদর্শন করিয়া এ কথা মুখে আনিতে তাঁহাদের জিহ্বা জড়িত হইবে। দেবকার্য্যে যে অষ্টপ্রহর নিযুক্ত থাকা যাইতে পারে, এ কথা আমাদের অনেকেই সম্ভবপর বিবেচনা করেন না এবং কঠোর তপস্যার কথা শাস্ত্রেই পড়িয়াছেন, অদ্বৈতাশ্রমে

আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। অদ্বৈতাশ্রমের বালকেরা কঠোর তপস্বী। যে কঠোর তপস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতজ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন সেই কঠোর তপস্যায় এই বালকবৃন্দ নিযুক্ত। শরীর, মন, প্রাণ সমস্ত ঈশ্বরে অর্পিত। ইহাদিগের কার্য্য—সমালোচকের দৃষ্টির বহির্ভূত। সেবাশ্রমের যুবাগণ প্রশংসাপ্রার্থী না হইয়াও প্রশংসা পান, কিন্তু এ বালকগণ কেবল উপহাসভাজন। তাহারা কাপড় পরে—তাহাতেও উপহাস; তাহারা শীতবস্ত্র গায়ে দেয়—তাহাতেও উপহাস; তাহারা শিক্ষা ত্যাগ করিয়াছে—এই জন্য নিন্দা; গৃহ ত্যাগ করিয়াছে—এই জন্য নিন্দা, পিতামাতা ত্যাগ করিয়াছে—এই জন্য ক্রোধ! তাহাদের আদর্শে অন্যান্য বালকগণ খারাপ হইবে—এইজন্য ক্রোধ! এ সমস্তই তাহারা সহ্য করে। কেহ বলিতে পারেন—'হইতে পারে, তুমি ইহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য কিন্তু ইহাদের দ্বারা সংসারের কি উপকার হইল?' কিন্তু ভাবুক বুঝিবেন ভারতবর্ষের অবনতির কারণ—ধর্ম্মের অবনতি! কপট ব্যক্তির কপটাচারে ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা জন্মিয়াছে। পাশ্চাত্য আদর্শে আত্মসুখার্জ্জনই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। যে কার্য্যফলে দৈহিক সুখসচ্ছন্দে থাকা যায়, সেই কার্য্যই প্রকৃত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতেছে। যে ব্যক্তি সহৃদয় বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, তিনিও—যাহারা ঈশ্বরোদ্দেশে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলেন। যখন দেখিবেন, এই যুবাবৃন্দ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া চরম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, যখন দেখিবেন, আনন্দময়ের আশ্রয়ে পরমানন্দ লাভ করিয়াছে, যখন রোগ-শোক-তাড়নায় ও চতুর্দ্দিকে মারীভয়ে বিচলিত হইয়া আভাস পাইবেন যে, যাহার জন্য আজীবন বিব্রত ছিলাম, তাহাতে কেবল চিন্তাজ্বরে জীর্ণ হইয়াছি, সম্মুখে মৃত্যুচ্ছায়া দেখিয়া যখন বিকল হইবেন, তখন বুঝিবেন—এ বালকেরা কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল! তখন বুঝিবেন, হৃদয়ে শান্তি লাভের একমাত্র উপায়ই ধর্ম্ম। রোগ-শোক-মৃত্যু-সঙ্কুল ধরায় স্থির থাকিবার অপর উপায় নাই। এই বালকগণের দৃষ্টান্তে বুঝিবেন, ধর্ম্ম ভাণ নয়, ধর্ম্ম হৃদয়ের বস্তু—অর্জ্জন করা যায় এবং সেই অর্জ্জনই সার অর্জ্জন! তখন ভারতে ধীরে ধীরে ধর্ম্মের পূর্ব্বমাহাত্ম্য ভারতবাসীর অনুভূত হইলে, তাহারা সকলে বুঝিতে পারিবে—ধর্ম্মেই ভারতের উন্নতি, ধর্ম্মেই ভারতের প্রাধান্য—ধর্ম্মই ভারতের জীবন।

সাধারণ ব্যক্তির মনে আপত্তি উঠিতে পারে যে, ভারতের ধর্ম্মজীবন হইয়াই তো ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! ধর্ম্মজীবন হওয়ায় ভারতের বিজ্ঞান নাই, শিল্প নাই, ভারত হীনতেজা ও পরাধীন। এরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ধর্ম্ম কি, জানেন না। ভারতের যে সকল পূর্ব্বকীর্ত্তি শুনিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হন, পাশ্চাত্যের যে সকল বৈজ্ঞানিক কার্য্য দেখিয়া তাঁহারা স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন, "ভারতেরও এ সকল ছিল,"—জানিবেন, সেই সকল কীর্ত্তি ভারতের ধর্ম্ম বলে। যাহা জাতীয় জীবন, তদবলম্বন ব্যতীত জাতীয় উন্নতি সাধন হইতে পারে না। ইংলণ্ডের অর্থোপার্জ্জন এবং ফরাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেরূপ জাতীয় উন্নতির ভিত্তি, ভারতের ধর্ম্মও সেইরূপ। ধর্ম্মাশ্রয় ব্যতীত ভারতের উন্নতির প্রত্যাশা বিফল, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের ধর্ম্মের উন্নতি ভিন্ন কদাচ উন্নতি হইবে না। আমরা যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণ হইলে আজই দেখিতে পাইব, ভারতও পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব-প্রতিশ্রুত দ্বিবিধ পন্থার উল্লেখ করিয়া দ্বিবিধ ফললাভ বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইয়াছি এবং সংক্ষেপে দেখাইয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ উভয় সাধনেই সিদ্ধ। কিন্তু উভয় সাধনার ফল যাহা বর্ণনা করিয়াছি, তাহা সকলের চক্ষে পড়ে নাই।

আমাদের জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত বিদেশে যাইয়া কলকব্জা শিক্ষা করা উচিত—আমাদের নেতারা বলেন। কেহ বা বলেন, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে উন্নত হও, বিজ্ঞানই জাতীয় উন্নতি সাধন করিবে। রাজনৈতিক আন্দোলনই কাহারও মতে উন্নতির নির্দ্দিষ্ট পথ। কিন্তু এই সকল নেতারা যদি এ কথাটি বিবেচনা করেন যে, কে ঐ সকল আমাদিগকে শিখাইবে আর কেনই বা শিখাইবে? বিনা স্বার্থে কেহ কোনও কাজ করিয়া থাকে কি? আমরা ঐ সকল শিখিয়া তাহাদের অপেক্ষা উন্নত হইব, এই জন্যই কি তাহারা আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবে?—ইহা কদাচ হইতে পারে না। পাশ্চাত্যজাতি সকলের মধ্যে পরস্পরে নানা বিষয়ে আদান প্রদান চলে, এই জন্য পাশ্চাত্য জাতিরা পরস্পর পরস্পরের সহকারী। আমরা ঐ উন্নত জাতি সকলের সহিত কি আদান প্রদান করিব? আমাদের দিবার বস্তু কি আছে? সকলই তো গিয়াছে।

এক বস্তু আছে—ধর্ম্ম, অবশ্য এ বেদমূলক ধর্ম্মের তুলনা নাই—কিন্তু সেই ধর্ম্মও তো এই সময় অতি ক্ষীণ অবস্থায় অবস্থিত। ধর্ম্মোন্নতির জন্য ভারতবাসীর অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না সত্য, এবং ভারতবাসী-প্রদত্ত শিক্ষাই ভারতবাসীকে ধর্ম্মোন্নত করিতে পারে। ভারত নিজে ধর্ম্মোন্নতি করিয়া যদি অপর জাতি সকলের সহিত আবার আদান-প্রদানে প্রবৃত্ত হয়, তবেই আনতমস্তকে অপর উন্নত জাতিসকল ভারতকে সাংসারিক বিদ্যা গুরুদক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিয়া প্রকৃত সত্য লাভাশায় ভারতকে আশ্রয় করিবে। "সাম্য—সাম্য" এই কথা সকলের মুখেই শুনি, বাস্তবিক সমস্ত মানব একপরিবার স্বরূপ বাস করে, এইরূপ উন্নত অবস্থা লাভই মনুষ্য সমাজের চরম। কিন্তু সে চরম অবস্থা পাইবার সম্ভাবনা কি? কাহারও মস্তিকে উদ্ভূত হইয়াছে, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিলেই পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ রহিত হইবে। অতএব নরঘাতী অস্ত্রসকল সৃজন করিয়া সংসারে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু দেখা যায়, পরস্পরের রের প্রতি ঈর্ষ্যাবৃদ্ধিই অস্ত্রবৃদ্ধির একমাত্র কারণ। কেহ আবার বলেন, দার্শনিক শিক্ষার দ্বারাই মানব একপরিবারস্থ হইবে। কিন্তু দর্শন তো নানাবিধ—কোন্ দর্শনবলে একপরিবারস্থ হইবে? যদি এরূপ কোনও দর্শন থাকে, যাহার শিক্ষায় বুঝিতে পারা যায় যে, তুমি আমি এক, তোমায় ক্লেশ দিলে আমি ক্লেশ পাইব—যদি ঐরূপ একত্ব স্থাপন কোনও দর্শনের দ্বারা সম্ভব হয়—তা হ'লেই জগতে সাম্য প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, নচেৎ নয়। সে সাম্যস্থাপক দর্শন—বেদান্ত দর্শন। কিন্তু বেদান্ত দর্শন—কেবল মাত্র পাঠে তাহা হয় না, বেদান্ত দর্শন উপলব্ধি করিতে হয়। যেমন আমি আমাকে জানি, সেইরূপ তুমি আমি অভেদ ইহা জানিতে হয়। পড়া বা শোনা কথায় উপলব্ধি হয় না। ঐ উপলব্ধি সাধন-সাপেক্ষ এবং ঐ সাধন সম্পন্ন করিবার জন্যই এই অদ্বৈত-সেবাশ্রম। যথার্থ সাম্যের ভিত্তিস্বরূপ এই আশ্রমদ্বয়কে ঐ জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপন করিয়াছেন। অতএব, এস ভাই, সকলে মিলিত হইয়া বলি, "জয় রামকৃষ্ণের জয়! জয় বিবেকানন্দের জয়!"

বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ

আজ আমরা বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে একত্রিত হইয়াছি। বিবেকানন্দ একটি অতুল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার ধন ছিল না, যশ মান তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। সাধারণ জনসমাজে যে সম্পত্তির আদর করেন, সে সম্পত্তি তাঁহার নাই। তাঁহার সম্পত্তি—প্রেম। বঙ্গীয়যুবকবৃন্দকে সেই সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আশা-ভরসা ছিল; সেই নিমিত্ত তাঁহার এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী তাঁহাদিগকেই করিয়াছেন। তাঁহার এই কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তি কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে, তাহারও তিনি উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। অতি যত্নে এই সম্পত্তি রক্ষিত হয়। অপর সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত নানা জনের সাহায্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু এ সম্পত্তির রক্ষক সম্পত্তির অধিকারী স্বয়ং। মনে স্থির বিশ্বাস রাখ, মনুষ্যত্বের একমাত্র উপায়—হীন স্বার্থত্যাগ। এই হীন স্বার্থত্যাগ করিলেই পরকার্য্য-মহাব্রতে অগ্রসর হইতে পারিবে। "অগ্রসর হও, পশ্চাৎপদ হইও না"—বিবেকানন্দ বার বার উচ্চৈঃস্বরে এই উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই প্রচার-কার্য্য—ভারতমাতার কার্য্য,—দীন, হীন, সন্তাপিত, পদদলিত ভারত-মাতার সন্তানের কার্য্য, যে কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিবেকানন্দ অনলস হইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছেন। ভারতের উন্নতি সাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে সেই উদ্দেশ্যে সাহায্যের নিমিত্ত বারবার উত্তেজিত করিয়াছেন। ভারতের পুনরুত্থান কিরূপে সাধিত হইবে, এই নিমিত্ত আজীবন তিনি ব্যাকুল ছিলেন। যে মহাত্মা তাঁহার সেই মহাব্রত গ্রহণ করিবেন, তিনি বিবেকানন্দের আজীবন কার্য্য সমালোচনা করুন। বিবেকানন্দ বলিতেন, *"প্রত্যেক জাতীয় জীবনের একটি মেরুদণ্ড আছে, এই মেরুদণ্ড ভঙ্গ হইলে, জাতীয় জীবন বিনষ্ট হইবে।"* তিনি তাঁহার পত্রে তিনটি জাতির বিষয় বলিয়াছেন,—ফরাসী, ইংরাজ ও হিন্দু। ফরাসী-জীবনের কেন্দ্র—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, রাজ্যশাসনে সকলের অধিকার—এই তাহাদের মূলমন্ত্র; তাহাদের

উপর যে অত্যাচারই হোক, তাহা তাহারা বিনা বাক্যে সহ্য করিবে, কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিলে উন্মাদবৎ আচরণ করিবে, ভালমন্দ কিছুই বিচার করিবে না। নগর ভস্মসাৎ করিবে, অট্টালিকা চূর্ণ করিবে, নরহত্যা করিবে। যতদিন না তাহারা সেই স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হয়, তাহারা নিবৃত্ত হইবে না। ব্যবসায়ী ইংরাজ-জীবন লাভালাভ হিসাবের উপর স্থাপিত, তাহাদের যাহা যাহা করিতে বলো—করিবে; কিন্তু যদি তাহাদের নিকট অর্থ চাও, তাহার হিসাব চাহিবে। রাজসম্মান দিতে তাহারা সম্পূর্ণ উৎসাহিত, কিন্তু রাজাকে বিনা হিসাবে এক কপর্দ্দক দিবে না। তাহারা হিসাবনিকাশ না পাইলে একেবারে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইবে। এই দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় রাজাকেও হত্যা করিয়াছে। হিন্দুর জীবন—ধর্ম্ম। হিন্দুকে অর্দ্ধাশনে রাখো, আবাসহীন করো, কিছুতেই দ্বিরুক্তি করিবে না,—কিন্তু তাহার ধর্ম্মের উপর একবার হস্তক্ষেপ করো, তাহা কোনরূপেই সহ্য করিবে না। পাঠানেরা রাজা হইয়া ধর্ম্ম চালনা করিয়াছিল, এই নিমিত্ত হিন্দু কর্ত্তৃক তাহাদের সিংহাসন বার বার চালিত হইয়া একজাতীয় পাঠানের পরিবর্ত্তে অপর জাতীয় পাঠান স্থাপিত হইয়াছিল, এবং পাঠানের কোনও বংশ-ধারা ভারত-সিংহাসনে স্থায়ী হয় নাই। মোগলেরা ভারত-অধিকার প্রাপ্ত হইল, আকবর হইতে ক্রমান্বয়ে সম্রাটেরা কেহই হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাঁহাদের সাম্রাজ্যও অটলভাবে চলিল, কিন্তু যখন আওরংজেব হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিলেন, অমনি মোগল-সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। 'কার্‌ট্রিজ' কাটায় ধর্ম্মনষ্টের আশঙ্কায় সিপাহীবিদ্রোহে ইংরাজ রাজ্য টলটলায়মান হইয়াছিল। ধর্ম্ম—হিন্দুজীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। যদি হিন্দুর জাতীয় জীবন উন্নত করিতে হয়, বিবেকানন্দের মতে তাহা ধর্ম্মের দ্বারাই হইবে। এস্থলে তর্ক উঠিতে পারে, জাতীয়-জীবন ধর্ম্মের উপর স্থাপিত, হিন্দুর তো ধর্ম্ম নাশ হয় নাই; তবে এরূপ হীনাবস্থা কেন? তাহার উত্তর, সনাতনধর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হইবার নয়, কিন্তু স্বার্থচালিত ধর্ম্মযাজকেরা তাহাদের স্বার্থপোষণে কৃতসংকল্প হইয়া হিন্দুধর্ম্ম অতি মলিন করিয়াছে। এই হীন অবস্থা সেই মালিন্যের ফল। বিবেকানন্দ বলেন,—"অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ধর্ম্মযাজকের ব্যাখ্যায় সেই গীতার স্বরূপ অর্থ লুপ্ত হইয়াছে। গীতার

মতানুসারে এক্ষণে দেখা যায়, ক্রিশ্চান-ধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্য-প্রদেশ চালিত।" বিবেকানন্দ বলেন, "ক্রিশ্চান-ধর্ম্মের উপদেষ্টা যীশু বলিয়া গিয়াছেন, "যদি তোমার একগালে আঘাত করে, তোমার অপর গাল ফিরাইয়া দাও, যীশু আসিতেছেন, সকলে পোঁট্‌লাপুঁট্‌লি বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক।" গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—"বীর-বীর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক পৃথিবী ভোগ কর; বীর-বীর্য্য প্রকাশে চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারিবে।" দেখা—যাইতেছে, গীতার উপদেশ গ্রহণ করিয়া ইংরাজ পৃথিবী ভোগ করিতেছে, আর ভারতবাসী পোঁট্‌লাপুঁট্‌লি বাঁধিয়া বসিয়া আছে।" কেহ বলিতে পারেন, "সাংসারিক কার্য্যে ব্রতী হওয়া তো সন্ন্যাসধর্ম্মের বিরুদ্ধ।" বিবেকানন্দ বলেন,—"সন্ন্যাসধর্ম্ম সকলের নয়। বুদ্ধদেব সকলের জন্য সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করায় অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী হইয়াছিল, তাহাদের দ্বারাই ভারতের অবনতি হইয়াছে।" যাঁহারা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, বিবেকানন্দ তাঁহাদের নিমিত্ত কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—তাঁহাদের কার্য্য সকলকে শিক্ষা প্রদান। সন্ন্যাসীদের তিনি বলেন,—"দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া দীনহীন সকলকে শিক্ষা প্রদান করো, যাহাতে জনে জনে স্বধর্ম্মপালনে সক্ষম হয়, এরূপ উপদেশ দাও গৃহীকে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শিক্ষা দাও।" উপস্থিত হিন্দু-ধর্ম্মের প্রধান মালিন্য এই যে তমোগুণকে আমরা সত্বগুণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। ক্ষমা অতি উচ্চশক্তি। আমার প্রতি একজন অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহাকে ইচ্ছা করিলেই ধ্বংস করিতে পারি, তথাপি তাহাকে দণ্ড প্রদান করিলাম না, ইহার নাম ক্ষমা। কিন্তু বলবান ইংরাজের লাথি খাইয়া আসিলাম, ভয়ে কিছু বলিলাম না, বাড়ী আসিয়া বলিলাম, ক্ষমা করিয়াছি। ইহার নাম ক্ষমা নয়, ইহার নাম জড়ত্ব। এই জড়ত্ব—কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। ভগবান-প্রমুখাৎ গীতা শ্রবণে অর্জ্জুনের জড়ত্ব দূর হইল ও তিনি সতেজে গাণ্ডীব ধারণ করিলেন। আমরা এক্ষণে সেই জড়ত্বের উপাসনা করিতেছি, যে যার গৃহের কোণে বসিয়া আছি। কোন্ জাতি কিরূপে উন্নতিলাভ করিতেছে, তাহা দেখিবার অবকাশ নেই, ধর্ম্মযাজকের কুপ্রথা মতে ভ্রমণ করিলে জাতি যাইবে, আমরা ঘরের ভিতরেই বসিয়া থাকিব, কিছুই দেখিব না—শুনিব না, মুখে এক একবার উন্নতি উন্নতি করিব,—জড়ত্বের এই অধঃসীমা।

জাপান-ভ্রমণে বিবেকানন্দ দেখিয়াছিলেন, জাপান সকল সভ্যজাতির নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার জাপানীত্ব বজায় রাখিয়াছে। ইংরাজের যে সকল শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার আড়ম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। বিবেকানন্দ বলেন,—"আমরাও সেইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিব, কিন্তু আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাজ পুষ্টিকর আহার করে, আমরাও পুষ্টিকর আহার করিব, টেবিল চেয়ারের আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাজ—ইংরাজি রকমে চলে, আমরা হিন্দু রকমে চলিব। যেখানে যা ভাল পাইব—লইব, কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখিব—আমরা হিন্দু, অন্তরে বাহিরে হিন্দু, হিন্দুর স্বতন্ত্রতা নষ্ট করিব না। এই স্থলে একটি আপত্তি উঠিতে পারে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন যে, ধর্ম্ম-ভিত্তি করিলে ভারতের উন্নতি সাধন হইবে না। কারণ, ভারতবাসী সকলে এক-ধর্ম্মাবলম্বী নহে। ভারতে মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন অগ্নি-উপাসক পার্শী প্রভৃতি নানাজাতি আছে, তাহারা সকলে একপ্রাণ না হইলে—ভারত উন্নত কিরূপে হইতে পারে? এই প্রশ্নের বিবেকানন্দ একটি চমৎকার উত্তর প্রদান করেন। বিবেকানন্দ বলেন,—"নর-সেবা তোমার এক মাত্র ব্রত করো। এই সেবাধর্ম্ম প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম। মনুষ্যমাত্রেই পরমাত্মার মূর্ত্তিস্বরূপ। ব্রহ্মের বিকাশই মনুষ্য। এই মনুষ্যের সেবাই হিন্দুর পরম ধর্ম্ম। প্রকৃত বৈদান্তিক সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্ম দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মের সেবার নিমিত্ত নর-সেবায় নিযুক্ত থাকেন। আমরা সেই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া যদি প্রত্যেক মানবের সেবায় নিযুক্ত থাকি, তাহা হইলে মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি পার্থক্য কোথায় থাকিবে? সেই সেবায় মুগ্ধ হইবে না, এমন মানবদেহধারী কে থাকিতে পারে? অহিন্দু বলিয়া ঘৃণা করিলে পার্থক্য জন্মিবে, কিন্তু সেবাধর্ম্মে পার্থক্য কোথায়? বিবেকানন্দ যে সকল সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল আশ্রম দেখিলে এই যে সংশয়—আর কাহারো মনে থাকিবে না। তিনি বুঝিবেন যে, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম, এই সেবাধর্ম্ম অবলম্বনই—ভারতের একতার একমাত্র ভিত্তি। সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া ভারত একপ্রাণ হইবে। ইহাতে ঘৃণা-বিদ্বেষ তিরোহিত হইবে; যিনি সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি মনুষ্য—ব্রহ্ম তাঁহাতে বিরাজমান। সেই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া অপরের সেবা করিবেন ও সেবা দ্বারা সেই সেব্য ব্যক্তিরও ব্রহ্ম উদ্দীপিত হইবে। আপত্তি

হইতে পারে, ইহা কঠিন পন্থা,—কঠিন পন্থাই বটে, সেই কারণে বিবেকানন্দ ধনী বা বড়লোকের দ্বারস্থ হন নাই, বিলাসী হইতে শত হস্ত দূরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত বঙ্গীয় যুবকগণকে তাঁহার কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা উদ্যমশীল, তাঁহারা মনুষ্য, তাঁহারাই বিবেকানন্দের কার্য্যভার গ্রহণে সক্ষম। তিনি বার বার বলিয়াছেন,—"বঙ্গযুবক, বিশ্বাস করো—তোমরা মনুষ্য, বিশ্বাস করো—তোমরা অপরিসীম কার্য্যক্ষম। বিশ্বাস করো—ভগবাম তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো—ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো—জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম। অগ্রসর হও—পশ্চাৎপদ হইও না, তোমরাই আত্মবলিদানে ভারতমাতার প্রীতি সাধন করিতে পারিবে, বিশ্বাস করো—তোমাদের সার্থক জন্ম। বিশ্বাস করো—কখনই নিষ্ফল হইবে না; তোমাদের বিশ্বাসে মেরু টলিবে, সাগর শুষিবে, ভারতের পুনরুদ্ধারে তোমরাই একমাত্র কৃতী।" কাহাকে ঘৃণা করিও না, ভগবান রামকৃষ্ণের মানা—বিবেকানন্দের গুরুদেবের মানা। বিশ্বাসে শুষ্ক স্বতন্ত্রতা আসিতে পারে, ভক্তিতে সেই স্বতন্ত্রতা দূর করে। ভক্তির কোমলতা জ্ঞানের দ্বারা দৃঢ় করো। রামকৃষ্ণের জীবনে ভক্তি, জ্ঞান ও বিশ্বাসের সমন্বয় দেখো,—কল্পিত নৈতিক ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকিও না, কাহারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিও না, আত্মত্যাগপূর্বক উৎসাহিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করো। ত্যাগ অর্থে সংসার ত্যাগ নয়, দশকর্ম্মান্বিত প্রকৃত সংসারী হও, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করো। বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে আসিয়াছ, প্রাণে প্রাণে সকলেরই বাসনা—সেই মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবে। কিন্তু বোঝো, গগনস্পর্শী স্বর্ণচূড়-স্তম্ভ স্থাপন করিয়া দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে তাঁহার চিত্রপট স্থাপন করিয়া—সেই মহানুভবের স্মৃতি-স্থাপনে সক্ষম হইবে না, কিন্তু জনে জনে তাঁহার স্মৃতি স্থাপন করিতে পারিবে। তোমরা নিঃস্ব—আরও ভালো, তোমাদের উদ্যম ও উৎসাহ অপরিসীম! মনুষ্যত্ব লাভ করো,—তোমরা মনুষ্য, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় করো; ভগবান রামকৃষ্ণ তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন ও কার্য্যশীল বিবেকানন্দ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া তোমাদের উৎসাহ প্রদান করিবেন। "বিশ্বাস করো—" বিবেকানন্দের এই শেষ কথা। এই বিশ্বাস দ্বারাই বিবেকানন্দের স্মৃতি স্থাপনা করিবে।

সাধন-গুরু

বৈজ্ঞানিক যখন কোন সত্য বর্ণনা করেন, তাঁহার ভাব অতি দীন, অতি সাবধানে কথা প্রয়োগ, অতি বিনীতভাবে প্রকাশ করেন যে,—উপস্থিত আমরা এইরূপ দেখিয়াছি, শ্রোতারাও সেইরূপ দেখিবেন। যথা—, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত করিলে জল হয়, আপাততঃ স্বভাবের যেরূপ অবস্থা আছে, তাহাতে উক্ত দুই বাষ্প একত্র করিলে জল হইবে। যদি কেহ সন্দেহ করিয়া প্রশ্ন করেন যে, কোন অদৃশ্য বাষ্পের অস্তিত্ব কি সম্ভব নাই,—যে বাষ্পের সহিত উক্ত বাষ্পদ্বয় মিলিত হইয়া জলরূপে পরিণত হয়? তিনি অতি বিনীতভাবে উত্তর করিবেন,—"আছে কি না জানি না"—সলিলে এই দুই বাষ্পের প্রমাণ হয়। পরে যদি কেহ সেই অদৃশ্য বাষ্পের আবিষ্কার করিতে পারেন, আমরা তাহা স্বীকার পাইব। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, যে অক্সিজেন কি স্বয়ং স্বতন্ত্র পদার্থ বা অপর কোন পদার্থে মিলিত হইয়া অক্সিজেন হইয়াছে,—তাহাতে সেই বিনীত উত্তর। বলিতে পারি না, কালে প্রকাশ পাইলেও পাইতে পারে—যে দুই বাষ্পের সংযোগে অক্সিজেন হইয়াছে, কিন্তু আপাততঃ তাহার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু এইরূপ বিনীত ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ যখন নিজ নিজ মত প্রকাশ করেন, শুনিলে হৃৎকম্প হইতে থাকে; সে দীনভাব নাই, যিনি পূর্ব্বে একটি বালকের অমূলক প্রশ্ন,—অক্সিজেন দুইটি গ্যাস কি না, বা হাইড্রোজেন অক্সিজেন মিলিয়া পরশ্ব জল হইবে কি না, সন্দিগ্ধচিত্তে সাবধানে উত্তর করেন; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, বিষয়ে আর তাঁহার সে সন্দেহ দেখা যায় না। 'নেবুলি' * অর্থাৎ অতি বাষ্পীয় জড় অবস্থা হইতে সৃষ্টি করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হ'ন না। কাহার পর কি জীব সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনুমানেও সঙ্কুচিত ন'ন। পৃথিবীর অবস্থা কি হইবে, অনায়াসে কল্পনা করেন, যদিচ স্পষ্টাক্ষরে বলেন না, পূর্ব্বমত সকল মিথ্যা। কিন্তু তাঁহাদের প্রবন্ধপাঠে একরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে যে, সৃষ্টি, স্থিতি,

---

* বর্ত্তমানে ইহা 'নীহারিকা' নামে অভিহিত হইয়াছে।

প্রলয় সম্বন্ধে যে ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, তাহা সমুদয় অমূলক। কোন বৈজ্ঞানিকমত পাঠে এ কথার প্রতীয়মান হইবে। হাক্সলি, স্পেন্সার টিণ্ডেল, প্রক্টর প্রভৃতি সতর্কভাষায় সদর্পে প্রকাশ করেন যে, ঈশ্বর বিষয়ে এপর্য্যন্ত মনুষ্যরা যাহা জানিয়াছেন, সকলই ভ্রান্তি,—সৃষ্টি বিষয়েও তাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে সকল মহাত্মার (নিউটন, ফেরেডে, ডারবিন ইত্যাদির) বহু শ্রমসম্ভূত আবিষ্কার লইয়া তাঁহারা (হাক্সলি ইত্যাদি) বেদবিরোধী হন, ঐ সকল মহাত্মারা প্রায়ই ঈশ্বরবাদী, এবং সৃষ্টি-সম্বন্ধে যে, কিছু নিরাকরণ করিয়াছেন, এরূপ অভিমান রাখেন না। আবার যেমন সূর্য্য-তাপে উত্তপ্ত বালুকাসকল সূর্য্য হইতে ক্লেশপ্রদ হয়, সেইরূপ যাহারা ঐ সকল সন্দিগ্ধ মত পাঠ করিয়া বেদ ও হিন্দু-দর্শন-বিরোধী হ'ন তাঁহাদের বাক্য-যন্ত্রণা অতি তীব্র হইয়া উঠে। রসায়নের দুই পাত পাঠ করিয়া সদর্পে বলেন,—"পঞ্চভূত কোথায়? পঁচাত্তরটি ভূত বিরাজমান,—এখনও বসিয়া দেখ, আরও কত ভূত হয়।" আরও যে কতগুলি ভূত হইবার সম্ভাবনা আছে, ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, দার্শনিকেরা কি নিমিত্ত পঞ্চভূত কল্পনা করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করা হয় না। দার্শনিকেরা রাসায়নিক নহে; তাহারা রাসায়নিক পুঁথি লেখেন না। যখন পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইয়াছে বলেন, তাহাদের অর্থ এই যে, জড়ের তিন অবস্থা—বাষ্পীয়, তরল ও কঠিন—যথা ক্ষিতি অপ, মরুৎ। এই সকল জড়ের অবস্থানের স্থান চাই, তাহাকে ব্যোম বলেন এবং তেজ অর্থাৎ ক্রিয়াদ্বারা গঠন হয় ইহাই কল্পনা করিয়া থাকেন। আমরা বৈজ্ঞানিকের মতাবলম্বী হইয়া তেজকে ক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করিলাম। কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, জীব ও উদ্ভিদ দেহে জড়ের এই তিন অবস্থা বিরাজ মানা উক্ত দেহে পরমাণুর সংযোগমধ্যে ব্যোম আছে, এবং ব্যোমমধ্যে উক্ত দেহ আছে, অতএব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোমে সে দেহ নির্ম্মিত হইরাছে। লক্ষ লক্ষ এলিমেণ্ট (Element) যাহা ভূত নামে অনুবাদিত হয়, আবিষ্কৃত হইলেও পঞ্চ-ভৌতিক নির্ম্মাণ-বিরোধী হইতে পারে না। * দর্শন ও রসায়নে প্রভেদ

* আমরা দার্শনিক "ভূত" কথাটি যে অর্থে ব্যবহার করিলাম, তাহাতে কাহারও কাহারও আপত্তি আছে। তাঁহারা বলেন, এ অর্থ স্বকপোল কল্পিত আভিধানিক অর্থ ইহা নয়, এবং

না জানিয়া যেরূপ বিতণ্ডা হয়, সাধন ও অনুমানের অর্থ না জানিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধেও বিতণ্ডা। বৈজ্ঞানিকবর স্পেন্সার সাহেব বলেন, যে,—মনুষ্য যাহা বলেন, তাহা সমুদয় ভ্রান্তি। একটি দৃষ্টান্ত দেন, যে—যদি ঘড়ির চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে সে যদি টিক্ টিক্ না করিয়া বলিত, "আমাকে যে নির্ম্মাণ করিয়াছে—সে অতি বৃহৎ চক্রাকার ; তাহার মিনিট ও ঘণ্টা নির্ণায়ক হস্তদ্বয় অতি বৃহৎ ও টিক্ টিক্ না করিয়া টক্ টক্ করিয়া চলে", তাহা কি সত্য হইত? এই দৃষ্টান্ত দিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিবার আছে, তাহা সাব্যস্ত করিয়া দম্ভে বলেন যে, যাক্—এ সকল উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই।

মে মাসের (১৮৯৫ খ্রীঃ) "কন্‌টেমপোরারি রিভিউয়ে" (Contemporary Review) ফগেজেরো (Fogazero) প্রণীত একটি প্রবন্ধে স্পেন্সার সাহেবের সহিত কিছু বিরোধ দেখা যায়। ফগেজেরো সাহেব বলিতেছেন,—"হয়তো দস্তা ও সাধারণ রৌপ্য নির্ম্মিত ঘড়ি, বিদ্যা-বুদ্ধির অভাবে বলিতে পারে যে, কোন সর্ব্বশক্তিমান বৃহৎ ঘড়ি, সকল ঘড়ির জনক। কিন্তু স্বর্ণ-নির্ম্মিত হীরক-খচিত ঘড়ি বলিবে যে, চক্ চক কর ও টক্ টক্ কর—ব্যস। হয়তো ক্রনোমিটার ঘড়ি আসিয়া বলিবে, কারণ তাহার কলকব্জা অতীব সুন্দর ; সুতরাং তাহার বুদ্ধিও সুন্দর ; ক্রনোমিটার বলিবে যে, একেবারে কথনও ঘড়ি সৃষ্টি হয় নাই। কারণ এই যে, আমাতে বড় চাকাটি ও ছোট চাকাটি পৃথক ছিল, ক্রমে একত্র মিলিত করা হইয়াছে, তবে তো আমি হইয়াছি। তাহার মতে তাহার সৃষ্টির কারণ পূর্ব্বে কতকগুলি সামগ্রী

বিনা আপত্তিতে সংস্কৃত ভূতের আভিধানিক অর্থ ইংরাজী "এলিমেণ্ট" বলেন। এক ভাষার অর্থ অপর ভাষায় দিয়া তাহাকে আভিধানিক বলা সঙ্গত নয় বলিলে বড় অধিক বলা হয় না। ইংরাজী এলিমেণ্টের অর্থ—অমিশ্রিত কোন পদার্থ—যাহা বিভাগ করা যায় না, এবং কোন কিছু হইতে নয়। কিন্তু সংস্কৃত ভূত-তত্ত্ব অন্যরূপ—যথা আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি এক মৌলিক ভূত হইতে পর পর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদিগকে ইংরাজেরা এলিমেণ্ট বলিবেন না। তাঁহারা বলেন, অক্সিজেন মধ্যে তড়িত-স্রোত গমনে অক্সিজেন পরমাণু সকল এরূপ অবস্থাপন্ন হয় যে, তাহার নাম আর অক্সিজেন থাকে না, তাকে "ওজন" (Ozone) বলে। যদি ওজন রাসায়নিক মতে এলিমেণ্ট না হয়, তাহা হইলে বায়ু, জল, তেজ ক্ষিতি প্রভৃতি যখন এক বস্তু হইতে অপর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে কোন প্রকারে এলিমেণ্ট নাম দেওয়া যাইতে পারে না। অতএব যাহারা ভূত শব্দের আভিধানিক অর্থ এলিমেণ্ট বলিয়া দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহাদের মত তাঁহাদের কাছেই সঙ্গত।

ছিল, সেই সামগ্রী লইয়া কোন এক চেতন পদার্থ তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং সেই ঘড়িতে যে চৈতন্য বিরাজিত, তাহা নির্ম্মাতার চৈতন্যের অংশমাত্র। কিন্তু স্রষ্টা কিরূপ, তাহার আকার কেমন, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এখানে ফগেজেরো সাহেব নিশ্চিন্ত। যদিচ তাঁহার স্পেন্সার সাহেবের মত খণ্ডন করিবার বাসনা নাই, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কতক জানা যায়, তাহা তিনি অতি সুযুক্তি সহকারে সম্পন্ন করিয়াছেন, ; যুক্তির যতদূর বিস্তার, তাহার সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন কিন্তু হিন্দুরা বলেন, স্পেন্সার ও অপরাপর সাহেবরাও বলিয়া থাকেন, যে, ঈশ্বর জড় মনোবুদ্ধির অগম্য, কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধি তাঁহাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে। শুদ্ধ মনোবুদ্ধি সাধন-সাপেক্ষ। সাধন কাহাকে বলে? যাহা না জানি তাহা শিখিতে হয়, যে জানে তাহার কাছে যাইতে হয়। এখানে একটি আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে; কেন পণ্ডশ্রম করিব? বড় বড় সাহেব বলেন, জানা যায় না, যিনি বলেন জানা যায়, তিনি প্রমাণ করিয়া দিলে আমরা তদ্বিষয়ে তন্নুসন্ধান করিব। অবশ্য কোন সাহেব যখন বলিয়াছিলেন, যে বৈদ্যুতিক শক্তির স্পর্শ ব্যতীত সূচিকা সঞ্চালিত হয়, তখন আমরা ভাঁড়, এসিড ও কার্ব্বণ প্রভৃতি আনিতে কোন আপত্তি করি নাই। বলি নাই যে, ছুঁচ নাড়িবে, তবে এ সকল কেন? তবে যদি এখন বলেন, পুষ্প-চন্দনাদি সংগ্রহ কর, শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ কর, আসনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে এ কথাগুলি উচ্চারণ কর; আমরা হাস্যসহকারে বলিব, আমাদিগকে বাতুল পাইয়াছ? কি ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চামচিকড়ি কাণের গোড়ায় বলিলে তাহা জপ করিব, না মাটির উপর ফুল চাপাইব? এত আহম্মক নহি তাহা অপেক্ষা এই উনবিংশ শতাব্দীতে মরণ ভাল।

সাধন শিক্ষক বলেন,—"বাপু! কখন মিথ্যা কথা কহিতে শুনিয়াছ? তোমার ঈশ্বর প্রাপ্তি হইলে আমার কি কিছু লাভ হইবে? দেখ আমি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী—আমার কিছুই প্রয়োজন নাই তোমার নিকট কিছুই চাহি না, তুমি ত্রিতাপে জর্জ্জরীভূত হইতেছ, তোমার দুঃখ নিবারণ হয়—এই আমার বাসনা। দিবারাত্রি আমার সহিত থাকিয়া দেখ, ইচ্ছা হয়, বর্ষাবধি থাক, আমার কোন অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি আছে কিনা অনুসন্ধান কর, —তোমায় ঠকাইতে চাই কিনা দেখ,"—অমনি মনে মনে আন্দোলন করিব,

আশ্চর্য্য করিয়াছে, সত্য এ ব্যক্তি সত্যবাদী বটে, কাঞ্চন-ত্যাগী, কেননা কাঞ্চন স্পর্শে ইহার শ্বাসরোধ হইয়া যায় দেখিয়াছি। অতি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেও কোন ছল ধরিতে পারেন নাই। কামিনী-কটাক্ষ অন্তরে বিদ্ধ হয় না, বালকের ন্যায় সকলকেই মাতৃসম্বোধন করে, একি মিথ্যাকথা কহিতেছে? না, উহার ভ্রম হইয়াছে। অতি সরল প্রকৃতি বটে; কিন্তু ভ্রম—ভ্রম, বিদ্যাহীন—বিজ্ঞান পাঠ করে নাই, সুতরাং অন্ধবিশ্বাসে আবদ্ধ। সাধন-গুরু আবার অতি দীনভাবে বলিতে লাগিল, "তুমি মনে মনে এই সকল কথা আন্দোলন করিতেছ, আমার ভ্রম নয় বাপু! আমার ভ্রম নয়। এখনও সেই জগৎ-ব্রহ্মময়ী মাতাকে আমি সম্মুখে দেখিতেথি, উর্দ্ধ-অধো মধ্যে—পূর্ণ দেখিতেছি, আমার বড় সাধ—তোমায় দেখাই, আমার কথা শুন, যাহাতে দেখিতে পাও, তাহার উপায় কর"—বলিতে বলিতে অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল।

কি আশ্চর্য্য, আমার মনোভাব কিরূপে জানিল! এ ব্যক্তি তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন, অনুমানে ধরিয়াছে। ভাল, আমার জন্য কাঁদে কেন? অশ্রুধারার আবার রকম আছে, আমাদের অশ্রু নাসিকার পাশ দিয়া বহে, ইহার অশ্রু চক্ষুর অপর পার্শ্ব দিয়া পড়িতেছে, ইহার কারণ কি? আমার ভালর নিমিত্ত ইঁহার এত গরজ কেন? যাহা হউক; দেখা যাক্,—ঈশ্বর দেখিয়াছি বলিতেছে, একটা প্রশ্ন করিলেই বিদ্যা-বুদ্ধি বোঝা যাইবে, দেখা যাক্। সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যাক্, যদি ঈশ্বরকে দেখিয়া থাকেন, তাহাহইলে সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে, অবশ্যই বলিতে পারিবেন। 'ভাল, যদি ঈশ্বরকে দেখিয়া থাকেন বলুন দেখি, সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে?' সুচতুর বৈজ্ঞানিক মনে মনে ভাবিতেছেন—কেমন প্রশ্ন করিয়াছি, একেবারে নীরব। এ মূর্খ—কোথা হইতে জানিবে যে, বিকাশই সৃষ্টির কারণ। গুগ্‌লি, শামুক, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, জন্তু, বানর—ক্রম-বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য হইয়াছে, তাহা কি উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা? বিসমোল্লায় গলদ, সৃষ্টি কেহ করে নাই, অতি ক্ষুদ্র চেতনাধার হইতে জীব সৃষ্টি হইয়াছে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক ইহা সাব্যস্ত করিয়াছেন, তবে আর তাহার অন্যথা কি? কুভিয়ার লামার্ক (Couvier Lamork) যাহা পেন্সিলে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা ডারউইন্ (Darwin) সাহেব বিংশতি বৎসর পরিশ্রম সহকারে চিত্র করিয়া সংশয় দূর করিয়াছেন। কিন্তু

বৈজ্ঞানিক জানেন না যে, কোটি কোটি বাইবেল বিরোধী মত স্থাপিত হইলেও হিন্দুদর্শনে আঘাত লাগিবে না।

ভূগর্ভ, সময়ে প্রস্তরীকৃত বাদুড়ের অস্থি প্রথমেই হউক, কিম্বা শেষেই হউক, ভূগর্ভ খননে বৈজ্ঞানিক যাহাই নিরূপণ করুন, হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধী হন না। সঙ্কোচ ও বিকাশ যাহাই প্রচলিত মত হউক, বাইবেল খণ্ডন করিতে পারিলে করিতে পারেন, কিন্তু বেদমূলক হিন্দুদর্শন অখণ্ডনীয়। অতি বাষ্পীয় সৃষ্টি মতে অত্যুপ্ত পৃথিবী ধূমপুঞ্জ বিনির্গত করিয়া মেঘ সৃষ্টি করিয়াছিল—(যেরূপ এক্ষণে শনিগ্রহ করিতেছে), এবং ঐ প্রচুর ধূমপুঞ্জ মেঘে পরিণত হইয়া অনবরত বারি-ধারা বর্ষণ পূর্ব্বক (যেমন এক্ষণে বৃহস্পতিতে হইতেছে), পৃথিবী শীতল করিয়া জীবের আবাসউপযোগী করিয়াছেন, ঐ বারিধারা বরিষণে পৃথিবী জলময়ী হইয়াছিলেন, মহাপ্রলয়ে যেরূপ বর্ণিত কালের সৃষ্টি (অহং বহুস্যামি), এক প্রবল ইচ্ছা অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবাহিত হইয়া সৃষ্টি করিতেছে। বিকাশবাদীরা বিকাশ হইয়াছে, সংস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু কি শক্তি দ্বারা পরমাণু হইতে জগৎ বিকাশ-শক্তি নিহিত, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে পারেন নাই। হিকেল সাহেব জগতে চৈতন্য দ্বারা দৃষ্টি করেন না। ডাইউইন সাহেব বিকাশ মতের নেতা হইয়াও ঈশ্বরবাদী ছিলেন। ডারউইনের ঈশ্বরবাদের বিরোধী হইয়া হিকেল সাহেব জড়পদার্থের সংযোগ বিয়োগ-শক্তি দ্বারা বিকাশ-কার্য্য সম্পাদন করেন, কিন্তু কি শক্তি এই সংযোগ-বিয়োগ-শক্তির মূল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। কেবল একজাতীয় বাষ্পের অপর জাতীয় বাষ্পের সহিত আসক্তি ও বিরক্তি, ইহার কারণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু অজ্ঞাত কোন শক্তির হাত কোন কৌশলে এড়াইতে পারেন না। উপরোক্ত পণ্ডিতবর ফগেজেরো সাহেব অতি সুযুক্তি সহকারে বলিতেছেন, "শক্তি কল্পিত হউক না কেন, যথাস্বভাব-সম্ভূত নির্বাচন (Natural Selection) * আসক্তি-সম্ভূত নির্ব্বাচন (Sexual Selection), ‡ তাহাতে কোন অজানিত শক্তি সংযোগ ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না। অতএব যিনি বলেন

* যে সকল জীব স্বাভাবিক অবস্থার উপযোগী, সেই সকল জীবই জীবিত থাকে, এই নিমিত্ত বলিষ্ঠের অবস্থান ও দুর্ব্বলের পতন ক্রিয়া 'স্বভাব-সম্ভূত নির্ব্বাচন' বলিয়া ডারউইন সাহেব নির্ণয় করেন।

‡ দেখিতে পাওয়া যায়, পশু পরস্পর পরস্পরের স্বয়ং সৌন্দর্য্যে ও রূপ-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়,—এই আকর্ষণ সম্ভূত উৎপত্তিকে ডারউইন সাহেব' 'আসক্তি-সম্ভূত নির্ব্বাচন' নির্ণয় করেন।

যে, একমাত্র শক্তি জগতের সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে, ঐ শক্তির দ্বারাই অসম্পূর্ণ সম্পূর্ণ হইতেছে, ক্রমে উন্নতির দিকে ধাইতেছে, মানব চৈতন্যে তাহা দৃষ্ট হইতেছে সে শক্তি অচেতন কল্পনা করা তাঁহার নিজ মত নিজে খণ্ডন ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? কারণ, যদি এ শক্তি চেতনা শক্তি না হইত, তাহা হইলে বিশৃঙ্খল ঘটিত সন্দেহ নাই ; দিন দিন উন্নতি সাধন কিরূপে করিবে ? দশটাই ভাঙ্গুক, আর লক্ষ কোটিই ভাঙ্গুক, ভাঙ্গিয়া ক্রমে সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিতেছে। যদি তুমি বিকাশ-শক্তিতে ঈশ্বর না দেখিয়া থাক, যে অজ্ঞানিত শক্তি বিকাশ শক্তিতে যোগ প্রদানে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা চেতন নয় বলিতে পার না।" "অহং বহুস্যামি" এ ইচ্ছার প্রতিবাদ করিতে পার না।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেতে এইরূপ হউক, এদিকে সাধন-গুরু অচেতন, কাষ্ঠবৎ সংজ্ঞাহীন, চক্ষু স্পন্দহীন, মুখমণ্ডলে এক বিচিত্রভাবাপন্ন জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে; একি মৃত না কি ? না না, ক্রমে ক্রমে ভাবের পরিবর্ত্তন দেখি। এই যে চৈতন্য হইয়াছে, কিছু না, মূর্চ্ছাগত বাই আছে। "মহাশয়, এমন অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন কেন ?" সাধন-গুরুর উত্তর,—"সৃষ্টির প্রকরণ জিজ্ঞাসা করায়, আমি ব্রহ্মযোনি দর্শনে অভিভূত হইয়াছিলাম, দেখিলাম :—

"এক রূপ অরূপ নাম বরণ
অতীত আগামী কালহীন
দেশহীন সর্ব্বহীন 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়,
তথা হ'তে বহে কারণ ধারা—
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজরা
গরজি গরজি উঠে তার বারি
'অহং অহং' ইতি সর্বক্ষণ ॥
কোটি চন্দ্র, কোটি তপন,
লভিয়ে সে সাগরে জনম,
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন,
করি দশদিক জ্যোতি মগন ॥
তাহে বহে কত জড়-জীব-প্রাণ
সুখ, দুঃখ, জরা, জনম-মরণ,
সেই সূর্য্য তারই কিরণ—
যেই সূর্য্য—সেই কিরণ ॥" *

* এই বৈদান্তিক-গানটি স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত। রাগিনী খাম্বাজ—চৌতালে গেয়।

হয় বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে কোন অভিনেত্রীর দ্বারা ঐ অংশ ঐরূপ সুন্দররূপে অভিনয় হইতে পারে না। জ্ঞানদা বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের শ্রীমতী তারাসুন্দরী।

ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী এবং নৃত্যশিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী কর্তৃক 'প্রফুল্ল'র অংশ অভিনীত হইয়াছিল। এত স্বাভাবিক এত হৃদয়গ্রাহী অভিনয় বোধ হয় আমরা 'প্রফুল্লে'র অংশে কখনও দেখি নাই। গিরিশবাবু প্রফুল্ল পুস্তকখানি যেরূপ লিখিয়াছেন এবং প্রফুল্লের চরিত্র যেরূপ দেখাইয়াছেন আমরা 'প্রফুল্লে'র অভিনয়কালে ঠিক সেইরূপইে দখিয়াছি।

সুরেন্দ্রবাবু কর্তৃক আমরা যে সুরেশের রূপ স্বাভাবিক অভিনয় দেখিয়াছি, তাহাতে তিনি গিরিশবাবুর পুত্র নামেরই যোগ্য। অনান্য অংশ সকলও অতিশয় সুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছিল এবং সকলগুলিই স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। মোটের উপর প্রফুল্ল পুস্তকের অভিনয় ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণনাতীত।

'প্রফুল্ল'র চতুর্থ যুগান্তকারী অভিনয় হয় প্রসিদ্ধ আর্ট থিয়েটার সম্প্রদায় কর্তৃক ২৪ আগস্ট ১৯২৪ তারিখে। এই সম্প্রদায়ে ছিলেন :

রমেশ—অহীন্দ্র চৌধুরী। প্রফুল্ল—নীহারবালা। যোগেশ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। সুরেশ—ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়। শিবনাথ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ভজহরি—নির্মলেন্দু লাহিড়ী। মদন ঘোষ—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কাঙ্গালী—সন্তোষ দাস। পীতাম্বর—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। জ্ঞানদা —কুসুমকুমারী। উমা—কোহিনুরবালা। যাদব—ফুল্লনলিনী।

এই অভিনয়ের মনোজ্ঞ বিবরণ শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁহার 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রফুল্লর ভূমিকায় নীহারবালা ও ও রমেশের ভূমিকায় তিনি (অহীন্দ্র) যে অভিনয় কুশলতার পরিচয় দেন, তাহা অভূতপূর্ব ছিল।

'প্রফুল্ল'র পঞ্চম পর্যায়ের অভিনয় মঞ্চস্থ করেন সুপ্রসিদ্ধ শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও তৎসম্প্রদায়। এই অভিনয়ে যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন স্বয়ং শিশিরকুমার।

'প্রফুল্ল' নাটকের প্রায় সবগুলি অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হইয়াছিল অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের। তিনি তাঁহার 'অথ নট ঘটিত' গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন :

'অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্র, দানীবাবু ও শিশিরকুমার এই চারজনের যোগেশের একটা তুলনামূলক সমালোচনার জন্য পাঠকের কৌতুহল জাগে। কিন্তু কে করবে, তার এই চারজনের যোগেশ দেখা চাই। তাছাড়া তাকে সমালোচক হতে হবে।...তবে মোটামুটি এই বলা যায়—গিরিশচন্দ্রকে তাঁর উচ্চাসন থেকে আজও কেউ নামাতে পারেনি।'

'প্রফুল্ল'র প্রথম অভিনয়—তথা প্রকাশকাল হইতে আজ পর্যন্ত সকল অভিনয় সম্বন্ধে অসংখ্য সমালোচক অভিনয় ও নাটকের সমালোচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৪ মাঘ ১৩০৮ তারিখে 'রঙ্গালয়'-এ প্রকাশিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটির অংশ বিশেষ দেওয়া হইল :

বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনে দুঃখের যে বিরাট কাল মেঘ সর্বদাই বিভীষিকা উৎপাদন করে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া অপূর্ব লিপিচাতুরীর বলে এই শোকপূর্ণ বিয়োগান্ত নাটক রচিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় যে এমন মর্মভেদী বিয়োগান্ত নাটক বাঙ্গালা ভাষায় বুঝি আর নাই···যোগেশের 'সাজান বাগান শুকাইয়া গেল', আর হইল না। পরন্তু পুণ্যের প্রতিষ্ঠা তো হইল, পাপের দমন তো হইল। সমাজের পক্ষে ইহাই লাভ।

প্রফুল্লর বিভিন্ন দিক লইয়া বিভিন্ন সময়ে সমালোচনা করিয়াছেন বিশিষ্ট সাহিত্য-সেবী ও নটকুশলীগণ। তাঁহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'গিরিশচন্দ্র', মন্মথমোহন বসুর 'বাংলা নাটকের উন্নতি ও ক্রমবিকাশ', হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর 'গিরিশ প্রতিভা' কুমুদবন্ধু সেন-এর 'গিরিশচন্দ্র', অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালেও এ বিষয়ে বিভিন্ন 'নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপক বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি :

শুনিয়াছি পাশ্চাত্য দেশের রঙ্গমঞ্চে শেক্সপিয়ারের শ্রেষ্ঠ নাটকাবলীর বিশিষ্ট চরিত্রগুলির ভাষা ও বিশ্লেষণ দেখিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শেক্সপিয়ার পাঠার্থী উভয় সম্প্রদায়ই রঙ্গমঞ্চে বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয় দেখিয়া থাকেন। আমাদের দেশের সে অবস্থা এখনও হয় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতে কবে যে সে শুভদিন আসিবে তাহা কল্পনা করিতেও সাহসে কুলায় না। যদি 'প্রফুল্ল' নাটক তখনকার

বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশেও তখনকার খ্যাতনামা অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী গিরিশচন্দ্রের অভিনীত 'যোগেশ' দেখিয়া যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন।

ম্যাকবেথ

'ম্যাকবেথ' শেক্সপিয়ারের অনুবাদ নাটক। ইহার প্রকাশ কাল ২ আগস্ট ১৯০০। কিন্তু ইহার প্রথম অভিনয় হয় মিনার্ভা থিয়েটারে ১৬ মাঘ ১২৯৯ (২৮ জানুয়ারী ১৮৯৩) তারিখে। এ বিষয়ে অপরেশচন্দ্র তাঁহার 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"প্রায় নয়মাস রিহার্শাল দিয়া গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় প্রথম নাটক খুলিলেন 'ম্যাকবেথ'। ম্যাকবেথের অভিনয় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে একটি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। এই ম্যাকবেথকে অবলম্বন করিয়াই গিরিশচন্দ্র এদেশে অভিনয়ের ধারা বদলাইয়া দিয়াছিলেন; এই ধারা পরিবর্তনে তাঁহার একমাত্র সহযোগী ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর। ম্যাকবেথ···রঙ্গালয়ে এক নবযুগ আনিয়াছিল।"

'ম্যাকবেথ' রচনার ইতিহাস ও অভিনয়ের বিবরণ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে সবিস্তারে করিয়াছেন। প্রথম অভিনয়ে যোগদান করেন :

ডন্‌ক্যান—হরিভূষণ ভট্টাচার্য। ম্যাকম—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। ডনাল্‌বেন—নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। ম্যাকবেথ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ব্যাঙ্কো—কুমুদনাথ সরকার। ম্যাক্‌ডফ্‌ ও হিকেট—অঘোরনাথ পাঠক। লেনক্স—বিনোদবিহারী সোম। রস—কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী। মেনটিয়েথ, তৃতীয় হত্যাকারী ও তৃতীয়া ডাকিনী—নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আঙ্গাস—অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল। কেথ্‌নেস, দ্বিতীয় হত্যাকারী ও রক্তাক্ত সৈনিক—চুনীলাল দেব। ফ্লিয়েন্স—কুসুমকুমারী। বৃদ্ধ সিউয়ার্ড—ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়। যুবা সিউয়ার্ড ও দ্বিতীয় ডাকিনী—নীলমণি ঘোষ। সিটন—নন্দহরি ভট্টাচার্য। দ্বারপাল, প্রথম ডাকিনী, বৃদ্ধ, প্রথম হত্যাকারী ও ডাক্তার—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। দূতদ্বয়—মানিকলাল ভট্টাচার্য ও তিতুরাম দাস। ম্যাকডফের পুত্র—চয়নকুমারী, লেডী ম্যাকবেথ—তিনকড়ি দাসী, লেডী ম্যাকডফ—প্রমদাসুন্দরী। পরিচারিকা—হরিমতী। সঙ্গীত

শিক্ষক—দেবকণ্ঠ বাগচী। রঙ্গভূমি সজ্জাকর—ধর্মদাস সুর। সহকারী দ্বয়—জহরলাল ধর ও শশীভূষণ দে।

'ম্যাকবেথ' অভিনয়ের জন্য নাট্যশিল্পের ইতিহাসে বহু উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ইউরোপীয়ান চিত্রকর নিযুক্ত করিয়া যাবতীয় দৃশ্যপট অঙ্কিত করা হয়। প্রসিদ্ধ রূপসজ্জাকর পিম সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া গিরিশচন্দ্র আধুনিক রঙ্গালয়ের সাজসজ্জার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপর্যাপ্ত অর্থব্যয় ও অভিনয়ের চাতুর্য থাকিলেও এই নাটক সাধারণ দর্শকগণ গ্রহণ করেন নাই। পরবর্তীকালে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাশিক থিয়েটারে ১৮ নভেম্বর ১৮৯৯ তারিখে ম্যাকবেথের দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিনয় হয়। অমরেন্দ্রনাথ কয়েকজন বিশিষ্ট দর্শকের জন্য ম্যাকবেথের বিশেষ অভিনয় ২৬ নভেম্বর ১৮৯৯ তারিখে আয়োজন করেন। এই অভিনয় দেখিয়া বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ ও গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত ও ব্যারিস্টার পি. এল. রায় সংবাদ পত্র মারফৎ জানাইয়াছিলেন।

> We went to the Classic Theatre on Sunday last (the 26th November 1899), to witness the performance of the opera "Sree Krishna" and of Babu Girish Chandra Ghose's Bengali translation of Shakespeare's Macbeth, and we were much pleased with what we saw.
>
> The stage arrangements were all very good, the costumes rich and appropriate and the senes splendidly represented. The actors did their parts well on the whole···and Macbeth, the witches, the porter and Lady Macbeth in Macbeth being deserving of special mention.

১৮নভেম্বর ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে ক্লাসিকে ম্যাকবেথ অভিনয়ে যোগদানকারীরা ছিলেন :

ডানকান, ম্যাকডাফ ও প্রথম দূত—হরিভূষণ ভট্টাচার্য। ম্যাকম—প্রমদাসুন্দরী। ডনাল্‌বেন—রানীসুন্দরী। ম্যাকবেথ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। বাঙ্কো, সিটন ও রক্তাক্ত সৈনিক—নীলমণি ঘোষ। লেনক্স—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী। রস—চণ্ডীচরণ দে। মনটিয়েথ ও যুবা সিউয়ার্ড—হরিলাল চট্টোপাধ্যায়। আঙ্গাস ও দ্বিতীয় দূত—অহীন্দ্রনাথ দে। কেটনাস—ভোলাচাঁদ ঘোষ। বৃদ্ধ সিউয়ার্ড—মহেন্দ্রলাল বসু। ক্লিয়েন্স—টুকুমণি। দ্বারপাল ও প্রথম ডাকিনী—জীবনকৃষ্ণ সেন। বৃদ্ধ, ডাক্তার, প্রথম হত্যাকারী ও তৃতীয়

ডাকিনী—শ্রীশচন্দ্র রায়। লেডী ম্যাকবেথ—কুসুমকুমারী (পরে তিনকড়ি)। লেডী ম্যাকডাফ—গুলফম (হরিদাসী)। পরিচারিকা—গোলাপসুন্দরী। এবারেও মাত্র তিনরাত্রি অভিনয়ের পরই 'ম্যাকবেথ' বন্ধ হয়।

'ম্যাকবেথে'র গ্রন্থকাররূপে গিরিশচন্দ্রের একটি 'প্রস্তাবনা' ছিল। উহা অভিনয়ের পূর্বে মঞ্চে আবৃত্তি করা হইত। গ্রন্থ প্রকাশ কালে উহা গ্রন্থের প্রথমে সংযোজিত হয়। পরবর্তীকালে ইহা গিরিশচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থ "প্রতিধ্বনি'তে গ্রথিত হয়। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে উহা বর্জিত হইল। উহা 'প্রতিধ্বনি'র নির্দিষ্ট অংশে পরিবেশিত হইবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বালক রবীন্দ্রনাথ ম্যাকবেথের প্রথমাংশ অনুবাদ করিয়া ভারতী-পত্রিকায় ১২৮৭ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। কৌতূহলী পাঠক এই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র আধুনিক সংস্করণের গ্রন্থ পরিচয় অংশে দেখিতে পারেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ম্যাকবেথ প্রসঙ্গে একটি করুণ অধ্যায় আছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে আছেন। সেই সময়ে তাঁহার প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী হেনরিয়েটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্নের সংবাদ তাঁহাকে গোচর করিলে তথায় উপস্থিত বান্ধববর মনোমোহন ঘোষকে মধুসূদন বলিয়াছিলেন :

"আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে···আমি সেই কয় পংক্তি আবৃত্তি করিতেছি দেখ দেখি আমার কোন ভ্রম হয় কিনা?" মধুসূদন এই বলিয়া ম্যাকবেথ হইতে সুস্পষ্টরূপে এই কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করিলেন—

"To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time ;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle !
Life's but a walking shadow ; a poor player
That struts and frets his hour upon the stage.
And then is heard no more ; it a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing."

পাঁচ ক'নে

'পাঁচ ক'নে' প্রহসনখানি ১৮৯৬ তারিখের ৫ জানুয়ারী মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর নাটকের নাম ছিল 'পঞ্চরং'। ইহা অভিনয়ের দিনই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রহসনে রূপক-ছলে সমাজের নগ্নচিত্র এবং স্বার্থপর শ্রেণীর বর্ণনা যথাযথ চিত্রিত হইয়াছে।

প্রথম অভিনয় রজনীতে প্রধানত ছিলেন :

কালাচাঁদ—অক্ষয় চক্রবর্তী। অমূল্য—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ননীলাল—শ্যামাচরণ কুণ্ডু। বিপিনকুমারী—তিনকড়ি।

ফণির মণি

'ফণির মণি' গীতি-নাট্যখানি প্রচলিত বাংলা রূপকথার আখ্যানভাগ লইয়া রচিত হয়। ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫ বড়দিন উপলক্ষে মিনার্ভা থিয়েটারে ইহা অভিনীত হয়। পরবর্তী বৎসরে—অর্থাৎ অভিনয়ের সপ্তাহকাল মধ্যে ইহা ১ জানুয়ারী ১৮৯৬ তারিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রথম অভিনয় রজনীতে অন্যান্যদের সহিত ছিলেন :

বিরাগ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। শিখা—তিনকড়ি। ফকরে—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু। ফকরের মা—ক্ষেত্রমণি। ধাড়ঙ-কন্যা—কুসুমকুমারী। বেদেনী—হরিসুন্দরী (ব্লাকী)।

যামিনী চন্দ্রমা হীনা গোপন চুম্বন

এই ব্যঙ্গনাট্যখানি তৎকালীন প্রগতিবাদের বিরুদ্ধে রচিত হয়। গিরিশ জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারণা ছিল,ইহা কোনদিনই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। এই ভ্রান্ত ধারণা আমি স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বপ্রথম গোচর করিলে তিনি এ সম্বন্ধে 'বঙ্গশ্রী' চৈত্র ১৩৫২ সংখ্যায় ভূমিকাদি সহ ইহা পুনর্মুদ্রিত করেন। এই ক্ষুদ্র প্রহসনটি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ ছিল—

যামিনী চন্দ্রমা হীনা।
গোপন চুম্বন।
A KISS IN THE DARK.
শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,—৬৬নং বীডন ষ্ট্রীট।

বীডন যন্ত্রে

শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত

১২৮৫

ইহার গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ১৮৭৮ খৃস্টাব্দের ৬ জুলাই। গিরিশচন্দ্রের প্রথম চারখানি নাট্যগ্রন্থে তাঁহার নাম ছিল না—ইহা তাহারই অন্তর্ভুক্ত। কৌতূহলী পাঠককে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত আশ্বিন ১৩৫২ ও আশ্বিন ১৩৫৩ সালে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত প্রবন্ধদ্বয় পড়িতে অনুরোধ করি।

বিবিধ

এ অংশে গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত পাঁচটি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলি গ্রন্থকারের অন্যতম বান্ধব ও গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে লিখিত। গুরুদেব রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া যে সকল রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর সান্নিধ্য গিরিশচন্দ্র লাভ করেন তাহার মধ্যে বিবেকানন্দ তাঁহার অন্যতম বান্ধবরূপে গৃহীত হন। তাহার ফলস্বরূপ এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হয়।

এই প্রবন্ধগুলির সাময়িকপত্রে প্রথম প্রকাশের সময় নির্দিষ্ট হইল:

১। 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ'—"উদ্বোধন" পাক্ষিক-পত্র ১৫ মাঘ ১৩১১;

২। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ'—"তত্ত্ব মঞ্জরী" মাসিক-পত্র ফাল্গুন ১৩১১;

৩। "বিবেকানন্দের সাধন-ফল"—"উদ্বোধন" বৈশাখ ১৩১৮;

৪। "বিবেকনন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ"—"উদ্বোধন" পাক্ষিক-পত্র ১ মাঘ ১৩১৩;

৫। "সাধন-গুরু"—"সৌরভ" মাসিক-পত্র ভাদ্র ১৩০২।

সনৎকুমার গুপ্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-শিরোমণি
নট-নাট্যকার, মহাকবি গিরিশচন্দ্রের
পবিত্র স্মৃতি-বেদীমূলে প্রণাম !

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে
শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি……

প্রণতি

মহাকবি গিরিশচন্দ্র

স্মৃতি বেদীমূলে!

মঞ্চের যুগপ্রবর্তক
নটকুলশিরোমণি, নাট্যকার অগ্রগণ্য
গিরিশচন্দ্র-শ্রীচরণে
ছায়াচিত্র-পরিবেশক প্রযোজকের প্রণতি !

শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ-ধন্য
বাঙলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার-নট গিরিশচন্দ্রের
উদ্দেশে নিবেদন করি শ্রদ্ধার স্রকচন্দন

শ্রীজগন্নাথ পিক্‌চার্স প্রাইভেট লিমিটেড :
নবযুগ প্রবর্তক 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' 'ধূপছায়া'র একমাত্র
পরিবেশক